পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ-বিরচিত-

সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ

মূল, অন্বয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ
এবং তাৎপর্য্য-মণ্ডিত।

মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ
এবং
কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা-দর্শনতীর্থ-
বিদ্যারত্নোপনামক-
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী
কর্ত্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশক
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯
১৩৭১
২

 মূল্য—টা. ৫·০০

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদ-বিরচিত

সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ।

মূল, অন্বয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ,
এবং তাৎপর্য্য-মণ্ডিত।

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

এবং

কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা-দর্শনতীর্থ

বিদ্যারত্নোপনামক-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

প্রকাশক

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

১৩৭১

২

মূল্য—৫ টাকা

মুদ্রাকর
এন্. সি. মজুমদার
বি. পি. এম্.'স্ প্রেস
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

ভূমিকা।

এতদিনে ভগবৎপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত 'সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ' নামক একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় নাই। যাঁহারা ভগবৎপাদের অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের অধিকতর প্রীতি সম্পাদন করিবে, সন্দেহ নাই। কারণ, এই গ্রন্থখানিতে বেদান্তশাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা নিরন্তর ত্রিবিধ-তাপযুক্ত সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে চান, যাঁহারা জরা, মৃত্যু প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের একমাত্র উপনিষদের (বেদান্তের) শরণাপন্ন হওয়া উচিত; কিন্তু উপনিষদ্ অতি দুর্ব্বোধ, স্বল্পধী ব্যক্তির সহজে বোধগম্য হয় না; এইজন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কৃপাপরবশ হইয়া এই গ্রন্থে সমগ্র উপনিষদের তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে জীবকুল ব্যাকুল হইয়া ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদা দেব, মানব, তির্য্যক্ প্রভৃতি বিবিধ জন্মপরিগ্রহ করিতেছে। শরীর ধারণ করিলে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-রূপ ত্রিবিধ তাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। কৃমি কীট হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সুখদুঃখ অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে। এই তাপত্রয়ের দ্বারা জীবসমূহ পুনঃ পুনঃ তাপিত হইয়া, তাহার নিবৃত্তির জন্য নানাবিধ উপায় অন্বেষণ করিয়া থাকে; কিন্তু মোহান্ধ জীব দুঃখনিবৃত্তি কিংবা সুখপ্রাপ্তির বাস্তবিক উপায় কি তাহা জানিতে না পারিয়া, মাল্য, চন্দন, বনিতা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিষয় দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় দুঃখনিবৃত্তি কিংবা সুখপ্রাপ্তির উপায় নহে; বরং ইহারা নানাবিধ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়জনিত সুখকে অবজ্ঞা করিয়া, অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সুখলাভের জন্য শাস্ত্রীয় সাধন অবলম্বন করিয়া থাকেন; কারণ, শাস্ত্রীয় সাধনই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এক্ষণে দেখা যাউক, শাস্ত্র কি এবং সাধনই বা কাহাকে বলে। কারণ, ইহা জানিতে না পারিলে, কোন ব্যক্তি ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; এই নিমিত্ত প্রথমেই শাস্ত্রের পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

শাস্ত্র-স্বরূপ।

শাস্ত্র শব্দে প্রথমতঃ বেদকেই বুঝায়; বেদ অবলম্বন করিয়া বিরচিত বলিয়া মনু প্রভৃতি প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থসমূহকেও শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। এই বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে একটিকে মন্ত্র ও অপরটিকে ব্রাহ্মণ বলে। মন্ত্রভাগকে কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রাহ্মণভাগকে জ্ঞানকাণ্ড বলা যাইতে পারে। যদিও ব্রাহ্মণভাগে কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় উল্লিখিত আছে, তথাপি জ্ঞান প্রধানভাবে বিবৃত হওয়ায়,

তাহাকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হইয়া থাকে। * কর্ম্মকাণ্ডে প্রথম অধিকারীর জন্য চিত্ত-শুদ্ধির উপায়স্বরূপ জ্যোতিষ্টোমযাগ প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান-কাণ্ডে সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীব কিরূপে চরম শান্তি ও সুখ লাভ করিতে পারে, তাহাই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে অজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ প্রদান করে এবং যাহা হইতে অলৌকিক অর্থাৎ ইহলোক বা এই সাংসারিক জীবনের সহিত সম্বন্ধশূন্য ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের উপায় অবগত হওয়া যায়, মনীষিগণ তাহাকে বেদ বলিয়া থাকেন। যেমন কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গাদি লাভের উপায়স্বরূপ—যাগযজ্ঞাদির কথা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডে নির-বচ্ছিন্ন আনন্দাত্মক ব্রহ্ম অর্থাৎ মুক্তির বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য অস্বীকার করা যায় না, তদ্রূপ ব্রাহ্মণভাগের প্রামাণ্যও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধর্ম্মসূত্রকার ভগবান্ আপস্তম্ব "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" এই সূত্রে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই অবিশেষে বেদ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণভাগের বেদত্বে আপত্তি।

কোন কোন মহাত্মা মন্ত্রভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণভাগকে বেদ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন,—"ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যাস্বরূপ; সুতরাং তাহা ভাষ্য-টীকাদির ন্যায় পুরুষের স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা কৃত; এইরূপ ব্যাখ্যাগ্রন্থ কখনই বেদ হইতে পারে না। অপিচ, ব্রাহ্মণভাগে জনমেজয় প্রভৃতির উপাখ্যান বর্ণিত আছে, সুতরাং এইরূপ পরবর্ত্তী কালের লোকদের নাম-সংবলিত যাহা তাহার প্রাচীনত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করা যায় না। তৃতীয়তঃ পূর্ব্বে ঋষিগণ কর্ম্মযোগী ছিলেন, তাঁহারা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বিবিধ বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং একমাত্র মন্ত্রভাগই প্রামাণ্য। তাঁহারা এইরূপ নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, সাধুপ্রকৃতি জনগণের হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থাপিত করিয়া থাকেন।

আপত্তি-খণ্ডন।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বেদার্থ-তত্ত্ববিৎ ঋষিগণের বাক্য দ্বারা বেদার্থ নিরূপণ করা হইয়া থাকে। ভগবান্ আপস্তম্ব যখন স্পষ্টভাবে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহার বাক্য অপ্রমাণ বলিবার কি যুক্তি আছে?

কেবল ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা দেখিয়া যদি ব্রাহ্মণভাগকে অপরের রচিত বলিতে হয়, তাহা হইলে, ভাষ্যকারদিগের বাক্যেও নিজ নিজ বাক্যের ব্যাখ্যা দেখিয়া, ভাষ্য ও ব্যাখ্যার কর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন—ইহা স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে, আচার্য্য শঙ্করকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তদন্তর্গত ব্যাখ্যাভাগটি অন্যের রচিত বলা যাইতে পারে। কারণ—

---

* মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরূপ ইহাতে সামান্যতঃ বিচার করা হইল, বিশেষ বিচার অন্য গ্রন্থে প্রদর্শিত হইবে।

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥"

যাহাতে সূত্রানুসারী পদসমূহের দ্বারা সূত্রের অর্থ করা হয় এবং ভাষ্যকারের নিজের প্রযুক্ত পদগুলিরও ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাকেই ভাষ্যবিদ্ পণ্ডিতগণ ভাষ্য বলিয়া থাকেন। অতএব ব্যাখ্যা থাকিলেই ব্যাখ্যাংশের কর্ত্তা সর্ব্বত্র ভিন্ন হয় না। এইরূপ মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগের কর্ত্তাও অভিন্ন, অর্থাৎ উভয়ই অপৌরুষেয়। ব্রাহ্মণভাগে যেমন জনমেজয় প্রভৃতির বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়, মন্ত্রভাগেও সেইরূপ উর্ব্বশী ও পুরুরবস্ প্রভৃতির উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। সুতরাং মন্ত্রভাগের যদি বেদত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণভাগেরও বেদত্ব সিদ্ধ হইবে। অতএব বলিতে হইবে,—বেদের ব্রাহ্মণভাগ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড অপ্রামাণ্য নহে।

ব্রাহ্মণভাগে তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। অবিদ্যা অর্থাৎ মায়া বা অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞান মনুষ্যমাত্রেরই অভীপ্সিত। কর্ম্মকাণ্ডে উপদিষ্ট স্বর্গাদিফল পরলোকে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানের ফল মুক্তি এই দেহেই সম্ভব হইতে পারে। কর্ম্ম লোকান্তরে ফল প্রদান করে, জ্ঞান ইহলোকে সমূলে অবিদ্যা বিনাশ করিয়া থাকে। ইহাই হইল ইহলোকে অলৌকিক ইষ্টলাভ, অলৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের বিষয় ব্রাহ্মণভাগে সমীচীনভাবে বিবৃত হওয়ায়, ইহাকে বেদ না বলিয়া কেহই থাকিতে পারে না। এই সংসাররূপ অনর্থপরম্পরার নিবৃত্তির বিষয় যাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যে সফল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডের ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডও প্রামাণ্য এবং তজ্জন্য তাহার আকর বেদান্তও প্রমাণভূত।

বেদান্ত কি ?

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বেদত্ব নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ এবং তাহার অপৌরুষেয়ত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করিলে, প্রকৃতস্থলে কি উপকার হইবে, তাহা এক্ষণে বিচার করা হউক। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণভাগই উপনিষৎ, তাহাকেই বেদান্ত বলা হয়; সুতরাং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণভাগের বেদত্ব নিরূপণ করায়, উপনিষৎ বা বেদান্তেরও বেদত্ব সিদ্ধ হইল। এখানে আপত্তি হইতে পারে,—যখন বেদশব্দদ্বারাই জ্ঞানকাণ্ডের গ্রহণ হইতে পারে, তখন বেদান্ত শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন কি? সুতরাং শাস্ত্রে বেদ ও বেদান্ত দুইটি বিভিন্ন শব্দ থাকায় বেদ হইতে বেদান্ত ভিন্ন বুঝিতে হইবে। এরূপ আপত্তির উপর বলা যাইতে পারে,—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই বেদ হইলেও, জ্ঞানকাণ্ডে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মুক্তির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হওয়ায়, ইহার 'বেদান্ত' এই বিশেষ আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। বেদস্য অন্তঃ সারভাগঃ 'বেদান্তঃ' অর্থাৎ বেদের অন্ত—চরম ভাগকে বেদান্ত বলে। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-ন্যায় গ্রহণ করা যায়। যেমন সন্ন্যাসী হইতে হইলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহই হইতে পারেন না, তথাপি সন্ন্যাস তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা

হয়, তদ্রূপ বেদান্ত বেদ হইলেও বেদের চরমভাগ বলিয়া তাহাকে 'বেদান্ত' নামে অভিহিত করা হয়। বেদান্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, উপনিষৎ এবং রহস্য—এই কয়টি পর্য্যায় শব্দ অর্থাৎ এই চারিটি শব্দেরই এক অর্থ। উপ ও নি পূর্ব্বক সদ্ (ষদ্) ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'উপনিষৎ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ষদ্ অর্থাৎ সদ্ ধাতুর অর্থ বিদারণ (বিনাশ) গতি ও অবসাদ, অর্থাৎ যে সমীপে (উপ) নিঃশেষরূপে (নি) অবিদ্যাকে নাশ করে, অথবা যে সমীপে নিঃশেষরূপে ব্রহ্মকে পাওয়াইয়া দেয়, তাহাকে উপনিষৎ বলা হয়। গ্রন্থদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় বলিয়া, গ্রন্থও 'উপনিষৎ' নামে অভিহিত হয়; যথা,—ঈশোপনিষৎ।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—বেদোক্ত সাধনেই যে মুক্তি হইবে, তাহার প্রমাণ কি? বেদের এত প্রামাণ্য কিসের জন্য? এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে—

বেদ অপৌরুষেয়।

মনু প্রভৃতির প্রণীত স্মৃতির ন্যায় বেদ মানুষের রচিত নহে। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদযজুর্ব্বেদসামবেদঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বেদ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া জানা যায়। এইরূপ উৎপত্তিশ্রুতি থাকায়, বেদ ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য নহে, কিন্তু এককল্পস্থায়ী; কারণ যাহার উৎপত্তি আছে তাহা নিত্য হইতে পারে না। ন্যায় শাস্ত্রের মত বেদান্ত অনুযায়ী শব্দের তৃতীয়ক্ষণে নাশ স্বীকার করা যায় না। সৃষ্টির প্রথমে বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয়কালে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, আবার ঈশ্বর গতকল্পীয় বেদ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে উপদেশ দেন; তিনি আবার মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন; এইরূপে পুনরায় বেদ সম্প্রদায়ক্রমে প্রচার লাভ করে। যদিও বেদ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, তথাপি বেদে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা নাই; কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থে যেরূপ কালিদাসাদির স্বাতন্ত্র্য আছে, বেদে ঈশ্বরের সেরূপ নাই। ঈশ্বর গত কল্পে যেরূপ আনুপূর্ব্বিক বেদ রচনা করিয়াছিলেন, একল্পেও তদ্রূপ রচনা করিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও অন্যথা করিতেন। একল্পে অগ্নিহোত্র যাগে স্বর্গ হয়, ব্রহ্ম হত্যায় নরক হয়; ঈশ্বরের বেদে স্বতন্ত্রতা থাকিলে কল্পান্তরে তাহার বিপরীত হইতে পারে,—অর্থাৎ অগ্নিহোত্র দ্বারা নরক এবং ব্রহ্মহত্যা দ্বারা স্বর্গও হইতে পারে। সেইজন্য মনীষিগণ বেদে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন না। ভগবান্ কুমারিলভট্টও স্বপ্রণীত শ্লোকবার্ত্তিকে স্পষ্টভাবে এই কথা বলিয়াছেন,—"যত্নতঃ প্রতিষেধ্যা নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা"—অর্থাৎ পুরুষগণের স্বতন্ত্রতাই আমরা যত্ন-সহকারে নিষেধ করিয়া থাকি। পৌরুষেয় শব্দের অর্থ—পুরুষনির্ম্মিত; অপৌরুষেয় তাহার বিপরীত,—এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ বেদও ঈশ্বররূপ পুরুষনির্ম্মিত। সুতরাং এখানে পৌরুষেয় শব্দের অর্থ—পুরুষ-স্বাতন্ত্র্য; তাহার অভাবই অপৌরুষেয়ত্ব এইরূপ পারিভাষিক লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিরূপিত হইলে, তাহার অন্তর্গত বেদান্তের অপৌরুষেয়ত্বে আর সন্দেহ নাই।

বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিরূপিত হইলেও, বেদ স্বতঃপ্রমাণ কিংবা পরতঃপ্রমাণ এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। তার্কিকগণ বক্তার তত্ত্বজ্ঞানকেই প্রামাণ্যের কারণ বলিয়া—পরতঃপ্রামাণ্যবাদ অস্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ পরতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকারে অনবস্থা দোষ, অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারীর দ্বারা কৃত বিভিন্ন অর্থের প্রকাশরূপ দোষ ঘটিতে পারে; এতদ্ভিন্ন আরও বহু দোষ ঘটিয়া থাকে। বেদ স্বতঃপ্রমাণ কিরূপে—এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, তদুত্তরে আমরা বলিব,—যেহেতু কোনরূপ অপ্রামাণ্যত্বের কারণ নাই, অতএব বেদ স্বতঃপ্রমাণ। পুরুষপ্রণীত বাক্যে পুরুষগত ভ্রান্তি, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ বিরোধোক্তি প্রভৃতি দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা; বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া, তাহাতে সেই সমস্ত দোষের আশঙ্কাই হইতে পারে না। সুতরাং প্রমাণ—স্বতঃ এবং অপ্রমাণ পরতঃ—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য-বাদ স্থির করিয়া, বেদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করা উচিত।

অদ্বৈতবাদ।

এক্ষণে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ নির্ণীত হইলে, বেদের তাৎপর্য্য কোথায় তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য অগ্নিহোত্র ইত্যাদি কর্ম্মে থাকিলেও, জ্ঞানকাণ্ডের অর্থাৎ বেদান্তের উদ্দেশ্য অদ্বৈত ব্রহ্ম। সমস্ত বেদান্তবাক্য অদ্বৈত ব্রহ্ম সপ্রমাণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। অদ্বৈতবাদ কি? এ জগতে একটি বস্তুর সত্তায় সমস্ত চলিতেছে, সমস্তই তাহারই অন্তর্ভূত; জীব সেই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, এইরূপ তত্ত্বকে অদ্বৈতবাদ বলা যায়। দ্বৈতবাদিগণ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং জীবগণের পরস্পর ভেদ স্বীকার করিয়া, সমস্ত পদার্থের সত্যতা নিরূপণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক, বেদান্তের তাৎপর্য্য দ্বৈতে কিংবা অদ্বৈতে? "অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বং শাস্ত্রত্বম্" —অর্থাৎ যে অজ্ঞাত বিষয় জানায়, তাহাকে শাস্ত্র বলে, বেদান্তও অজ্ঞাত জীব এবং ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রনামের যোগ্য হয়। ভেদ লোকপ্রসিদ্ধ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-গ্রাহ্য; তাহাই যদি বেদান্তের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বেদান্ত অপ্রামাণ্য হইয়া যায়। আরও এক কথা, বেদান্তে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" এইরূপ বাক্যদ্বারা দ্বৈতবাদের নিন্দা পরিশ্রুত হয়। সমস্ত বেদান্ত পর্য্যালোচনা করিলেও কোথাও অদ্বৈতের নিন্দা পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা বেদান্তের উদ্দেশ্য যে অদ্বৈতে তাহা অতি সহজেই জানা যায়। "যত্র দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরমিতরং পশ্যতি" এই শ্রুতিতেও 'ইব' শব্দ দ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্বই নিরূপিত হইয়াছে। শ্রুতিতে যেখানে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উপাধি-নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। যেমন একই চন্দ্র জলাদি বিভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, একই বস্তু; সেইরূপ জীব অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদে নানা বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে অদ্বৈততত্ত্ব কিংবা দ্বৈততত্ত্ব এরূপ সন্দেহ

হইলে, উপস্থিত যে কোন এক পক্ষীয় যুক্তি দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হয়। অদ্বৈতও বটে দ্বৈতও বটে এরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ একত্র সম্ভব নহে। সুতরাং দুইটির মধ্যে একটি সত্য, অপরটি তাহাতে আরোপিত, এইরূপ কল্পনা করিতে হয়। এখন দেখা যাউক, একত্ব ও দ্বিত্ব এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি বা মিথ্যা—কল্পিত। যখন একত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তখন দ্বৈতের চিহ্নমাত্র ছিল না, দ্বৈতজ্ঞান একত্বজ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যেটি নিরপেক্ষ, তাহা সত্য; যেটি সাপেক্ষ সেটি মিথ্যা। এখানে একত্ব জ্ঞান কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া উৎপন্ন হওয়ায় তাহা সত্য, দ্বৈতজ্ঞান একত্বকে অপেক্ষা করিয়া জন্মে বলিয়া তাহা মিথ্যা। যেমন পরবর্ত্তী (শুক্তি-প্রভৃতি-বস্তুকে) অপেক্ষা করিয়া রজত প্রভৃতির জ্ঞান হয়, সুতরাং শুক্তিজ্ঞান সত্য, রজতজ্ঞান তাহাতে আরোপিত। যদি বল একত্বজ্ঞানে দ্বিত্বের অপেক্ষা না থাকিলেও দ্বিত্বের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে অদ্বৈত শব্দের দ্বৈতাভাব অর্থ করিলে কোনরূপ দোষ থাকে না। ইহাতে একটি বস্তু পরমার্থ সত্য হইল; অপর সমস্ত বস্তু তাহাতে কল্পিত, ইহা প্রমাণিত হইলে, মিথ্যাস্বরূপ বন্ধন জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে।

মায়াবাদ।

মায়াবাদ অদ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্ নহে। যদি সর্ব্ববস্তুর উপাদানরূপে একটি বস্তু সিদ্ধ হয়, তাহার শক্তিরূপে আর একটি বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে; সেই শক্তির নাম মায়া। সেই মায়া-শক্তি মিথ্যা হইলে অদ্বৈত প্রসার লাভ করিতে পারে। অদ্বৈতবাদ বলিলে, দৃশ্যমান সংসার যে মায়িক তাহা বুঝায়, এবং মায়াবাদ বলিলে, তদধিষ্ঠাতৃরূপে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে। মায়া সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপা; অবিদ্যা, অজ্ঞান, তমঃ প্রভৃতি ইহার পর্য্যায় শব্দ। ইহাকে সৎস্বরূপা বলা যাইতে পারে না, কারণ জ্ঞানের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়; অসৎ অর্থাৎ আকাশ-কুসুমরূপ বলা যাইতে পারে না, কারণ তাহা জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্তিযোগ্য হইতে পারে না; অভাব পদার্থের অন্তর্গতও বলা যায় না, যেহেতু ভাবরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন অনির্বার্য্য ভাবরূপ পদার্থকে মায়া বলা যায়। মায়াবাদের বৈদিকত্ব সম্বন্ধে—'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে ॥" "ইন্দ্রো মায়াভি পুরুরূপ ঈয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। এতদ্ভিন্ন সংহিতা ও উপনিষদের বহুস্থলে মায়া শব্দের প্রয়োগ বিদ্যমান আছে। কোন কোন আধুনিক ধর্ম্মপ্রচারক মায়াবাদ অবৈদিক বলিয়া ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হ'ন না। বস্তুতঃ তাঁহারা নিজ নিজ ভ্রান্তমতের পোষকতার জন্য অন্ধ হইয়া, বেদের বহুস্থলে লব্ধ মায়া শব্দকে হীন অর্থবাচক করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হ'ন না। যাঁহারা "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" এই শ্রুতিতে মায়াশব্দকে সাংখ্যমতের প্রকৃতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্বয়ের দিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য রাখেন না। কেন না, "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"—মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এই মায়া শব্দ যদি সাংখ্যমতের প্রকৃতি হইত, তাহা

হইলে 'প্রকৃতিন্তু মায়াং বিদ্যাৎ' অর্থাৎ প্রকৃতিকে মায়া জানিবে এইরূপ পাঠ থাকা উচিত ছিল। কারণ এখানে 'মায়াং'—এই পদটি উদ্দেশ্য এবং 'প্রকৃতিং' এই পদটি বিধেয়; অর্থাৎ মায়াকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার প্রকৃতিত্ব (উপাদান-কারণত্ব) বিহিত হইয়াছে। আর যদি প্রতিবাদীর আগ্রহাতিশয্য হেতু মায়া শব্দকে সাংখ্যমতের প্রকৃতি বলা যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রে প্রকৃতির স্বরূপ একরূপ নিরূপিত হইয়াছে; সাংখ্যবাদিগণ প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা ও সত্যতা স্বীকার করেন, বেদান্তীরা তাহাই করেন না, এইমাত্র ভেদ। ইহা দ্বারা মায়ার বৈদিকতা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। শ্রুতিবাক্য উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখিলে, মায়াবাদের অস্তিত্ব অতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে মায়াবাদ যে বৈদিক তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ছান্দোগ্যবাক্যের কিঞ্চিৎ বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ"—হে সৌম্য! এই জগৎ পূর্ব্বে সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল, এই বাক্যে 'ইদং' শব্দের অর্থ দ্বৈত, দ্বৈতভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্ম অগ্রকালে বিদ্যমান এইরূপ শাব্দবোধ হইবে। অর্থাৎ দ্বৈতভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়া অগ্রকাল বিদ্যমানত্ব বিধেয় হইতেছে। উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক দেশ ও কাল অবচ্ছেদে বিধেয়ের অন্বয় হইয়া থাকে,—এই ন্যায় সর্ব্ববাদিসম্মত। যেমন ধনী সুখী এস্থলে উদ্দেশ্য ধনী, উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক ধন, তৎকালাবচ্ছেদে সুখিত্ব প্রতীয়মান হয়; অর্থাৎ যৎকালে ধন বিদ্যমান আছে, তৎকালে পুরুষ সুখী থাকেন। [অবচ্ছেদ=কোন কিছু দ্বারা সাধারণ হইতে কোন বস্তুকে পৃথক্ করণ বা বিশেষিত করণ] সেইরূপ "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" 'এইবাক্যে—'দ্বৈতভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্ম' পাওয়া যাইতেছে, পরবর্ত্তী 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এইবাক্যে দ্বৈতাভাববত্ত্ব বিহিত হইতেছে। অর্থাৎ দুই বাক্য মিলিত হইয়া দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্নং ব্রহ্ম দ্বৈতবত্ত্বকালাবচ্ছেদেন দ্বৈতাভাববৎ এইরূপ শাব্দবোধ হইবে। যদি দ্বৈতবত্ত্বকালেই ব্রহ্মে দ্বৈতাভাব সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব আসিয়া পড়িল। যদ্দেশাবচ্ছেদে যৎকালাবচ্ছেদে যাহার সত্ত্ব (বিদ্যমানতা), তদ্দেশাবচ্ছেদে তৎকালাবচ্ছেদে তাহার অসত্ত্বকে মিথ্যাত্ব বলা হয়। অর্থাৎ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন' 'নাত্র কাচন ভিদাস্তি'—ইত্যাদি শ্রুতি যৎকালে ব্রহ্মে দ্বৈতের প্রতিভানের কথা বলিতেছে, তৎকালে তাহাতেই তাহার মিথ্যাত্ব বলিতেছে। এই মিথ্যা দ্রব্যই মায়া। শ্রুতিবাক্য এইরূপে বিচার করিলে প্রত্যেক বাক্য হইতে মায়ার অস্তিত্ব পাওয়া যাইবে। কিন্তু যাহাদের বিচার-শক্তি নাই, যাহারা শুকবৎ ২।১টি শ্রুতিবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট এইরূপ শ্রুতি-সমন্বয় প্রদর্শন করা বিড়ম্বনামাত্র। এতদ্ভিন্ন "মায়ামাত্রন্তু কৃৎস্নেনাভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ" এই ব্যাসসূত্রে, "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" এই গীতাবাক্যে এবং "মহামায়া-প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ" এবংবিধ পুরাণ-বাক্য দ্বারাও মায়ার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। "অহমজ্ঞঃ"—ইত্যাদি অনুভবও মায়ার অস্তিত্বে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।—এই মায়ার স্বরূপ বিদিত হইলে অদ্বৈতবাদ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে।

অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অদ্বৈতবাদের স্থান সর্ব্বোচ্চে। সকল মতই অদ্বৈতবাদের সুশীতল ছায়ায় সমাশ্রিত; সকলই অদ্বৈতবাদের সেবায় নিরত। এমন শান্ত, পবিত্র ও উদারভাব আর কোথায়ও নাই। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ শান্ত উপাসীত"—এইরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা যখন একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই অবগত হওয়া যায়, যখন ব্রহ্মব্যতীত অন্য পদার্থের মিথ্যাত্ব জানা যায়, তখন কে কাহার উপর রাগদ্বেষ করিবে; সকলেই শান্তভাবে ভগবদুপাসনা করিবে। যেখানে ভেদ, তথায় পরস্পর বিরোধ এবং উচ্চ নীচ ভাব দেখা যায়। যদি দ্বৈতবাদিগণের দ্বৈতই পরমার্থ-তত্ত্ব হয় এবং চরমে নিজ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পরমেশ্বরের দাসত্ব করাই মোক্ষ হয়, তবে আর বন্ধন কাহাকে বলে? যতদিন পরাধীনতা থাকিবে, যতদিন দাসত্ব থাকিবে, ততদিন সুখ শান্তি কোথায়? সুতরাং সেই মুক্তি বন্ধনের নামান্তর মাত্র। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অনাদিকাল হইতে আগত সনাতন বৈদিক অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন। উপক্রম ও উপসংহারের একত্ব প্রভৃতি ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্য লক্ষণদ্বারা শ্রুতির অর্থ নিরূপণ করিতে হয়, সেইরূপে শ্রুতির অর্থ করিলে সকল বাক্যের অদ্বৈতে তাৎপর্য্য অতি সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায়। দুই একটি দ্বৈতবোধজনক শ্রুতিকে দেখিয়া সমস্ত শ্রুতির দ্বৈতে তাৎপর্য্য নির্ণয় করা হঠকারিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। দ্বৈতবাদিগণ বেদের অধিক সাহায্য না পাইয়া অবশেষে পুরাণের দ্বারস্থ হইয়াছেন; কিন্তু কেহই তাহাদের অনুকূলতা করেন নাই। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বহুল-পরিমাণে অদ্বৈতবাদ পাওয়া যায়। তবে যাঁহারা দ্বৈতকে সত্য বিবেচনা করিয়া তদনুসারে অন্যকে উপদেশ দেন, তাঁহাদিগকে আমরা দোষ দেই না; কারণ অদ্বৈত অতি দুর্ব্বোধ্য; সহজে লোকের বুদ্ধিগম্য হয় না; সেই সমস্ত প্রথম অধিকারীর পক্ষে দ্বৈতমত শ্রেয়ঃ। যেমন বালক নির্ম্মল আকাশে মলিনতা, তল ইত্যাদির কল্পনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভেদবাদিগণ সেই অদ্বৈত পরব্রহ্ম হইতে জীব ও জগতের সত্য ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে; কিন্তু সেই সমস্ত লোক যদি দ্বৈতপক্ষ গ্রহণ করিয়া, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে এক সময়ে অদ্বৈতের মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইবে; যাঁহারা অদ্বৈত-বাদকে মিথ্যা বলিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা যদি বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি সূত্র পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, বহুকাল হইতে অদ্বৈত-বাদ চলিয়া আসিতেছে। যখন সেই সমস্ত সূত্রে পূর্ব্বপক্ষরূপে অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, তখন ইহা বহুকাল হইতে আগত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যান্য কোন বাদী যখন অদ্বৈতবাদী নহেন, তখন পরিশেষ-প্রাপ্ত এক মতে ব্যাসদেবকেই অদ্বৈতবাদী বলিতে হইবে। ভগবান্ গৌড়পাদ সেই মতের পরিপোষক, ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহার বহুল প্রচার করিয়াছেন মাত্র। এই অদ্বৈতজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, ইহা মোক্ষলাভের একমাত্র সাধন।

মুক্তির সাধন কি ?

পূর্ব্বে শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় সাধনের বিষয় আরম্ভ করিয়া শাস্ত্রস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে ; এক্ষণে অবসরক্রমে সাধনের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানই অবিদ্যা-নিবৃত্তির—মুক্তির একমাত্র সাধন ; কারণ জ্ঞানই অজ্ঞান দূর করে। সংসারে শুক্তিতে রজতভ্রান্তি, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, শুক্তি ও রজ্জুর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহার সহিত যাহার বিরোধ দেখা যায়, সেই তাহার নিবর্ত্তক দেখা যায়, যেমন আলোক ও অন্ধকার। যাঁহারা কর্ম্মদ্বারা কিংবা কর্ম্মসহকৃত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভের আশা করিয়া থাকেন, তাঁহারা একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ কর্ম্মজন্য ফল অনিত্য ; ইহলোকে কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মজনিত শস্যাদি ফল যেমন অনিত্য, সেইরূপ লোকান্তরে যোগাদিজনিত স্বর্গাদি ফলও অনিত্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যাদি। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ও সম্ভব হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্মে যিনি অধিকারী, তিনি জ্ঞানে অধিকারী হইতে পারেন না। আত্মার ব্রাহ্মণত্বাদি অভিমান (বোধ) স্থাপন না করিলে, কথনও পুরুষ ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিতে সমর্থ হ'ন না ; কিন্তু যিনি জ্ঞানে অধিকারী, তিনি সেই সমস্ত ধর্ম্ম আরোপিত জানিয়া আত্মার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। অপিচ, অধিকারী ও ফল ভিন্ন হওয়ায় এককালে একপুরুষে জ্ঞান ও কর্ম্মের স্থিতি সম্ভব নহে। বিশেষতঃ কর্ম্ম অজ্ঞানসম্ভূত এবং অজ্ঞানের দ্বারা তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে যাহা হইতে জাত এবং বর্দ্ধিত, সে তাহার নিবর্ত্তক হইতে পারে না। তাই বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যর্থ হয় না ; কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া জ্ঞান উৎপাদন করিয়া দেয় ; সেই তত্ত্বজ্ঞান একমাত্র মুক্তির সাধন ; ভগবান্ অক্ষপাদও তাঁহার দর্শনে "তত্ত্বজ্ঞানান্ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" এই প্রথম-সূত্রেই তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষসাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীশঙ্করা-চার্য্য এই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।

শঙ্কর-প্রাদুর্ভাব।

কালক্রমে ভারতে সনাতন আর্য্যবর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর ঘোরতর কুঠারাঘাত হইল ; বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি নাস্তিকগণ সনাতন বেদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নূতন মত প্রচার করিতে লাগিল। পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থভাগ লোক সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এমন কি অনেক নৃপতি সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বলপূর্ব্বক প্রজাদিগকে সেই ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিলেন ; তথন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিধ্বস্ত, বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বিলুপ্ত এবং সদাচার দূর হইতে লাগিল। কেবল ব্রাহ্মণগণ সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষার জন্য লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নদীতীরে, গভীর বনে ও পর্ব্বতের গুহায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেহই তাহাদের

প্রবলবেগের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলেন না। তখন আর ভগবান্ স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয়ে অধর্ম্মের ঘোরতর প্রতিঘাত হইতে লাগিল। তিনি যে—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন তাহা স্মরণ করিলেন। অবিলম্বে দাক্ষিণাত্যের কেরলদেশ নিজ জন্মদ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন। ঘোর অমানিশার মধ্যে যেন উষার ক্ষীণালোক দেখা দিল। শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় বালক দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বদনমণ্ডলে যেন মূর্ত্তিমতী প্রতিভা লীলা করিতে লাগিল; অল্পকাল মধ্যেই বালক বেদাদিবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। কিন্তু তাঁহার সংসারের প্রতি অতিশয় বৈরাগ্য জন্মিল; তিনি সর্ব্বদাই সংসারের অনিত্যতা দর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। কিন্তু তিনি দেখিলেন,—তাঁহার বিধবা জননী সন্ন্যাসের পরিপন্থিনী। তখন তিনি এক উপায় অবলম্বন করিয়া জননীর অনুমতি লইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। যদ্যপি "যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" এই শ্রুতিদ্বারা তীব্রবৈরাগ্যশালী পুরুষ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন, যদি চ ভগবৎপাদ ইহা জানিতেন, তথাপি তিনি লোকশিক্ষার জন্য মাতার আদেশ প্রতিপালন করিয়াই সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন। জগতে পিতামাতার ন্যায় গুরু আর কেহ নাই, ইহা জগদ্বাসীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি এইরূপ রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অনন্তর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গোবিন্দপাদের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গুরুলব্ধ বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন এবং গুরুর পূজা ও সেবা করিয়া সকলকে তাহা শিক্ষা দিলেন। তাহার পর তিনি ৺কাশীধামে অবস্থান করিয়া শিষ্যদিগকে বেদান্তের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে তিনি উপনিষদ্ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্য এবং নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য জনগণসমীপে প্রকটিত করিয়াছেন। যে সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম একদা বৌদ্ধবিপ্লবে মলিন হইয়াছিল, এমন কি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের নাম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এ হেন দুঃসময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দুন্দুভিনাদে মুখরিত করিলেন। ভারতের চারিপ্রান্তে দুর্গস্বরূপ চারিটি মঠ সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং শৃঙ্গেরীমঠে অবস্থানপূর্ব্বক প্রধান প্রধান শিষ্যগণকে অন্য মঠে পাঠাইলেন। যেথানে বৌদ্ধগণ বুদ্ধমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ভগবৎপাদ সেইস্থানে বিষ্ণুমন্দির কিংবা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্তম্ভরোপণ করিলেন এবং ঘোরতর তর্কযুক্তি ও শাস্ত্রবলে নাস্তিকদিগের দর্প চূর্ণ করিলেন।

যে মহাত্মা এইরূপ ভীষণ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত সুবিমল আর্য্যধর্ম্মরূপ চন্দ্রকে বৌদ্ধজৈনরাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়াছেন, যিনি শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়া লোকের মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, যিনি গুরুশিষ্যভাব, পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রভৃতির পুনরায় প্রচার করিয়াছেন,

সেই মহাত্মা কোন্ ব্যক্তির না পূজ্য ? কিন্তু কোন কোন আধুনিক গ্রন্থকার বা তদনুসারী ব্যক্তিগণ সেই ভগবৎপাদের উপর নানাভাবে দোষারোপ করিয়া থাকে ; এমন কি ভগবৎপাদের উপর বিষম কটাক্ষপাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমরা সেই সমস্ত লোকের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হই। অবশ্য মহাজনের সহিত বিরোধও বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু যাহারা প্রকৃত তত্ত্বের অপলাপ করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য কষ্টকল্পনা দ্বারা শাস্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সাধুপ্রকৃতি জনগণের হৃদয়ে বিবিধ সন্দেহ উপস্থাপিত করে এবং লোককে প্রকৃতমার্গ হইতে অসৎপথে চালিত করে, তাহারা যে সমাজদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্রোহী, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। তর্কযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া বস্তু নিরূপণ করা যায় না ; আজ তার্কিক তর্কবলে একটি পদার্থ স্থির করিলেন এবং তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন, আর কিছুদিন পরে তদপেক্ষা অপর বলবান্ তার্কিক তাহার খণ্ডন করিলেন। এইরূপে কেবল তর্কবলে কোন পদার্থ নির্ণীত হয় না। তজ্জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গভীর গবেষণা দ্বারা স্থির করিলেন,—তর্কের যখন একত্র অবস্থিতি নাই, তখন তাহাকেই একমাত্র প্রমাণ না বলিয়া, যাহা অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত, যাহাতে ভ্রান্তি, প্রমাদ প্রভৃতি পুরুষদোষ লেশমাত্রও স্পর্শ করে নাই, এইরূপ আপ্তবাক্যকে (অর্থাৎ ঋষিবাক্যকে) প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অলৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রসার নাই, একমাত্র আপ্তবাক্য তথায় সফলতা লাভ করে। সেই আপ্তবাক্য—বেদ। বেদানুসারী বলিয়া ঋষিগণের বাক্যকে আপ্তবাক্য বলা হইয়া থাকে। এই অলৌকিক তত্ত্ব একমাত্র বেদ হইতে জানা যায়, তর্ক তাহার সহায়তা করে মাত্র। প্রমাণ,—আগম—বেদবেদান্ত ; তর্ক তাহার ইতি-কর্ত্তব্যতাস্থানীয়। অবলম্বনীয় প্রমাণের অভাব হইলে, তর্ক কোথায় আশ্রয় লাভ করিবে ? এইজন্যই তিনি অপৌরুষেয় বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া, মানবহৃদয়ের অজ্ঞান দূর করিয়া দিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যেমন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের জন্য ভাষ্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেইরূপ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যাহাতে অল্পপ্রয়াসে সমগ্র বেদান্তের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, তজ্জন্য তিনি সরলভাবে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থখানি শঙ্কর-কৃত।

এই "সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ"-নামক গ্রন্থখানি শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে অন্যতম উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ভগবৎপাদ বেদান্তের প্রায় সকল সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন। জিজ্ঞাসু সরলবিশ্বাসী মানব কেবল এই একখানি গ্রন্থের সাহায্যে বেদান্তের অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। ইহাতে বিষয়গুলি অতি পরিপাটীরূপে যথাক্রমে উপন্যস্ত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণের পর সাধন-চতুষ্টয়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, কামের স্বরূপ বর্ণন করিয়া যমের সহিত তাহার তুলনা করিয়া, যমের অপেক্ষা কামের ভীষণতা

প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর সঙ্কল্পত্যাগই যে কামবিজয়ের একমাত্র উপায়, তাহা বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে। লোকে ধনের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া তাহাকেই সার বস্তু বিবেচনা করে; এই গ্রন্থে শ্রীশঙ্কর সেই ধনে বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্য তাহার দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন। সেইস্থানের একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল—

রাজ্ঞো ভয়ং চৌরভয়ং প্রমাদাদ্
ভয়ং তথা জ্ঞাতিভয়ঞ্চ বস্তুতঃ।
ধনং ভয়গ্রস্তমনর্থমূলং
যতঃ সতাং তন্ন সুখায় কল্পতে॥

তাহার পর বৈরাগ্যের ফল বর্ণনা করিয়া শম দম প্রভৃতির স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সাধন-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত উপরতি-শব্দবাচ্য সন্ন্যাস তাহার অন্যতম; ইহাতে সন্ন্যাসের স্বরূপ উত্তমরূপে প্রমাণপূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত সাধন নির্ণয় করিয়া বস্তুতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত পদার্থ মিথ্যা,—রজ্জুতে সর্পের ন্যায় আরোপিত,—বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের আর পৃথক্ সত্তা নাই, ইহা নিরূপিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত শ্রুতির বিরোধ ঘটিলে, শ্রুতিই বলবতী ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পর আত্মা ও অনাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবই ভ্রান্তির কারণ; অজ্ঞানের মূলকারণত্ব এবং অজ্ঞানের অস্তিত্বে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব প্রভৃতি যে কারণ, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া পরব্রহ্মে আরোপিত ভূতসমূহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, লিঙ্গশরীর, অন্তঃকরণ ও পঞ্চকোষ প্রভৃতির স্বরূপ সম্যক্‌রূপে বিবেচিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ ইহা প্রদর্শন করিয়া বাদিগণের অভিমত আত্মস্বরূপ দেখাইয়া যুক্তি ও শ্রুতি দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। অনন্তর আত্মার আনন্দস্বরূপতা, আত্মভিন্ন পদার্থ যে সুখের কারণ নহে তাহা প্রতিপাদন এবং আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার পর 'তত্ত্বমসি'—বাক্যে তৎ ও ত্বং পদার্থের নিরূপণ করিয়া লক্ষ্যার্থ নিরূপণ করিয়াছেন এবং অখণ্ডার্থে বেদান্তের তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়া অখণ্ডার্থ কি তাহা দেখাইয়াছেন। অনন্তর অধিকারি-নিরূপণ, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া অষ্টাঙ্গযোগের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরিশেষে জ্ঞানই যে মুক্তির হেতু তাহা প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানের অবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে অতি সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় সমস্ত বিষয় গুরুশিষ্য-সংবাদচ্ছলে অতি উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার রচনার পারিপাট্য এবং লেখার কৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। শ্লোকগুলি সহজ কাব্যের ন্যায় অতি মধুর। এই সুন্দর গ্রন্থখানি আয়ত্ত করিয়া রাখিলে বেদান্তের প্রায় সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিবার সামর্থ্য জন্মে।

কিন্তু কেহ কেহ এই উপাদেয় গ্রন্থখানিকে শঙ্কর-প্রণীত বলিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন,—এই গ্রন্থে যেরূপ শ্লোক দেখা যায়, তাহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। অপিচ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত তৎকালে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। যদি শঙ্করাচার্য্য স্বয়ংই এই

সমস্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া দিয়া থাকেন, তবে তাহা লইয়া পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের মতবিরোধ বা বিরুদ্ধজ্ঞান উপস্থিত হইবেই বা কেন? তাহা ছাড়া এ গ্রন্থখানির রচনা শঙ্করাচার্য্য কৃত অন্যান্য গ্রন্থের রচনা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁহারা এইরূপ যুক্তিবলে এই গ্রন্থখানি শঙ্কর-প্রণীত বলিতে সম্মত নহেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি,—এ পুস্তকখানিতে যেরূপ সুন্দরভাবে বেদান্তের বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং সরলভাবে সুন্দর শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থখানি একজন বিশিষ্ট অভিজ্ঞব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, শঙ্করের অন্যান্য গ্রন্থের সহিত ইহার অনেকাংশে মিল আছে। শঙ্করের সমস্ত গ্রন্থের ভাবা অতি পরিপাটী এবং মধুর; তাই বলিয়া আধুনিক বলা চলে না। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ শঙ্করের এক একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহাই শঙ্করের মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এই কারণে যে তৎকালে এই গ্রন্থ ছিল না, ইহা বলার কি যুক্তি আছে? অপিচ শৃঙ্গেরী মঠ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠ; তথায় তিনি অবস্থান করিয়া এই সমস্ত গ্রন্থ শিষ্যদিগকে পড়াইতেন, অবিচ্ছিন্নভাবে সম্প্রদায়-পরম্পরায় যে গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া অন্য কিছু প্রতিপাদন করিবার কি কারণ বিদ্যমান আছে? ভূতপূর্ব্ব শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করস্বামী একজন পরমযোগী ও গভীর পণ্ডিত ছিলেন, বিষয়বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ছিল না। যাঁহারা সেই মহাত্মাকে একবার দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যেন স্বয়ং শঙ্কর পুনরায় ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই মহাত্মার তত্ত্বাবধানে শৃঙ্গেরী মঠ হইতে যে শঙ্করগ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানিও সন্নিবেশিত হইয়াছে; যদি এই গ্রন্থ শঙ্করপ্রণীত না হইত, তাহা হইলে পরমযোগী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সুধীপ্রবর শৃঙ্গেরীমঠ-স্বামী অপরের পুস্তককে শঙ্করপ্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে স্থান দিবেন কেন? এই গ্রন্থখানি শঙ্করের না হইলেও কি তাঁহার গৌরবের কিছুমাত্র হানি হইত? তাহা ছাড়া, অপর কোন ব্যক্তি এইরূপ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজ নাম গোপন করিয়া অপরের নামে প্রকাশ করিবেন বা কেন? তিনিই একমাত্র এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া সুধীসমাজে সুপরিচিত হইতে পারিতেন। এতদিন বঙ্গদেশে এ গ্রন্থখানির প্রচার ছিল না; কেহই এ গ্রন্থবিষয়ে সংবাদ রাখেন না; যাঁহারা কেবল প্রচার না দেখিয়াই—এই গ্রন্থ শঙ্করের নহে, ইহা বলিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাঁহাদের পক্ষে যুক্তি নাই। ভগবৎপাদকৃত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, যাঁহারা বিচার-সমর্থ এবং সুবুদ্ধি তাঁহাদের পক্ষে উপনিষদ-ভাষ্য, ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্য বিশেষ উপযোগী, কিন্তু যাঁহারা সেই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে "সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ কার্য্যকারী হইবে, এই অভিপ্রায়ে তিনি দুই প্রকার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা শক্তিশালী পুরুষ, তাঁহারা লোকহিতের জন্য নানাবিধ রচনা করিতে পারেন, তাই বলিয়া এ গ্রন্থ অপর-প্রণীত ইহা বলায় নিজের অসামর্থ্যেরই পরিচয় দেওয়া হয়। এ সমস্ত দৃঢ় প্রমাণ থাকিতে কেহ যদি ইহা শঙ্করকৃত বলিতে

আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের আগ্রহের জন্য 'তথাস্তু' বলিতে প্রস্তুত আছি। এ গ্রন্থের রচয়িতা যিনি হউন না কেন, ইহাতে বেদান্তের বিষয় যেরূপ সুন্দর ও সরল ভাবে বিবৃত আছে, তাহাতে পাঠকগণ অবশ্য "ননু বক্তৃ-বিশেষ-নিঃস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ এই নীতির অনুসরণ করিয়া ইহার সমাদর করিবেন ; সন্দেহ নাই।

পুস্তকের আদর্শ।

আমরা এই পুস্তকের অনুবাদে দুইখানি মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্য লাভ করিয়াছি। তন্মধ্যে একখানি শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে মুদ্রিত, অপর-খানি মহীশূর ওরিএণ্টাল্ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। আমরা উল্লিখিত উভয় পুস্তকেরই সাহায্য পাইয়াছি ; তথাপি প্রথমোক্ত পুস্তকখানির বিশেষরূপ অনুসরণ করিয়াছি। কারণ উক্ত পুস্তকখানি শৃঙ্গেরী মঠের স্বামীজী মহারাজের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি অনেক শ্লোক মূল হস্তলিখিত পুস্তক হইতে যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না ; কারণ অনেক শ্লোকের অর্থে কষ্ট কল্পনা করিতে হইয়াছে। উভয় পুস্তকের পাঠ দেখিয়া যতদূর সম্ভব, সমীচীন পাঠ সংযোজিত হইয়াছে।

অনুবাদকের পরিচয়।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রথমে এই পুস্তকের অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন ; কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া তিনি পীড়িত হ'ন ; পরে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে লোটাস্ লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমারই উপর এই কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। যদিও আংশিকভাবে গ্রন্থানুবাদে আমার বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি ছিল না, তথাপি অনিলবাবুর কার্য্য বলিয়া এভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তর্কভূষণ মহাশয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ; যদিও তাঁহার অনুবাদের সহিত আমার অনুবাদের সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, তথাপি আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই নবীন উৎসাহের প্রতি পাঠক-গণের সামান্যও দৃষ্টিপাত হইলে, এই দীন লেখক পাঠকবর্গের হস্তে আরও অনেক গ্রন্থ অর্পণ করিতে সমর্থ হইবে। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ১০০৬টি শ্লোক আছে ; তন্মধ্যে ২৭২টি শ্লোকের অনুবাদক তর্কভূষণ মহাশয় ; অবশিষ্ট শ্লোকের অনুবাদ আমাকেই করিতে হইয়াছে। আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গিয়া অনেক স্থলে ভাষার পারিপাট্য রক্ষিত হয় নাই। অনেক পারিভাষিক শব্দের প্রতিশব্দ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে ; কিন্তু সকলস্থলে অর্থ পরিস্ফুট না হইতেও পারে। আমার এই প্রথম অনুবাদে ত্রুটি থাকিবারই বিশেষ সম্ভাবনা ; পাঠকবর্গ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া, ইহার দোষগুণ আমাকে জানাইলে কৃতার্থ হইব।

বিষয়-সূচী।

———

সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ।

মঙ্গলাচরণম্—

অখণ্ডানন্দ-সন্দোহো * বন্দনাদ্ যস্য জায়তে।
গোবিন্দং তমহং বন্দে চিদানন্দতনুং গুরুম্ ॥ ১

অন্বয়। যস্য (যাঁহার) বন্দনাৎ (উপাসনা দ্বারা) অখণ্ডানন্দসন্দোহঃ (অবিচ্ছিন্ন সুখরাশি) জায়তে (হইয়া থাকে) চিদানন্দতনুং (চৈতন্য ও আনন্দের মূর্ত্তিস্বরূপ) তং (সেই) গোবিন্দং (গোবিন্দ-নামক) গুরুং (গুরুকে) অহম্ (আমি) বন্দে (বন্দনা করিতেছি)॥ ১

অনুবাদ। যাঁহার উপাসনা করিলে অবিচ্ছিন্ন আনন্দরাশি অনুভব হয়, চৈতন্য ও আনন্দের বিগ্রহস্বরূপ সেই গোবিন্দ-নামক গুরুকে আমি বন্দনা করিতেছি॥ ১

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙ্‌মনসগোচরম্।
আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়েঽভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ২

অন্বয়। অখণ্ডম্ (অবিনাশী) সচ্চিদানন্দং (সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) অবাঙ্মনসগোচরং (বাক্য ও মনের অতীত) অখিলাধারং (বিশ্বের আশ্রয়) আত্মানম্ (আত্মাকে) অভীষ্টসিদ্ধয়ে (অভীষ্টসিদ্ধির জন্য) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করিতেছি)॥ ২

অনুবাদ। যাঁহার বিনাশ নাই, যিনি পরমার্থসৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ এবং যিনি চরাচর জগতের আশ্রয়, সেই ব্রহ্মকে আমি আশ্রয় করিতেছি, সেই ব্রহ্ম বাক্য এবং মনের অগোচর॥ ২

যদালম্বো দরং হন্তি সতাং প্রত্যূহসম্ভবম্।
তদালম্বে দয়ালম্বং, লম্বোদর-পদাম্বুজম্ ॥ ৩

---

* অখণ্ডানন্দ-সংবোধঃ ইতি বা পাঠঃ।

অন্বয়। যদালম্বঃ (যাহার অবলম্বন) সতাং (সজ্জনগণের) প্রত্যূহসম্ভবং (বিঘ্ন হইতে সমুৎপন্ন) দরং (ভয়কে) হন্তি (বিনাশ করে) তৎ (সেই) দয়ালম্বং (করুণার আধার) লম্বোদর-পদাম্বুজং (গণেশের চরণ-পদ্মকে) আলম্বে (আমি অবলম্বন করিতেছি)॥ ৩

অনুবাদ। যাঁহাকে অবলম্বন করিলে, সজ্জনগণের বিঘ্ন হইতে সমুৎপন্ন ভয়ের নিবৃত্তি হয়, করুণার আধার সেই গণেশ-চরণকমলে আমি শরণ লইতেছি॥ ৩

অর্থতোঽপ্যদ্বয়ানন্দমতীত-দ্বৈত-লক্ষণম্।
আত্মারামমহং বন্দে শ্রীগুরুং শিব-বিগ্রহম্॥ ৪

অন্বয়। অর্থতঃ (বাস্তব পক্ষে) অপি (ও) অদ্বয়ানন্দং (দ্বৈতবর্জ্জিত আনন্দ-স্বরূপ) অতীত-দ্বৈত-লক্ষণম্ (অবিদ্যাবিনির্ম্মুক্ত, মায়ার অতীত) আত্মারামম্ (একমাত্র আত্মাতেই অনুরক্ত) শিববিগ্রহং (সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ) শ্রীগুরুং (শ্রীগুরুদেবকে) অহম্ (আমি) বন্দে (বন্দনা করিতেছি)॥ ৪

অনুবাদ। নামেও যিনি অদ্বয়ানন্দ অথচ অর্থতঃও যিনি দ্বৈতভাববর্জ্জিত আনন্দময়, অবিদ্যা হইতে বিনির্ম্মুক্ত (মায়াতীত), সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তিধারী শুধু আত্মাতে অনুরক্ত, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি বন্দনা করিতেছি॥ ৪

মন্তব্য। এই শ্লোকে 'অতীত-দ্বৈত-লক্ষণ' এই পদটি বহুব্রীহিসমাস-নিষ্পন্ন, যাঁহার দ্বৈত-লক্ষণ অতীত হইয়াছে—তাঁহাকেই অতীতদ্বৈতলক্ষণ কহা যায়। দ্বৈতলক্ষণ এই শব্দটির অর্থ, অজ্ঞান বা অবিদ্যা, দ্বৈত অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাঁহার লক্ষণ অর্থাৎ অনুমানের হেতু, এই প্রকার ব্যুৎপত্তি দ্বারা দ্বৈতলক্ষণ এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই দ্বৈতলক্ষণ শব্দটির অর্থ এই স্থলে অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতেছে। কার্য্য দেখিয়াই লোকে কারণের অনুমান করিয়া থাকে। ইহা লোক-প্রসিদ্ধ; অদ্বৈতবাদীর মতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অবিদ্যারই কার্য্য; এই কারণে দ্বৈতজ্ঞানরূপ কার্য্যের দ্বারা তাহার কারণ যে অজ্ঞান, তাহার অনুমান করা যাইতে পারে। এই শ্লোকটি পাঠ করিলে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, আচার্য্য শঙ্করের অদ্বয়ানন্দ-নামক আর একজন গুরু ছিলেন; কারণ, প্রথম শ্লোকে তিনি গোবিন্দ-নামক গুরুকে নমস্কার করিয়া আবার যখন 'অদ্বয়ানন্দ শ্রীগুরুকে বন্দনা করিতেছি' বলিয়া এই চতুর্থ শ্লোকের দ্বারা গুরু বন্দনা করিতেছেন, ইহা দ্বারা ইহাই সম্ভবপর হয় যে, আচার্য্য শঙ্করের গোবিন্দ এবং অদ্বয়ানন্দ নামে দুইজন অদ্বৈতবিদ্যার উপদেষ্টা গুরু ছিলেন—নহিলে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া—দুইটি শ্লোকে তিনি দুইবার গুরুবন্দনা করিবেন কেন?—আমার বিবেচনায় কিন্তু

এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না—কারণ, অত্যন্ত ভক্তি-বশতঃ মঙ্গলাচরণের আরম্ভে এবং উপসংহারে দুইবার একই গুরুকে বন্দনা করিয়া, শঙ্কর কোন প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারা যায় না। তাহার পর অদ্বয়ানন্দ এই পদটি আচার্য্যের গুরু গোবিন্দের উপাধি, এই প্রকার ধরিয়া লইলেও গোল চুকিয়া যায়। বিশেষণহীন নাম দ্বারা গুরুকে স্মরণ করিয়া, পূর্ব্ব শ্লোকে গুরু বন্দনা করা হইয়াছে; ইহাতে গুরুর প্রতি ঈষৎ অসম্মান সূচিত হইতে পারে—ইহা ভাবিয়া তাহারই প্রতিবিধান করিবার জন্য গুরুর প্রসিদ্ধ উপাধির উল্লেখপূর্ব্বক এই চতুর্থ শ্লোকে বন্দনা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন, এই প্রকার ভাব বর্ণনা করিলে কোন ক্ষতিই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীগুরু এই শব্দটির দ্বারা গুরুর গুরুই অভিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে আচার্য্য শঙ্কর প্রথম শ্লোকে নিজ গুরুর বন্দনা করিয়া, এই চতুর্থ শ্লোকের দ্বারা গুরুর গুরুর অর্থাৎ পরমগুরুর বন্দনা করিতেছেন। শ্রীগুরু বলিলে পরমগুরুকে বুঝা যায় এই প্রকার কোন দৃঢ়তর প্রমাণ না থাকায় আমরা এই মতের সমর্থন করিতে পারি না।

বেদান্ত-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ উচ্যতে।
প্রেক্ষাবতাং মুমুক্ষূণাং সুখবোধোপপত্তয়ে॥ ৫

অন্বয়। প্রেক্ষাবতাং মুমুক্ষূণাং (বিবেকসম্পন্ন মোক্ষার্থিগণের) সুখ-বোধোপপত্তয়ে (অনায়াসে জ্ঞানলাভের জন্য) বেদান্তশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ (বেদান্ত-শাস্ত্রের সারভূত সিদ্ধান্তসমূহ) উচ্যতে (বলা হইতেছে)॥ ৫

অনুবাদ। সদসদ্‌জ্ঞানসম্পন্ন মোক্ষার্থী যতিগণের—অনায়াসে বোধলাভের জন্য আমি বেদান্তশাস্ত্রের সারস্বরূপ সিদ্ধান্তসমূহ বলিতেছি॥ ৫

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ম্।

অস্য শাস্ত্রানুসারিত্বাৎ অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ম্।
যদেব মূলং শাস্ত্রস্য নির্দ্দিষ্টং তদিহোচ্যতে॥ ৬

অন্বয়। যদেব (যাহাই) শাস্ত্রস্য (শাস্ত্রের) মূলং (প্রধান) অনুবন্ধচতুষ্টয়ং (চারিটি আরম্ভহেতু) নির্দ্দিষ্টম্ (উক্ত হইয়াছে) অস্য (এই গ্রন্থের) শাস্ত্রানুসারিত্বাৎ

(শাস্ত্রের অনুসারেই রচিত হওয়ার জন্য) তৎ (সেই চারিটি অনুবন্ধই) ইহ (এই গ্রন্থে) উচ্যতে (কথিত হইতেছে)॥ ৬

অনুবাদ। বেদান্তশাস্ত্রের আরম্ভহেতু বলিয়া যে চারিটি বস্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই গ্রন্থও বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থেও সেই চারিটি আরম্ভহেতুই (অনুবন্ধ) বলা যাইতেছে॥ ৬

মন্তব্য। কোন একটি শাস্ত্রের আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঐ শাস্ত্রের দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? কাহার জন্য ঐ শাস্ত্র রচিত হইয়াছে? শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কি? এবং ঐ বিষয়, প্রয়োজন এবং শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি প্রকার?—এই চারিটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে শ্রোতার ঐ শাস্ত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না; এই কারণে সকল শাস্ত্রারম্ভের পূর্ব্বেই এই চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক; এই চারিটি বিষয়কেই—অনুবন্ধ বলা যায়। এই শ্লোকটির দ্বারা—সেই অনুবন্ধ চারিটি কি, তাহারই নির্ণয় করিবার জন্য সূচনা করা হইতেছে। শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে—এই গ্রন্থের চারিটি অনুবন্ধ বেদান্ত-শাস্ত্রের চারিটি অনুবন্ধ হইতে ভিন্ন নহে; কারণ বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারেই এই গ্রন্থখানি রচিত হইতেছে; সুতরাং মূল বেদান্তশাস্ত্রের যাহা অনুবন্ধ-চতুষ্টয়, তাহাই এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইতেছে—তাহা প্রদর্শিত হইলে, আর এই গ্রন্থের জন্য পৃথক্ অনুবন্ধ-চতুষ্টয় দেখাইবার কোন আবশ্যকতা নাই।

অধিকারী চ বিষয়ঃ সম্বন্ধশ্চ প্রয়োজনম্।
শাস্ত্রারম্ভফলং প্রাহুরনুবন্ধ-চতুষ্টয়ম্॥ ৭

অন্বয়। অধিকারী (যাহার জন্য শাস্ত্র রচিত সেই ব্যক্তি) বিষয়ঃ (প্রতিপাদ্য বস্তু) সম্বন্ধঃ (শাস্ত্র, প্রয়োজন এবং বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ) প্রয়োজনং চ (এবং ফল) (ইতি) শাস্ত্রারম্ভফলং (শাস্ত্রারম্ভের হেতু) অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ং (চারিটি অনুবন্ধ) প্রাহুঃ (শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন)॥ ৭

অনুবাদ। (১) যাহার জন্য শাস্ত্র রচিত সেই অধিকারী (অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠে যোগ্য ব্যক্তি), (২) শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু, (৩) অধিকারী, প্রতিপাদ্য বস্তু এবং প্রয়োজন—এই কয়টির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ এবং (৪) প্রয়োজন, এই চারিটি অনুবন্ধ—[যাহা শাস্ত্রারম্ভের হেতু, তাহাকেই অনুবন্ধ বলা যায়]॥ ৭

চতুর্ভিঃ সাধনৈঃ সম্যক্ সম্পন্নো যুক্তিদক্ষিণঃ।
মেধাবী পুরুষো বিদ্বান্ অধিকার্য্যত্র সম্মতঃ॥ ৮

অন্বয়। চতুর্ভিঃ সাধনৈঃ সম্যক্ সম্পন্নঃ (বক্ষ্যমাণ চারিপ্রকার সাধন সম্পন্ন)

যুক্তিদক্ষিণঃ (যুক্তির অনুকূল) মেধাবী (ধারণাসমর্থ) বিদ্বান্ (বেদাদিশাস্ত্রে পণ্ডিত) পুরুষঃ (মানব) অত্র (এই বেদান্তশাস্ত্রে) অধিকারী (অধিকারযুক্ত) সম্মতঃ (বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন) ॥ ৮

অনুবাদ। যিনি চারি প্রকার সাধনসম্পন্ন, যিনি যুক্তির অনুকূল, যিনি ধারণা-সমর্থ এবং যাঁহার বেদাদি শাস্ত্রে জ্ঞান হইয়াছে, এই প্রকার মনুষ্যই এই বেদান্ত-শাস্ত্রে অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন ॥ ৮

বিষয়ঃ শুদ্ধচৈতন্যং জীবব্রহ্মৈক্যলক্ষণম্ ।
যত্রৈব দৃশ্যতে সর্ব্ববেদান্তানাং সমন্বয়ঃ ॥ ৯

অন্বয়। যত্র (যাহাতে) সর্ব্ববেদান্তানাম্ (উপনিষৎসমূহের) সমন্বয়ঃ (মিল) দৃশ্যতে (দেখা যায়) [তৎ] জীবব্রহ্মৈক্যলক্ষণং (জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যস্বরূপ সেই) শুদ্ধচৈতন্যং (পরব্রহ্ম) বিষয়ঃ (এই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য) ॥ ৯

অনুবাদ। সকল উপনিষদেরই যাহাতে সমন্বয় (মিল) দেখা যায়, সেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ শুদ্ধ-চৈতন্যই এই শাস্ত্রের বিষয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য ॥ ৯

এতদৈক্যপ্রমেয়স্য প্রমাণস্যাঽপি চ শ্রুতেঃ ।
সম্বন্ধঃ কথ্যতে সদ্ভিঃ বোধ্যবোধকলক্ষণঃ ॥ ১০

অন্বয়। এতদৈক্যপ্রমেয়স্য—(এই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয়ের) শ্রুতেঃ চ (এবং শ্রুতিরূপ) প্রমাণস্য (প্রমাণের) বোধ্যবোধকলক্ষণঃ (বোধ্যবোধক-স্বরূপ) সম্বন্ধঃ (পরস্পর সম্বন্ধই) সদ্ভিঃ (সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক) সম্বন্ধঃ (সম্বন্ধ বলিয়া) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১০

অনুবাদ। এই জীব ও ব্রহ্মে ঐক্যরূপ যে প্রমেয় (প্রমাণ করিবার বিষয়), তাহার এবং শ্রুতিস্বরূপ প্রমাণের মধ্যে বোধ্য-বোধকরূপ (বুঝিবার বিষয় ও বুঝাইবার প্রমাণ) সম্বন্ধই—পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সম্বন্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১০

ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সন্তঃ প্রাহুঃ প্রয়োজনম্ ।
যেন নিঃশেষসংসারবন্ধাৎ সদ্যঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১

অন্বয়। সন্তঃ (সজ্জনগণ) ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং (জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞানকে) প্রয়োজনং (বেদান্তশাস্ত্রের ফল) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন); যেন (যে ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ-জ্ঞানের দ্বারা) নিঃশেষ-সংসারবন্ধাৎ (সমগ্র

সংসার বন্ধন হইতে) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) প্রমুচ্যতে [জীব] (মুক্তি লাভ করিয়া থাকে)॥ ১১

অনুবাদ। যাহার দ্বারা (জীব) সকল প্রকার সংসার-বন্ধন হইতে সদ্যঃ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, সেই জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানকেই সজ্জনগণ বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ১১

প্রয়োজনং সম্প্রবৃত্তেঃ কারণং ফললক্ষণম্।
প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে ॥ ১২

অন্বয়। ফললক্ষণং (ফলস্বরূপ) প্রয়োজনং (প্রয়োজন) সম্প্রবৃত্তেঃ (সম্যক্ প্রবৃত্তির) কারণং (হেতু) [হইয়া থাকে]; মন্দঃ অপি (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও) প্রয়োজনং (ফলকে) অনুদ্দিশ্য (লক্ষ্য না করিয়া) ন প্রবর্ত্ততে (প্রবৃত্ত হয় না)॥ ১২

অনুবাদ। ফলস্বরূপ প্রয়োজনই (লোকের) প্রবৃত্তির কারণ (হইয়া থাকে); [কারণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে] অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও প্রয়োজন না দেখিতে পাইলে [কোন কার্য্যে] প্রবৃত্ত হয় না ॥ ১২

সাধন-চতুষ্টয়ম্।

সাধন-চতুষ্টয়-সম্পত্তিঃ যস্যাঽস্তি ধীমতঃ পুংসঃ।
তস্যৈবৈতৎফলসিদ্ধিঃ নাঽন্যস্য কিঞ্চিদূনস্য ॥ ১৩

অন্বয়। যস্য (যে) ধীমতঃ (ধীমান্) পুংসঃ (পুরুষের) সাধনচতুষ্টয়-সম্পত্তিঃ (চারিটি সাধনের সম্পাদন) অস্তি (আছে), তস্য (তাহার) এব (ই) এতৎফলসিদ্ধিঃ (এই ফলের সিদ্ধি) [হইয়া থাকে]; কিঞ্চিদূনস্য অন্যস্য (এই সাধনসম্পত্তির কোন অংশে ন্যূনতা যাহার আছে এইরূপ অন্য কোন ব্যক্তির) ন (নহে) [এই ফল লাভ হয় না]॥ ১৩ [শ্লোকটিতে ছন্দঃপতন লক্ষণীয়।]

অনুবাদ। যিনি বুদ্ধিমান্ এবং সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন, সেই পুরুষেরই এই ফল (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান) লাভ হয়; কিন্তু যাহার সাধন-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটিও অসম্পূর্ণ থাকে, তাহার এই ফললাভ হয় না ॥ ১৩

চত্বারি সাধনান্যত্র বদন্তি পরমর্ষয়ঃ।
মুক্তির্যেষাং তু সদ্ভাবে নাভাবে সিধ্যতি ধ্রুবম্॥ ১৪

অন্বয়। পরমর্ষয়ঃ (ঋষিশ্রেষ্ঠগণ) অত্র (এই ফললাভের প্রতি) চত্বারি (চারিটি) সাধনানি (সাধন অর্থাৎ উপায়) বদন্তি (নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন); যেষাং (যে চারিটি সাধন) সদ্ভাবে (থাকিলে) মুক্তিঃ (মোক্ষ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়), অভাবে (না থাকিলে) ন (হয় না) ॥ ১৪

অনুবাদ। মহর্ষিগণ এই (তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফললাভের) চারিটি সাধন (উপায়) নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—এই চারিটি সাধন থাকিলে মুক্তি লাভ হয়, এই চারিটি না থাকিলে মুক্তিলাভ হয় না ॥ ১৪

আদ্যং নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকঃ সাধনং মতম্।
ইহামুত্র ফলভোগবিরাগো হি দ্বিতীয়কম্॥ ১৫

অন্বয়। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর ভেদজ্ঞান) আদ্যং (প্রথম) সাধনম্ (উপায়) [বলিয়া] মতম্ (অভিমত); ইহ (এই সংসারে) অমুত্র (পরলোকে) ফলভোগবিরাগঃ (ফল ভোগের প্রতি বিরক্তি) দ্বিতীয়কং (দ্বিতীয়) [সাধনং মতমিতি শেষঃ—সাধন বলিয়া বিবেচিত হয়] ॥ ১৫

অনুবাদ। নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহার জ্ঞানই প্রথম সাধন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই জগতে এবং স্বর্গাদি লোকে যত প্রকার ভোগ্য বস্তু আছে, সেই সকলেরই উপর বিরক্তিই দ্বিতীয় সাধন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ॥ ১৫

শমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ তৃতীয়ং সাধনং মতম্।
তুরীয়ং তু মুমুক্ষুত্বং সাধনং শাস্ত্রসম্মতম্॥ ১৬

অন্বয়। শমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ (শম প্রভৃতি ছয়টির সদ্ভাব অর্থাৎ থাকা) তৃতীয়ং (তৃতীয়) সাধনম্ (উপায়) মতং (বিবেচিত হয়); মুমুক্ষুত্বং তু (মোক্ষ-লাভের ইচ্ছাই) শাস্ত্রসম্মতং (শাস্ত্রস্বীকৃত) তুরীয়ং (চতুর্থ) সাধনম্ (উপায়) শাস্ত্রসম্মতং (শাস্ত্রে কথিত হয়) ॥ ১৬

অনুবাদ। শম প্রভৃতি ছয়টির সদ্ভাবই (থাকা) তৃতীয় সাধন বলিয়া বিবেচিত হয়। মুক্তিলাভের ইচ্ছাই চতুর্থ উপায় বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৬

নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেকঃ।

ব্রহ্মৈব নিত্যমন্যৎ তু হ্যনিত্যমিতি বেদনম্।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইতি কথ্যতে॥ ১৭

অন্বয়। ব্রহ্ম (পরমাত্মা) এব (ই) নিত্যম্ (অবিনাশী) অন্যৎ (ব্রহ্ম-ভিন্ন) তু হি (প্রসিদ্ধ বস্তুমাত্রই) অনিত্যং (বিনাশী) ইতি (এই প্রকার) বেদনং (যে জ্ঞান) অয়ম্ (ইহা) সঃ (সেই) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য-জ্ঞান) ইতি (এইরূপ) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে)॥ ১৭

অনুবাদ। পরমাত্মাই একমাত্র অবিনাশী—তাহা ভিন্ন আর সকল বস্তুই বিনাশী—এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৭

মৃদাদি-কারণং নিত্যং ত্রিষু লোকেষু দর্শনাৎ।
ঘটাদ্যনিত্যং তৎকার্য্যং যতস্তন্নাশমীক্ষতে॥ ১৮ *

অন্বয়। ত্রিষু (তিন) লোকেষু (লোকে) দর্শনাৎ (দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া) মৃদাদি (মৃত্তিকা প্রভৃতি) কারণম্ (উপাদান) নিত্যং (নিত্য অর্থাৎ কার্য্যদ্রব্য হইতে অধিককালস্থায়ি হইয়া থাকে) তৎকার্য্যং (সেই মৃত্তিকা প্রভৃতির কার্য্য) ঘটাদি (কলস প্রভৃতি দ্রব্য) অনিত্যম্ (অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী); যতঃ (যেহেতু) তন্নাশম্ (ঐ সকল ঘট প্রভৃতি কার্য্যদ্রব্যের নাশ) ঈক্ষতে (লোকে দেখিয়া থাকে)॥ ১৮

অনুবাদ। ত্রিলোকের মধ্যে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ অর্থাৎ উপাদানদ্রব্যগুলি ঘট প্রভৃতি কার্য্য অপেক্ষা নিত্য অর্থাৎ অধিককালস্থায়ি। কিন্তু ঘটাদি কার্য্যদ্রব্যগুলি মৃৎ প্রভৃতি কারণ অপেক্ষা অনিত্য; কারণ লোকে দেখে যে ঘটাদি নষ্ট হইয়া গেলেও মৃত্তিকা থাকিয়া যায়॥ ১৮

তথৈবৈতজ্জগৎ সর্ব্বমনিত্যং ব্রহ্মকার্য্যতঃ।
তৎকারণং পরং ব্রহ্ম ভবেন্নিত্যং মৃদাদিবৎ॥ ১৯

অন্বয়। তথৈব (সেই প্রকার) এতৎ সর্ব্বং জগৎ (এই সমগ্র জগৎ) ব্রহ্ম-

* যতস্তন্নাশ ঈক্ষ্যতে—ইতি বা পাঠঃ।

কার্য্যতঃ (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া) অনিত্যম্ (বিনাশী); তৎকারণং (সেই জগতের কারণ) পরং ব্রহ্ম (নিরুপাধিক ব্রহ্ম) নিত্যম্ (অবিনাশি) ভবেৎ (হইয়া থাকে) মৃদাদিবৎ (যেমন মৃত্তিকা প্রভৃতি)॥ ১৯

অনুবাদ। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই সমগ্র বিশ্ব অনিত্য, আর এই জগতের কারণ সেই পরব্রহ্ম (ঘটাদি কার্য্য অপেক্ষা তাহাদের কারণ মৃদাদি যেরূপ নিত্য সেইরূপ) পরমার্থতঃ নিত্য ॥ ১৯

তাৎপর্য্য। এই শ্লোকে ব্রহ্ম যে নিত্য, এই বিষয়ে মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তুকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা কেহ কেহ এইপ্রকার শঙ্কা করিতে পারেন যে, বেদান্ত-সিদ্ধান্তে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য। তাহাই যদি স্থির হয়, তবে মৃৎপ্রভৃতিকে নিত্য বলিয়া দৃষ্টান্তরূপে যে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? বাস্তবিক আচার্য্য শঙ্করের এইপ্রকার অভিপ্রায় নহে। কার্য্য হইতে কারণ অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ি;. সুতরাং কার্য্যাপেক্ষা কারণ নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। আচার্য্য শঙ্কর ইহাই প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে, যেমন ঘট মাটীর কার্য্য, এইজন্য মাটী ঘট অপেক্ষা নিত্য; এইরূপ যিনি সর্ব্বজগতের কারণ, তিনি সর্ব্বজগৎ অপেক্ষা নিত্য। ফলতঃ দাঁড়াইল এই যে, মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তু যেরূপ আপেক্ষিক নিত্য, ব্রহ্মের পক্ষে সেরূপ আপেক্ষিক নিত্যতা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, ব্রহ্ম উৎপত্তিশূন্য ও অবয়বশূন্য, সেই কারণে তাঁহার কোনকালেই বিনাশ হইবে এইপ্রকার সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না। কিন্তু মৃদাদি কারণ ঘটাদি কার্য্য দ্রব্য অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ি হইলেও যে হেতু তাহাদের উৎপত্তি এবং অবয়ব আছে, এই কারণে তাহাদের বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য তাহা নিজ কার্য্য হইতে অধিক কাল স্থায়ি হইলেও তাহাকে কখনই অবিনাশি বলা যায় না। কিন্তু এইরূপে ব্রহ্মকে সকল কার্য্যাপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ি স্বীকার করিলেও, মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তুর ন্যায় তাঁহার কোনকালে বিনাশ হইবার সম্ভাবনা করা যায় না। কারণ, বিনাশি দ্রব্যের যাহা ধর্ম্ম (অর্থাৎ অবয়ব ও উৎপত্তি থাকা) তাহা ব্রহ্মে বিদ্যমান নাই; এই কারণে ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নিত্য ॥ ১৯

সর্গং বক্ত্যস্য তস্মাদ্‌বা এতস্মাদিত্যপি শ্রুতিঃ।
সকাশাদ্‌ব্রহ্মণস্তস্মাৎ অনিত্যত্বে ন সংশয়ঃ ॥ ২০

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই) এতস্মাৎ বা (এই ব্রহ্ম হইতেই) ইতি (এই প্রকার) শ্রুতিঃ (বেদ) অপি (ও) অস্য (এই জগতের) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) সকাশাৎ (সকাশ হইতে) সর্গং (সৃষ্টি) বক্তি (নির্দ্দেশ করিতেছে) তস্মাৎ

(সেই কারণে) অনিত্যত্বে (এই জগতের অনিত্যত্ব বিষয়ে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন (হইতে পারে না) ॥ ২০

অনুবাদ। "এই বা সেই ব্রহ্ম হইতে (আকাশ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে)" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্য স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিতেছে যে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কারণে জগতের অনিত্যত্ব বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না ॥ ২০

সর্ব্বস্যানিত্যত্বে সাবয়বত্বেন সর্ব্বতঃ সিদ্ধে।
বৈকুণ্ঠাদিষু নিত্যত্বমতির্ভ্রমএব মূঢ়বুদ্ধীনাম্ ॥ ২১

অন্বয়। সাবয়বত্বেন (অবয়বের সহিত বিদ্যমান বলিয়া) সর্ব্বস্য (সকল বস্তুরই) অনিত্যত্বে (বিনাশিত্ব) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বপ্রকারে) সিদ্ধে (প্রতিপন্ন হইলে) বৈকুণ্ঠাদিষু (বৈকুণ্ঠাদি লোকসমূহে) নিত্যত্বমতিঃ (ইহারা অবিনাশী এই প্রকার জ্ঞান) মূঢ়বুদ্ধীনাং (মূঢ়মতি মানবগণের) ভ্রম এব (ভ্রান্তি মাত্র) ॥ ২১

অনুবাদ। অবয়ব আছে বলিয়া সকল বস্তুরই (এইরূপে) অনিত্যত্ব প্রমাণিত হইলে, বৈকুণ্ঠাদি লোকসমূহে যে নিত্যত্ব বোধ, তাহা মূঢ়বুদ্ধি জনগণের ভ্রান্তি মাত্র ॥ ২১

অনিত্যত্বং চ নিত্যত্বমেবং যৎ শ্রুতিযুক্তিভিঃ।
বিবেচনং নিত্যানিত্যবিবেক ইতি কথ্যতে ॥ ২২

অন্বয়। এবং (সেই প্রকার) অনিত্যত্বং (বিনাশিত্ব) চ (এবং) নিত্যত্বম্ (অবিনাশিত্ব) [ভবতি ইতি শেষঃ—হইয়া থাকে]; শ্রুতিযুক্তিভিঃ (বেদ ও তদনুসারী যুক্তির সাহায্যে) ইতি যৎ (এই প্রকার যে) বিবেচনং (বিচার) [তাহাই] নিত্যানিত্যবিবেকঃ (নিত্য ও অনিত্য বিষয়ে বোধ) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ২২

অনুবাদ। এইরূপে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব [সম্বন্ধে] বেদ ও তদনুযায়ী যুক্তির সাহায্যে যে বিচার, তাহাই নিত্যানিত্য-বিবেক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ২২

বিরক্তিঃ।

ঐহিকামুষ্মিকার্থেষু হ্যনিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ।
নৈস্পৃহ্যং তুচ্ছবুদ্ধির্যৎ * তদ্‌বৈরাগ্যমিতীর্য্যতে ॥ ২৩

অন্বয়। ঐহিকামুষ্মিকার্থেষু (এই লোকের এবং পরলোকের ভোগ্যবস্তুসমূহে) অনিত্যত্বেন (অনিত্য এই ভাবে) নিশ্চয়াৎ (নিশ্চয় হওয়ার জন্য) যৎ নৈস্পৃহ্যং (যে নিস্পৃহতা) তুচ্ছবুদ্ধিঃ (অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ) তৎ (তাহাই) বৈরাগ্যং (বিরক্তি) ইতি (এই বলিয়া) ঈর্য্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ২৩

অনুবাদ। ঐহিক ও পারলৌকিক সকল ভোগ্য বস্তুই অনিত্য এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় যে নিস্পৃহতা বা তুচ্ছবুদ্ধি (উদিত হয়) তাহাই বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৩

নিত্যানিত্যপদার্থবিবেকাৎ পুরুষস্য জায়তে সদ্যঃ।
স্রক্‌চন্দনবনিতাদৌ সর্ব্বত্রাঽনিত্যবস্তুনি বিরক্তিঃ ॥ ২৪

অন্বয়। নিত্যানিত্যপদার্থবিবেকাৎ (নিত্য ও অনিত্য বস্তুর যথার্থরূপে জ্ঞান হওয়ার ফলে) স্রক্‌চন্দনবনিতাদৌ (পুষ্পমাল্য, চন্দন ও বনিতা প্রভৃতি) সর্ব্বত্র (সকল) অনিত্যবস্তুনি (নশ্বর পদার্থের উপর) পুরুষস্য (পুরুষের) বিরক্তিঃ (বৈরাগ্য) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ২৪

অনুবাদ। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর স্বরূপ কি সে বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হওয়ার ফলে পুরুষের পুষ্পমাল্য, চন্দন ও বনিতা প্রভৃতি যাবতীয় অনিত্য বস্তুতেই বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে ॥ ২৪

কাকস্য বিষ্ঠাবদসহ্যবুদ্ধি-
র্ভোগ্যেষু সা তীব্রবিরক্তিরিষ্যতে।
বিরক্তিতীব্রত্বনিদানমাহু-
র্ভোগ্যেষু দোষেক্ষণমেব সন্তঃ ॥ ২৫

অন্বয়। ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্তুসমূহে) কাকস্য (কাকের) বিষ্ঠাবৎ (বিষ্ঠার ন্যায়) অসহ্যবুদ্ধিঃ (যে অসহনীয়ত্ব-বোধ) সা (তাহাই) তীব্রবিরক্তিঃ (উৎকট বৈরাগ্য) ইষ্যতে (বলিয়া স্বীকৃত হয়); সন্তঃ (সজ্জনগণ) ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্তু-

---

* তুচ্ছবুদ্ধ্যা যৎ ইতি বা পাঠঃ।

সমূহে) দোষেক্ষণমেব (দোষদর্শনকেই) বিরক্তিতীব্রত্বনিদানং (তীব্র বৈরাগ্যের মূল কারণ) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)॥ ২৫

অনুবাদ। ভোগ্যবস্তুসমূহে কাকের বিষ্ঠার ন্যায় যে অসহনীয়তা বোধ, তাহাকেই সাধুগণ তীব্র বৈরাগ্যের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ২৫

প্রদৃশ্যতে বস্তুনি যত্র দোষঃ
ন তত্র পুংসোঽস্তি পুনঃ প্রবৃত্তিঃ।
অন্তর্মহারোগবতীং বিজানন্
কো নাম বেশ্যামপি রূপিণীং ব্রজেৎ॥ ২৬

অন্বয়। যত্র (যে) বস্তুনি (বস্তুতে) দোষঃ (দুঃখকরত্ব প্রভৃতি দোষ) প্রদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তত্র (তাহাতে) পুংসঃ (পুরুষের) পুনঃ (পুনর্ব্বার) প্রবৃত্তিঃ (অনুরাগ) ন অস্তি (হয় না)। অন্তর্মহারোগবতীং (দেহমধ্যে যাহার মহারোগ আছে এই প্রকার) বিজানন্ (জানিয়া) কো নাম (কোন্ ব্যক্তি) রূপিণীং (রূপবতী) অপি (হইলেও) বেশ্যাং ব্রজেৎ (ঐ বেশ্যার নিকট যায়)॥ ২৬

অনুবাদ। যে বস্তুতে দোষ আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে লোকের আর প্রবৃত্তি হয় না। ভিতরে কঠিন রোগগ্রস্তা বলিয়া জানিতে পারিলে, কোন ব্যক্তি রূপবতী বেশ্যার নিকট যায় ?॥ ২৬

অত্রাপি চান্যত্র চ বিদ্যমান-
পদার্থসংমর্শনমেব কার্য্যম্।
যথাপ্রকারার্থগুণাভিমর্শনং
সন্দর্শয়ত্যেব তদীয়-দোষম্॥ ২৭

অন্বয়। অত্র (এই পৃথিবীতে) অপি (এবং) অন্যত্র চ (পরলোকেও) বিদ্যমান-পদার্থসংমর্শনং (বিদ্যমান বস্তুসকলের কি স্বভাব তাহার বিচার) কার্য্যং (করা উচিত)। যথাপ্রকারার্থগুণাভিমর্শনং (যথাযথভাবে বস্তুর ধর্ম্মসমূহের বিচার) তদীয়-দোষং (সেই বস্তুর দোষকে) সন্দর্শয়তি এব (নিশ্চয়ই দেখাইয়া দেয়)॥ ২৭

অনুবাদ। এই লোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, যত প্রকার ভোগ্য বস্তু আছে, তাহাদের কি স্বভাব (অর্থাৎ তাহারা অনিত্য এবং পরিণামে

দুঃখের হেতু হয় কি না) তাহারই বিবেচনা করা উচিত। এইভাবে ভোগ্য-বস্তুসমূহের স্বরূপ বিচার তাহার দোষ (অর্থাৎ অনিত্যত্ব এবং পরিণামে দুঃখহেতুত্ব) প্রদর্শন করিয়া থাকে ॥ ২৭

কুক্ষৌ স্বমাতুর্মলমূত্রমধ্যে
স্থিতিং তদা বিট্‌ক্রিমিদংশনঞ্চ।
তদীয়-কৌক্ষেয়কবহ্নিদাহং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ২৮

অন্বয়। স্বমাতুঃ (নিজ জননীর) কুক্ষৌ (উদরে) মলমূত্রমধ্যে (মল ও মূত্রের মধ্যে) স্থিতিম্ (অবস্থান) তদা (সেই অবস্থানকালে) বিট্‌ক্রিমিদংশনং (বিষ্ঠাজাত ক্রিমিগণের দংশন) তদীয়-কৌক্ষেয়ক-বহ্নিদাহম্ (এবং জননীর উদরমধ্যস্থিত অগ্নির তাপ দ্বারা দাহ) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ২৮

অনুবাদ। নিজ জননীর উদরে বিষ্ঠা ও মূত্রের মধ্যে অবস্থান ও সেই অবস্থানকালে বিষ্ঠাজাত ক্রিমি দ্বারা দংশন এবং জননীর উদরমধ্যস্থিত অগ্নির তাপ দ্বারা দাহ প্রভৃতির বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তির মনে (এই সংসারের উপর) বৈরাগ্য না জন্মে ? ॥ ২৮

স্বকীয়-বিণ্মূত্র-নিমজ্জনং যৎ *
চোত্তানগত্যা শয়নং তদা যৎ।
বালগ্রহাদ্যাহতিভাক্ চ শৈশবং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ২৯

অন্বয়। তদা (সেই সময়ে) যৎ (যে) স্বকীয়বিণ্মূত্রনিমজ্জনং (নিজের বিষ্ঠা এবং মূত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকা) যৎ (যে) উত্তানগত্যা (উর্দ্ধদিকে পাদ করিয়া, চিৎ হইয়া) শয়নম্ (অবস্থান) চ (এবং) বালগ্রহাদ্যাহতিভাক্ (বালকগণের পীড়াদায়ক গ্রহগণের আক্রমণীয়) শৈশবং (বাল্যকালকে) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ২৯

অনুবাদ। সেইকালে (অর্থাৎ মাতৃগর্ভে বাসকালে) নিজেরই বিষ্ঠা এবং মূত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যে উর্দ্ধদিকে পা রাখিয়া অবস্থান, এবং (জন্মের পর)

* বিসর্জ্জনং তৎ ; ইতি বা পাঠঃ।

বালকগণের পীড়াজনক গ্রহগণের উপদ্রবসঙ্কুল যে শৈশব, তাহা চিন্তা করিয়া কোন ব্যক্তি বৈরাগ্যপ্রাপ্ত (সংসারবিরাগী) হয় না ?॥ ২৯

স্বীয়ৈঃ পরৈস্তাড়নমজ্ঞভাবম্
অত্যন্তচাপল্যমসৎক্রিয়াঞ্চ।
কুমারভাবে প্রতিষিদ্ধবৃত্তিং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩০

অন্বয়। কুমারভাবে (কৌমারাবস্থাতে) স্বীয়ৈঃ (স্বজনকর্তৃক) পরৈঃ (এবং অনাত্মীয় জনকর্তৃক) তাড়নম্ (প্রহার প্রভৃতি) অজ্ঞভাবম্ (মূর্খতা) অত্যন্ত-চাপল্যম্ (অতিশয় চপলতা) অসৎক্রিয়াম্ (অনুচিত কার্য্য) প্রতিষিদ্ধবৃত্তিং চ (এবং নানাপ্রকার নিষিদ্ধবৃত্তি) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩০

অনুবাদ। (তাহার পর) কৌমারাবস্থাতে নিজ এবং পর জনকর্তৃক প্রহার ও তিরস্কার, মূর্খতা, অতিশয় চাঞ্চল্য, অনুচিত কার্য্য ও নানাপ্রকার নিষিদ্ধ বৃত্তি (প্রভৃতির বিষয়) চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হয় না ?॥ ৩০

মদোদ্ধতিং মান্যতিরস্কৃতিং চ
কামাতুরত্বং সময়াতিলঙ্ঘনম্।
তাং তাং যুবত্যোদিতদুষ্টচেষ্টাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩১

অন্বয়। মদোদ্ধতিং (যৌবনমদে ঔদ্ধত্য) মান্যতিরস্কৃতিং (মাননীয়জনকে অবমাননা) কামাতুরত্বং (কামুকতা) সময়াতিলঙ্ঘনং (মর্য্যাদার অতিক্রম) তাং তাং (সেই সেই) যুবত্যা (যুবতির সহিত) উদিত-দুষ্টচেষ্টাং (নব নব ভাবে আবির্ভূত মন্দ চেষ্টা) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩১

অনুবাদ। যৌবন-মদে ঔদ্ধত্য, মান্যজনকে অবমাননা করা, কামাতুরতা, মর্য্যাদা লঙ্ঘন এবং যুবতীর সহিত সমাগমকালে সেই সেই নূতন নূতন আবির্ভূত কুৎসিত চেষ্টা চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যপ্রাপ্ত না হয় ?॥ ৩১

বিরূপতাং সর্ব্বজনাদবজ্ঞাং
সর্ব্বত্র দৈন্যং নিজবুদ্ধিহৈন্যম্।
বৃদ্ধত্ব-সম্ভাবিত-দুর্দ্দশাং তাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি॥ ৩২

অন্বয়। বিরূপতাং (বার্দ্ধক্যজনিত কদাকারতা অর্থাৎ বিশ্রী চেহারা) সর্ব্বজনাৎ (সকল লোকের কাছে) অবজ্ঞাম্ (অবমান) সর্ব্বত্র (সকল স্থলে) দৈন্যম্ (দীনভাব) নিজবুদ্ধিহৈন্যং (নিজবুদ্ধির হীনতা) তাং (সেই) বৃদ্ধত্ব-সম্ভাবিতদুর্দ্দশাং (বার্দ্ধক্যজনিত দুরবস্থাকে) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?)॥ ৩২

অনুবাদ। বিকৃত আকার, সকল লোকের নিকটে অবজ্ঞা, সকল স্থানেই দীনতা, নিজবুদ্ধির হ্রাস এবং সর্ব্বজনবিদিত বার্দ্ধক্যজনিত দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি না বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হয়?॥ ৩২

পিত্তজ্বরার্শঃক্ষয়গুল্মশূল-
শ্লেষ্মাদি-রোগোদিত-তীব্রদুঃখম্।
দুর্গন্ধমস্বাস্থ্যমনূনচিন্তাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি॥ ৩৩

অন্বয়। পিত্তজ্বরার্শঃক্ষয়গুল্মশূল-শ্লেষ্মাদি-রোগোদিত-তীব্রদুঃখং (পিত্তজ্বর, অর্শঃ, ক্ষয়, গুল্ম, শূল ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন ভীষণ দুঃখ) দুর্গন্ধম্ (শরীরে দুর্গন্ধ), অস্বাস্থ্যং (স্বাস্থ্যহীনতা) অনূনচিন্তাম্ (এবং সর্ব্বদা নানা চিন্তা) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কেই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?)॥ ৩৩

অনুবাদ। (বৃদ্ধাবস্থায়) পিত্তজ্বর, ক্ষয়, গুল্ম, শূল ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগ-জনিত তীব্র দুঃখ, [শরীরে] দুর্গন্ধ, [সর্ব্বদা] স্বাস্থ্যহীনতা এবং অপার চিন্তা [এই সকল বিষয়] বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না?॥ ৩৩

যমাবলোকোদিত-ভীতি-কম্পমর্ম্মব্যথোচ্ছ্বাসগতীশ্চ বেদনাম্।
প্রাণপ্রয়াণে পরিদৃশ্যমানাং বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি॥৩৪

অন্বয়। যমাবলোকোদিত-ভীতি-কম্প-মর্ম্মব্যথোচ্ছ্বাসগতীঃ (যম দর্শনে যে ভয় হয়, সেই ভয় হইতে উৎপন্ন কম্প, মর্ম্মব্যথা এবং উৎকট শ্বাসের

ক্রিয়া) প্রাণপ্রয়াণে (প্রাণবিয়োগকালে) পরিদৃশ্যমানাং (সর্ব্বস্থানেই দৃশ্যমান) বেদনাং (যন্ত্রণা) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৪

অনুবাদ। মৃত্যুসময়ে যমকে দেখিতে পাইয়া যে ভয় হয়, সেই ভয় হইতে উৎপন্ন কম্প, মর্ম্মপীড়া, ক্লেশজনক ঊর্দ্ধশ্বাসের গতি, এই সকল পরিদৃশ্যমান (যাহা সব সময় দেখা যায়) যন্ত্রণার বিষয় বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হয় না ? ॥ ৩৪

অঙ্গারনদ্যাং তপনে চ কুম্ভী-
পাকেঽপি বীচ্যামসিপত্রকাননে।
দূতৈর্যমস্য ক্রিয়মাণবাধাং
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৫

অন্বয়। অঙ্গারনদ্যাং (তপ্ত অঙ্গারময় নদীতে) তপনে (তপন নামক নরকে) কুম্ভীপাকে (কুম্ভীপাক নরকে) বীচ্যাং (বীচীনামক নরকে) অসিপত্রকাননে (এবং অসিপত্রকানন নরকে) যমস্য (যমের) দূতৈঃ (দূতগণকর্ত্তৃক) ক্রিয়মাণবাধাং (কৃত বা প্রদত্ত যন্ত্রণা) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৫

অনুবাদ। অঙ্গার-নদী, তপন, কুম্ভীপাক, বীচী এবং অসিপত্রকানন নামে প্রসিদ্ধ নরকসমূহে যমদূতগণ [দেহপাতের পর পাপিগণকে] যে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে, তাহা বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যপ্রাপ্ত না হয় ? ॥ ৩৫

পুণ্যক্ষয়ে পুণ্যকৃতো নভঃস্থৈ-
র্নিপাত্যমানান্ শিথিলীকৃতাঙ্গান্।
নক্ষত্ররূপেণ দিবশ্চ্যুতাংস্তান্
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৬

অন্বয়। পুণ্যক্ষয়ে (পুণ্যের ক্ষয় হইলে) নভঃস্থৈঃ (আকাশস্থিত [অধিকারী] পুরুষগণ কর্ত্তৃক) নিপাত্যমানান্ (অধোদেশে নিক্ষিপ্ত) শিথিলীকৃতাঙ্গান্ (অবশ-দেহ) নক্ষত্ররূপেণ (নক্ষত্রের রূপে) দিবঃ (আকাশ হইতে) চ্যুতান্ (নিপতিত) পুণ্যকৃতঃ (পুণ্যকারী ব্যক্তিগণকে) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৬

অনুবাদ। [স্বর্গভোগের অনুকূল] পুণ্যরাশি [ভোগাবসানে] ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, আকাশস্থিত পুরুষগণকর্ত্তৃক [অধোদেশে বলপূর্ব্বক] নিক্ষিপ্ত, অবশদেহ নক্ষত্ররূপে আকাশ হইতে বিচ্যুত পুণ্যকার্য্যকারী জীবগণের [অবস্থা] বিচার করিলে কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যপ্রাপ্ত না হয়? ॥ ৩৬ ॥

বায়্বর্কবহ্নীন্দ্রমুখান্ সুরেন্দ্রান্
ঈশোগ্রভীত্যা গ্রথিতান্তরঙ্গান্।
বিপক্ষলোকৈঃ পরিদূয়মানান্
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৭

অন্বয়। ঈশোগ্রভীত্যা গ্রথিতান্তরঙ্গান্ (পরমেশ্বর হইতে উগ্রভয়ে যাঁহাদের অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর) বিপক্ষলোকৈঃ (শত্রুগণকর্ত্তৃক) পরিদূয়মানান্ (যাহাদিগকে কাঁপাইতেছে এমন, পরিভূত) বায়্বর্কবহ্নীন্দ্রমুখান্ (বায়ু সূর্য্য বহ্নি ও ইন্দ্রপ্রভৃতি) সুরেন্দ্রান্ (শ্রেষ্ঠদেবগণকে) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত না হয়?) ॥ ৩৭

অনুবাদ। পরমেশ্বর হইতে উগ্রভয়ে [সর্ব্বদা] কাতরচিত্ত [এবং অসুর প্রভৃতি] শত্রুগণের দ্বারা নিত্য লাঞ্ছিত বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি ও ইন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠদেবগণের [অবস্থা] বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় না? ॥ ৩৭

শ্রুত্যা নিরুক্তং সুখতারতম্যং
কীটান্তমারভ্য মহামহেশম্।*
ঔপাধিকং তত্তু ন বাস্তবং চেদ্
আলোচ্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৮

অন্বয়। মহামহেশং (পরমেশ্বর হইতে) আরভ্য (আরম্ভ করিয়া) কীটান্তম্ (কীট পর্য্যন্ত) সুখতারতম্যং (সুখের তারতম্য) শ্রুত্যা (বেদের দ্বারা) নিরুক্তং (নির্দ্ধারিত) তৎ তু (সেই সুখও) ঔপাধিকম্ (অজ্ঞানরূপ উপাধি হেতু) বাস্তবং (পারমার্থিক) ন তু (কিন্তু নহে) আলোচ্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত না হয়?) ॥ ৩৮

---

* ব্রহ্মান্তমারভ্য মহীমহেশম্—ইতি বা পাঠঃ।

অনুবাদ। পরমেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্য্যন্ত সুখের তারতম্য শ্রুতিতে উক্ত আছে; সেই সুখও (অজ্ঞানকল্পিত দেহাদি) উপাধিরই ধর্ম্ম, উহা (আত্মার) পারমার্থিক ধর্ম্ম নহে, ইহা বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যপ্রাপ্ত না হয়? ॥ ৩৮

সালোক্য-সামীপ্য-সরূপতাদি-
ভেদস্তু সৎকর্ম্মবিশেষসিদ্ধঃ।
ন কর্ম্মসিদ্ধস্য তু নিত্যতেতি
বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৯

অন্বয়। সালোক্য-সামীপ্য-সরূপতাদি-ভেদঃ (সালোক্য অর্থ ইষ্টদেবতার সহিত এক লোকে অবস্থান, সামীপ্য অর্থ অভীষ্ট দেবতার নিকটে অবস্থিতি, এবং সারূপ্য অর্থ ইষ্টদেবতার ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করা প্রভৃতি মুক্তির যত প্রকার ভেদ, তাহা) সৎকর্ম্মবিশেষসিদ্ধঃ (উৎকৃষ্ট কর্ম্মবিশেষ হইতেই উৎপন্ন হয়)। কর্ম্মসিদ্ধস্য (যাহা কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধ, তাহার) নিত্যতা (অবিনাশিত্ব) ন (হইতে পারে না), ইতি বিচার্য্য (ইহা বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?) ॥ ৩৯

অনুবাদ। ইষ্টদেবতার সহিত একলোকে অবস্থান, ইষ্টদেবতার নিকটে থাকা এবং ইষ্টদেবতার সদৃশ মূর্ত্তিলাভ করা প্রভৃতি যে কয়প্রকার মুক্তি আছে, সে সকলই সৎকর্ম্ম-বিশেষের ফল। যাহা কর্ম্মের ফল, তাহা কখনই নিত্য হইতে পারে না; ইহা বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা (গৌণ মুক্তির প্রতি) বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হয় না? ॥ ৩৯

যত্রাস্তি লোকে গতি-তারতম্যম্
উচ্চাবচত্বান্বিতমত্র তৎ কৃতম্।
যথেহ তদ্বৎ খলু দুঃখমস্তী-
ত্যালোচ্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৪০

অন্বয়। যত্র (যেখানে) লোকে (জগতে) উচ্চাবচত্বান্বিতম্ (উৎকর্ষ ও অপকর্ষযুক্ত) গতিতারতম্যং (ফলের তারতম্য) অস্তি (বিদ্যমান আছে), তৎ (তাহা) অত্র (এ সংসারে) কৃতং (কৃত) ইহ (এই লোকে) যথা (যেমন) দুঃখং (দুঃখ) [হইয়া থাকে], তদ্বৎ (সেইরূপ) খলু (অবশ্যই) [অন্যত্রাপি লোকে (অন্য লোকেও)] অস্তি (হইয়া থাকে); ইতি (ইহা) আলোচ্য

(বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৪০

অনুবাদ। যে লোকে উৎকর্ষ-অপকর্ষযুক্ত গতির তারতম্য আছে তাহা (সেই লোক) এই জগতেরই কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত। তাহাতে অবশ্যই এই জগতের মত দুঃখ আছে—এই প্রকার চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যপ্রাপ্ত না হয় ? [অর্থাৎ এই জন্মের ভালমন্দ কর্ম্মের ফলে পরলোকে গতির তারতম্য হয়। এই লোকের মত পরলোকেও কর্ম্মফলজনিত দুঃখ আছে—এই চিন্তায় মনে বৈরাগ্য আসে।] ॥ ৪০

কো নাম লোকে পুরুষো বিবেকী
বিনশ্বরে তুচ্ছসুখে গৃহাদৌ।
কুর্য্যাদ্রতিং নিত্যমবেক্ষমাণো
বৃথৈব মোহান্ম্রিয়মাণজন্তূন্ ॥ ৪১

অন্বয়। লোকে (এই পৃথিবীতে) কো নাম (কোন্) বিবেকী (বিবেক-সম্পন্ন) পুরুষঃ (মনুষ্য) বিনশ্বরে (বিনাশশীল) তুচ্ছসুখে (অল্পমাত্র সুখের হেতুভূত) গৃহাদৌ (গৃহ প্রভৃতিতে) ম্রিয়মাণান্ (মরণশীল) জন্তূন্ (প্রাণিগণকে) নিত্যং (সর্ব্বদা) অবেক্ষমাণঃ (দেখিয়াও) বৃথা এব (মিছামিছি) রতিম্ (অনুরাগ) মোহাৎ (মোহবশতঃ) কুর্য্যাৎ (করিতে পারে ?) ॥ ৪১

অনুবাদ। এই সংসারে প্রতিদিন প্রাণিগণ মরিতেছে, ইহা দেখিয়াও, কোন্ বিবেকশালী পুরুষ যৎসামান্য সুখের হেতু অথচ বিনাশশীল গৃহ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুতে বৃথাই মোহবশতঃ আসক্ত হইয়া থাকে ? ॥ ৪১

সুখং কিমস্ত্যত্র বিচার্য্যমাণে
গৃহেঽপি বা যোষিতি বা পদার্থে।
মায়াতমোঽন্ধীকৃতচক্ষুষো যে
ত এব মুহ্যন্তি বিবেকশূন্যাঃ ॥ ৪২

অন্বয়। অত্র (এই সংসারে) গৃহে অপি (ঘর বাড়ী প্রভৃতিতেও) বা (অথবা) যোষিতি (রমণীতে) বা পদার্থে (অন্যান্য বস্তুতে) সুখং (সুখ) অস্তি কিম্ (আছে কি ?) বিচার্য্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) যে (যাহারা) মায়াতমোঽন্ধী-কৃতচক্ষুষঃ (মায়া অর্থাৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকারে লুপ্তদৃষ্টি), তে এব (তাহারাই) বিবেকশূন্যাঃ (সদসদ্‌বোধহীন হইয়া) মুহ্যন্তি (মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৪২

অনুবাদ। এই সংসারে, গৃহ কিংবা স্ত্রী অথবা অন্যান্য ভোগ্য বস্তুতে কি সুখলাভ হয় ইহা বিচার করিয়া দেখিলে মায়ারূপ অন্ধকারে যাহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, সেই সকল বিবেকশূন্য ব্যক্তিই (এই সকল বিষয়ে) মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৪২

অবিচারিতরমণীয়ং সর্ব্বমুদুম্বর-ফলোপমং ভোগ্যম্।
অজ্ঞানামুপভোগ্যং ন তু তজ্‌জ্ঞানাম্‌······॥ ৪৩

অন্বয়। অবিচারিতরমণীয়ং (যে পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখা না যায়, সেই পর্য্যন্ত রমণীয়) উদুম্বরফলোপমং (ডুমুরের ফলের ন্যায়) ভোগ্যং (ভোগের বিষয় বস্তু) অজ্ঞানাং (বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণেরই) উপভোগ্যম্ (উপভোগের যোগ্য হইয়া থাকে), জ্ঞানাং (বিবেকশালী ব্যক্তিগণের) তৎ (তাহা) ন তু (উপ-ভোগের যোগ্য নহে)॥ ৪৩

অনুবাদ। [জগতের] সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুই যে পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখা না হয়, সে পর্য্যন্তই রমণীয়; শেষে ডুমুর ফলের ন্যায় [আস্বাদে বিরস হইয়া থাকে]; যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের নিকটেই ঐসকল বস্তু উপভোগ্য হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহাদের নিকট ঐ সকল বস্তু উপভোগ্য হইতে পারে না॥ ৪৩

গতেঽপি তোয়ে সুষিরং কুলীরো
হাতুং হ্যশক্তো ম্রিয়তে বিমোহাৎ।
যথা, তথা গেহসুখানুষক্তঃ
বিনাশমায়াতি নরো ভ্রমেণ॥ ৪৪

অন্বয়। তোয়ে (জল) গতে (চলিয়া গেলে) অপি (ও) সুষিরং (গর্ত্তকে) হাতুং (পরিত্যাগ করিতে) অশক্তঃ (অসমর্থ হইয়া) কুলীরঃ (কর্কট) যথা (যেমন), বিমোহাৎ (মোহবশতঃ) ম্রিয়তে (মরিয়া যায়), তথা (সেইরূপই) গেহসুখানুষক্তঃ (গৃহসুখে আসক্ত) নরঃ (মনুষ্য) ভ্রমেণ (মোহবশতঃ) বিনাশং (মৃত্যুকে) আয়াতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ ৪৪

অনুবাদ। জল চলিয়া গেলেও, কর্কট মোহবশতঃ গর্ত্ত ছাড়িতে অসমর্থ হইয়া পরিণামে যেমন মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গৃহ প্রভৃতির সুখে আসক্তচিত্ত মানবও মোহবশতঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৪৪

কোশক্রিমিস্তন্তুভিরাত্মদেহম্
আবেষ্ট্য চাবেষ্ট্য চ গুপ্তিমিচ্ছন্।
স্বয়ং বিনির্গন্তুমশক্ত এব সন্
ততস্তদন্তে ম্রিয়তে চ লগ্নঃ ॥ ৪৫

অন্বয়। গুপ্তিম্ (আত্মগোপন, আত্মরক্ষা) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়া) কোশক্রিমিঃ (গুটিপোকা) তন্তুভিঃ (নিজদেহনির্ম্মিত সূত্রসমূহের দ্বারা) আবেষ্ট্য আবেষ্ট্য চ (আপনাকে বার বার বেষ্টিত করিয়া) স্বয়ং (নিজে) বিনির্গন্তুং (বাহিরে যাইতে) অশক্তঃ (অসমর্থ) এব (ই) সন্ (হইয়া) ততঃ (তাহার পর) তদন্তে (তাহার মধ্যে) লগ্নঃ (সংলগ্ন থাকিয়াই) ম্রিয়তে (মরিয়া যায়) ॥ ৪৫

অনুবাদ। গুটিপোকা আত্মরক্ষার জন্য [নিজদেহপ্রসূত] সূত্রসমূহের দ্বারা বারংবার [আপনাকে] বেষ্টন করিয়া, সেই সূত্রনির্ম্মিত আত্মকারাগারের মধ্যে সংলগ্ন হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে তাহার মধ্য হইতে বাহির হইতে না পারিয়া স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ৪৫

যথা, তথা পুত্রকলত্রমিত্র-
স্নেহানুবন্ধৈর্গ্রথিতো গৃহস্থঃ।
কদাপি বা তান্ পরিমুচ্য গেহাদ্
গন্তুং ন শক্তো ম্রিয়তে মুধৈব ॥ ৪৬

অন্বয়। যথা (যেমন গুটিপোকা), তথা (সেইরূপই) গৃহস্থঃ (গৃহস্বামী) পুত্রকলত্রমিত্রস্নেহানুবন্ধৈঃ (পুত্র পত্নী ও মিত্র প্রভৃতির প্রতি স্নেহরূপ বন্ধনের দ্বারা) গ্রথিতঃ (বদ্ধ হইয়া) কদাপি (কোন সময়েও) তান্ (তাহাদিগকে) পরিমুচ্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) গেহাৎ (গৃহ হইতে) গন্তুং (বাহিরে যাইতে) ন শক্তঃ (সমর্থ না হইয়া) মুধৈব (অকৃতকার্য্য হইয়াই, বৃথাই) ম্রিয়তে (মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়) ॥ ৪৬ [৪৫ ও ৪৬ শ্লোকের একসঙ্গে অন্বয়।]

অনুবাদ। গুটিপোকার অবস্থা যেরূপ, সেইরূপই গৃহস্থ ব্যক্তিও পুত্র পত্নী এবং মিত্র প্রভৃতির প্রতি যে স্নেহরূপ বন্ধন, তাহা দ্বারা বদ্ধ হইয়া, কোন কালেই উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে (অর্থাৎ বিরক্তি-সহকারে সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে) সমর্থ হয় না এবং (শেষে) বৃথাই মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ৪৬

কারাগৃহস্যাস্য চ কো বিশেষঃ
প্রদৃশ্যতে সাধু বিচার্য্যমাণে।
মুক্তেঃ প্রতীপত্বমিহাপি পুংসঃ
কান্তাসুখাভ্যুত্থিত-মোহপাশৈঃ॥ ৪৭

অন্বয়। সাধু (ভাল করিয়া) বিচার্য্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) অস্য (এই গৃহের) চ (এবং) কারাগৃহস্য (কারাগৃহের) কঃ (কি) বিশেষঃ (পার্থক্য) প্রদৃশ্যতে (পরিদৃষ্ট হয়)? ইহ (এইখানে) অপি (ও) কান্তাসুখাভ্যুত্থিত-মোহপাশৈঃ (কান্তাসমাগম-জনিত সুখরূপ মোহপাশে) মুক্তেঃ (মোক্ষের) প্রতীপত্বং (প্রতিকূলতা) পুংসঃ (পুরুষের) [সর্ব্বদাই হইয়া থাকে]॥ ৪৭

অনুবাদ। ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, এই গৃহের সহিত কারাগৃহের কি পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে? [কিছুই নহে।] কারণ, এই গৃহেও কান্তা-সমাগম-জনিত সুখ-রূপ মোহপাশের দ্বারা পুরুষের মুক্তির বাধাই হইয়া থাকে॥ ৪৭

গৃহস্পৃহা পাদনিবদ্ধ-শৃঙ্খলা
কান্তাসুতাশা পটুকণ্ঠপাশঃ।
শীর্ষে পতদ্ভূর্য্যশনির্হি সাক্ষাৎ
প্রাণান্তহেতুঃ প্রবলা ধনাশা॥ ৪৮

অন্বয়। গৃহস্পৃহা (গৃহটিকে ভোগ করিবার ইচ্ছাই) পাদনিবদ্ধশৃঙ্খলা (পাদদেশে সংলগ্ন শিকল), কান্তাসুতাশা (পত্নী ও পুত্রের আশাই) পটুকণ্ঠপাশঃ (কণ্ঠের সুদৃঢ় রজ্জু), প্রবলা (অতিশয়) ধনাশা (ধনার্জ্জনের আশাই) শীর্ষে (মাথার উপর) পতদ্ভূর্য্যশনিঃ (পতনশীল বহু বজ্রের ন্যায়) সাক্ষাৎ প্রাণান্তহেতুঃ (প্রাণ-বিনাশের কারণ) [হইয়া থাকে]॥ ৪৮

অনুবাদ। গৃহভোগ করিবার আশাই [এখানে] চরণদেশে সংলগ্ন শিকলের সদৃশ, কান্তা ও পুত্র-বিষয়ে যে আশা, তাহাই [এখানে] সুদৃঢ় কণ্ঠপাশের সদৃশ, এবং অতিশয় ধনের আশাই [এখানে] মস্তকের উপর পতনোন্মুখ বহু বজ্রের ন্যায় প্রাণবিনাশের সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। [সুতরাং কারাগৃহ হইতে এই গৃহের পার্থক্য কিছুই নাই, ইহাই তাৎপর্য্য]॥ ৪৮

———

কাম-দোষঃ।

আশাপাশ-শতেন পাশিতপদো নোত্থাতুমেব ক্ষমঃ
কাম-ক্রোধ-মদাদিভিঃ প্রতিভটৈঃ সংরক্ষ্যমাণোঽনিশম্।
সংমোহাবরণেন গোপনবতঃ সংসার-কারাগৃহাদ্
নির্গন্তুং ত্রিবিধৈষণাপরবশঃ কঃ শক্নুয়াদ্রাগিষু॥ ৪৯

অন্বয়। রাগিষু (আসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে) আশাপাশশতেন (আশারূপ শত রজ্জুদ্বারা) পাশিতপদঃ (বদ্ধচরণ) উত্থাতুম্ এব (উঠিতেই) ন ক্ষমঃ (অসমর্থ) কামক্রোধমদাদিভিঃ (কাম ক্রোধ এবং মদ প্রভৃতি) প্রতিভটৈঃ (বিপক্ষ সৈনিকপুরুষগণ কর্ত্তৃক) অনিশং (সর্ব্বদা) সংরক্ষ্যমাণঃ (সম্যক্ প্রকারে রক্ষিত) ত্রিবিধৈষণাপরবশঃ (পুত্র, অর্থ ও জন—এই তিনের এষণা অর্থাৎ কামনার পরবশ) কঃ (কোন্ ব্যক্তি) সংমোহাবরণেন (সংমোহরূপ আবরণ দ্বারা) গোপনবতঃ (সুরক্ষিত) সংসারকারাগৃহাৎ (সংসার-স্বরূপ কারাগৃহ হইতে) নির্গন্তুং (বাহির হইতে) শক্নুয়াৎ (সমর্থ হইতে পারে?)॥ ৪৯

অনুবাদ। [সংসারে] আসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এই সংসার-রূপ কারাগৃহ হইতে নির্গত হইতে পারে? [অর্থাৎ কেহই নির্গত হইতে পারে না] কারণ, এই সংসাররূপ কারাগৃহ সংমোহরূপ আবরণ [ভিত্তি] দ্বারা সুরক্ষিত, আর সেই আসক্ত ব্যক্তিরও চরণ আশারূপ শত রজ্জু দ্বারা বদ্ধ; সুতরাং তাহার উত্থান করিবারও শক্তি নাই। তাহার উপর কাম ক্রোধ মদ প্রভৃতি শত্রুসেনাগণ তাহাকে সর্ব্বদা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং পুত্র, অর্থ ও জন—এই তিনের এষণা বা কামনা তাহাকে সকল প্রকারে অধীন করিয়া রাখিয়াছে॥ ৪৯

কামান্ধকারেণ নিরুদ্ধদৃষ্টি-
র্মুহ্যত্যসত্যপ্যবলাস্বরূপে।
নহ্যন্ধদৃষ্টেরসতঃ সতো বা
সুখত্ব-দুঃখত্ব-বিচারণাস্তি॥ ৫০

অন্বয়। কামান্ধকারেণ (কামরূপ অন্ধকারের দ্বারা) নিরুদ্ধদৃষ্টিঃ (যাহার

দৃষ্টি নিরুদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তি) অসতি অপি (বস্তুতঃ সৎ না হইলেও) অবলাস্বরূপে (স্ত্রীরূপ ভোগ্যবিষয়ে) মুহ্যতি (মোহ প্রাপ্ত হয়)। অন্ধদৃষ্টেঃ (যাহার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির) অসতঃ (অবিদ্যমান বস্তুর) সতো বা (অথবা বিদ্যমান বস্তুর মধ্যে) সুখত্ব-দুঃখত্ব-বিচারণা (এইটি সুখের কারণ বা এইটি দুঃখের কারণ, এইপ্রকার যথার্থ বিবেক) ন অস্তি (হয় না) ॥ ৫০

অনুবাদ। কামরূপ অন্ধকারে যাহার দৃষ্টিকে নিরুদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই অনিত্য স্ত্রীরূপ ভোগ্যবিষয়ে মোহপ্রাপ্ত (আসক্ত) হইয়া থাকে। যাহার দেখিবার শক্তি নাই, সে ব্যক্তির নিত্য বস্তু সুখের এবং অনিত্য বস্তু দুঃখের হেতু, এই প্রকার বিচার করিবার শক্তি নাই ॥ ৫০

শ্লেষ্মোদ্‌গারি মুখং স্রবন্মলবতী নাসাশ্রুমল্লোচনং
স্বেদস্রাবি মলাভিপূর্ণমভিতোদুর্গন্ধদুষ্টং বপুঃ।
অন্যদ্‌বক্তুমশক্যমেব মনসা মন্তুং ক্বচিন্নার্হতি
স্ত্রীরূপং কথমীদৃশং সুমনসাং পাত্রীভবেন্নেত্রয়োঃ ॥ ৫১

অন্বয়। মুখং (মুখ) শ্লেষ্মোদ্‌গারি (শ্লেষ্মা উদ্‌গিরণ করে), নাসা (নাসিকা) স্রবন্মলবতী (কফরূপমলস্রাবিণী), লোচনং (নয়ন) অশ্রুমৎ (অশ্রুবারিযুক্ত), বপুঃ (শরীর) স্বেদস্রাবি (অনবরত ঘর্ম্মক্ষরণযুক্ত), মলাভিপূর্ণং (ভিতরে বিষ্ঠা ও মূত্র প্রভৃতি মলে পরিপূরিত) অভিতঃ (সর্ব্বাংশেই) দুর্গন্ধদুষ্টং (দুর্গন্ধরূপ দোষদ্বারা দুষ্ট), অন্যৎ (আর যাহা কিছু [অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে], তাহা) বক্তুং (বলিতে) অশক্যং (পারা যায় না), ক্বচিৎ (আবার কোন কোন দোষবিষয়) মন্তুং (মনে করিতেও) ন অর্হতি (পারা যায় না), ঈদৃশম্ (এই প্রকার) স্ত্রীরূপং (রমণীমূর্ত্তি) সুমনসাং (সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের) কথং (কি প্রকারে) নেত্রয়োঃ (নয়নদ্বয়ের) পাত্রীভবেৎ (দেখিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ?) ॥ ৫১

অনুবাদ। মুখ শ্লেষ্মা উদ্‌গিরণ করিয়া থাকে, নাসিকা কফস্রাবযুক্ত, নয়ন অশ্রুযুক্ত, শরীর সর্ব্বাংশেই ঘর্ম্মস্রাবি, অভ্যন্তর মলপরিপূর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত ; ইহা ছাড়া অন্যান্য যাহা কিছু দোষ আছে, তাহা মুখেও বলা যায় না, এবং মনেও চিন্তা করা যায় না ; এইত হইল স্ত্রীলোকের স্বরূপ। এই স্ত্রীরূপ কি প্রকারে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নয়নদ্বয়ের দর্শনযোগ্য বলিয়া মনে হয় ? ॥ ৫১

দূরাদবেক্ষ্যাগ্নিশিখাং পতঙ্গো
রম্যত্ব-বুদ্ধ্যা বিনিপত্য নশ্যতি।
যথা তথা নষ্টদৃগেব সূক্ষ্মং
কথং নিরীক্ষেত বিমুক্তিমার্গম্ ॥ ৫২

অন্বয়। যথা (যেমন) পতঙ্গঃ (পোকামাকড় প্রভৃতি) দূরাৎ (দূর হইতে) অগ্নিশিখাম্ (আগুনের শিখাকে) রম্যত্ববুদ্ধ্যা (ইহা অতি সুন্দর, এই প্রকার বুদ্ধিতে) অবেক্ষ্য (দেখিয়া), বিনিপত্য (তাহার উপর পড়িয়া) নশ্যতি (নাশ প্রাপ্ত হয়), তথা (সেইরূপ) নষ্টদৃগ্ (মূঢ়বুদ্ধি) এব (নিশ্চয়ই) সূক্ষ্মং (দুর্জ্ঞেয়) বিমুক্তিমার্গং (মুক্তির উপায়) কথং (কি প্রকারে) নিরীক্ষেত (দেখিবে ?) ॥ ৫২

অনুবাদ। পতঙ্গ যেমন দূর হইতে অগ্নিশিখাকে পরম সুন্দর বলিয়া মনে করিয়া তাহার উপর পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় [এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে নিজের বিমুক্তির পথ দেখিতে পায় না], মূঢ়চেতা ব্যক্তিও সেইরূপই অতি দুর্জ্ঞেয় মুক্তির পথ কি প্রকারে দেখিতে পাইবে ? ॥ ৫২

কামেন কান্তাং পরিগৃহ্য তদ্বৎ
জনোঽপ্যয়ং নশ্যতি নষ্টবুদ্ধিঃ। *
মাংসাস্থিমজ্জামলমূত্রপাত্রং
স্ত্রিয়ং তথা † রম্যতয়ৈব পশ্যতি ॥ ৫৩

অন্বয়। তদ্বৎ (সেই প্রকার) অয়ম্ (এই) জনঃ (প্রাকৃত ব্যক্তি) অপি (ও) নষ্টবুদ্ধিঃ (মূঢ়চেতা হইয়া) কামেন (কামের বশে) কান্তাং পরিগৃহ্য (স্ত্রীকে রমণীয়া বলিয়া বিবেচনা করিয়া) নশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে), তথা (আরও) মাংসাস্থিমজ্জামলমূত্রপাত্রং (মাংস, অস্থি, মজ্জা, মল ও মূত্রের আধার-স্বরূপ) স্ত্রিয়ং (স্ত্রীলোককে) রম্যতয়া (রমণীয় বলিয়া) এব (ই) পশ্যতি (দেখিয়া থাকে) ॥ ৫৩

অনুবাদ। এই প্রাকৃত (অর্থাৎ বিষয়াসক্ত) ব্যক্তিও সেইরূপ কামের বশেই (স্ত্রীকে) কান্তা (অর্থাৎ পরম রমণীয়া) বলিয়া বোধ করে এবং সেই জন্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। [আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ঈদৃশ ব্যক্তিই] মাংস, অস্থি, মজ্জা, মল ও মূত্রের আধারস্বরূপ স্ত্রীমূর্ত্তিকে মনোহারিণী বলিয়া মনে করিয়া থাকে ॥ ৫৩

---

* নষ্টদৃষ্টিঃ ইতি বা পাঠঃ। † স্ত্রিয়ং স্বয়ম্ ইতি বা পাঠঃ।

কাম এব যমঃ সাক্ষাৎ কান্তা বৈতরণী নদী।
বিবেকিনাং মুমুক্ষূণাং নিলয়স্তু যমালয়ঃ ॥ ৫৪

অন্বয়। বিবেকিনাং (বিবেকসম্পন্ন) মুমুক্ষূণাং (মোক্ষার্থিব্যক্তিগণের পক্ষে) কামঃ (কাম) এব (ই) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) যমঃ (মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা), কান্তা (স্ত্রীই) বৈতরণী নদী (যমালয়ের দ্বারে লইয়া যায় যে বৈতরণী নামক প্রসিদ্ধ নদীর), [এবং] নিলয়ঃ (গৃহ) তু (ই) যমালয়ঃ (যমগৃহের ন্যায়) [প্রতীত হইয়া থাকে] ॥ ৫৪

অনুবাদ। বিবেকসম্পন্ন মোক্ষার্থি-ব্যক্তিগণের নিকট কামই সাক্ষাৎ যম, স্ত্রীই বৈতরণী নদী এবং নিজ গৃহই সাক্ষাৎ যমের গৃহ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ॥ ৫৪

যমালয়ে বাপি গৃহেঽপি নো নৃণাং
তাপত্রয়ক্লেশনিবৃত্তিরস্তি।
কিঞ্চিৎ সমালোক্য তু তদ্‌বিরামং
সুখাত্মনা পশ্যতি মূঢ়লোকঃ ॥ ৫৫

অন্বয়। যমালয়ে (যমের ভবনে), অপি বা (অথবা) গৃহে (নিজভবনে) নৃণাং (মনুষ্যগণের) তাপত্রয়ক্লেশনিবৃত্তিঃ (তাপত্রয়জনিত ক্লেশের বিরাম) ন অস্তি (হয় না), মূঢ়লোকঃ তু (মূঢ়বুদ্ধিলোক কিন্তু) কিঞ্চিৎ (কোন একটা বস্তুকে) সুখাত্মনা (সুখহেতুস্বরূপে) সমালোক্য (দর্শন করিয়া) তদ্‌বিরামং (সেই তাপত্রয়ের নিবৃত্তি) পশ্যতি (ভাবিয়া থাকে) ॥ ৫৫

অনুবাদ। মনুষ্যগণের, কি যমালয়ে, অথবা নিজগৃহে—কোন স্থলেই তাপত্রয়জনিত ক্লেশের নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু, মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি কোন একটি বস্তুকেই [সংস্কারবশে] সুখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করে, আর তাহা দ্বারাই উক্ত তাপত্রয়জনিত ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকে ॥ ৫৫

যমস্য কামস্য চ তারতম্যং
বিচার্য্যমাণে মহদস্তি লোকে।
হিতং করোত্যস্য যমোঽপ্রিয়ঃ সন্
কামস্ত্বনর্থং কুরুতে প্রিয়ঃ সন্ ॥ ৫৬

অন্বয়। লোকে (জগতে) বিচার্য্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) যমস্য

(যমের) কামস্য চ (এবং কামের মধ্যে) মহৎ (অতিশয়) তারতম্যং (পার্থক্য) অস্তি (আছে); যমঃ (যম) অস্য (এই পুরুষের) অপ্রিয়ঃ সন্ (অপ্রিয় হইয়াও) হিতং (শুভ) করোতি (করিয়া থাকে), কামঃ (কাম) তু (কিন্তু) প্রিয়ঃ সন্ (প্রিয় হইয়াও) অনর্থম্ (অহিত) করোতি (করিয়া থাকে) ॥ ৫৬

অনুবাদ। বিচার করিয়া দেখিলে [বুঝিতে পারা যায় যে,] যম ও কাম এই উভয়ের মধ্যে অতিশয় পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। [কারণ] যম অপ্রিয় হইয়াও হিত সাধন করিয়া থাকে, কিন্তু কাম প্রিয় হইয়াও অহিতই করিয়া থাকে ॥ ৫৬

যমোঽসতামেব করোত্যনর্থং
সতাং তু সৌখ্যং কুরুতে হিতঃ সন্।
কামঃ সতামেব গতিং নিরুন্ধন্
করোত্যনর্থং হ্যসতাং নু কথা কা ॥ ৫৭

অন্বয়। যমঃ (যম) অসতাম্ (অসাধু জনগণের) এব (ই) অনর্থম্ (অনিষ্ট) করোতি (করিয়া থাকে); তু (কিন্তু) সতাং (সাধুগণের) হিতঃ সন্ (উপকারী হইয়া) সৌখ্যং (সুখ) করোতি (সম্পাদন করিয়া থাকে); তু (কিন্তু) কামঃ (কাম) সতাং (সাধুগণের) এব (ই) গতিং (সদ্গতিকে) নিরুন্ধন্ (রুদ্ধ করিয়া) অনর্থং করোতি (অহিত সম্পাদন করিয়া থাকে); অসতাম্ (অসাধুগণের) কা (কি) কথা [বক্তব্য ?] ॥ ৫৭

অনুবাদ। যম অসাধুগণেরই অনিষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু (যম) সাধুগণের উপকারী হইয়া সুখেরই বিধান করিয়া থাকে। কিন্তু কাম যখন সাধুগণেরও সদ্গতি রুদ্ধ করিয়া অহিতই সাধন করে, তখন অসাধুগণের [যে অহিতাচরণ করে, সে বিষয়ে] আর কথা কি ? ॥ ৫৭

বিশ্বস্য বৃদ্ধিং স্বয়মেব কাঙ্ক্ষন্
প্রবর্ত্তকং কামিজনং সসর্জ্জ।
তেনৈব লোকঃ পরিমুহ্যমানঃ
প্রবর্দ্ধতে চন্দ্রমসেব চাব্ধিঃ ॥ ৫৮

অন্বয়। [বিধাতা] স্বয়মেব (নিজেই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) বৃদ্ধিং (বৃদ্ধি) কাঙ্ক্ষন্ (কামনা করিয়া) প্রবর্ত্তকং (প্রবৃত্তির জনক) কামিজনং (কামনাযুক্ত জীবসমূহকে) সসর্জ্জ (সৃষ্টি করিয়াছেন); তেন (সেই হেতু দ্বারা) এব (ই)

পরিমুহ্যমানঃ (মোহপ্রাপ্ত হইয়া) লোকঃ (এই জীব-সমূহ) চন্দ্রমসা (চন্দ্রের দ্বারা) অব্ধিঃ ইব '(সমুদ্রের ন্যায়) প্রবর্দ্ধতে (প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে)॥ ৫৮

অনুবাদ। [বিধাতা] নিজেই সংসারের বৃদ্ধি কামনা করিয়া প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ কামিজনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই কামের দ্বারাই মোহপ্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের দ্বারা সমুদ্রের ন্যায় এই জীবলোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে॥ ৫৮

কামো নাম মহান্ জগদ্ভ্রময়িতা স্থিত্বাঽন্তরঙ্গে স্বয়ং
স্ত্রীপুংসাবিতরেতরাঙ্গকগুণৈর্হাসৈশ্চ ভাবৈঃ স্ফুটম্।
অন্যোন্যং পরিমোহ্য নৈজতমসা প্রেমানুবন্ধেন তৌ
বদ্ধ্বা ভ্রাময়তি প্রপঞ্চরচনাং সংবর্দ্ধয়ন্ ব্রহ্মহা॥ ৫৯

অন্বয়। কামঃ (কন্দর্প) নাম (প্রসিদ্ধ) মহান্ (বড়) জগদ্ভ্রময়িতা (সংসারের ভ্রান্তিজনক) স্বয়ং অন্তরঙ্গে (অঙ্গের মধ্যে, হৃদয়ে) পরং (প্রকৃষ্টভাবে) স্থিত্বা (অবস্থিতি করিয়া) ইতরেতরাঙ্গকগুণৈঃ (পরস্পরের অঙ্গে স্থিত লাবণ্য প্রভৃতি গুণের সাহায্যে) হাসৈঃ (হাস্যের দ্বারা) ভাবৈঃ (নানাপ্রকার মনোবিকারের দ্বারা) তৌ (সেই) স্ত্রীপুংসৌ (স্ত্রী ও পুরুষকে) অন্যোন্যং (পরস্পর) পরিমোহ্য (অতিশয়রূপে মোহের বশীভূত করিয়া) নৈজতমসা (নিজের তমো-গুণের দ্বারা) প্রেমানুবন্ধেন (প্রেমরূপ বন্ধনরজ্জু দ্বারা) বদ্ধ্বা (বন্ধন করিয়া) প্রপঞ্চরচনাং (বিশ্বসৃষ্টিকে) সংবর্দ্ধয়ন্ (বাড়াইয়া) ব্রহ্মহা (পর-ব্রহ্মের তিরোধানকারী হইয়া) ভ্রাময়তি (ভ্রান্তিগ্রস্ত করিতেছে)॥ ৫৯

অনুবাদ। কামই জগতে বিষম ভ্রান্তিজনক। এই কাম হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া স্ত্রী এবং পুরুষকে পরস্পর অনুরাগরূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে, কামজনিত মোহই সেই অনুরাগরূপ রজ্জুর উপাদান হইয়া থাকে; এই কামের প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের অঙ্গের সৌন্দর্য প্রভৃতি গুণ দেখিতে পায়, ইহারই প্রভাবে তাহাদের পরস্পরের হাস্য, ভাব ও ভঙ্গি তাহাদের মোহের কারণ হইয়া থাকে; এইরূপে কামই তাহাদিগকে পরিমোহিত করিয়া এবং মোহকল্পিত প্রেম-রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া প্রপঞ্চ-রচনাকে বাড়াইবার জন্য ভ্রান্তি-জালের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। [এই কারণে] কামই ব্রহ্মহা (অর্থাৎ পর-ব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে)॥ ৫৯

অতোঽন্তরঙ্গস্থিত-কামবেগাদ্
ভোগ্যে প্রবৃত্তিঃ স্বতএব সিদ্ধা।

সর্ব্বস্য জন্তোর্ধ্রুবমন্যথা চেদ্
অবোধিতার্থেষু কথং প্রবৃত্তিঃ ॥ ৬০

অন্বয়। অতঃ (এই কারণে) সর্ব্বস্য (সকল) জন্তোঃ (জীবের) অন্তরঙ্গ-স্থিতকামবেগাৎ (হৃদয়স্থিত কামের বেগবশতঃ) ভোগ্যে (ভোগ্য বস্তুতে) প্রবৃত্তিঃ (অভিরুচি) স্বতএব (স্বভাবতঃই) সিদ্ধা (উৎপন্ন হইয়া আছে) ; চেৎ (যদি) অন্যথা (ইহা না হইবে), [তবে] অবোধিতার্থেষু (যাহার স্বরূপ জ্ঞাত নহে, তাদৃশ বস্তুসমূহে) প্রবৃত্তিঃ (অভিরুচি) কথং (কি প্রকারে হইয়া থাকে ?) ॥ ৬০

অনুবাদ। এই কারণেই হৃদয়স্থিত কামের বেগবশতঃই সকল জীবেরই ভোগ্যবস্তুতে প্রবৃত্তি আপনা হতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা যদি না হইবে, তবে যাহার ভালমন্দ জানা নাই এমন বস্তুর প্রতি ভোগ করিবার এই প্রকার প্রবৃত্তি (লোকের) কি প্রকারে হইয়া থাকে ? ॥ ৬০

তেনৈব সর্ব্বজন্তূনাং কামনা বলবত্তরা।
জীর্য্যত্যপি চ দেহেঽস্মিন্ কামনা নৈব জীর্য্যতি ॥* ৬১

অন্বয়। তেন (সেই কারণে) এব (ই) সর্ব্বজন্তূনাং (সকল প্রাণীর) কামনা (ভোগাভিলাষ) বলবত্তরা (অতিশয় প্রবল) [ভবতীতি শেষঃ (হইয়া থাকে)]। অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীর) জীর্য্যতি (জীর্ণ হইলে) অপি (ও) কামনা (ভোগাভিলাষ) নৈব জীর্য্যতি (জীর্ণ হয় না) ॥ ৬০

অনুবাদ। সেই কারণে (কামের প্রভাবেই) সকল প্রাণীর কামনা অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে। [এমন কি], এই দেহ জীর্ণ হইলেও, কামনা কিছুতেই জীর্ণ হয় না ॥ ৬১

অবেক্ষ্য বিষয়ে দোষং বুদ্ধিযুক্তো বিচক্ষণঃ।
কামপাশেন যো মুক্তঃ স মুক্তেঃ পথগোচরঃ ॥ † ৬২

অন্বয়। যঃ (যে) বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধিমান্) বিচক্ষণঃ (বিবেচক ব্যক্তি) বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) দোষং (দোষ) অবেক্ষ্য (দেখিয়া, বিচার করিয়া) কামপাশেন (কামপাশ হইতে) মুক্তঃ (মুক্তিলাভ করিয়াছে), সঃ (সেই ব্যক্তিই) মুক্তেঃ (মুক্তির) পথগোচরঃ (পথে আরূঢ় হইয়াছে) ॥ ৬২

অনুবাদ। যে বুদ্ধিমান্ এবং বিবেচক ব্যক্তি এইরূপে ভোগ্য বস্তুতে দোষ দর্শন করিয়া কাম-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করে, সেই ব্যক্তিই মুক্তির পথ অবলম্বন করে ॥ ৬২

---

* জীর্য্যতে ইতি পাঠঃ। † পদগোচরঃ ইতি বা পাঠঃ।

কামবিজয়োপায়ঃ।

কামস্য বিজয়োপায়ং সূক্ষ্মং বক্ষ্যাম্যহং সতাম্।
সংকল্পস্য পরিত্যাগ উপায়ঃ সুলভো মতঃ॥ ৬৩

অন্বয়। অহম্ (আমি) সতাং (সজ্জনগণের) সূক্ষ্মং (দুর্বিজ্ঞেয়) কামস্য (কামের) বিজয়োপায়ং (জয় করিবার উপায়) বক্ষ্যামি (বলিব)। সংকল্পস্য (সংকল্পের) পরিত্যাগঃ (পরিবর্জ্জন) সুলভঃ (সহজ) উপায়ঃ (কামবিজয়ের উপায়) মতঃ (বিবেচিত হইয়া থাকে)॥ ৬৩

অনুবাদ। আমি সজ্জনগণের (পক্ষে) কামবিজয়ের দুর্জ্জের্য় উপায় (কি, তাহা) বলিব। সংকল্পের পরিত্যাগই কামবিজয়ের সহজ উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে॥ ৬৩

শ্রুতে দৃষ্টেঽপি বা ভোগ্যে যস্মিন্ কস্মিংশ্চ বস্তুনি।
সমীচীনত্ব-ধীত্যাগাৎ কামো নোদেতি কর্হিচিৎ॥ ৬৪

অন্বয়। শ্রুতে (শ্রুতিগোচরই হউক) দৃষ্টেঽপি বা (দৃষ্টিগোচরই বা হউক) যস্মিন্ (যে) কস্মিন্ (কোন) ভোগ্যে (ভোগ্য) বস্তুনি (বস্তুতে) সমীচীনত্বধী-ত্যাগাৎ (ইহা সমীচীন এই প্রকার বুদ্ধি পরিহার করিলে) কর্হিচিৎ (কোন কালেই) কামঃ (কাম) ন উদেতি (উদিত হইতে পারে না)॥ ৬৪

অনুবাদ। শ্রুতিগোচরই হউক বা দৃষ্টিগোচরই হউক, যে কোন ভোগ্য বস্তু আছে, তাহাতে—ইহা সমীচীন (অর্থাৎ আমার সুখের উপায়স্বরূপ) এইপ্রকার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারিলে, কোন সময়েই আর কাম উদিত হইতে পারে না॥ ৬৪

কামস্য বীজং সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পাদেব জায়তে।
বীজে নষ্টেঽঙ্কুর ইব তস্মিন্ নষ্টে বিনশ্যতি॥ ৬৫

অন্বয়। সঙ্কল্পঃ (অভিলাষ) কামস্য (কামের) বীজং (বীজ, উৎপত্তির কারণ, মূল); [অতএব] সঙ্কল্পাৎ (সঙ্কল্প হইতে) এব (ই) [কামঃ] জায়তে (জন্মে)। বীজে নষ্টে (বীজ নষ্ট হইলে) অঙ্কুরঃ ইব (অঙ্কুরবৎ) তস্মিন্ নষ্টে (তাহা—সঙ্কল্প, নষ্ট হইলে) [কামঃ] বিনশ্যতি (বিনষ্ট হইয়া যায়)॥ ৬৫

অনুবাদ। সংকল্প (অভিলাষ) কামের বীজ [মূল]; [অতএব] সঙ্কল্প হইতেই কাম উৎপন্ন হইয়া থাকে; বীজ নষ্ট হইলে অঙ্কুর যেমন বিনষ্ট হয় তেমনই অভিলাষ বিনষ্ট হইলে কামও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৫

ন কোঽপি সম্যক্ত্বধিয়া বিনৈব
ভোগ্যং নরঃ কাময়িতুং সমর্থঃ।
যতস্ততঃ কামজয়েচ্ছুরেতাং
সম্যক্ত্ববুদ্ধিং বিষয়ে নিহন্যাৎ ॥ ৬৬

অন্বয়। কোঽপি (কোনও নরঃ (মনুষ্য) সম্যকৃত্বধিয়া (ইহা সম্যক্ অর্থাৎ ভাল এই প্রকার বুদ্ধির) বিনা (বিরহে) ভোগ্যং (ভোগসাধন বস্তুকে) কাময়িতুং (কামনা করিতে) সমর্থঃ (যোগ্য) ন এব (হইতেই পারে না)। যতঃ (যেহেতু এই প্রকার) ততঃ (সেই কারণে) কামজয়েচ্ছুঃ (কাম বিজয় করিতে অভিলাষী) বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) এতাম্ (এই) সম্যকৃত্ববুদ্ধিং (সম্যক্ অর্থাৎ ভাল বলিয়া জ্ঞান) নিহন্যাৎ (বিনষ্ট করিবে) ॥ ৬৬

অনুবাদ। যেহেতু কোন মনুষ্যই ইহা সম্যক্ অর্থাৎ ভাল এইরূপ বোধ ভিন্ন কোন ভোগ্য বস্তু কামনা করিতে পারে না, সেইহেতু, যে ব্যক্তি কামকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, সে ভোগ্য বিষয়ে ইহা ভাল এইরূপ বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিবে ॥ ৬৬

ভোগ্যে নরঃ কামজয়েচ্ছুরেতাং
সুখত্ববুদ্ধিং বিষয়ে নিহন্যাৎ।
যাবৎ সুখত্ব-ভ্রমধীঃ পদার্থে
তাবন্ন জেতুং প্রভবেদ্ধি কামম্ ॥ ৬৭

অন্বয়। কামজয়েচ্ছুঃ (কামকে জয় করিতে অভিলাষী) নরঃ (মনুষ্য) বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) এতাম্ (এই) সুখত্ববুদ্ধিম্ (ইহা সুখের হেতু এইপ্রকার বুদ্ধিকে) নিহন্যাৎ (অবশ্যই বিনিষ্ট করিবে)। হি (যেহেতু) যাবৎ (যেকাল পর্য্যন্ত) পদার্থে (ভোগ্য বস্তুতে) সুখত্বভ্রমধীঃ অস্তি (ইহা সুখের হেতু, এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান থাকে), তাবৎ (সেই কাল পর্য্যন্ত) কামম্ (কামকে) জেতুং (জয় করিতে) ন প্রভবেৎ (কেহই সমর্থ হয় না) ॥ ৬৭

অনুবাদ। কামকে জয় করিতে যাহার অভিলাষ আছে, সেই ব্যক্তি ভোগ্য বস্তুতে এই সুখকরত্ব-জ্ঞান (অর্থাৎ ইহা সুখজনক এইরূপ জ্ঞান) ত্যাগ করিবে।

কারণ, যে পর্য্যন্ত ভোগ্য বস্তুতে এইরূপ সুখজনকত্ব-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত কেহই কামকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৬৭

সংকল্পানুদয়ে হেতুর্যথাভূতার্থদর্শনম্।
অনর্থচিন্তনং চাভ্যাং নাবকাশোঽস্য বিদ্যতে ॥ ৬৮

অন্বয়। যথাভূতার্থ-দর্শনং (যে বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহারই বোধ) অনর্থচিন্তনং চ (এবং তাহা দ্বারা যে অনর্থ হইতে পারে, তাহার চিন্তা, এই দুইটিই) সংকল্পানুদয়ে (অভিলাষ না জন্মিবার) হেতুঃ (কারণ); আভ্যাম্ (এই দুইটির দ্বারাই) অস্য (এই কামের) অবকাশঃ (অবসর) ন বিদ্যতে (থাকে না) ॥ ৬৮

অনুবাদ। বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বভাব তাহার বোধ এবং ঐ বস্তু হইতে যে প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহারও বোধ—এই দুই প্রকার জ্ঞানই অভিলাষ না জন্মিবার কারণ [হইয়া থাকে]; এই দুইপ্রকার বোধ দ্বারা কামের অবসর লুপ্ত হইয়া থাকে (অর্থাৎ এই দুইপ্রকার বোধ হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে, কামের উদয় হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না) ॥ ৬৮

রত্নে যদি শিলাবুদ্ধির্জায়তে বা ভয়ং ততঃ।
সমীচীনত্বধীর্নৈতি নোপাদেয়ত্বধীরপি ॥ ৬৯

অন্বয়। রত্নে (কোন রত্নে) যদি (যদি) শিলাবুদ্ধিঃ (ইহা প্রস্তর মাত্র এই প্রকার বুদ্ধি) জায়তে (উৎপন্ন হয়), ততঃ (তাহা হইতে) ভয়ং বা (ভয়ও) জায়তে (উৎপন্ন হয়)। সমীচীনত্বধীঃ (তাহা হইলে ইহা সমীচীন এই প্রকার বুদ্ধি) উপাদেয়ত্বধীঃ অপি (ইহা উপাদেয় এই প্রকার বুদ্ধি) ন এতি (কখনও মনে উদিত হয় না) ॥ ৬৯

অনুবাদ। কোন রত্নে যদি ইহা প্রস্তর মাত্র এইপ্রকার জ্ঞান হয়, অথবা ঐ রত্ন হইতে যদি কোন [অনিষ্ট-সম্ভাবনা প্রযুক্ত] ভয় হয়, তাহা হইলে তাহাতে কাহারও, ইহা উপাদেয় এইপ্রকার বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না ॥ ৬৯

যথার্থদর্শনং বস্তুন্যনর্থস্যাপি চিন্তনম্।
সংকল্পস্যাপি কামস্য তদ্‌বধোপায় ইষ্যতে ॥ ৭০

অন্বয়। তৎ (সেই কারণে) বস্তুনি (ভোগ্য বস্তুতে) যথার্থদর্শনং (তাহার যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহার জ্ঞান) অনর্থস্য চিন্তনং চ (এবং তাহা হইতে যে অনর্থ ঘটিতে পারে, তাহার চিন্তা) সংকল্পস্য (সংকল্পের) কামস্য অপি চ (এবং কামেরও) বধোপায়ঃ (বিধ্বংস করিবার হেতু বলিয়া) ইষ্যতে (অভিমত হইয়া থাকে) ॥ ৭০

অনুবাদ। সেই কারণে ভোগ্য বস্তুবিষয়ে যথার্থ দৃষ্টি (অর্থাৎ ঐ ভোগ্য বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বভাব তাহার জ্ঞান) এবং ঐ ভোগ্য বস্তু হইতে যে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহার চিন্তা, এই দুইটিই সংকল্প এবং কামকে বিধ্বস্ত করিবার উপায় বলিয়া অভিমত হইয়া থাকে॥ ৭০

ধনদোষঃ।

ধনং ভয়নিবন্ধনং সততদুঃখসংবর্দ্ধনং
প্রচণ্ডতর-কর্দ্দনং স্ফুটিত-বন্ধুসংবর্দ্ধনম্।
বিশিষ্টগুণবাধনং কৃপণধী-সমারাধনং
ন মুক্তিগতিসাধনংভবতি নাপি হৃচ্ছোধনম্॥ ৭১

অন্বয়। ধনম্ (অর্থ) ভয়নিবন্ধনং (ভীতির হেতু); [সুতরাং] সততদুঃখ-সংবর্দ্ধনং (সর্ব্বদা দুঃখ বাড়াইয়া থাকে), স্ফুটিত-বন্ধুসংবর্দ্ধনং (বন্ধুবিচ্ছেদকে বাড়াইয়া থাকে) প্রচণ্ডতরকর্দ্দনম্ (ইহা অতি ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনার হেতু), বিশিষ্ট-গুণবাধনম্ (উৎকৃষ্ট গুণসমূহের বাধাজনক) কৃপণধীসমারাধনং (একমাত্র কৃপণেরই অভিরুচিজনক), মুক্তিগতিসাধনং (মুক্তিপ্রাপ্তির উপায়) ন ভবতি (হইতে পারে না), হৃচ্ছোধনং (চিত্তশুদ্ধিরও হেতু) ন অপি [ভবতি ইতি শেষঃ=হইতে পারে না]॥ ৭১

অনুবাদ। ধন ভয়ের হেতু এবং সতত দুঃখবৃদ্ধির কারণ হয়। ইহা অতি ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনারই হেতু। ইহা বন্ধুবিচ্ছেদের বৃদ্ধিকর, ইহা উৎকৃষ্ট গুণ সকলকে বিলুপ্ত করে, কেবল কৃপণগণেরই মতি ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ধন মুক্তিলাভের কারণ হয় না এবং ইহা চিত্তশুদ্ধিরও কারণ হইতে পারে না॥ ৭১

রাজ্ঞো ভয়ং চৌরভয়ং প্রমাদাদ্
ভয়ং তথা জ্ঞাতিভয়ং চ বস্তুতঃ।
ধনং ভয়গ্রস্তমনর্থমূলং
যতঃ সতাং তন্ন সুখায় কল্পতে॥ * ৭২

অন্বয়। রাজ্ঞঃ (নৃপতি হইতে) ভয়ং (ভয়) চৌরভয়ং (চোর হইতে

---

* নৈব সুখায় কল্পতে ইতি বা পাঠঃ।

৩

ভয়) প্রমাদাৎ (অসাবধানতা হইতে) ভয়ং (ভয়), তথা (সেই প্রকার) জ্ঞাতি-ভয়ং (জ্ঞাতি হইতে ভয়)। বস্তুতঃ (যথার্থ কথা এই যে,) যতঃ (যে হেতু) ধনম্ (অর্থ) ভয়গ্রস্তং (ভয়সমূহ দ্বারা গ্রস্ত অর্থাৎ বিপজ্জনক) অনর্থমূলং (দুঃখের কারণ); তৎ (সেজন্য) সুখায় (সুখের হেতু বলিয়া) ন কল্পতে (কল্পিত হইতে পারে না)॥ ৭২

অনুবাদ। (ধন থাকিলে) রাজা হইতে ভয়, চোর হইতে ভয়, অসাবধানতা হইতে ভয় এবং জ্ঞাতিজন হইতেও ভয় হইয়া থাকে। বাস্তবপক্ষে যেহেতু ধন এইরূপে (নানাপ্রকার) ভয়েরই হেতু এবং অনর্থেরই নিদান, সেইজন্য (বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে) ইহা (কখনই) সুখের হেতু বলিয়া বিবেচিত হয় না॥ ৭২

অর্জ্জনে রক্ষণে দানে ব্যয়ে বাপি চ বস্তুতঃ।
দুঃখমেব সদা নৃণাং ন ধনং সুখসাধনম্॥ ৭৩

অন্বয়। নৃণাং (মনুষ্যগণের) অর্জ্জনে (ধনের অর্জ্জনে) রক্ষণে (রক্ষায়) দানে (দানে), ব্যয়েঽপি বা (কিংবা ব্যয়েও), সদা (সকল সময়েই) দুঃখং (দুঃখের কারণ) এব (ই); ধনং (ধন) বস্তুতঃ (বাস্তবিকপক্ষে) সুখসাধনং (সুখের সাধন) ন [ভবতীতি শেষঃ=হইতে পারে না]॥ ৭৩

অনুবাদ। অর্জ্জনে রক্ষণে দানে এবং ব্যয়ে ধন মনুষ্যগণের সর্ব্বদাই দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে; এই কারণে, ইহা সুখের সাধন (উপায়) নহে॥ ৭৩

সতামপি পদার্থস্য লাভাল্লোভঃ প্রবর্ত্ততে।
বিবেকো লুপ্যতে লোভাৎ তস্মিন্ লুপ্তে বিনশ্যতি॥ ৭৪

অন্বয়। সতাং (সাধুগণের) অপি (ও) পদার্থস্য (ধনের) লাভাৎ (লাভ হইতে) লোভঃ (লোভ) প্রবর্ত্ততে (উৎপন্ন হয়)। লোভাৎ (লোভ হইতে) বিবেকঃ (সদসদ্বিচারবুদ্ধি) লুপ্যতে (লুপ্ত হইয়া থাকে), তস্মিন্ (সেই বিবেক) লুপ্তে (বিনষ্ট হইলে) বিনশ্যতি (লোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়)॥ ৭৪

অনুবাদ। ধনলাভ হইলে (ক্রমে) সাধুগণেরও লোভের উদয় হইয়া থাকে। লোভ হইলে, ইহা সৎ, উহা অসৎ এইপ্রকার বুঝিবার শক্তিরূপ যে বিবেক বুদ্ধি, তাহাও বিলুপ্ত হয়; বিবেক বিলুপ্ত হইলে মনুষ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৭৪

দহত্যলাভে নিঃসত্ত্বং লাভে লোভো দহত্যমুম্।
তস্মাৎ সন্তাপকং বিত্তং কস্য সৌখ্যং প্রযচ্ছতি॥ ৭৫

অন্বয়। অলাভে (ধনলাভ না হইলে) নিঃসত্ত্বং (দরিদ্র লোককে) দহতি

(তাপিত করে, দুঃখ দেয়), লাভে (লাভ হইলে) অমুম্ (এই ব্যক্তিকেই) লোভঃ (লোভ) দহতি (তাপিত করে); তস্মাৎ (সেই কারণে) সন্তাপকং (সন্তাপজনক) বিত্তং (ধন) কস্য (কোন্ ব্যক্তির) সৌখ্যং (সুখ) প্রযচ্ছতি (দান করে ?) ॥ ৭৫

অনুবাদ। যদি লব্ধ না হয়, তাহা হইলে ধনই দরিদ্র ব্যক্তিকে দুঃখ দেয়; আবার ধনলাভ হইলে লোভ (উদিত হইয়া) মনে পীড়া জন্মায়। এই কারণে (সর্ব্বপ্রকারেই) (হৃদয়ের) তাপজনক ধন (এই সংসারে) কাহার সুখ প্রদান করে? অর্থাৎ কাহারও সুখের হেতু হয় না ॥ ৭৫

ভোগেন মত্ততা জন্তোর্দানেন পুনরুদ্ভবঃ।
বৃথৈবোভয়থা বিত্তং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৭৬

অন্বয়। ভোগেন (ধনভোগের দ্বারা) জন্তোঃ (জীবের) মত্ততা (গর্ব্ব) [ভবতি ইতি শেষঃ=হইয়া থাকে], দানেন (দানের দ্বারা) পুনরুদ্ভবঃ (দানজনিত পুণ্যের প্রভাবে সুখভোগ করিবার জন্য—আবার জন্মলাভ) [ভবতীতি শেষঃ= হইয়া থাকে]। উভয়থা (উভয় প্রকারেই) বিত্তং (ধন) বৃথা (নিরর্থক) এব (নিশ্চয়); অন্যথা (ধনের এই দুই প্রকার ছাড়া অন্য কোন) গতিঃ (পরিণতি) ন অস্তি এব (নিশ্চয়ই বিদ্যমান নাই) ॥ ৭৬

অনুবাদ। ধনের ভোগে জীবের গর্ব্ব উপস্থিত হয়, (সৎ বা অসৎ কার্য্যে) দান করিলে (তজ্জনিত পুণ্য বা পাপের প্রভাবে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবার জন্য) পুনর্ব্বার জন্মলাভ করিতে হয়। উভয় প্রকারেই ধন বৃথা; এই দুইটি প্রকার ছাড়া ধনের অন্য কোনও প্রকার পরিণতি নাই ॥ ৭৬

ধনেন মদবৃদ্ধিঃ স্যান্মদেন স্মৃতিনাশনম্।
স্মৃতিনাশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৭৭

অন্বয়। ধনেন (ধনের দ্বারা) মদবৃদ্ধিঃ (অভিমান বা গর্ব্বের বৃদ্ধি) স্যাৎ (হইয়া থাকে), মদেন (গর্ব্বের দ্বারা) স্মৃতিনাশনং (স্মৃতির বিলোপ হয়), স্মৃতি-নাশাৎ (স্মৃতির বিলোপ হইলে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধির নাশ হয়), বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধির নাশ হইলে) প্রণশ্যতি (লোক বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৭৭

অনুবাদ। ধন হইলে (লোকের) অভিমান অর্থাৎ গর্ব্ব বাড়িয়া থাকে; অভিমান অতিশয় বাড়িলে, উহা স্মৃতিকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। স্মৃতির বিলোপ হইলে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইলে লোক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭৭

সুখয়তি ধনমেবেত্যন্তরাশা-পিশাচ্যা
দৃঢ়তরমুপগূঢ়ো মূঢ়লোকো জড়াত্মা।
নিবসতি তদুপান্তে সন্ততং প্রেক্ষমাণো
ব্রজতি তদপি পশ্চাৎ প্রাণমেতস্য হৃত্বা ॥ ৭৮

অন্বয়। ধনং (ধন) সুখয়তি (সুখ প্রদান করে) এব (ই) ইতি (এই প্রকার) অন্তরাশা-পিশাচ্যা (মনের মধ্যে স্থিত আশারূপধারিণী পিশাচী কর্ত্তৃক) দৃঢ়তরম্ (অতি দৃঢ়ভাবে) উপগূঢ়ঃ (আলিঙ্গিত হইয়া) জড়াত্মা (জড়ভাবাপন্ন) মূঢ়লোকঃ (মূর্খ ব্যক্তি) তদুপান্তে (ধনের কাছে) সন্ততং (সর্ব্বদা) প্রেক্ষমাণঃ (দেখিতে দেখিতে) নিবসতি (বাস করে); পশ্চাৎ (শেষে কিন্তু) তৎ (সেই ধনই) এতস্য (এই মূঢ়ব্যক্তির) প্রাণং (প্রাণকে) হৃত্বা (হরণ করিয়া) ব্রজতি (চলিয়া যায়) ॥ ৭৮

অনুবাদ। ধন আমাকে সুখপ্রদান করিবেই—এই প্রকার হৃদয়স্থিত যে আশা, তাহাই পিশাচীরূপে মূঢ় ব্যক্তিকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে; তাহারই বশে জড়বুদ্ধি মূর্খ মনুষ্য ধনের দিকে চাহিয়া সর্ব্বদাই ধনের নিকট বাস করিতে থাকে। শেষে কিন্তু, সেই ধনই তাহার প্রাণবিনাশের হেতু হয় এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ॥ ৭৮

সম্পন্নোহন্ধবদেব কিঞ্চিদপরং নো বীক্ষতে চক্ষুষা
সদ্ভির্বর্জ্জিতমার্গ এব চরতি প্রোৎসাহিতো বালিশৈঃ।
তস্মিন্নেব মুহুঃ স্খলন্ প্রতিপদং গত্বান্ধকূপে পত-
ত্যস্যান্ধত্ব-নিবর্ত্তকৌষধমিদং দারিদ্র্যমেবাঞ্জনম্ ॥৭৯

অন্বয়। সম্পন্নঃ (ধনী) অন্ধবৎ (অন্ধের ন্যায়) অপরম্ (অন্য) কিঞ্চিৎ (কোন বস্তুই) চক্ষুষা (নয়ন দ্বারা) নো বীক্ষতে এব (দেখিতেই পায় না), সদ্ভিঃ (সাধুগণকর্ত্তৃক) বর্জ্জিতমার্গে (পরিত্যক্ত পথে) এব (ই) বালিশৈঃ (মূর্খগণ কর্ত্তৃক) প্রোৎসাহিতঃ (অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া) চরতি (বিচরণ করিয়া থাকে)। তস্মিন্ (সেই পথে) এব (ই) গত্বা (যাইয়া) প্রতিপদং (প্রত্যেক পদক্ষেপে) মুহুঃ (বারবার) স্খলন্ (স্খলিত হইয়া) অন্ধকূপে (অন্ধকূপ-সদৃশ মহাবিপদে) পততি (পতিত হইয়া থাকে), অস্য (সেই ব্যক্তির) অন্ধত্বনিবর্ত্তকং (অন্ধত্ব দূর করিতে সমর্থ) ইদং দারিদ্র্যম্ অঞ্জনম্ (দারিদ্র্যরূপ অঞ্জন) এব (ই) ঔষধম্ (ঔষধস্বরূপ) [ভবতি ইতি শেষঃ=হইয়া থাকে] ॥ ৭৯

অনুবাদ। সম্পত্তিশালী মনুষ্য অন্ধের ন্যায় (ধন ছাড়া) অপর কোন বস্তুই চোখে দেখিতে পায় না। সে মূর্খজনের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সাধুজন-বিগর্হিত পথে (অসৎ পথে) বিচরণ করিয়া থাকে। সেই পথে যাইতে যাইতে প্রতি-পদক্ষেপেই বারংবার স্খলিত হইয়া সে অবশেষে অন্ধকূপসদৃশ মহাবিপদে পতিত হইয়া থাকে। দারিদ্র্যরূপ অঞ্জনই তাহার সেই ধনগর্ব্বরূপ অন্ধত্ব দূর করিবার একমাত্র ঔষধ ॥ ৭৯

লোভঃ ক্রোধশ্চ দম্ভশ্চ মদো মৎসর এব চ।
বর্দ্ধতে বিত্ত-সম্প্রাপ্ত্যা কথং তচ্চিত্তশোধনম্ ॥ ৮০

অন্বয়। বিত্তসম্প্রাপ্ত্যা (অর্থপ্রাপ্তির দ্বারা) লোভঃ ক্রোধশ্চ দম্ভশ্চ মদঃ (লোভ, ক্রোধ, দম্ভ, গর্ব্ব) মৎসরঃ এব চ (এবং পরশ্রীকাতরতা) বর্দ্ধতে (বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়), তৎ (সেই ধন) কথং (কি প্রকারে) চিত্তশোধনং (চিত্তশুদ্ধির কারণ) [ভবতীতি শেষঃ=হয় ?] ॥ ৮০

অনুবাদ। অর্থলাভের দ্বারা লোভ, ক্রোধ, দম্ভ, গর্ব্ব এবং পরশ্রীকাতরতা বাড়িয়া থাকে। সেই ধন কি প্রকারে চিত্তকে শুদ্ধ করিবে ? ॥ ৮০

অলাভাদ্দ্বিগুণং দুঃখং বিত্তস্য ব্যয়সম্ভবে।
ততোহপি দ্বিগুণং * দুঃখং দুর্ব্ব্যয়ে বিদুষামপি ॥ ৮১

অন্বয়। বিত্তস্য (ধনের) ব্যয়সম্ভবে (ব্যয়ের সম্ভাবনা হইলে) অলাভাৎ (না পাওয়া অপেক্ষা) দ্বিগুণং (দ্বিগুণ) দুঃখং (দুঃখ) [ভবতি=হইয়া থাকে], দুর্ব্ব্যয়ে (অন্যায়রূপে ব্যয় হইলে) বিদুষামপি (পণ্ডিত ব্যক্তিগণেরও) ততোহপি (তাহা হইতেও) দ্বিগুণং (দুইগুণ অধিক) দুঃখং (দুঃখ) [ভবতি=হইয়া থাকে] ॥ ৮১

অনুবাদ। ধনব্যয়ের সম্ভাবনা হইলে, না পাওয়ার দুঃখ হইতে দ্বিগুণ অধিক দুঃখ হইয়া থাকে। অন্যায়রূপে ব্যয় হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিগণেরও তাহা হইতে দ্বিগুণ দুঃখ হইয়া থাকে ॥ ৮১

নিত্যাহিতেন বিত্তেন ভয়চিন্তানপায়িনা।
চিত্তস্বাস্থ্যং কুতো জন্তোঃ গৃহস্থেনাহহিনা যথা ॥ ৮২

অন্বয়। ভয়চিন্তানপায়িনা (ভয় ও চিন্তার সহিত সর্ব্বদা যুক্ত) নিত্যা-হিতেন (সুতরাং সর্ব্বদাই অহিতকর) বিত্তেন (বিত্তের দ্বারা) জন্তোঃ (প্রাণীর)

* ততোহপি ত্রিগুণং দুঃখম্ ইতি বা পাঠঃ।

যথা (যেমন) গৃহস্থিতেন (গৃহেতে অবস্থিত) অহিনা (সর্পের দ্বারা) চিত্তস্বাস্থ্যং (চিত্তের স্বাস্থ্য, মনে শান্তি) কুতঃ (কি প্রকারে হইবে ?) ॥ ৮২

অনুবাদ। গৃহে সর্প থাকিলে যেমন [গৃহস্থের মনে সোয়াস্তি হয় না], সেইরূপ ভয় ও চিন্তার সহিত সর্ব্বদা যুক্ত বলিয়া সর্ব্বদা অনিষ্টকর ধন থাকিলে জীবের মনে স্বস্তি (সোয়াস্তি) কিরূপে হইতে পারে ? ॥ ৮২

কান্তারে বিজনে পুরে * জনপদে সেতৌ নিরীতৌ চ বা
চৌরৈর্বাপি তথেতরৈর্নরবরৈর্ যুক্তো বিযুক্তোঽপি বা।
নিঃস্বঃ স্বস্থতয়া সুখেন বসতি হ্যাদ্রীয়মাণো জনৈঃ
ক্লিশ্নাত্যেব ধনী সদাকুলমতির্ভীতশ্চ পুত্রাদপি ॥ ৮৩

অন্বয়। বিজনে (জনহীন) কান্তারে (বনে), পুরে (নগরে) জনপদে (দেশে, গ্রামে), সেতৌ (সেতুতে), নিরীতৌ চ বা (কিংবা নিরুপদ্রব স্থানে), চৌরৈঃ (চৌরগণ কর্ত্তৃক) তথা (সেইরূপ) ইতরৈঃ (হীনপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক) নরবরৈঃ (অথবা মনুষ্যশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক) যুক্তঃ (মিলিত) বিযুক্তঃ অপি বা (কিংবা বিরহিত হইয়া) নিঃস্বঃ (নির্ধন ব্যক্তি) জনৈঃ (সকল লোক কর্ত্তৃক) আদ্রিয়মাণঃ (আদৃত হইয়া) সুখেন (অনায়াসে) বসতি (বাস করিয়া থাকে) ; পুত্রাদপি (পুত্র হইতেও) ভীতঃ (ভয়যুক্ত) ধনী (ধনবান্) সদা (সর্ব্বদা) আকুলমতিঃ (ব্যাকুলচিত্ত হইয়া) ক্লিশ্নাতি (নিজকে ক্লেশ দিয়া থাকে) ॥ ৮৩

অনুবাদ। নির্জ্জনবনে বা গ্রামে কিংবা নগরে অথবা সেতুতে কিংবা নিরুপদ্রব স্থানে,—যেখানেই নিঃস্ব ব্যক্তি বাস করে, সেখানে চোর বা ইতরজন কিংবা নৃপতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত মিলিত হউক বা না হউক, সে বিনা ক্লেশেই বাস করিয়া থাকে এবং সকল লোকেই তাহাকে আদর করিয়া থাকে ; কিন্তু ধনী সর্ব্বদাই ব্যাকুলচিত্ত (এমন কি) পুত্র হইতেও ভয়যুক্ত হইয়া—সর্ব্বদাই ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮৩

তস্মাদনর্থস্য নিদানমর্থঃ
পুমর্থসিদ্ধির্ন ভবত্যনেন।
ততো বনান্তে নিবসন্তি সন্তঃ
সন্ন্যস্য সর্ব্বং প্রতিকূলমর্থম্ ॥ ৮৪

* বনে ইতি বা পাঠঃ।

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই কারণে) অর্থঃ (ধন) অনর্থস্য (অনর্থের) নিদানং (মূল কারণ), অনেন (এই অর্থের দ্বারা) পুমর্থসিদ্ধিঃ (পুরুষার্থের সিদ্ধি, পুরুষার্থ লাভ) ন ভবতি (হইতে পারে না); ততঃ (সেই কারণে) সন্তঃ (সাধুগণ) প্রতিকূলং (মুক্তির বিঘ্নকারী) সর্ব্বং (সকল) অর্থং (ধনকে) সন্ন্যস্য (পরিত্যাগ করিয়া) বনান্তে (বনমধ্যে) নিবসন্তি (বাস করিয়া থাকেন) ॥ ৮৪

অনুবাদ। সেই হেতু অর্থ অনর্থের মূল। এই অর্থের দ্বারা পুরুষার্থ (অর্থাৎ মোক্ষ) লাভ হইতে পারে না ; সেই জন্যই মোক্ষের বিঘ্নকারী বলিয়া সকলপ্রকার অর্থ ত্যাগ করিয়া সাধুগণ অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৮৪

বিরক্তি-ফলোপসংহারঃ।

শ্রদ্ধাভক্তিমতীং সতীং গুণবতীং পুত্রান্ শ্রুতান্ সম্মতান্
অক্ষয্যং বসু ধন্যভোগবিভবৈঃ শ্রীসুন্দরং মন্দিরম্।
সর্ব্বং নশ্বরমিত্যবেত্য কবয়ঃ শ্রুত্যুক্তিভির্যুক্তিভিঃ
সংন্যস্যন্ত্যপরে তু তৎ সুখমিতি ভ্রাম্যন্তি দুঃখার্ণবে ॥ ৮৫

অন্বয়। শ্রদ্ধাভক্তিমতীং (শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্না) গুণবতীং (গুণবতী) সতীং (সাধ্বী পত্নী), শ্রুতান্ (সুপণ্ডিত) সম্মতান্ (অনুগত) পুত্রান্ (পুত্রগণ) অক্ষয্যং (ক্ষয় হইবার নহে এইরূপ) বসু (ধন) ধন্যভোগবিভবৈঃ (পুণ্যের দ্বারা লব্ধ নানাবিধ ভোগের উপায় স্বরূপ অর্থবিত্তসমূহের দ্বারা) শ্রীসুন্দরং (পরম-শোভায় মনোহর) মন্দিরং (ভবন, গৃহ) সর্ব্বম্ (এইপ্রকার সকল বস্তুই) নশ্বরং (বিনাশশীল) ইতি (ইহা) শ্রুত্যুক্তিভিঃ (শ্রুতির বচনসমূহের দ্বারা) যুক্তিভিঃ (এবং যুক্তি-সমূহের দ্বারা) অবেত্য (বুঝিয়া) কবয়ঃ (তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ) সংন্যস্যন্তি (সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন)। অপরে তু (কিন্তু প্রাকৃত ব্যক্তিগণ) তৎ (সেই বস্তুকেই) সুখম্ (সুখের হেতু) ইতি (এই প্রকার) [অবেত্য=নিশ্চয় করিয়া] দুঃখার্ণবে (দুঃখ-সমুদ্রে) ভ্রাম্যন্তি (ভ্রমণ করিয়া থাকে) ॥ ৮৫

অনুবাদ। শ্রদ্ধা-ভক্তিসম্পন্না গুণবতী পতিব্রতা পত্নী, অনুগত এবং পণ্ডিত পুত্রগণ, প্রচুর ধন ও পুণ্যবলে লব্ধ নানাবিধ ভোগজনক বিলাসসামগ্রীতে পরিপূর্ণ পরম সুন্দর গৃহ, এ সকল বস্তুই অচিরস্থায়ী, ইহা শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তিসমূহের

সাহায্যে বুঝিতে পারিয়া, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন; কিন্তু মোহান্ধ ব্যক্তিগণ এই সকল বস্তুকেই (একমাত্র) সুখের উপায় বিবেচনা করিয়া, দুঃখ-সমুদ্রে পতিত হইয়া ঘুরিতে থাকে ॥ ৮৫

সুখমিতি মলরাশৌ যে রমন্তেঽত্র গেহে
ক্রিময় ইব কলত্র-ক্ষেত্র-পুত্রানুষক্ত্যা।
সুরপদ ইব তেষাং নৈব মোক্ষপ্রসঙ্গ-
স্ত্বপি তু নিরয়গর্ভাবাস-দুঃখপ্রবাহঃ ॥ ৮৬

অন্বয়। অত্র (এই) মলরাশৌ (মলসমূহ-পরিপূর্ণ) গেহে (গৃহে) সুরপদে ইব (ইহা স্বর্গসদৃশ এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া) কলত্র-ক্ষেত্র-পুত্রানুষক্ত্যা (স্ত্রী, ভূমি এবং পুত্র প্রভৃতির প্রতি একান্ত অনুরাগের বশে) সুখমিতি (সুখ বলিয়া মনে করিয়া) ক্রিময়ঃ ইব (ক্রিমিসমূহের ন্যায়), যে (যাহারা) রমন্তে (আনন্দ অনুভব করে), তেষাং (তাহাদিগের) মোক্ষপ্রসঙ্গঃ (মুক্তির সম্ভাবনা) নৈব [ভবতীতি শেষঃ=হইতে পারে না]। অপিতু (কিন্তু) নিরয়গর্ভাবাসদুঃখ-প্রবাহঃ (নরক এবং গর্ভে বাসজনিত নিরন্তর দুঃখ) [ভবতীতি শেষঃ=হইয়া থাকে] ॥ ৮৬

অনুবাদ। এই মলরাশিপূর্ণ গৃহকেই স্বর্গসদৃশ বিবেচনা করিয়া—স্ত্রী, ভূমি এবং পুত্রগণের প্রতি একান্ত আসক্তিবশতঃ ক্রিমিসদৃশ যে সকল ব্যক্তি প্রীতি অনুভব করে, তাহাদের মোক্ষের সম্ভাবনা নাই; তাহাদের নিরন্তর নরক এবং গর্ভবাসজনিত দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৮৬

যেষামাশা নিরাশা স্যাৎ দারাপত্যধনাদিষু।
তেষাং সিধ্যতি নান্যেষাং মোক্ষাশাভিমুখী গতিঃ ॥ ৮৭

অন্বয়। দারাপত্যধনাদিষু (পত্নী, পুত্র এবং অর্থ প্রভৃতিতে) যেষাং (যাহাদের) নিরাশা (নৈরাশ্যই অর্থাৎ অনাসক্তি) আশা (আশার স্থলাভিষিক্ত), স্যাৎ (হইয়া থাকে) তেষাং (তাহাদিগেরই) মোক্ষাশাভিমুখী (মোক্ষের দিকে অনুকূল) গতিঃ (যাত্রা) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়); অন্যেষাম্ (অপর ব্যক্তিগণের) ন [সিধ্যতি=সিদ্ধ হয় না] ॥ ৮৭

অনুবাদ। পত্নী, পুত্র এবং অর্থ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুসমূহে নিরাশা অর্থাৎ অনাসক্তিই যাঁহাদের আশা, তাঁহাদেরই মুক্তির দিকে গতি (সিদ্ধ) হয়, অপরের হয় না ॥ ৮৭

সৎকর্ম্মক্ষয়পাপ্মনাং শ্রুতিমতাং সিদ্ধাত্মনাং ধীমতাং
নিত্যানিত্যপদার্থশোধনমিদং যুক্ত্যা মুহুঃ কুর্ব্বতাম্।
তস্মাদুত্থমহাবিরক্ত্যসিমতাং মোক্ষৈক-কাঙ্ক্ষাবতাং
ধন্যানাং সুলভং প্রিয়াদি-বিষয়েষ্বাশালতাচ্ছেদনম্॥ ৮৮

অন্বয়। সৎকর্ম্মক্ষয়পাপ্মনাং (সৎকার্য্যের দ্বারা যাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়াছে), শ্রুতিমতাং (যাহারা বেদপাঠ করিয়াছে), সিদ্ধাত্মনাং (যাহাদের আত্মা যোগবলে সমাধি-সিদ্ধি লাভ করিয়াছে) ধীমতাং (প্রজ্ঞাবান্ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিদের) মুহুঃ (বারংবার) ইদম্ (এই পূর্ব্বোক্ত প্রকার) নিত্যানিত্য-পদার্থশোধনম্ (এই প্রকার বস্তু নিত্য এবং এই প্রকার বস্তু অনিত্য, এই ভাবে বিচার) যুক্ত্যা (যুক্তি দ্বারা) কুর্ব্বতাং (করিয়া থাকেন) তস্মাৎ (সেই নিত্যানিত্য বিচার হইতে) উত্থমহাবিরক্ত্যসিমতাং (উত্থিত তীব্রবৈরাগ্যরূপ অসি যাহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে) মোক্ষৈককাঙ্ক্ষাবতাং (একমাত্র মুক্তিকেই যাহারা অভিলাষ করে) ধন্যানাং (সেই ভাগ্যবান্ পুরুষগণেরই) প্রিয়াদি-বিষয়েষু (কান্তা প্রভৃতি ভোগ্য-বস্তুসমূহে) আশালতাচ্ছেদনম্ (আশা অর্থাৎ আসক্তিরূপ লতার ছেদন) সুলভং (সুলভ, সহজ) [ভবতীতি শেষঃ=হইয়া থাকে]॥ ৮৮

অনুবাদ। সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা যাঁহাদের [পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান জন্মার্জ্জিত] পাপের ক্ষয় হইয়াছে, যাঁহারা বেদ পাঠ করিয়াছেন, যাঁহারা প্রজ্ঞাবান্, যাঁহারা (প্রাণায়ামাদি দ্বারা) সমাধি-সিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বদাই যুক্তির সাহায্যে নিত্য এবং অনিত্য বস্তু কি তাহার বিচার করেন, যাঁহারা সেই বিবেক-জ্ঞান হইতে উদিত তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এবং যাঁহারা একমাত্র মুক্তিরই কামনা করিয়া থাকেন, সেই সকল ধন্য মানবগণের পক্ষেই কান্তা পুত্র প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়সমূহে আশালতা (অর্থাৎ আসক্তি) ছেদন করা সহজ হইয়া থাকে॥ ৮৮

সংসার-মৃত্যোর্ব্বলিনঃ প্রবেষ্টুং
দ্বারাণি চ ত্রীণি মহান্তি লোকে।
কান্তা চ জিহ্বা কনকঞ্চ তানি
রুণদ্ধি যস্তস্য ভয়ং ন মৃত্যোঃ॥ ৮৯

অন্বয়। বলিনঃ (বলবান্) সংসারমৃত্যোঃ (সংসাররূপ মৃত্যুর) প্রবেষ্টুং (প্রবেশ করিবার) কান্তা (প্রিয়তমা রমণী) জিহ্বা (রসনা) কনকঞ্চ (এবং

স্নুবর্ণ) ত্রীণি (এই তিনটি) মহান্তি (বৃহৎ) দ্বারাণি (দ্বারস্বরূপ) [ভবন্তি ইতি শেষঃ=হইয়া থাকে]। যঃ (যে ব্যক্তি) তানি (সেই তিনটি দ্বারকে) রুণদ্ধি (রুদ্ধ করিয়া থাকে), তস্য (সেই ব্যক্তির) মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) ন ভয়ং (ভয় নাই)॥ ৮৯

অনুবাদ। বলবান্ সংসার-রূপ মৃত্যুর (মনুষ্য-শরীরে) প্রবেশ করিবার জন্য কান্তা, রসনা ও সুবর্ণ—এই তিনটি বস্তুই সুপ্রশস্ত দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে। যিনি এই তিনটি দ্বারকে রুদ্ধ করিতে পারেন, অর্থাৎ এই তিনটি বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার আর মরণের ভয় থাকে না॥ ৮৯

মুক্তি-শ্রীনগরস্য দুর্জ্জয়তরং দ্বারং যদস্ত্যাদিমং
তস্য দ্বে অররে ধনং চ যুবতী তাভ্যাং পিনদ্ধং দৃঢ়ম্।
কামাখ্যার্গলদারুণা বলবতা দ্বারং তদেতৎ ত্রয়ং
ধীরো যস্তু ভিনত্তি সোঽর্হতি সুখং ভোক্তুং বিমুক্তিশ্রিয়ম্॥ ৯০

অন্বয়। মুক্তিশ্রীনগরস্য (মুক্তি-লক্ষ্মী যে নগরে বিদ্যমান আছেন, সেই নগরের) দুর্জ্জয়তরম্ (অতিশয় দুর্জ্জয়) আদিমং (প্রথম) যৎ (যে) দ্বারম্ (একটি দ্বার) অস্তি (বিদ্যমান আছে), তস্য (সেই দ্বারের) ধনম্ (অর্থ) যুবতী চ (এবং যুবতী স্ত্রী) দ্বে (এই দুইটি) অররে (কপাট); তাভ্যাং (সেই দুইখানি কপাট দ্বারা) বলবতা (অতিশয় প্রবল) কামাখ্যার্গলদারুণা (কাম নামক কাঠের খিল দ্বারা) দ্বারম্ (ঐ দ্বার) [দৃঢ়ভাবে] পিনদ্ধম্ (আবৃত রহিয়াছে)। তদেতৎ ত্রয়ং (সেই তিনটি বস্তু অর্থাৎ যুবতী, অর্থ এবং কামকে) যঃ (যে) ধীরঃ (ধীর ব্যক্তি) ভিনত্তি (ভেদ করিতে পারে), সঃ (সেই ব্যক্তি) বিমুক্তিশ্রিয়ং (মুক্তিলক্ষ্মীকে) সুখং (সুখে) ভোক্তুং (ভোগ করিতে) অর্হতি (যোগ্য হয়, পারে)॥ ৯০

অনুবাদ। যে নগরীতে মুক্তি-লক্ষ্মী বাস করেন, তাহার প্রথম দ্বারটি অতিশয় দুর্জ্জয়। কারণ, ধন এবং যুবতী এই দুইটি (ভোগ্য বস্তুই) সেই দ্বারের দুইখানি কপাট। সেই কপাট দুইখানির দ্বারা এবং কাম রূপ কাঠের খিলের সাহায্যে ঐ দ্বার সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই তিনটি বস্তুকে যে ধীর ব্যক্তি ভেদ করিতে পারেন, তিনিই মুক্তি-লক্ষ্মীকে ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ৯০

আরূঢ়স্য বিবেকাশ্বং তীব্রবৈরাগ্য-খড়্গিনঃ।
তিতিক্ষা-বর্ম্মযুক্তস্য প্রতিযোগী ন দৃশ্যতে॥ ৯১

অন্বয়। বিবেকাশ্বং (বিবেকরূপ অশ্বে) আরূঢ়স্য (যে ব্যক্তি আরোহণ করিয়াছে), তীব্রবৈরাগ্য-খড়্গিনঃ (তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসি যাহার আছে), তিতিক্ষা-বর্ম্মযুক্তস্য (এবং সহনশীলতারূপ বর্ম্ম যে ব্যক্তি পরিধান করিয়াছে, সেই ব্যক্তির) প্রতিযোগী (প্রতিদ্বন্দ্বী) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না)॥ ৯১

অনুবাদ। যে ব্যক্তি বিবেকরূপ অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন, তীব্র বৈরাগ্য-রূপ অসি যাঁহার অধিকৃত, এবং যিনি ক্ষমা বা সহনশীলতারূপ বর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাওয়া যায় না॥ ৯১

বিবেকজাং তীব্রবিরক্তিমেব
মুক্তের্নিদানং প্রবদন্তি সন্তঃ।
তস্মাদ্‌বিবেকী বিরতিং মুমুক্ষুঃ
সম্পাদয়েৎ তাং প্রথমং প্রযত্নাৎ॥ ৯২

অন্বয়। সন্তঃ (সাধুগণ) বিবেকজাং (সদসদ্‌বিচার হইতে প্রসূত) তীব্র-বিরক্তিমেব (তীব্র বৈরাগ্যকেই) মুক্তেঃ (মোক্ষের) নিদানং (মূলকারণ) প্রবদন্তি (বলিয়া থাকেন); তস্মাৎ (সেই কারণে) বিবেকী (বিবেকসম্পন্ন) মুমুক্ষুঃ (মোক্ষার্থী পুরুষ) প্রযত্নাৎ (যত্নের সহিত) তাং (সেই বৈরাগ্যকেই) প্রথমং (প্রথমে) সম্পাদয়েৎ (সম্পাদন করিবেন)॥ ৯২

অনুবাদ। সৎ এবং অসদ্‌বস্তুর বিচার হইতে প্রসূত তীব্র বৈরাগ্যকেই সাধুগণ মুক্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেইজন্য বিবেক-সম্পন্ন মোক্ষার্থী পুরুষ যত্নের সহিত প্রথমে সেই বৈরাগ্যকেই সম্পাদিত করিবেন॥ ৯২

পুমানজাতনির্ব্বেদো দেহবন্ধং জিহাসিতুম্।
নহি শক্নোতি নির্ব্বেদো বন্ধভেদো মহানসৌ॥ ৯৩

অন্বয়। অজাতনির্ব্বেদঃ (যাহার বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই এইরূপ) পুমান্ (পুরুষ) দেহবন্ধং (দেহরূপ বন্ধনকে) জিহাসিতুম্ (ছিন্ন করিবার ইচ্ছা করিতেও) নহি শক্নোতি (সমর্থ হয় না); [যস্মাৎ=যেহেতু] অসৌ (এই) নির্ব্বেদঃ (বৈরাগ্যই) মহান্ (প্রবল) বন্ধভেদঃ (বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায়)॥ ৯৩

অনুবাদ। যাহার বৈরাগ্য হয় নাই, সেই পুরুষ দেহরূপ বন্ধনকে ছিন্ন করিবার ইচ্ছাও করিতে পারে না। এই বৈরাগ্যই বন্ধন ছিন্ন করিবার মহান্ উপায়॥ ৯৩

বৈরাগ্যরহিতা এব যমালয় ইবালয়ে।
ক্লিশ্নন্তি ত্রিবিধৈস্তাপৈর্ম্মোহিতা অপি পণ্ডিতাঃ ॥ ৯৪

অন্বয়। বৈরাগ্যরহিতা এব (যাহাদের বৈরাগ্য উদিত হয় নাই তাহারাই) আলয়ে (গৃহে) যমালয়ে ইব (যেন যমালয়ে), পণ্ডিতা অপি (পণ্ডিত হইলেও) মোহিতাঃ (মোহপরবশ হইয়া) ত্রিবিধৈঃ তাপৈঃ (তিন প্রকার তাপের দ্বারা) ক্লিশ্নন্তি (ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৯৪।

অনুবাদ। যাহারা বৈরাগ্যহীন, তাহারা পণ্ডিত হইলেও মোহপরবশ হইয়া গৃহে যমালয়ের মত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ তাপের দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯৪

শমাদিসাধন-নিরূপণম্।

শমো দমস্তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রদ্ধা ততঃ পরম্।
সমাধানমিতি প্রোক্তং ষড়েবৈতে শমাদয়ঃ ॥ ৯৫

অন্বয়। শমঃ (শম)' দমঃ (দম) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) উপরতিঃ (সন্ন্যাস) শ্রদ্ধা (বিশ্বাস), ততঃ পরং (তাহার পর) সমাধানং (সমাধি), ইতি (ইহা) প্রোক্তং (কথিত হইয়াছে)। এতে (এই) শমাদয়ঃ (শম প্রভৃতি উপায়) ষড় এব (ছয়টিই) [ভবন্তীতি শেষঃ=হইয়া থাকে] ॥ ৯৫

অনুবাদ। শম, দম, তিতিক্ষা, সন্ন্যাস, শ্রদ্ধা এবং তৎপরে সমাধান কথিত হইয়া থাকে ; এই শমাদি উপায় ছয়টিই হইয়া থাকে ॥ ৯৫

শমঃ।

একবৃত্ত্যৈব মনসঃ স্বলক্ষ্যে নিয়তস্থিতিঃ।
শম ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শমলক্ষণবেদিভিঃ ॥ ৯৬

অন্বয়। মনসঃ (অন্তঃকরণের) স্বলক্ষ্যে (নিজের লক্ষ্য বস্তুতে) একবৃত্ত্যা (একনিষ্ঠভাবে) এব (ই) নিয়তস্থিতিঃ (অচঞ্চল ভাবে অবস্থানই) শম-লক্ষণবেদিভিঃ (শমের লক্ষণ যাঁহারা জানেন এই প্রকার) সদ্ভিঃ (সাধুগণ কর্ত্তৃক) শমঃ (শম) ইতি (এই বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হইয়া থাকে) ॥ ৯৬

অনুবাদ। লক্ষ্য অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুতে একনিষ্ঠভাবে চিত্তের নিয়ত অবস্থিতিই শম এইরূপ শমলক্ষণবিৎ সাধুগণ বলিয়া থাকেন॥ ৯৬

উত্তমো মধ্যমশ্চৈব জঘন্যশ্চেতি চ ত্রিধা। *

নিরূপিতো বিপশ্চিদ্ভিঃ তত্তল্লক্ষণবেদিভিঃ॥ ৯৭

অন্বয়। তত্তল্লক্ষণ-বেদিভিঃ (বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ) বিপশ্চিদ্ভিঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) উত্তমঃ (উত্তম) মধ্যমঃ (মধ্যম) জঘন্যশ্চ (এবং অধম) ইতি (এইরূপে) স শমঃ (সেই শম) ত্রিধা (ত্রিবিধ) নিরূপিতঃ (নির্ণীত হইয়া থাকে)॥ ৯৭

অনুবাদ। বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই শম তিন প্রকার, এইরূপ নিরূপণ করিয়া থাকেন; যথা—উত্তম, মধ্যম এবং অধম॥ ৯৭

স্ববিকারং পরিত্যজ্য বস্তুমাত্রতয়া স্থিতিঃ।

মনসঃ সোত্তমা শান্তির্ব্রহ্মনির্ব্বাণলক্ষণা॥ ৯৮

অন্বয়। স্ববিকারং (নিজ বিকারকে) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) বস্তু-মাত্রতয়া (কেবল বস্তুস্বরূপে) মনসঃ (অন্তঃকরণের) যা স্থিতিঃ (যে অবস্থান), সা (তাহাই) উত্তমা (উৎকৃষ্ট) ব্রহ্মনির্ব্বাণলক্ষণা (পরব্রহ্মলয়স্বরূপা) শান্তিঃ (শম) [উচ্যতে ইতি শেষঃ=কথিত হয়]॥ ৯৮

অনুবাদ। নিজ বিকারকে [একেবারে] পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমার্থ-বস্তু-স্বরূপে চিত্তের যে অবস্থান, তাহাই উত্তম শম; তাহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণ-স্বরূপ (অর্থাৎ পরব্রহ্মে লয়)॥ ৯৮

প্রত্যক্-প্রত্যয়-সন্তান-প্রবাহ-করণং ধিয়ঃ।

যদেষা মধ্যমা শান্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বৈকলক্ষণা॥ ৯৯

অন্বয়। ধিয়ঃ (অন্তঃকরণের) যৎ (যে) প্রত্যক্-প্রত্যয়-সন্তান-প্রবাহ-করণং (বাহ্য বস্তু ব্যতিরেকে কেবল সেই আভ্যন্তর বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ধারা-বাহিকরূপে একাকার পরিণামরূপ প্রত্যয়সমূহের সৃষ্টি), এষা (ইহাই) শুদ্ধসত্ত্বৈক-লক্ষণা (বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ) মধ্যমা (মধ্যম) শান্তিঃ (শম) [উচ্যতে ইতি শেষঃ= কথিত হইয়া থাকে]॥ ৯৯

অনুবাদ। (বাহ্য বস্তুর সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিয়া) মনের যে, আভ্যন্তর বস্তুতে একজাতীয় প্রত্যয়সমূহের ধারা সম্পাদন, তাহাই মধ্যম শান্তি অর্থাৎ শম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; ইহার নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব॥ ৯৯

---

* জঘন্য ইতি চ ত্রিধা ইতি বা পাঠঃ।

বিষয়-ব্যাপৃতিং ত্যক্ত্বা শ্রবণৈকমনঃস্থিতিঃ।
মনসশ্চেতরা শান্তিঃ মিশ্রসত্ত্বৈকলক্ষণা॥ ১০০

অন্বয়। বিষয়ব্যাপৃতিং (বিষয়ান্তরে সঞ্চার) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) শ্রবণৈকমনঃস্থিতিঃ (বেদান্তবাক্যের শ্রবণে মনের স্থিরতা) মনসঃ (অন্তঃকরণের) ইতরা শান্তিঃ (অধম শম) মিশ্রসত্ত্বৈকলক্ষণা (ইহা মিশ্রসত্ত্বস্বরূপ) [কথ্যতে ইতি শেষঃ=কথিত হইয়া থাকে]॥ ১০০

অনুবাদ। বাহ্যবিষয়সমূহে সঞ্চার পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদান্তবাক্যের দ্বারা আত্মার স্বরূপ শ্রবণরূপ বিষয়ে চিত্তের যে স্থিরতা, তাহাই চিত্তের অধম শম; ইহারই নাম মিশ্রসত্ত্ব॥ ১০০

প্রাচ্যোদীচ্যাঙ্গ-সদ্‌ভাবে শমঃ সিধ্যতি নান্যথা।
তীব্রা বিরক্তিঃ প্রাচ্যাঙ্গমুদীচ্যাঙ্গং দমাদয়ঃ॥ ১০১

অন্বয়। প্রাচ্যোদীচ্যাঙ্গ-সদ্ভাবে (পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী অঙ্গের সদ্ভাব হইলেই) শমঃ (শম) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে), অন্যথা (অন্যপ্রকারে) ন (সিদ্ধ হয় না)। তীব্রা (তীব্র) বিরক্তিঃ (বৈরাগ্য) প্রাচ্যাঙ্গং (পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্গ), দমাদয়ঃ (দম প্রভৃতিই) উদীচ্যাঙ্গম্ (উত্তরবর্ত্তী অঙ্গ)॥ ১০১

অনুবাদ। প্রাচ্য এবং উদীচ্য (অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী) অঙ্গের সদ্ভাব (সমন্বয়) হইলেই এই শম সিদ্ধি লাভ করে। তীব্র বৈরাগ্যই ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্গ, এবং দম প্রভৃতি (বক্ষ্যমাণ উপায়গুলিই) পরবর্ত্তী [অঙ্গ হইয়া থাকে]॥ ১০১

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদো মোহশ্চ মৎসরঃ।
ন জিতাঃ ষড়িমে যস্য* তস্য শান্তি র্ন সিধ্যতি॥ ১০২

অন্বয়। কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (কোপ) লোভঃ (লোভ) মদঃ (মদ, গর্ব্ব) মোহঃ (মোহ) মৎসরশ্চ (এবং পরশ্রীকাতরতা), ইমে (এই) ষট্ (ছয়টি) যস্য (যে ব্যক্তির) ন জিতাঃ (বশীকৃত হয় নাই), তস্য (তাহার) শান্তিঃ (শম) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না)॥ ১০২

অনুবাদ। কাম, ক্রোধ, লোভ, অভিমান, মোহ এবং পরশ্রীকাতরতা, এই ছয়টি (রিপু) যাহার বশীকৃত হয় নাই, তাহার শম সিদ্ধ হয় না॥ ১০২

শব্দাদি-বিষয়েভ্যো যো বিষবন্ন নিবর্ত্ততে।
তীব্রমোক্ষেচ্ছয়া ভিক্ষুস্তস্য শান্তির্ন বিদ্যতে॥ ১০৩

অন্বয়। যঃ (যে) ভিক্ষুঃ (সন্ন্যাসী) তীব্রমোক্ষেচ্ছয়া (মুক্তিতে উৎকট

* ষড়িমে যেন ইতি বা পাঠঃ।

অভিলাষ হেতু) বিষবৎ (বিষসদৃশ) শব্দাদি-বিষয়েভ্যঃ (শব্দাদি-ভোগ্যবস্তু-সমূহ হইতে) ন নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয় না), তস্য (তাহার) শান্তিঃ (শম) ন বিদ্যতে (হইতে পারে না) ॥ ১০৩

অনুবাদ। মোক্ষে তীব্র অভিলাষ বশতঃ যে সন্ন্যাসী বিষসদৃশ শব্দাদি ভোগ্যবস্তু হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহার শম হইতে পারে না ॥ ১০৩

যেন নারাধিতো দেবো যস্য নো গুর্ব্বনুগ্রহঃ।
ন বশ্যং হৃদয়ং যস্য তস্য শান্তির্ন সিধ্যতি ॥ ১০৪

অন্বয়। যেন (যে ব্যক্তি-কর্ত্তৃক) দেবঃ (ইষ্ট দেবতা) ন আরাধিতঃ (উপাসিত হয় নাই), যস্য (যাহার উপর) নো গুর্ব্বনুগ্রহঃ (গুরুর কৃপা নাই) যস্য (যাহার) হৃদয়ম্ (অন্তঃকরণ) ন বশ্যং (বশীভূত হয় নাই) তস্য (সেই ব্যক্তির) শান্তিঃ (শম) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হইতে পারে না) ॥ ১০৪

অনুবাদ। যে দেবতার আরাধনা করে নাই, যাহার উপর গুরুর কৃপা নাই, এবং যাহার অন্তঃকরণ বশীভূত হয় নাই, সেই ব্যক্তির কখনই শম সিদ্ধ হয় না ॥ ১০৪

মনঃপ্রসাদ-সাধনম্।

মনঃপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং সাধনং শ্রূয়তাং বুধৈঃ।
মনঃপ্রসাদো যৎসত্ত্বে যদভাবে ন সিধ্যতি ॥ ১০৫

অন্বয়। যৎসত্ত্বে (যাহা বিদ্যমান থাকিলে) মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) [ভবতীতি শেষঃ=হইয়া থাকে], যদভাবে (যাহার অভাব হইলে) ন সিধ্যতি (মনঃপ্রসাদ সিদ্ধ হয় না); মনঃপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং (মনের প্রসন্নতা-সিদ্ধির জন্য) সাধনং (সেই সাধন) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক) শ্রূয়তাম্ (শ্রুত হউক) ॥ ১০৫

অনুবাদ। যাহা হইলে চিত্তের প্রসন্নতা অবশ্য হয়, [এবং] যাহার অভাবে [চিত্তের প্রসন্নতা] হয় না, চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদনের সেই উপায় [কি, তাহা] পণ্ডিতগণ শ্রবণ করুন ॥ ১০৫

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ দয়া ভূতেষ্বক্রতা।
বিষয়েষ্বতিবৈতৃষ্ণ্যং শৌচং দম্ভবিবর্জ্জনম্ ॥ ১০৬

অন্বয়। ব্রহ্মচর্য্যং (মৈথুনবর্জ্জন), অহিংসা (প্রাণহিংসা-বর্জ্জন), ভূতেষু

(জীবগণের প্রতি) দয়া (করুণা), অবক্রতা (সরলতা), বিষয়েষু (বিষয়-সমূহে) অতিবৈতৃষ্ণ্যং (অত্যন্ত বিতৃষ্ণা) শৌচং (বাহ্য এবং আভ্যন্তর শুচিতা) দম্ভবিবর্জ্জনং (দাম্ভিকতা পরিহার)॥ ১০৬

অনুবাদ। মৈথুন-বর্জ্জন, প্রাণিহিংসা-পরিত্যাগ, জীবসমূহে করুণা, সরলতা, ভোগ্য বস্তুসমূহে অতিশয় বৈরাগ্য, বাহ্য এবং আভ্যন্তর শৌচ, অদাম্ভিকতা॥ ১০৬

সত্যং নির্ম্মমতা স্থৈর্য্যমভিমানবিবর্জ্জনম্।*
ঈশ্বরধ্যানপরতা ব্রহ্মবিদ্ভিঃ সহ স্থিতিঃ॥ ১০৭

অন্বয়। সত্যং (মিথ্যাব্যবহার পরিত্যাগ), স্থৈর্য্যং (স্থিরতা), অভিমান-বিবর্জ্জনং (অভিমান ত্যাগ), ঈশ্বরধ্যানপরতা (ঈশ্বর-চিন্তাভ্যাস), ব্রহ্মবিদ্ভিঃ (ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তিগণের) সহ (সহিত) স্থিতিঃ (অবস্থান)॥ ১০৭

অনুবাদ। সত্য অর্থাৎ মিথ্যা-ব্যবহার-বর্জ্জন, স্থিরতা, অভিমানত্যাগ, ঈশ্বর-চিন্তাভ্যাস, ব্রহ্মবিদ্‌গণের সহিত অবস্থান॥ ১০৭

জ্ঞানশাস্ত্রৈকপরতা সমতা সুখদুঃখয়োঃ।
মানানাসক্তিরেকান্তশীলতা চ মুমুক্ষুতা॥ ১০৮

অন্বয়। জ্ঞানশাস্ত্রৈকপরতা (অধ্যাত্মশাস্ত্রের একনিষ্ঠভাবে অনুশীলন), সুখদুঃখয়োঃ (সুখে ও দুঃখে) সমতা (অবিচলিতভাবে স্থিতি), মানানাসক্তিঃ (সম্মানে অনাসক্তি), একান্তশীলতা (নির্জ্জন বাসে অভ্যাস) মুমুক্ষুতা চ (ও মোক্ষলাভের ইচ্ছা)॥ ১০৮

অনুবাদ। অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন, সুখে ও দুঃখে চঞ্চল না হওয়া, সম্মানে অনাসক্তি, নির্জ্জনে থাকার অভ্যাস ও মোক্ষলাভের ইচ্ছা। ১০৮

যস্যৈতদ্ বিদ্যতে সর্ব্বং তস্য চিত্তং প্রসীদতি।
নত্বেতদ্ধর্ম্মশূন্যস্য প্রকারান্তরকোটিভিঃ॥ ১০৯

অন্বয়। যস্য (যাহার) এতৎ (এই) সর্ব্বং (সকল) বিদ্যতে (বিদ্যমান আছে), তস্য (তাহার) চিত্তম্ (অন্তঃকরণ) প্রসীদতি (প্রসন্ন হয়); এতদ্ধর্ম্ম-শূন্যস্য (এই কয়টি ধর্ম্ম যাহার নাই তাহার) প্রকারান্তরকোটিভিঃ (অন্য কোটি উপায়ের দ্বারাও) [ন প্রসীদতি ইতি শেষঃ=অন্তকরণ প্রসন্ন হয় না]॥ ১০৯

অনুবাদ। এই সকল ধর্ম্ম যাহার বিদ্যমান আছে, তাহারই অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার এই কয়টি ধর্ম্ম নাই, তাহার অন্য কোটি কোটি উপায়ের দ্বারাও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইতে পারে না॥ ১০৯

---

* অভিমানবিসর্জ্জনমিতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মচর্য্যম্।

স্মরণং দর্শনং স্ত্রীণাং গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্।
সমীচীনত্বধীস্তাসু প্রীতিঃ সম্ভাষণং মিথঃ॥ ১১০
সহবাসশ্চ সংসর্গঃ অষ্টধা মৈথুনং বিদুঃ।
এতদ্‌বিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যং চিত্ত-প্রসাদকম্॥ ১১১

অন্বয়। স্ত্রীণাং (রমণীগণের) স্মরণং (চিন্তা), দর্শনং (বিলোকন), গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনং (গুণ ও কর্ম্মের প্রশংসা), তাসু (তাহাদের উপর) সমীচীনত্বধীঃ (চারুতা-বোধ), প্রীতিঃ (ভালবাসা), মিথঃ (নির্জ্জনে) সম্ভাষণম্ (আলাপ), সহবাসঃ (একত্রবাস), সংসর্গঃ (সঙ্গম), অষ্টধা (এই অষ্টপ্রকার) মৈথুনং (মৈথুন) বিদুঃ (ইহা অভিজ্ঞব্যক্তিগণ বুঝিয়া থাকেন); এতদ্‌বিলক্ষণং (এই কয়টির বিপরীত আচরণ) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্যই) চিত্তপ্রসাদনং (চিত্তের প্রসন্নতার কারণ)॥ ১১০—১১১

অনুবাদ। রমণীগণের চিন্তা, দর্শন এবং গুণ ও কর্ম্মের প্রশংসা, তাহাদিগকে রমণীয় বলিয়া বোধ করা, তাহাদের প্রতি প্রেম, এবং অনুরাগপূর্ব্বক পরস্পর বা নির্জ্জনে সম্ভাষণ, তাহাদের সহিত একত্র অবস্থান এবং সঙ্গম, এই অষ্ট-প্রকার ব্যবহারকেই (পণ্ডিতগণ) মৈথুন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই কয়টির পরিবর্জ্জনই ব্রহ্মচর্য্য। (ব্রহ্মচর্য্যই) চিত্তের প্রসন্নতার হেতু [হইয়া থাকে]॥ ১১০—১১১

অহিংসা।

অহিংসা বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ প্রাণিমাত্রাপ্রপীড়নম্।
স্বাত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কায়েন মনসা গিরা॥ ১১২

অন্বয়। বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ (বাক্য মনঃ এবং শরীরের দ্বারা) প্রাণিমাত্রা-প্রপীড়নং (জীবমাত্রকেই কোন প্রকার পীড়ন না করা) কায়েন (দেহ দ্বারা) মনসা (মনের দ্বারা) গিরা (বাক্যের দ্বারা) সর্ব্বভূতেষু (সকল প্রাণীতেই) স্বাত্মবৎ (নিজের আত্মার ন্যায়) [ব্যবহরণমিতিশেষঃ—ব্যবহার করাই] অহিংসা (অহিংসা)॥ ১১২

অনুবাদ। বাক্য মনঃ এবং দেহের দ্বারা কোন প্রাণীকেই ক্লেশ প্রদান না করা এবং শরীর, মনঃ এবং বাক্যের দ্বারা সকল জীবের প্রতিই নিজের আত্মার ন্যায় ব্যবহার করাই অহিংসা॥ ১১২

দয়াঽবক্রতে।

অনুকম্পা দয়া সৈব প্রোক্তা বেদান্তবাদিভিঃ।
করণ-ত্রিতয়েষ্বেকরূপতাঽবক্রতা মতা॥ ১১৩

অন্বয়। [যা লোকে=যাহা জগতে] অনুকম্পা (অনুকম্পা) [ইতি প্রসিদ্ধা =বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে] বেদান্তবাদিভিঃ (বেদান্তব্যাখ্যাতৃপণ্ডিতগণকর্ত্তৃক) সৈব (তাহাই) দয়া প্রোক্তা (দয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে); করণত্রিতয়েষু (কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের) একরূপতা (এক ভাবে প্রবৃত্তিই) অবক্রতা (অবক্রতা বা সরলতা বলিয়া) মতা (মনে করা হইয়া থাকে)॥ ১১৩

অনুবাদ। [লোকে যাহা] অনুকম্পা [বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে], বেদান্ত-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতৃগণ তাহাকেই দয়া বলিয়া থাকেন। কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা একই প্রকার ব্যবহার (অর্থাৎ মনে একরূপ, চক্ষু প্রভৃতিতে আর একরূপ এবং বাক্য প্রভৃতিতে অন্যরূপ ব্যবহার, যাহা খল ও কুটিল ব্যক্তির অভ্যস্ত, তাহার একেবারেই বর্জ্জন অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ, বাহিরেও সেইরূপ ব্যবহারই) অবক্রতা (সরলতা) বলিয়া বিবেচিত হয়॥ ১১৩

বৈতৃষ্ণ্যম্।

ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষ্বনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলম্॥ ১১৪

অন্বয়। যথৈব (যে প্রকারে) কাকবিষ্ঠায়াং (কাকের বিষ্ঠার উপর), তথা (সেইরূপ) ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু (ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত) বিষয়েষু (ভোগ্যবস্তুসমূহে) বৈরাগ্যম্ (অনাসক্তি, বিরক্তি) অনু (অনুগত) যৎ (যাহা), তৎ (তাহাই) নির্ম্মলং (বিমল) বৈরাগ্য (বৈরাগ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে)॥ ১১৪

অনুবাদ। কাকের বিষ্ঠাতে যেরূপ বিরক্তি থাকে, ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর

পর্য্যন্ত ভোগ্যবস্তু মাত্রেই সেইরূপ বৈরাগ্য থাকা নির্ম্মল বৈরাগ্য (বা বৈতৃষ্ণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়)॥ ১৪৪

শৌচম্।

বাহ্যমাভ্যন্তরং চেতি দ্বিবিধং শৌচমুচ্যতে।
মৃজ্জলাভ্যাং কৃতং শৌচং বাহ্যং শারীরিকং স্মৃতম্॥ * ১১৫

অন্বয়। বাহ্যম্ (বাহ্য) আভ্যন্তরং চ (এবং আভ্যন্তর) ইতি (এইভাবে) শৌচং (শৌচ) দ্বিবিধং (দুই প্রকার) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে); মৃজ্জ-লাভ্যাং (মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা সম্পাদিত) শারীরিকং (শরীর সম্বন্ধে) শৌচং (শৌচ) বাহ্যং (বাহ্য বলিয়া) স্মৃতম্ (ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে)॥ ১১৫

অনুবাদ। শৌচ দুই প্রকার কথিত হইয়াছে—বাহ্য এবং আভ্যন্তর। মৃত্তিকা এবং জলের দ্বারা যে দৈহিক শৌচ তাহাই বাহ্য শৌচ বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে॥ ১১৫

অজ্ঞান-দূরীকরণং মানসং শৌচমান্তরম্।
অন্তঃশৌচে স্থিতে সম্যগ্ বাহ্যং নাবশ্যকং নৃণাম্॥ ১১৬

অন্বয়। মানসং (মনের) শৌচং (শৌচই) আন্তরম্ (আন্তর শৌচ) [তাহাই] অজ্ঞান-দূরীকরণম্ (অজ্ঞানের নিরাকরণ) [ভবতীতি শেষঃ= হইয়া থাকে] অন্তঃশৌচে (অন্তঃশৌচ) সম্যক্ (সম্যক্‌প্রকারে) স্থিতে (সিদ্ধ হইলে) নৃণাং (মনুষ্যগণের) বাহ্যং (বাহ্য) শৌচং (শৌচ) ন আবশ্যকম্ (আবশ্যক হয় না)॥ ১১৬

অনুবাদ। মনের বিশুদ্ধতাই আন্তর শৌচ, তাহাও অজ্ঞানকে দূর করা ছাড়া অন্য কিছু নহে। অন্তঃশৌচ অর্থাৎ মনের বিশুদ্ধি সম্যক্‌প্রকারে সিদ্ধ হইলে মনুষ্যগণের আর বাহ্য শৌচ আবশ্যক হয় না॥ ১১৬

দম্ভবিবর্জ্জনম্।

ধ্যানপূজাদিকং লোকে দ্রষ্টর্য্যেব করোতি যঃ।
পারমার্থিক-ধীহীনঃ স দম্ভাচার উচ্যতে।
পুংসস্তথানাচরণমদম্ভিত্বং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ১১৭

অন্বয়। দ্রষ্টরি (দেখিবার লোক বিদ্যমান থাকিলে) এব (ই) লোকে

---

* শারীরকমিতি বা পাঠঃ।

(সংসারে) যঃ (যে ব্যক্তি) ধ্যানপূজাদিকং (ধ্যান ও পূজা প্রভৃতি) করোতি (করিয়া থাকে, কিন্তু) পারমার্থিক-ধীহীনঃ (শ্রদ্ধাহীন), সঃ (সেই ব্যক্তি) দম্ভাচারঃ (দম্ভাচারী বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে)। পুংসঃ (পুরুষের) তথা অনাচরণং (সেইরূপ আচার না করাকেই) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) অদম্ভিত্বম্ (অদম্ভিত্ব বলিয়া) বিদুঃ (জানিয়া থাকেন) ॥ ১১৭

অনুবাদ। দেখিবার লোক বিদ্যমান থাকিলে (কেবল দেখাইবার জন্যই) এই সংসারে যে ব্যক্তি ধ্যান ও পূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই পরমার্থজ্ঞানশূন্য (শ্রদ্ধাবিহীন) ব্যক্তিকেই দম্ভাচারী বলা যায়। এই প্রকার দম্ভাচার পরিত্যাগ করাকেই পণ্ডিতগণ অদম্ভিত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১১৭

সত্যম্।

যৎ স্বেন দৃষ্টং সম্যক্ চ শ্রুতং তস্যৈব ভাষণম্।
সত্যমিত্যুচ্যতে ব্রহ্ম সত্যমিত্যভিভাষণম্ ॥ ১১৮

অন্বয়। স্বেন (নিজে) যৎ (যাহা) দৃষ্টং (দেখিয়াছে), সম্যক্ চ (এবং সমীচীনভাবে) শ্রুতং (শুনিয়াছে), তস্য এব (তাহারই) ভাষণং (কথন) সত্যম্ ইতি (সত্য বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে); ব্রহ্ম (ব্রহ্মই) সত্যং (সত্য) ইত্যভিভাষণম্ (এই প্রকার সর্ব্বদা মুখে বলাও) সত্যমিত্যুচ্যতে (সত্য বলিয়া কথিত হয়) ॥ ১১৮

অনুবাদ। যাহা স্বয়ং দেখিয়াছে বা ভাল করিয়া (বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকটে) শুনিয়াছে, তাহারই কথনকে সত্য বলা যায় এবং সর্ব্বদা "ব্রহ্মই সত্য" এই প্রকার উক্তিকেও সত্য বলা যায় ॥ ১১৮

নির্ম্মমতা।

দেহাদিষু স্বকীয়ত্ব-দৃঢ়বুদ্ধি-বিসর্জ্জনম্।
নির্ম্মমত্বং স্মৃতং যেন কৈবল্যং লভতে বুধঃ ॥ ১১৯

অন্বয়। দেহাদিষু (দেহ প্রভৃতি বস্তুতে) স্বকীয়ত্ব-বুদ্ধি-বিসর্জ্জনম্ (ইহা

আমার—এই প্রকার বুদ্ধি হইতে না দেওয়াই) নির্ম্মমত্বং (নির্ম্মমতা বলিয়া) স্মৃতং (স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে); যেন (যে নির্ম্মমতার দ্বারা) বুধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) কৈবল্যং (নির্ব্বাণ) লভতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ১১৯

অনুবাদ। দেহ প্রভৃতি বস্তুতে—ইহা আমার এই প্রকার বুদ্ধি হইতে না দেওয়াই নির্ম্মমত্ব বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; এই নির্ম্মমত্ব দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১১৯

স্থৈর্য্যম্।

গুরু-বেদান্তবচনৈর্নিশ্চিতার্থে দৃঢ়স্থিতিঃ।
তদেকবৃত্ত্যা তৎ স্থৈর্য্যং নৈশ্চল্যং ন তু বর্ষ্মণঃ ॥ ১২০

অন্বয়। গুরুবেদান্তবচনৈঃ (গুরুর এবং বেদান্তের বচনসমূহের দ্বারা) নিশ্চিতার্থে (যাহা নিশ্চিত হইয়া থাকে, সেই বস্তুতে) তদেকবৃত্ত্যা (তাহাতে চিত্তকে একাগ্রভাবে সংলগ্ন করিয়া) যা (যে) দৃঢ়স্থিতিঃ (অবিচলভাবে অবস্থান), তৎ (তাহাই) স্থৈর্য্যং (স্থৈর্য্য), বর্ষ্মণঃ (দেহের) নৈশ্চল্যং (নিশ্চলতাই) ন তু [স্থৈর্য্যমিত্যুচ্যতে ইতি শেষঃ = স্থৈর্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় না] ॥ ১২০

অনুবাদ। গুরুর উপদেশ এবং বেদান্তবচনসমূহ দ্বারা যে বস্তু নির্ণীত হয়, সেই বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতার সহিত সর্ব্বদা অবস্থান অর্থাৎ ধ্যান করাই স্থৈর্য্য; কিন্তু কেবল শরীরকে নিশ্চল করিয়া রাখাই স্থৈর্য্য নহে ॥ ১২০

অভিমান-বিসর্জ্জনম্।

বিদ্যৈশ্বর্য্য-তপোরূপ-কুল-বর্ণাশ্রমাদিভিঃ।
সঞ্জাতাহংকৃতেস্ত্যাগস্ত্বভিমানবিসর্জ্জনম্ ॥ * ১২১

অন্বয়। বিদ্যৈশ্বর্য্যতপোরূপকুলবর্ণাশ্রমাদিভিঃ (বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, শরীরের সৌন্দর্য্য, বংশ এবং বর্ণাশ্রম প্রভৃতির দ্বারা) সঞ্জাতাহংকৃতেঃ ত্যাগঃ (উৎপন্ন হইয়া থাকে যে অহংকার, তাহারই পরিত্যাগ) অভিমানবিসর্জ্জনম (অভিমান বিসর্জ্জন নামে কথিত হয়) ॥ ১২১

* সঞ্জাতাহংকৃতিত্যাগঃ ইতি বা পাঠঃ।

অনুবাদ। বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, বর্ণ এবং আশ্রম প্রভৃতির দ্বারা যে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, একেবারে তাহা পরিত্যাগ করাই অভিমান-বিসর্জ্জন (বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে)॥ ১২১

ঈশ্বরধ্যানম্।

ত্রিভিশ্চ করণৈঃ সম্যগ্ হিত্বা বৈষয়িকীং ক্রিয়াম্।
স্বাত্মৈকচিন্তনং যত্তদীশ্বরধ্যানমীরিতম্॥ ১২২

অন্বয়। ত্রিভিঃ (তিন প্রকার) করণৈঃ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা) বৈষয়িকীং (বিষয়-সম্বন্ধিনী) ক্রিয়াং (ক্রিয়াকে) সম্যক্ (সর্ব্ব প্রকারে) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) যৎ (যে) স্বাত্মৈকচিন্তনং (নিজের আত্মার ধ্যান), তৎ (তাহাই) ঈশ্বরধ্যানম্ (ঈশ্বর-ধ্যান বলিয়া) ঈরিতং (কথিত হইয়া থাকে)॥ ১২২

অনুবাদ। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা যত প্রকার বৈষয়িক ব্যাপার হইয়া থাকে, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া, নিজের আত্মাকে একাগ্রভাবে চিন্তা করাকেই ঈশ্বরধ্যান বলিয়া (আচার্য্যগণ) নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ১২২

ব্রহ্মবিৎসহবাসঃ।

ছায়েব সর্ব্বদা বাসো ব্রহ্মবিদ্ভিঃ সহ স্থিতিঃ॥ ১২৩

অন্বয়। ছায়া ইব (ছায়ার ন্যায়) সর্ব্বদা (সকল সময়ে) ব্রহ্মবিদ্ভিঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের) সহস্থিতিঃ (সহ অবস্থানই) বাসঃ (ব্রহ্মবিৎ-সহবাস) [উচ্যতে ইতি শেষঃ=উক্ত হইয়া থাকে]॥ ১২৩

অনুবাদ। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণের সহিত সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় যে অবস্থান, তাহাকেই ব্রহ্মবিৎ-সহবাস বলা যায়॥ ১২৩

জ্ঞান-নিষ্ঠা।

যদ্‌যদুক্তং জ্ঞানশাস্ত্রে শ্রবণাদিক্রমেষু যঃ।
নিরতঃ কর্ম্মধীহীনো জ্ঞাননিষ্ঠঃ স এব হি॥ ১২৪

অন্বয়। জ্ঞানশাস্ত্রে (বেদান্তাদি জ্ঞানশাস্ত্রে) যদ্ যদ্ উক্তং (যাহা কিছু

বলা হইয়াছে), শ্রবণাদিক্রমেষু (সেই সেই শ্রবণ-মননাদিক্রমে) কর্ম্মধীহীনঃ (কর্ম্মবুদ্ধিকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) নিরতঃ (ব্যাপৃত হইয়া থাকে), স এব হি (সেই ব্যক্তিই) জ্ঞাননিষ্ঠঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়)॥ ১২৪

অনুবাদ। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তদনুসারে ঐ শ্রবণাদিতে যে ব্যক্তি কর্ম্ম-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপৃত হইয়া থাকে, তাহাকেই জ্ঞাননিষ্ঠ বলা যায়॥ ১২৪

সমত্বম্।

ধন-কান্তা-জ্বরাদীনাং প্রাপ্তিকালে সুখাদিভিঃ।*
বিকারহীনতৈব স্যাৎ সুখদুঃখসমানতা॥ ১২৫

অন্বয়। ধনকান্তাজ্বরাদীনাম্ (অর্থ, রমণী বা জ্বর প্রভৃতি রোগাদির) প্রাপ্তিকালে (প্রাপ্তিসময়ে) সুখাদিভিঃ (সুখ বা দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা) বিকার-হীনতা (নির্ব্বিকারতা) এব (ই) সুখদুঃখসমানতা (সুখ-দুঃখ-সমত্ব) স্যাৎ (বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে)॥ ১২৫

অনুবাদ। ধন, কান্তা (স্ত্রী) কিংবা জ্বর প্রভৃতির প্রাপ্তিকালে অন্তঃকরণে সুখদুঃখাদি দ্বারা কোন প্রকার বিকার না হইতে দেওয়াকেই সুখ-দুঃখ-সমানতা বলা যায়॥ ১২৫

মানানাসক্তিঃ।

শ্রেষ্ঠং পূজ্যং বিদিত্বা মাং মানয়ন্তু জনা ভুবি।
ইত্যাসক্ত্যা বিহীনত্বং মানানাসক্তিরুচ্যতে॥ ১২৬

অন্বয়। মাম্ (আমাকে) শ্রেষ্ঠং (শ্রেষ্ঠ) পূজ্যং (পূজনীয়) বিদিত্বা (বিবেচনা করিয়া) ভুবি (পৃথিবীতে) জনাঃ (জনসমূহ) মানয়ন্তু (সম্মানিত করুক), ইতি (এই প্রকার) আসক্ত্যা বিহীনত্বম্ (আসক্তিশূন্যতা) মানানাসক্তিঃ (মানে অনাসক্তি) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হইয়া থাকে)॥ ১২৬

অনুবাদ। আমাকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য বোধ করিয়া জনসমূহ সম্মানিত করুক, এইরূপ আসক্তি না থাকাই মানে অনাসক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১২৬

---

*প্রাপ্তকালে ইতি বা পাঠঃ।

একান্তশীলতা।

সচ্চিন্তনস্য সংবাধো বিঘ্নোঽয়ং নির্জ্জনে ততঃ।
স্থেয়মিত্যেক এবাস্তি চেৎ সৈবৈকান্তশীলতা ॥ ১২৭

অন্বয়। অয়ম্ (এই) সংবাধঃ (জনপূর্ণস্থান) সচ্চিন্তনস্য (ব্রহ্মচিন্তার পক্ষে) বিঘ্নঃ (ব্যাঘাতকর), ততঃ (সেইজন্য) নির্জ্জনে (জনশূন্য স্থানে) স্থেয়ং (বাস করিতে হইবে), ইতি (এইপ্রকার সংকল্প করিয়া) চেৎ (যদি) এক এব অস্তি (একাকীই অবস্থান করিতে থাকে), সা এব (তাহাই) একান্তশীলতা (একান্তশীলতা বলিয়া) [কথ্যতে ইতি শেষঃ=কথিত হইয়া থাকে] ॥ ১২৭

অনুবাদ। জনপূর্ণস্থান ব্রহ্মচিন্তার ব্যাঘাত করে, সুতরাং নির্জ্জনেই অবস্থান করিতে হইবে ; এই প্রকার সংকল্প করিয়া যদি কেহ একাকী বাস করে ; তবে সে নির্জ্জনবাসকেই একান্তশীলতা বলা যায় ॥ ১২৭

মুমুক্ষুত্বম্।

সংসার-বন্ধনির্ম্মুক্তিঃ কদা ঝটিতি মে ভবেৎ।
ইতি যা সুদৃঢ়া বুদ্ধিরীরিতা সা মুমুক্ষুতা ॥ ১২৮

অন্বয়। কদা (কোন্ সময়ে) ঝটিতি (শীঘ্র) মে (আমার) সংসারবন্ধ-নির্ম্মুক্তিঃ ভবেৎ (সংসার-বন্ধন হইতে মোক্ষ হইবে) ইতি (এই প্রকার) যা (যে) সুদৃঢ়া (সুস্থির) বুদ্ধিঃ (ভাবনা), সা (তাহাই) মুমুক্ষুতা (মোক্ষকামনা বলিয়া) ঈরিতা (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১২৮

অনুবাদ। সত্বর কোন্ সময়ে এই সংসার-বন্ধন হইতে আমার মুক্তিলাভ হইবে, এই প্রকার যে সুদৃঢ় ভাবনা, তাহাই মুমুক্ষুতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১২৮

দমঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাদিভির্ধর্ম্মৈর্বুদ্ধের্দোষনিবৃত্তয়ে।
দণ্ডনং দম ইত্যাহুর্মনসঃ শান্তিসাধনম্ ॥ * ১২৯

অন্বয়। দোষনিবৃত্তয়ে (কামাদি দোষসমূহকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য)

* দমশব্দার্থকোবিদাঃ ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাদিভিঃ (ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি) ধর্ম্মৈঃ (ধর্ম্মের দ্বারা) মনসঃ (মনের) শান্তি-সাধনং (শান্তির উপায়স্বরূপ) দণ্ডনং (দণ্ডপ্রদান অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকে) দমঃ (দম) ইতি (এই নামে) আহুঃ (পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন)॥ ১২৯

অনুবাদ। (কাম ক্রোধ প্রভৃতি) দোষ নিবৃত্তি করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মের দ্বারা মনের শান্তিবিধানের উপায়স্বরূপ যে দণ্ডন (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), তাহাই (পণ্ডিতগণ) দম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ১২৯

তত্তদ্‌বৃত্তিনিরোধেন বাহ্যেন্দ্রিয়বিনিগ্রহম্।
যোগিনো দম ইত্যাহুর্মনসঃ শান্তিসাধনম্॥ ১৩০

অন্বয়। যোগিনঃ (যোগিগণ) তত্তদ্‌বৃত্তিনিরোধেন (সেই সেই বৃত্তির নিরোধ দ্বারা) বাহ্যেন্দ্রিয়বিনিগ্রহম্ (বহিরিন্দ্রিয় সকলের দমনকে) দমঃ ইতি (দম নামে) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)। [তৎ—তাহা] মনসঃ (মনের) শান্তিসাধনম্ (শান্তি বা শমের উপায়)॥ ১৩০

অনুবাদ। সেই সেই বৃত্তির নিরোধ দ্বারা বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহের দমনকে যোগীরা দম বলিয়া থাকেন। ইহা মনের শান্তির উপায়॥ ১৩০

ইন্দ্রিয়েষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু প্রবৃত্তেষু যদৃচ্ছয়া।
অনুধাবতি তান্যেব মনো বায়ুমিবানলঃ॥ ১৩১

অন্বয়। ইন্দ্রিয়েষু (ইন্দ্রিয়সমূহ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়সমূহে) যদৃচ্ছয়া (ঘটনাক্রমে) প্রবৃত্তেষু (প্রবৃত্ত হইলে) অনলঃ ইব (অগ্নি যেমন) বায়ুং (বায়ুকে) [অনুগমন করে, সেইরূপ] মনঃ (অন্তঃকরণও) তানি এব (সেই ইন্দ্রিয়সমূহকেই) অনুধাবতি (অনুসরণ করিয়া থাকে)॥ ১৩১

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নি যেমন বায়ুর অনুসরণ করে, সেইরূপ অন্তঃকরণও স্বভাবের বশে সেই ইন্দ্রিয়গণেরই অনুসরণ করিয়া থাকে॥ ১৩১

ইন্দ্রিয়েষু নিরুদ্ধেষু ত্যক্ত্বা বেগং মনঃ স্বয়ম্।
সত্যভাবমুপাদত্তে প্রসাদস্তেন জায়তে।
প্রসন্নে সতি চিত্তেঽস্য মুক্তিঃ সিধ্যতি নান্যথা॥ ১৩২

অন্বয়। ইন্দ্রিয়েষু (ইন্দ্রিয়সমূহ) নিরুদ্ধেষু (নিরুদ্ধ হইলে পর) মনঃ (অন্তঃকরণ) স্বয়ং (নিজেই) বেগং (বেগ) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) সত্যভাবং (সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি) উপাদত্তে (প্রাপ্ত হইয়া থাকে), তেন (তাহা দ্বারাই) প্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে)। চিত্তে (মনঃ) প্রসন্নে সতি (প্রসন্ন হইলে) অস্য (সাধকের) মুক্তিঃ (মোক্ষ)

সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) অন্যথা ন (অন্য প্রকারে নহে) [মোক্ষ হইতে পারে না)॥ ১৩২

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধ হইলে, অন্তঃকরণ (বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার) বেগ নিজেই পরিত্যাগ করিয়া, সত্যস্বরূপ আত্মাতে অবস্থান লাভ করে, তাহাতেই চিত্তের প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়। এইরূপে চিত্ত যদি প্রসন্ন হয়, তাহা হইলেই মুক্তি সিদ্ধ হয়, অন্যথা হয় না॥ ১৩২

মনঃপ্রসাদস্য নিদানমেব
নিরোধনং যৎ সকলেন্দ্রিয়াণাম্।
বাহ্যেন্দ্রিয়ে সাধু নিরুধ্যমানে
বাহ্যার্থভোগো মনসো নিবর্ত্ততে॥ * ১৩৩

অন্বয়। যৎ (যাহা) সকলেন্দ্রিয়াণাং (সকল ইন্দ্রিয়ের) নিরোধনং (নিরোধ করা) এব (নিশ্চয়) মনঃপ্রসাদস্য (অন্তঃকরণের প্রসন্নতার) নিদানম্ (মূল কারণ) [ভবতীতি শেষঃ=হইয়া থাকে]। বাহ্যেন্দ্রিয়ে (বহিরিন্দ্রিয়) সাধু (সম্যগ্ভাবে) নিরুধ্যমানে (নিরুদ্ধ হইলে) মনসঃ (অন্তঃকরণের) বাহ্যার্থভোগঃ (বাহ্যবস্তুর উপভোগ) নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হইয়া থাকে)॥ ১৩৩

অনুবাদ। সকল ইন্দ্রিয়ের যে নিরোধ তাহাই অন্তঃকরণের প্রসন্নতার কারণ। বহিরিন্দ্রিয় সম্যগ্রূপে যদি নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই অন্তঃকরণেরও বাহ্যার্থের প্রতি ভোগ-বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া থাকে॥ ১৩৩

তেন স্বদৌষ্ট্যং পরিমুচ্য চিত্তং
শনৈঃ শনৈঃ শান্তিমুপাদদাতি।
চিত্তস্য বাহ্যার্থবিমোক্ষমেব
মোক্ষং বিদুর্মোক্ষণ-লক্ষণজ্ঞাঃ॥ ১৩৪

অন্বয়। তেন (সেই দমের দ্বারা) চিত্তম্ (অন্তঃকরণ) স্বদৌষ্ট্যং (নিজের দুষ্টভাব) পরিমুচ্য (পরিত্যাগ করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) শান্তিং (শান্তিকে) উপাদদাতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)। মোক্ষণলক্ষণজ্ঞাঃ (মোক্ষের লক্ষণ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা) চিত্তস্য (অন্তঃকরণের) বাহ্যার্থবিমোক্ষং (বাহ্যার্থ হইতে নিবৃত্তি লাভ করাকে) এব (ই) মোক্ষং (মোক্ষ) বিদুঃ (বলিয়া বুঝিয়া থাকেন)॥ ১৩৪

অনুবাদ। সেই দমের দ্বারা অন্তঃকরণ নিজের দুষ্টস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ধীরে ধীরে শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মোক্ষের লক্ষণজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাহ্যার্থ হইতে চিত্তের মোক্ষকেই মোক্ষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন॥ ১৩৪

* বিনুদ্যতে ইতি বা পাঠঃ।

দমং বিনা সাধু মনঃপ্রসাদ-
হেতুং ন বিদ্মঃ সুকরং মুমুক্ষোঃ।
দমেন চিত্তং নিজদোষজাতং
বিসৃজ্য শান্তিং সমুপৈতি শীঘ্রম্ ॥ ১৩৫

অন্বয়। দমং (দমকে) বিনা (ছাড়িয়া) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থী ব্যক্তির) সুকরম্ (অনায়াসলভ্য) মনঃপ্রসাদহেতুং (চিত্তপ্রসন্নতার কারণ) সাধু (সম্যক্-প্রকারে) ন বিদ্মঃ (আমরা জানি না)। দমেন (দমের দ্বারাই) চিত্তম্ (অন্তঃ-করণ) নিজদোষজাতং (স্বীয় দোষসমূহকে) বিসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) শীঘ্রং (সত্বর) শান্তিং (শান্তিকে) সমুপৈতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ ১৩৫

অনুবাদ। দম ব্যতিরেকে মোক্ষার্থী ব্যক্তির অন্য কোন প্রকার সহজলভ্য চিত্তপ্রসাদের হেতু যে সম্যগ্ভাবে হইতে পারে, ইহা আমরা জানি না। চিত্ত দমের দ্বারা দোষসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র শান্তি লাভ করিয়া থাকে॥ ১৩৫

প্রাণায়ামাদ্ভবতি মনসো নিশ্চলত্বং প্রসাদো
যস্যাপ্যস্য প্রতিনিয়তদিগ্দেশকালাদ্যবেক্ষ্য।
সম্যগ্দৃষ্ট্যা ক্বচিদপি তয়া নো দমো হন্যতে তৎ
কুর্য্যাদ্ ধীমান্ দমমনলসশ্চিত্তশান্ত্যৈ প্রযত্নাৎ॥ ১৩৬

অন্বয়। প্রতিনিয়তদিগ্দেশকালাদি (শাস্ত্রবিহিত নিয়ত দিক্, নিয়ত কাল এবং নিয়ত দেশ প্রভৃতি) অবেক্ষ্য (ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া) প্রাণায়ামাৎ (প্রাণায়াম দ্বারা) যস্য (যাহার) মনসঃ (মনের) নিশ্চলত্বং (নিশ্চলতা) [ভবতীতি শেষঃ=হইয়া থাকে]; অস্য (এই ব্যক্তির) ক্বচিদপি (কোনও ভোগ্যবস্তুতে) তয়া (সেই পূর্ব্বকথিত) সম্যগ্দৃষ্টা (ইহা পরম সুন্দর এই প্রকার বুদ্ধির উদয় হইলে) প্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) ন [ভবতীতি=হইতে পারে না]; তৎ (সেইজন্য) অদমঃ (দম যাহার সিদ্ধ হয় নাই, এই প্রকার ব্যক্তি) হন্যতে (সিদ্ধি হইতে স্খলিত হইয়া থাকে); [অতএব=এই কারণেই] ধীমান্ (সুবোধ ব্যক্তি) অনলসঃ (আলস্যরহিত হইয়া) প্রযত্নাৎ (যত্নের সহিত) চিত্তশান্ত্যৈ (চিত্তের শান্তির জন্য) দমং (দমকেই) কুর্য্যাৎ (অভ্যাস করিবে)॥ ১৩৬

অনুবাদ। শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে নিয়ত দিক্, দেশ ও কালাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাণায়াম করিলে যে ব্যক্তির [সময়বিশেষে] চিত্তের নিশ্চলত্ব হয়, দৈববশে উপগত কোন ভোগ্য বস্তুতে চারুতাবুদ্ধির উদয় হইলে, সেই ব্যক্তির [দমসিদ্ধি হয় নাই বলিয়া] চিত্তের প্রসাদ হইতে পারে না; সেই জন্য [ইহা স্থির যে,] যাহার দমসিদ্ধি হয় নাই, [তাহার প্রাণায়ামাদি হঠযোগের সিদ্ধি হইলেও] সমাধিপথ হইতে স্খলন, এমন কি বিনাশও হইতে পারে; এই কারণে

[বাহ্য হঠযোগাদির উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া] সুবোধ ব্যক্তি প্রযত্নের সহিত আলস্য ত্যাগ করিয়া মনের শান্তির জন্য দম অভ্যাস করিয়া থাকেন॥ ১৩৬

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং গতিনিগ্রহেণ
ভোগ্যেষু দোষাদ্যবমর্শনেন।
ঈশপ্রসাদাচ্চ গুরোঃ প্রসাদা-
চ্ছান্তিং সমায়াত্যচিরেণ চিত্তম্॥ ১৩৭

অন্বয়। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং (সকল ইন্দ্রিয়ের) গতিনিগ্রহেণ (অভীষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তির নিরোধ দ্বারা) ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্তুসমূহে) দোষাদ্যবমর্শনেন (দোষ বিচার দ্বারা) ঈশপ্রসাদাৎ (ভগবানের অনুগ্রহে) [এবং] গুরোঃ (শ্রীগুরুদেবের) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহ দ্বারা) অচিরেণ (অল্পকালের মধ্যেই) চিত্তম্ (অন্তঃকরণ) শান্তিং (শান্তিকে) সমায়াতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ ১৩৭

অনুবাদ। অভীষ্ট বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়সমূহের যে গতি তাহা নিরোধ করিয়া এবং ভোগ্য বস্তুসমূহের দোষ বিচার করিয়া পরমেশ্বরের কৃপায় এবং শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহে অল্পকালের মধ্যেই চিত্ত শান্তি লাভ করিয়া থাকে॥ ১৩৭

তিতিক্ষা।

আধ্যাত্মিকাদি যদ্ দুঃখং প্রাপ্তং প্রারব্ধবেগতঃ।
অচিন্তয়া তৎসহনং তিতিক্ষেতি প্রচক্ষতে॥ ১৩৮

অন্বয়। প্রারব্ধবেগতঃ (প্রারব্ধ কর্ম্মের গতিবশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে) যৎ (যাহা কিছু) আধ্যাত্মিকাদি (আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক প্রভৃতি) দুঃখং (দুঃখ) প্রাপ্তম্ (উপস্থিত হয়), অচিন্তয়া (সে বিষয়ে কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া) তৎসহনং (তাহা সহ্য করাই) তিতিক্ষা (তিতিক্ষা এই শব্দের অর্থ) প্রচক্ষতে [পণ্ডিতগণ] (বলিয়া থাকেন)॥ ১৩৮

অনুবাদ। প্রারব্ধকর্ম্মের বেগবশতঃ (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে) আধ্যাত্মিক প্রভৃতি যে কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া তাহার সহনকেই তিতিক্ষা বলে॥ ১৩৮

রক্ষা তিতিক্ষাসদৃশী মুমুক্ষো-
র্ন বিদ্যতেঽসৌ পবিনা ন ভিদ্যতে।

যামেব ধীরাঃ কবচীয় বিঘ্নান্ *
সর্ব্বাংস্তৃণীকৃত্য জয়ন্তি মায়াম্ ॥ ১৩৯

অন্বয়। মুমুক্ষোঃ (মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির) তিতিক্ষা-সদৃশী (তিতিক্ষার সমান) রক্ষা (অন্য কোন রূপ রক্ষা) ন বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই)। অসৌ (এই তিতিক্ষা) পবিনা (বজ্রের দ্বারা) ন ভিদ্যতে (বিদীর্ণ হইতে পারে না); ধীরাঃ (ধীরগণ) যাং (যাহাকে) কবচীয় (কবচস্বরূপ করিয়া) সর্ব্বান্ (সমস্ত) বিঘ্নান্ (বিঘ্নকে) তৃণীকৃত্য (তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া) মায়াং (মায়াকে) জয়ন্তি (জয় করেন)॥ ১৩৯

অনুবাদ। মোক্ষার্থী ব্যক্তির পক্ষে তিতিক্ষার ন্যায় আত্মরক্ষার উপায় আর নাই। তিতিক্ষা বজ্রের দ্বারাও বিদীর্ণ হয় না। এই তিতিক্ষার দ্বারা ধীর ব্যক্তিগণ দেহরক্ষার যাবতীয় বিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ১৩৯

ক্ষমাবতামেব হি যোগসিদ্ধিঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্মী-সুখভোগসিদ্ধিঃ।
ক্ষমাবিহীনা নিপতন্তি বিঘ্নে-
র্বাতৈর্হতাঃ পর্ণচয়া ইব দ্রুমাৎ ॥ ১৪০

অন্বয়। ক্ষমাবতাং (ক্ষমাশীল অর্থাৎ তিতিক্ষু ব্যক্তিগণের) এব (ই) যোগসিদ্ধিঃ (সমাধিসিদ্ধি) [ভবতি=হইয়া থাকে]; স্বারাজ্যলক্ষ্মীসুখভোগসিদ্ধিঃ [চ] (এবং স্বর্গ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্মী দ্বারা যত প্রকার সুখভোগ হইতে পারে, তাহারও সিদ্ধি) [ভবতি=হইয়া থাকে]; বাতৈঃ (বায়ুসমূহ দ্বারা) হতাঃ (তাড়িত) পর্ণচয়াঃ (পত্রসমূহ) দ্রুমাদিব (যেমন বৃক্ষ হইতে) নিপতন্তি (পতিত হয়), ক্ষমাবিহীনাঃ (ক্ষমাহীন জনগণও) [তথা=সেইরূপ] বিঘ্নৈঃ (বিঘ্নসমূহের দ্বারা) নিপতন্তি (যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে)॥ ১৪০

অনুবাদ। যাঁহারা ক্ষমাশীল (অর্থাৎ সহিষ্ণু), তাঁহাদেরই যোগসিদ্ধি হয় এবং তাঁহারাই স্বর্গীয় সম্পদ্ লাভজনিত সকল প্রকার সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন। যাহারা ক্ষমাশীল (সহিষ্ণু) নহে, তাহারাই বায়ু দ্বারা আহত পত্রসমূহ যেমন বৃক্ষ হইতে পতিত হয়, সেইরূপ (যোগমার্গ হইতে) পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৪০

তিতিক্ষয়া তপো দানং যজ্ঞস্তীর্থং ব্রতং শ্রুতম্।
ভূতিঃ স্বর্গোঽপবর্গশ্চ প্রাপ্যতে তত্তদর্থিভিঃ ॥ ১৪১

* কবচীব বিঘ্নান্ ইতি বা পাঠঃ।

অন্বয়। তত্ত্বদর্শিভিঃ (সেই সেই ফল কামনা যাহারা করে, তাহারা) তিতিক্ষয়া (ক্ষমা বা সহিষ্ণুতার প্রভাবেই) তপঃ (তপস্যা) দানং (দান), যজ্ঞঃ (যাগ-হোম প্রভৃতি), তীর্থং (বারাণসী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র), ব্রতং (চান্দ্রায়ণাদি ব্রত), শ্রুতং (বিদ্যা), ভূতিঃ (ঐশ্বর্য্য), স্বর্গঃ (স্বর্গ), অপবর্গশ্চ (এবং মোক্ষ) প্রাপ্যতে (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ ১৪১

অনুবাদ। তত্তৎফলকামী ব্যক্তিগণ এক তিতিক্ষার (সহিষ্ণুতার) দ্বারাই তপস্যা, দান, যজ্ঞ, তীর্থ, ব্রত, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য এবং মোক্ষ পর্য্যন্তও লাভ করিতে পারে॥ ১৪১

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সাধূনামপি চার্হণম্।*
পরাক্ষেপাদিসহনং তিতিক্ষোরেব সিধ্যতি॥ ১৪২

অন্বয়। ব্রহ্মচর্য্যম্ (ব্রহ্মচর্য্য) অহিংসা (হিংসা পরিত্যাগ) সাধূনাং (সাধুগণের) অর্হণং (পূজন), অপিচ (এবং) পরাক্ষেপাদিসহনং (পরের তিরস্কার প্রভৃতির সহন) তিতিক্ষোঃ এব (তিতিক্ষাশীল অর্থাৎ সহিষ্ণু ব্যক্তিরই) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে)॥ ১৪২

অনুবাদ। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সাধুগণের সেবা এবং পরের নিকট হইতে লব্ধ তিরস্কার প্রভৃতি সহন, তিতিক্ষাশীল (সহিষ্ণু) ব্যক্তিরই সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৪২

সাধনেষ্বপি সর্ব্বেষু তিতিক্ষোত্তমসাধনম্।
যত্র বিঘ্নাঃ পলায়ন্তে দৈবিকা অপি ভৌতিকাঃ॥ ১৪৩

অন্বয়। সর্ব্বেষু (সকল) সাধনেষু (সাধনের মধ্যে) তিতিক্ষা (সহনশীলতাই) উত্তমসাধনম্ (উৎকৃষ্ট সাধন) যত্র (যে তিতিক্ষা সিদ্ধ হইলে) দৈবিকাঃ (দৈব) ভৌতিকা অপি (এবং ভৌতিক) বিঘ্নাঃ (বিঘ্নসমূহ) পলায়ন্তে (পলায়ন করিয়া থাকে)॥ ১৪৩

অনুবাদ। সকল প্রকার [মোক্ষ] সাধনের মধ্যে সহিষ্ণুতাই অত্যুৎকৃষ্ট সাধন ; (কারণ) ইহা দ্বারা দৈবিক এবং ভৌতিক সকল প্রকার বিঘ্নই (সাধককে ছাড়িয়া) পলায়ন করিয়া থাকে॥ ১৪৩

তিতিক্ষোরেব বিঘ্নেভ্যস্ত্বনিবর্ত্তিতচেতসঃ।
সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বা অণিমাদ্যাঃ সমৃদ্ধয়ঃ॥ ১৪৪

অন্বয়। বিঘ্নেভ্যঃ (বিঘ্নসমূহ হেতু) অনিবর্ত্তিতচেতসঃ (যাহার চিত্ত মোক্ষমার্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না, এই প্রকার) তিতিক্ষোঃ এব

---

* সাধূনামপ্যগর্হণম্ ইতি বা পাঠঃ।

(সহিষ্ণু ব্যক্তিরই) সর্ব্বাঃ (সকল প্রকার) অণিমাদ্যাঃ (অণিমাদি) সমৃদ্ধয়ঃ (সমৃদ্ধিরূপ) সিদ্ধয়ঃ (সিদ্ধিকয়টিই) সিধ্যন্তি (সিদ্ধ হইয়া থাকে)॥ ১৪৪

অনুবাদ। বিঘ্নসমূহের উদয় হইলেও, মোক্ষপথ হইতে যাহার চিত্ত বিনিবৃত্ত হয় না, এইরূপ সহিষ্ণু ব্যক্তিরই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য নামে প্রসিদ্ধ সিদ্ধিসমূহ লাভ হইয়া থাকে॥ ১৪৪

তস্মান্মুমুক্ষোরধিকা তিতিক্ষা
সম্পাদনীয়েপ্সিতকার্য্যসিদ্ধয়ে।
তীব্রা মুমুক্ষা চ মহত্যুপেক্ষা
চোভে তিতিক্ষা-সহকারিকারণম্॥ ১৪৫

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই কারণে) ঈপ্সিতকার্য্যসিদ্ধয়ে (অভিলষিত কার্য অর্থাৎ মোক্ষ সিদ্ধির জন্য) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষকাম ব্যক্তির) অধিকা (অধিক) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) সম্পাদনীয়া (সম্পাদনীয় অর্থাৎ সম্পাদন করা উচিত); তীব্রা (উৎকট) মুমুক্ষা (মুক্তির ইচ্ছা) চ (এবং) মহতী (প্রবল) উপেক্ষা (বৈরাগ্য), উভে (এই দুইটিই) তিতিক্ষা-সহকারিকারণম্ (তিতিক্ষার সহকারি কারণ হইয়া থাকে)॥ ১৪৫

অনুবাদ। সেই কারণে অভিলষিত কার্য্যসিদ্ধির জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তির অধিক তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) যাহাতে হয়, তাহা কর্ত্তব্য। তীব্র মোক্ষাভিলাষ এবং উৎকট বৈরাগ্য এই দুইটিই তিতিক্ষার (সহিষ্ণুতার) সহকারি কারণ হইয়া থাকে॥ ১৪৫

তত্তৎকালসমাগতাময়ততেঃ শান্ত্যৈ প্রবৃত্তো যদি
স্যাৎ তত্তৎপরিহারকৌষধরতস্তচ্চিন্তনে তৎপরঃ।
তদ্ভিক্ষুঃ শ্রবণাদিধর্ম্মরহিতো ভূত্বা মৃতশ্চেত্ততঃ
কিং সিদ্ধং ফলমাপ্নুয়াতুভয়থা ভ্রষ্টো ভবেৎ স্বার্থতঃ॥ ১৪৬

অন্বয়। ভিক্ষুঃ (সন্ন্যাসী) যদি (যদি) তত্তৎকালসমাগতাময়ততেঃ (সেই-সেই যথানির্দ্দিষ্টকালে উপস্থিত ব্যাধি প্রভৃতির) শান্ত্যৈ (উপশমের জন্য) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত) স্যাৎ (হয়); তত্তৎপরিহারকৌষধরতঃ (সেই সকল ব্যাধি সারাইবার যে সকল ঔষধ আছে, তাহাতেই রত হইয়া) তচ্চিন্তনে (তাহারই চিন্তায়) তৎপরঃ (সর্ব্বদা ব্যাপৃত হয়), শ্রবণাদি-ধর্ম্মরহিতঃ (এইরূপে শ্রবণ মনন প্রভৃতি অবশ্যকর্ত্তব্য ভিক্ষুধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট) ভূত্বা (হইয়া) চেৎ (যদি) মৃতঃ (সেই ভিক্ষু মৃত্যুমুখে পতিত হয়), ততঃ (তাহা হইলে) সঃ (সেই ভিক্ষুঃ) কিং সিদ্ধং ফলং

(কি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ফল) আপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হয় ?) উভয়থা (উভয় প্রকারে) স্বার্থতঃ (নিজের স্বার্থ হইতে) ভ্রষ্টঃ (ভ্রষ্ট) ভবেৎ (হইয়া থাকে) ॥ ১৪৬

অনুবাদ। ভিক্ষু যদি যখনই যে সকল ব্যাধি হয় তাহা সহ্য না করিয়া ব্যাধির প্রতীকারের জন্য যে ব্যাধির যে ঔষধ সেই সেই ঔষধ সংগ্রহে প্রবৃত্ত ও সেই চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া পড়ে এবং (অদৃষ্টবশতঃ তাহার রোগনিবৃত্তি যদি না হয়, প্রত্যুত সন্ন্যাসীর অবশ্য-কর্ত্তব্য) শ্রবণাদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে যদি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে সে সেই ঔষধাদির যাহা প্রসিদ্ধ ফল অর্থাৎ আরোগ্য, তাহা কি প্রাপ্ত হয় ? (কখনই না; প্রত্যুত তাহার আরোগ্যও হইল না এবং সন্ন্যাসীর ধর্ম্মও নষ্ট হইল ; এইরূপে তিতিক্ষার অভাবে) সে উভয় প্রকারেই স্বার্থভ্রষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪৬

যোগমভ্যস্যতো ভিক্ষোর্যোগাচ্চলিতমানসঃ ।*
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ ইত্যাদি প্রাহ কেশবঃ ॥ ১৪৭

অন্বয়। যোগম্ অভ্যস্যতঃ (যোগ অভ্যাসে নিরত) ভিক্ষোঃ (সন্ন্যাসীর) [যদি অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, তাহা হইলে], কেশবঃ (ভগবান্ নারায়ণ) যোগাচ্চলিতমানসঃ (যোগ হইতে যাহার মনঃ বিচলিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি) পুণ্যকৃতাম্ (মৃত্যুর পর পুণ্যার্জ্জিত) লোকান্ (লোকসমূহকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) ইত্যাদি (এই প্রকার বাক্যের দ্বারা) [কি গতি হয়, তাহা], [গীতাতে] প্রাহ (স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন) ॥ ১৪৭

অনুবাদ। যোগ অভ্যাস করিতে করিতে ভিক্ষুর [দৈববশে যত্নের শৈথিল্য ঘটিলে, তাঁহার কীদৃশী গতি হয়, অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে] ভগবান্ কেশব, "যোগ হইতে বিচলিতচিত্ত ব্যক্তি পুণ্যোপার্জ্জিত লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া" ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞাপন করিয়াছেন ॥ ১৪৭

ন তু কৃত্বৈব সন্ন্যাসং তূষ্ণীমেব মৃতস্য চ । †
পুণ্যলোকগতিং ব্রূতে ভগবান্ন্যাসমাত্রতঃ ॥ ১৪৮

অন্বয়। তু (কিন্তু) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস মাত্র) কৃত্বৈব (করিয়াই) তূষ্ণীমেব (কোন প্রকার যোগানুষ্ঠান না করিয়া) মৃতস্য (মৃত ব্যক্তির) ন্যাসমাত্রতঃ (কেবল সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছে বলিয়াই) পুণ্যলোকগতিং (পুণ্যলোকসমূহে গতি) ভগবান্ (নারায়ণ) ন ব্রূতে (বলেন নাই) ॥ ১৪৮

---

* চলিতচেতসঃ ইতি বা পাঠঃ। † মৃতস্য হি ইতি বা পাঠঃ।

অনুবাদ। কেবল সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়া কোন প্রকার যোগানুষ্ঠান না করিয়া যদি কোন সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে কেবল সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার পুণ্যলোকসমূহে গতি হইবে, এই প্রকার উপদেশ ভগবান্ প্রদান করেন নাই॥ ১৪৮

ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।
ইত্যনুষ্ঠেয়সন্ত্যাগাৎ সিদ্ধ্যভাবমুবাচ হ॥ ১৪৯

অন্বয়। সন্ন্যসনাৎ এব (কেবল অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের ত্যাগ করিলেই) সিদ্ধিং (সিদ্ধিকে) ন সমধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয় না) ইতি (এইপ্র কার বাক্যের দ্বারা) [ভগবান্ ইতি শেষঃ=ভগবান্ বাসুদেব] অনুষ্ঠেয়সন্ত্যাগাৎ (কেবল অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের পরিত্যাগ করিলে) সিদ্ধ্যভাবং (সিদ্ধির অভাব অর্থাৎ সিদ্ধি হয় না) উবাচ (বলিয়াছেন)॥ ১৪৯

অনুবাদ। "কেবল সন্ন্যাস (অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ) করিলেই সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় না" এই প্রকার উক্তি দ্বারা [ভগবান্] কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিত্যাগ করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না, তাহা [স্পষ্টই] নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ১৪৯

তস্মাৎ তিতিক্ষয়া সোঢ়্বা তত্তদ্দুঃখমুপাগতম্।
কুর্য্যাচ্ছক্ত্যনুরূপেণ শ্রবণাদি শনৈঃ শনৈঃ॥ ১৫০

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই কারণে) উপাগতং (সমুপস্থিত) তত্তৎ (সেই সেই) দুঃখং (দুঃখকে) তিতিক্ষয়া (সহনশীলতা দ্বারা) সোঢ়্বা (সহ্য করিয়া) শক্ত্যনুরূপেণ (নিজ সামর্থ্য অনুসারে) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) শ্রবণাদি (শ্রবণ ও মনন প্রভৃতি) কুর্য্যাৎ (করিবে)॥ ১৫০

অনুবাদ। সেই কারণে [অদৃষ্টবশে] উপস্থিত সেই সেই দুঃখকে সহনশীলতার দ্বারা সহ্য করিয়া [সন্ন্যাসী] নিজ সামর্থ্য অনুসারে শ্রবণ ও মননাদি করিবে॥ ১৫০

প্রয়োজনং তিতিক্ষায়াঃ সাধিতায়াঃ প্রযত্নতঃ।
প্রাপ্তদুঃখাসহিষ্ণুত্বে ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে॥ ১৫১

অন্বয়। প্রাপ্তদুঃখাসহিষ্ণুত্বে (উপস্থিত দুঃখ যদি সহিতে না পারা যায়, তাহা হইলে) প্রযত্নতঃ (যত্নপূর্ব্বক) সাধিতায়াঃ (অভ্যস্ত) তিতিক্ষায়াঃ (সহনশীলতার) কিঞ্চিদপি (কিছুই) প্রয়োজনং (ফল) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না)॥ ১৫১

অনুবাদ। [প্রাক্তন কর্ম্মবশে] উপস্থিত দুঃখকে যদি সহিতে না পারা যায়, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক সাধিত সহনশীলতার কোনই ফল দৃষ্ট হয় না॥ ১৫১

সন্ন্যাসঃ।

সাধনত্বেন দৃষ্টানাং সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাম্।

বিধিনা যঃ পরিত্যাগঃ স সন্ন্যাসঃ সতাং মতিঃ * ॥ ১৫২

অন্বয়। সাধনত্বেন (স্বর্গাদির সাধন অর্থাৎ উপায় স্বরূপে) দৃষ্টানাং (শাস্ত্রে দৃষ্ট) সর্ব্বেষাং (সকল প্রকার) কর্ম্মণাম্ অপি (কর্ম্মেরই) বিধিনা (শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে) যঃ (যে) পরিত্যাগঃ (পরিবর্জ্জন), সঃ (তাহাই) সন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাস ইহা) সতাং (সাধুগণের) মতিঃ (জ্ঞান, মত) ॥ ১৫২

অনুবাদ। স্বর্গাদির উপায় বলিয়া যে সকল কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত, সেই সকল [নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য] কর্ম্মের শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যে পরিত্যাগ, তাহাই সন্ন্যাস—এইপ্রকারই সাধুগণের মত ॥ ১৫২

উপরময়তি কর্ম্মাণীত্যুপরতিশব্দেন কথ্যতে ন্যাসঃ।

ন্যাসেন হি সর্ব্বেষাং শ্রুত্যা প্রাপ্তো† বিকর্ম্মণাং ত্যাগঃ ॥ ১৫৩

অন্বয়। কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহকে) উপরময়তি (পরিত্যাগ করাইয়া থাকে) ইতি (এজন্য) উপরতিশব্দেন (উপরতি এই শব্দটির দ্বারা) ন্যাসঃ (সন্ন্যাস) কথ্যতে (বুঝাইয়া থাকে); সর্ব্বেষাং (সকল) কর্ম্মণাং (কর্ম্মেরই) ন্যাসেন (পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া) বিকর্ম্মণাং (বিরুদ্ধ কর্ম্মসমূহেরও) ত্যাগ (পরিত্যাগও) শ্রুত্যা (বেদের দ্বারা) প্রাপ্তঃ (বুঝিতে পারা যায়) ॥ ১৫৩

অনুবাদ। কর্ম্মসমূহকে পরিত্যাগ করাইয়া থাকে বলিয়া, উপরতি শব্দে সন্ন্যাস বুঝায়। সকল কর্ম্মেরই পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া, [এই সন্ন্যাসাশ্রমে] বিরুদ্ধ কর্ম্মসকলেরও ত্যাগ শ্রুতি দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে ॥ ১৫৩

কর্ম্মণা সাধ্যমানস্যাঽনিত্যত্বং শ্রূয়তে যতঃ।

কর্ম্মণাঽনেন কিং নিত্যফলেপ্সোঃ পরমার্থিনঃ ॥ ১৫৪

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু) কর্ম্মণা (কর্ম্মের দ্বারা) সাধ্যমানস্য (যাহা সাধিত হয় তাহার) অনিত্যত্বম্ (বিনাশ) শ্রূয়তে (বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে) [তস্মাৎ=সেই কারণে] পরমার্থিনঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) নিত্যফলেপ্সোঃ (নিত্যফলার্থী অর্থাৎ মোক্ষকামী সন্ন্যাসীর) অনেন কর্ম্মণা (এই কর্ম্মের দ্বারা) কিম্? (কি ফল হইতে পারে?) ॥ ১৫৪

অনুবাদ। যেহেতু কর্ম্মের দ্বারা লব্ধ ফলের অনিত্যত্ব বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে, অতএব এই কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষার্থীর (সন্ন্যাসীর) কি

---

* সতাং মতঃ ইতি বা পাঠঃ। † প্রোক্তো বিকর্ম্মণাং ত্যাগঃ ইতি বা পাঠঃ।

প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে? (অর্থাৎ কোন প্রয়োজনই সাধিত হয় না)॥ ১৫৪

উৎপাদ্যমাপ্যং সংস্কার্য্যং বিকার্য্যং পরিগণ্যতে।
চতুর্ব্বিধং কর্ম্মসাধ্যং ফলং নান্যদিতঃ পরম্॥ ১৫৫

অন্বয়। কর্ম্মসাধ্যং (ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদ্য) ফলং (ফল) উৎপাদ্যম্ (উৎপাদ্য) আপ্যম্ (আপ্য) সংস্কার্য্যং (সংস্কার্য্য) বিকার্য্যং চ (এবং বিকার্য্য) চতুর্ব্বিধম্ (এই চারি প্রকার) পরিগণ্যতে (পরিগণিত হইয়া থাকে); ইতঃ (ইহা হইতে) পরং (ভিন্ন) অন্যৎ (অন্য কোন ফল) ন [অস্তি=নাই]॥ ১৫৫

অনুবাদ। ক্রিয়া দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হয়, এইরূপ ফল উৎপাদ্য, আপ্য, সংস্কার্য্য এবং বিকার্য্য এই চারিপ্রকার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত ক্রিয়াসাধ্য কোন ফলই হইতে পারে না॥ ১৫৫

মন্তব্য। ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত যে ফল, তাহাই ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। এই ফল বা কর্ম্ম বৈয়াকরণগণের মতানুসারে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। যথা,—উৎপাদ্য, আপ্য, সংস্কার্য্য এবং বিকার্য্য। উপাদান কারণ বিকৃত হয় না, অথচ ক্রিয়া দ্বারা সেই উপাদান হইতে একটি নূতন বস্তু যদি উৎপন্ন হয়, তাহাকে (সেই বস্তুকে) উৎপাদ্য কর্ম্ম বলা যায়। ইহার উদাহরণ যথা,—পটং করোতি (অর্থাৎ পট করিতেছে)। এই স্থলে পটরূপ যে দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহা ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু ঐ পটের উপাদানস্বরূপ যে সকল তন্তু বা সূত্র—তাহাদের বিনাশ বা বিকার কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং কৃ ধাতুর অর্থ যে ক্রিয়া, পট সেই ক্রিয়ার উৎপাদ্য কর্ম্ম হইতেছে। দ্বিতীয় আপ্য কর্ম্ম—ক্রিয়া দ্বারা কোন বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না, অথচ যাহা ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া ব্যবহৃত, সেই জাতীয় কর্ম্মের নাম আপ্য কর্ম্ম। উদাহরণ যথা,—দেবদত্তঃ ঘটং জানাতি (অর্থাৎ দেবদত্ত ঘটকে জানিতেছে)। এই স্থলে জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা ঘটের কোন প্রকার বিকার বা অবস্থান্তর কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না, অথচ ঘটকে আমরা জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া ব্যবহার করিতেছি; এই কারণে ঘট জ্ঞান ক্রিয়ার আপ্য কর্ম্ম হইতেছে। তৃতীয় সংস্কার্য্য কর্ম্ম—ক্রিয়ার দ্বারা যে কর্ম্মে কোন প্রকার সংস্কার বা অদৃষ্ট ধর্ম্মবিশেষ উৎপন্ন হয়, সেই কর্ম্মকে সংস্কার্য্য কর্ম্ম বলা যায়। যথা,—ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি (ধান্যকে প্রোক্ষিত করিতেছে)। এই স্থলে প্রোক্ষণ শব্দের অর্থ জলছিটান, এই প্রোক্ষণরূপ ক্রিয়া দ্বারা ধান্যে কোন প্রকার দৃষ্ট বিশেষ না হইলেও, যজ্ঞের প্রকরণে যখন ধান্যে জল ছিটাইবার বিধান করা হইয়াছে এবং ঐ প্রকার ধান্যের দ্বারা পুরোডাশ নির্ম্মাণ (পিষ্টক প্রস্তুত করা) বিহিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, ধান্যে জল ছিটাইলে তাহাতে কোন অদৃষ্ট বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হয়। যাহাতে তাদৃশ অদৃষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, সেই ধান্য দ্বারা পুরোডাশ নিষ্পন্ন করিয়া তাহা দ্বারা যাগ করিলেই ঐ যাগ সিদ্ধ হয়; প্রোক্ষণ করিলে বা জল ছিটাইলে ধান্যে যে অদৃষ্ট ফল হয়, তাহারই নাম সংস্কার—এই সংস্কার প্রোক্ষণ দ্বারা ধান্যে হয় বলিয়া

ধান্যকে প্রোক্ষণ ক্রিয়ার সংস্কার্য্য কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। চতুর্থ বিকার্য্য কর্ম্ম —একটি দ্রব্যকে রূপান্তরিত করিয়া যে ক্রিয়া আর একটি দ্রব্য উৎপাদন করে, সেই ক্রিয়ার কর্ম্মকে বিকার্য্য কর্ম্ম কহে। যেমন—দুগ্ধং দধি করোতি বা কাষ্ঠং ভস্ম করোতি (দুগ্ধকে দধি করিতেছে বা কাষ্ঠকে ভস্ম করিতেছে)। দুগ্ধকে রূপান্তরিত করিয়া দধি উৎপন্ন করিতেছে বা কাষ্ঠকে রূপান্তরিত করিয়া ভস্ম উৎপন্ন করিতেছে বলিয়া কৃ ধাতুর অর্থ যে ক্রিয়া—তাহার দধি বা ভস্মরূপ যে কর্ম্ম, তাহাকে বিকার্য্য কর্ম্ম বলা যায়। ইহাই হইল চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম—এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম ছাড়া ধাত্বর্থ ক্রিয়ার অন্য কোন প্রকার কর্ম্ম হইতে পারে না।—ইহাই হইল এই শ্লোকটির তাৎপর্য্যার্থ।

নৈতদন্যতমং * ব্রহ্ম কদা ভবিতুমর্হতি।
স্বতঃসিদ্ধং সর্ব্বদাপ্তং শুদ্ধং নির্ম্মলমক্রিয়ম্ ॥ ১৫৬

অন্বয়। ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) [যতঃ=যেহেতু] স্বতঃসিদ্ধং (স্বয়ংসিদ্ধ) সর্ব্বদাপ্তং (সর্ব্বদা প্রাপ্ত) শুদ্ধং (বিশুদ্ধস্বভাব) নির্ম্মলং (মলহীন) অক্রিয়ম্ (এবং সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া-বিবর্জ্জিত) [অতঃ=এই কারণে] [তৎ=সেই ব্রহ্ম] এতদন্যতমম্ (এই চারি প্রকার কর্ম্মের মধ্যে একটি) কদা (কখনও) ন ভবিতুমর্হতি (হইতে পারে না)॥ ১৫৬

অনুবাদ। যেহেতু পরমাত্মা স্বতঃসিদ্ধ, সর্ব্বদাপ্রাপ্ত, বিশুদ্ধ, মলরহিত এবং নিষ্ক্রিয়; এই কারণে তিনি এই চারিপ্রকার কর্ম্মের মধ্যে কোন একটি বলিয়া কখনই পরিগণিত হইতে পারেন না॥ ১৫৬

ন চাহস্য কশ্চিজ্জনিতেত্যাগমেন নিষিধ্যতে।
কারণং ব্রহ্ম তত্তস্মাদ্ ব্রহ্ম নোৎপাদ্যমিষ্যতে ॥ ১৫৭

অন্বয়। অস্য (ইহার, এই ব্রহ্মের) কশ্চিৎ (কেহই) জনিতা (উৎপাদয়িতা) ন [অস্তি=নাই] ইতি (এই প্রকার) আগমেন (শ্রুতি দ্বারা) [ব্রহ্মণঃ] কারণং (ব্রহ্মের কারণ) নিষিধ্যতে (নিরাকৃত হইতেছে) তস্মাৎ (সেই কারণে) তৎ (সেই) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) উৎপাদ্যম্ (উৎপাদ্য কর্ম্ম বলিয়া) ন ইষ্যতে (অঙ্গীকৃত হইতে পারেন না)॥ ১৫৭

অনুবাদ। "ইহার কেহই উৎপাদয়িতা নাই" এই প্রকার শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের কারণ (উৎপত্তিহেতু) নিরাকরণ করিতেছে, এই কারণে সেই ব্রহ্ম [কোন ক্রিয়ার] উৎপাদ্য কর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারেন না॥ ১৫৭

আপ্ত্রাপ্যয়োস্তু ভেদশ্চেদ্ আপ্ত্রা চাপ্যমবাপ্যতে।
আপ্তৃস্বরূপমেবৈতদ্ ব্রহ্ম নাপ্যং কদাচন ॥ ১৫৮

অন্বয়। তু (পরন্তু) আপ্ত্রাপ্যয়োঃ (প্রাপ্তির কর্ত্তা এবং কর্ম্ম এই দুইটির মধ্যে)

* অন্যতরম্ ইতি বা পাঠঃ।

চেৎ (যদি) ভেদঃ (ভেদ) [থাকাই স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম হয়] [তদা=তাহা হইলে] আপ্ত্রা (প্রাপ্তির কর্ত্তা দ্বারা) আপ্যম্ (প্রাপ্তির কর্ম্ম) অবাপ্যতে (অবাপ্ত অর্থাৎ লব্ধ হইবে); এতৎ (এই) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) আপ্তৃস্বরূপমেব (আত্মস্বরূপে সর্ব্বদা সকল বস্তুকেই পাইয়া রহিয়াছেন) [এই কারণে] কদাচন (কোন সময়েই) [এতৎ ব্রহ্ম=এই ব্রহ্ম] আপ্যম্ (প্রাপ্তিক্রিয়ার কর্ম্ম) ন [ভবিতুমর্হতি=হইতেই পারেন না]॥ ১৫৮

অনুবাদ। পরন্তু প্রাপ্তির কর্ত্তা এবং প্রাপ্তির কর্ম্ম এই দুইটি বস্তুর মধ্যে ভেদ থাকাই যদি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হয়, তাহা হইলে যে প্রাপ্তির কর্ত্তা, সে অপ্রাপ্ত কর্ম্মকে প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্ম সর্ব্বদা সকল বস্তু-প্রাপ্তির কর্ত্তা [এরূপ যদি হইল তবে], এই ব্রহ্ম প্রাপ্তি ক্রিয়ার কর্ম্ম কিছুতেই হইতে পারেন না॥ ১৫৮

মলিনস্যৈব সংস্কারো দর্পণাদেরিহেষ্যতে।
ব্যোমবন্নিত্যশুদ্ধস্য ব্রহ্মণো নৈব সংস্ক্রিয়া॥ ১৫৯

অন্বয়। মলিনস্য (মলিন) এব (হইলেই) দর্পণাদেঃ (দর্পণ প্রভৃতির) ইহ (এই সংসারে) সংস্কারঃ (মার্জ্জনাদি দ্বারা সংস্কার অর্থাৎ পরিষ্করণ) ইষ্যতে (ইষ্ট হইয়া থাকে); ব্যোমবৎ (আকাশের ন্যায়) নিত্যশুদ্ধস্য (নিত্য বিশুদ্ধস্বভাব) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) সংস্ক্রিয়া (সংস্কার অর্থাৎ শোধন) নৈব [ভবিতুমর্হতি=হইতে পারে না]॥ ১৫৯

অনুবাদ। মলিন হইলেই এই সংসারে দর্পণাদির সংস্কার (অর্থাৎ পরিষ্করণ) ইষ্ট হইয়া থাকে। আকাশের ন্যায় নিত্য বিশুদ্ধস্বভাব ব্রহ্মের সংস্কারের প্রয়োজন নাই॥ ১৫৯

কেন দুষ্টেন যুজ্যেত বস্তু নির্ম্মলমক্রিয়ম্।
যদ্‌যোগাদাগতং দোষং সংস্কারো বিনিবর্ত্তয়েৎ॥ ১৬০

অন্বয়। নির্ম্মলং (নির্দ্দোষ) অক্রিয়ং (ক্রিয়ারহিত) বস্তু (ব্রহ্মস্বরূপ বস্তু) কেন দুষ্টেন (কোন্ দুষ্ট বস্তুর সহিত) যুজ্যেত (যুক্ত হইতে পারে?) যদ্‌যোগাৎ (যে দুষ্ট বস্তুর সহিত যোগ হইয়াছে বলিয়া) আগতম্ (আগত) দোষং (দোষকে) সংস্কারঃ (সংস্কার) বিনিবর্ত্তয়েৎ (নিবৃত্ত করিতে পারে)॥ ১৬০

অনুবাদ। ব্রহ্ম স্বয়ং নির্দ্দোষ ও নিষ্ক্রিয়; কোন্ দুষ্ট বস্তুর সহিত তিনি মিলিত হইতে পারেন, যাহার সহিত মিলনের ফলে জাত দোষকে সংস্কার দ্বারা দূর করিতে হয়? অর্থাৎ কোন প্রকার দূষিত বস্তু-সংযোগে স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম সদোষ হইতে পারেন আর সংস্কার দ্বারা সেই দোষ নিরাকৃত হইতে পারে এরূপ কল্পনাও করা যাইতে পারে না॥ ১৬০

নির্গুণস্য গুণাধানমপি নৈবোপপদ্যতে।
কেবলো নির্গুণশ্চেতি নৈর্গুণ্যং শ্রূয়তে যতঃ॥ ১৬১

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু) কেবলঃ (একমাত্র অর্থাৎ অদ্বিতীয়) নির্গুণশ্চ (এবং নির্গুণ) ইতি (এইরূপ) নৈর্গুণ্যং (নির্গুণত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব) শ্রূয়তে (শ্রুতিদ্বারা) [প্রতিপাদিত হইয়াছে] [অতঃ=এই কারণে] নির্গুণস্য (নির্গুণ আত্মার) গুণাধানম্ অপি (কোন প্রকার নূতন গুণের আরোপও) নৈব উপপদ্যতে (যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না)॥ ১৬১

অনুবাদ। যেহেতু "[সেই আত্মা] অদ্বিতীয় এবং নির্গুণ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা আত্মার নির্গুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, অতএব সেই নির্গুণ আত্মাতে কোনপ্রকার গুণের আধান [-রূপ সংস্কারও] যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না॥ ১৬১

সাবয়বস্য ক্ষীরাদের্বস্তুনঃ পরিণামিনঃ।
যেন কেন বিকারিত্বং স্যান্নো নিষ্কর্ম্মবস্তুনঃ॥ ১৬২

অন্বয়। সাবয়বস্য (অবয়বযুক্ত) পরিণামিনঃ (অতএব পরিণামী অর্থাৎ যাহা রূপান্তরিত হইতে পারে এমন) ক্ষীরাদেঃ (দুগ্ধ প্রভৃতি) বস্তুনঃ (দ্রব্যের) যেন কেন (কোন একটি বস্তুর দ্বারা) বিকারিত্বং (বিকার অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্তি) স্যাৎ (হইয়া থাকে) নিষ্কর্ম্মবস্তুনঃ (ক্রিয়াহীন পরমার্থ বস্তুর) ন বিকারিত্বং স্যাৎ (বিকার হইতে পারে না)॥ ১৬২

অনুবাদ। অবয়ববিশিষ্ট অতএব বিকারশীল দুগ্ধাদি বস্তুরই কোন বস্তুর দ্বারা বিকার বা অবস্থান্তর-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আত্মা নিষ্ক্রিয় (সুতরাং নিরবয়ব বস্তু) এই কারণে তাঁহার বিকার হইতে পারে না॥ ১৬২

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
ইত্যেব বস্তুনস্তত্ত্বং শ্রুতিযুক্তিব্যবস্থিতম্॥ ১৬৩

অন্বয়। নিষ্কলম্ (অবয়বশূন্য) নিষ্ক্রিয়ং (ক্রিয়াহীন) শান্তং (সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবরহিত) নিরবদ্যং (নির্দ্দোষ) নিরঞ্জনঞ্চ (এবং নির্লিপ্ত) ইত্যেব (এই প্রকারই) বস্তুনঃ (পরমাত্মস্বরূপ বস্তুর) তত্ত্বং (স্বরূপ) শ্রুতিযুক্তিব্যবস্থিতং (শ্রুতি এবং যুক্তি দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে)॥ ১৬৩

অনুবাদ। নিরবয়ব, ক্রিয়াহীন, সর্ব্বোপদ্রবশূন্য, নির্দ্দোষ এবং নির্লিপ্ত এইপ্রকার বিশেষণদ্বারাই আত্মার (অর্থাৎ ব্রহ্মের) তত্ত্ব শ্রুতি এবং যুক্তি দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে॥ ১৬৩

তস্মান্ন কর্ম্মসাধ্যত্বং ব্রহ্মণোঽস্তি কুতশ্চন।
কর্ম্মসাধ্যং ত্বনিত্যং হি ব্রহ্ম নিত্যং সনাতনম্॥ ১৬৪

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই কারণে) কুতশ্চন (কোন প্রকারেই) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) কর্ম্মসাধ্যত্বং (কর্ম্মসাধ্যত্ব অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারা উৎপত্তি) ন [ভবিতুমর্হতি= হইতে পারে না]। কর্ম্মসাধ্যং (যাহা কর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন, তাহাই)

অনিত্যং (বিনাশী); সনাতনং (সর্ব্বকালেই বিদ্যমান) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) নিত্যম্ (অবিনাশী)॥ ১৬৪

অনুবাদ। অতএব ব্রহ্মের কোন প্রকার কর্ম্মসাধ্যত্ব নাই, অর্থাৎ কোনরূপ ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্ম উৎপন্ন হন না। যাহা কর্ম্মসাধ্য, তাহাই বিনাশী; ব্রহ্ম সনাতন [অতএব] নিত্য॥ ১৬৪

দেহাদিঃ ক্ষীয়তে লোকো যথৈবং কর্ম্মণা চিতঃ।
তথৈবামুষ্মিকো লোকঃ সঞ্চিতঃ পুণ্যকর্ম্মণা॥ ১৬৫

অন্বয়। কর্ম্মণা (কর্ম্মের দ্বারা) চিতঃ (অর্জ্জিত) দেহাদিঃ (দেহপ্রভৃতি) লোকঃ (ভোগসাধন দ্রব্য) যথা (যেমন) ক্ষীয়তে (কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়), তথৈব (সেইরূপেই) পুণ্যকর্ম্মণা (পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা) সঞ্চিতঃ (অর্জ্জিত) আমুষ্মিকঃ (পারলৌকিক) লোকঃ (ভোগসাধন দ্রব্যসমূহও) এবম্ (এই প্রকারেই) [ক্ষীয়তে=ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে]॥ ১৬৫

অনুবাদ। কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত দেহাদি ভোগসাধন (ভোগের উপায়) দ্রব্য যেমন কালে (নিশ্চয়ই) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত স্বর্গপ্রভৃতি পারলৌকিক ভোগসাধনসমূহও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৬৫

কৃতকত্বমনিত্যত্বে হেতুর্জাগর্ত্তি সর্ব্বদা।
তস্মাদনিত্যে স্বর্গাদৌ পণ্ডিতঃ কো নু মুহ্যতি॥ ১৬৬

অন্বয়। অনিত্যত্বে (বিনাশিত্বরূপ সাধ্য সিদ্ধির পক্ষে) কৃতকত্বং (ক্রিয়া-সাধ্যত্বরূপ), হেতুঃ (সাধক হেতু) সর্ব্বদা (সকল সময়েই) জাগর্ত্তি (জাগিয়া রহিয়াছে); তস্মাৎ (সেই কারণে) অনিত্যে (বিনশ্বর) স্বর্গাদৌ (স্বর্গপ্রভৃতি ভোগ্য বস্তুতে) কঃ (কোন্) পণ্ডিতঃ (বিদ্বান্) মুহ্যতি (মোহপ্রাপ্ত হয় ?)॥ ১৬৬

অনুবাদ। ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া অনিত্যতার হেতুরূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান অর্থাৎ যাহা ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত তাহাই অনিত্য। অতএব কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি স্বর্গ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ? (অর্থাৎ কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই এই সকল বিনশ্বর ভোগ্য বস্তুকে স্থায়ি বলিয়া ভ্রান্ত হন না।)॥ ১৬৬

জগদ্ধেতোস্তু নিত্যত্বং সর্ব্বেষামপি সম্মতম্।
জগদ্ধেতুত্বমস্যৈব বাবদীতি শ্রুতির্মুহুঃ॥ ১৬৭

অন্বয়। জগদ্ধেতোঃ (যাহা জগতের মূলকারণ, তাহার) নিত্যত্বম্ (অবিনা-শিত্ব) সর্ব্বেষামপি (সকল দার্শনিকেরই) সম্মতম্ (অভিমত)। শ্রুতিঃ (বেদ) মুহুঃ (বারংবার) অস্য এব (এই ব্রহ্মেরই) জগদ্ধেতুত্বং (জগৎকারণত্ব) বাবদীতি (অতিশয়রূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন)॥ ১৬৭

অনুবাদ। যাহা জগতের কারণ, তাহা যে অবিনাশী, ইহা সকল

দার্শনিকেরই অভিমত। শ্রুতি বারংবার এই ব্রহ্মকেই জগৎকারণরূপে সুস্পষ্ট-নির্দ্দেশ করিতেছে, [সুতরাং এই ব্রহ্ম অবিনাশী।]॥ ১৬৭

ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যমিতি চ শ্রুতিঃ।
অস্যৈব নিত্যতাং ব্রূতে জগদ্ধেতোস্ততঃ * স্ফুটম্ ॥ ১৬৮

অন্বয়। "ইদম্" (এই) "সর্ব্বং" (সকলই) "ঐতদাত্ম্যং" (ব্রহ্মকে আত্ম-স্বরূপে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে) [এবং] "তৎ" (তাহাই) "সত্যং" (সত্য) ইতি চ (এই প্রকার বহুতর) শ্রুতিঃ (বেদবাক্য) জগদ্ধেতোঃ (জগতের হেতুভূত) অস্যৈব (এই ব্রহ্মেরই) নিত্যতাম্ (অবিনাশিত্ব) ব্রূতে (প্রতিপাদন করিতেছে) ; ততঃ (সেই কারণে) স্ফুটং (বিশদভাবে) [ব্রহ্মণো নিত্যত্বং জ্ঞায়তে=ব্রহ্মের নিত্যত্ব বুঝা যাইতেছে] ॥ ১৬৮

অনুবাদ। "এই সকল বিশ্বই ব্রহ্মরূপ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত" এবং "সেই ব্রহ্মই সত্য" এই প্রকার বহুতর শ্রুতিবাক্য জগতের হেতুভূত এই ব্রহ্মেরও নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ; এইজন্য তাঁহার নিত্যত্ব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ॥ ১৬৮

ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেনেতি স্বয়ং শ্রুতিঃ।
কর্ম্মণো মোক্ষহেতুত্বং সাক্ষাদেব নিষেধতি ॥ ১৬৯

অন্বয়। কর্ম্মণা (কর্ম্মের দ্বারা) [অমৃতত্ব] ন (হয় না), প্রজয়া (সন্তানের দ্বারা) [অমৃতত্ব] ন (হয় না), ধনেন (ধনের দ্বারা) [অমৃতত্ব] ন (হয় না), ইতি (এইরূপ) শ্রুতিঃ (বেদবাক্য) স্বয়ং (নিজেই) কর্ম্মণঃ (সকল প্রকার কর্ম্মেরই) মোক্ষহেতুত্বং (মোক্ষকারণত্ব) সাক্ষাৎ এব (প্রত্যক্ষভাবেই) নিষেধতি (নিষেধ করিতেছে) ॥ ১৬৯

অনুবাদ। "কর্ম্মের দ্বারা [অমৃতত্ব লাভ] হয় না, সন্তানের দ্বারা [অমৃতত্ব] হয় না, ধনের দ্বারাও [অমৃতত্ব পাওয়া যায় না]" এই প্রকার শ্রুতিবাক্য নিজেই প্রত্যক্ষভাবে কর্ম্মের মোক্ষহেতুত্ব প্রতিষেধ করিতেছে ॥ ১৬৯

প্রত্যগ্‌ব্রহ্মবিচারপূর্ব্বমুভয়োরেকত্ববোধং বিনা †
কৈবল্যং পুরুষস্য সিধ্যতি পরব্রহ্মাত্মতালক্ষণম্।
ন স্নানৈরপি কীর্ত্তনৈরপি জপৈ র্নো কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণৈ-
র্নো বাপ্যধ্বরযজ্ঞদাননিগমৈ র্নো মন্ত্রতন্ত্রৈরপি ॥ ১৭০

অন্বয়। পুরুষস্য (পুরুষের) পরব্রহ্মাত্মতালক্ষণং (পরব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্তিরূপ) কৈবল্যং (মোক্ষ) প্রত্যগ্‌ব্রহ্মবিচারপূর্ব্বং (বেদান্ত শাস্ত্রের দ্বারা সর্ব্বান্তরাত্মার স্বরূপ বিচারপূর্ব্বক) উভয়োঃ (জীব এবং ব্রহ্মের) একত্ববোধম্ (অভেদ-জ্ঞান) বিনা (ব্যতিরেকে) স্নানৈঃ অপি (প্রচুর স্নান দ্বারাও) ন

* সন্তঃ ইতি বা পাঠঃ।
† বোধাদ্‌বিনা ইতি বা পাঠঃ।

সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না), কীর্ত্তনৈরপি (কীর্ত্তনসমূহের দ্বারাও) [ন সিধ্যতি=সিদ্ধ হয় না], জপৈঃ (বহুসংখ্যক জপ করিলেও) [ন সিধ্যতি=সিদ্ধ হয় না], কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণৈঃ (ক্লেশসাধ্য চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতসমূহের দ্বারাও) নো [সিধ্যতি =সিদ্ধ হয় না], বা (কিংবা) অধ্বরযজ্ঞদাননিগমৈরপি (বহুবিধ যাগ যজ্ঞ দান এবং অধ্যাপন দ্বারাও) নো [সিধ্যতি=সিদ্ধ হয় না], মন্ত্রতন্ত্রৈঃ অপি (মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারাও) নো [সিধ্যতি=সিদ্ধ হয় না] ॥ ১৭০

অনুবাদ। পরব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্তিই জীবের মোক্ষ। এই মোক্ষ—ব্রহ্মের স্বরূপ-বিচার হইতে উৎপন্ন জীব ও ব্রহ্মের অভেদবোধ বিনা (অন্য) কোন উপায় দ্বারা হয় না অর্থাৎ প্রচুর স্নান দ্বারা, বহু কীর্ত্তন দ্বারা, জপসমূহ দ্বারা, ক্লেশসাধ্য চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতসমূহ দ্বারা, নানাপ্রকার যাগ যজ্ঞ, (বহুবিধ) দান বা বহু ছাত্রকে অধ্যাপন ও মন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারাও [কিছুতেই] ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ১৭০

"জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" ইতি শ্রুত্যা নিগদ্যতে।
জ্ঞানস্য মুক্তিহেতুত্বমন্যব্যাবৃত্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭১

অন্বয়। "জ্ঞানাৎ এব (একমাত্র জ্ঞান হইতেই) কৈবল্যং" (মোক্ষ) [ভবতি=হয়] ইতি (এইপ্রকার) শ্রুত্যা (শ্রুতি দ্বারা) অন্যব্যাবৃত্তিপূর্ব্বকং (অপর কারণের প্রতিষেধ করিয়া) জ্ঞানস্য (আত্মতত্ত্বজ্ঞানেরই) মুক্তিহেতুত্বং (মোক্ষকারণত্ব) নিগদ্যতে (প্রতিপাদিত হইয়াছে) ॥ ১৭১

অনুবাদ। "একমাত্র জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়" এইরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা অন্য সব কিছুর মোক্ষকারণত্ব প্রতিষেধ করিয়া কেবল জ্ঞানই মোক্ষকারণরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১৭১

বিবেকিনো বিরক্তস্য ব্রহ্মনিত্যত্ববেদিনঃ।
তদ্ভাবেচ্ছোরনিত্যার্থে তৎসামগ্র্যে কুতো রতিঃ ॥ ১৭২

অন্বয়। বিবেকিনঃ (যাহার নিত্যানিত্যবস্তুর বিবেক হইয়াছে, সেই) ব্রহ্মনিত্যত্ববেদিনঃ (ব্রহ্মই নিত্য এই প্রকার জ্ঞানশালী) বিরক্তস্য (বিরাগী) তদ্‌ভাবেচ্ছোঃ (অতএব ব্রহ্মভাবপ্রার্থী ব্যক্তির) অনিত্যার্থে (কোন প্রকার অনিত্য ভোগ্য বস্তুতে) তৎসামগ্র্যে (অথবা যাবতীয় অনিত্য ভোগ্যমাত্রে) কুতঃ (কি প্রকারে) রতিঃ (অনুরাগ হইতে পারে ?) ॥ ১৭২

অনুবাদ। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর স্বভাব যে বুঝিয়াছে, ব্রহ্মই নিত্য এই প্রকার বোধ যাহার হইয়াছে, সংসারে যাহার বৈরাগ্য হইয়াছে এবং ব্রহ্মভাব লাভ করিবার ইচ্ছা যাহার হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির কোন একটি অনিত্য বস্তুতে কিংবা সকলপ্রকার ভোগ্য বস্তুতে কি কারণে অনুরাগ হইবে ? ॥ ১৭২

তস্মাদনিত্যে স্বর্গাদৌ সাধনত্বেন চোদিতম্।
নিত্যং নৈমিত্তিকং চাপি সর্ব্বং কর্ম্ম সসাধনম্।
মুমুক্ষুণা পরিত্যাজ্যং ব্রহ্মভাবমভীপ্সুনা ॥ ১৭৩

অন্বয়। ব্রহ্মভাবমভীপ্সুনা (ব্রহ্ম-ভাবকে যে পাইতে ইচ্ছা করে এইরূপ) মুমুক্ষুণা (মোক্ষার্থি-ব্যক্তি কর্ত্তৃক) সসাধনং (সাধনসমূহের সহিত) স্বর্গাদৌ (স্বর্গ প্রভৃতি) অনিত্যে (অনিত্য বস্তুর প্রতি) সাধনত্বেন (সাধন বলিয়া) চোদিতং (শাস্ত্রবিহিত) অপিচ (এবং) নিত্যং (নিত্য) নৈমিত্তিকম্ (এবং নৈমিত্তিক) সর্ব্বং কর্ম্ম (অর্থাৎ সকল প্রকার কর্ম্মই) পরিত্যাজ্যং (ত্যক্ত হওয়া উচিত)॥ ১৭৩

অনুবাদ। যিনি ব্রহ্মভাব অভিলাষ করেন, এইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গাদি অনিত্য ফলের সাধন (উপায়) বলিয়া শাস্ত্রবিহিত যে সকল কাম্য নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম্ম আছে, তৎ সমস্তই সাধনের সহিত পরিত্যাজ্য॥ ১৭৩

মুমুক্ষোরপি কর্ম্মাস্তু শ্রবণং চাপি সাধনম্।
হস্তবদ্দ্বয়মেতস্য স্বকার্য্যং সাধয়িষ্যতি॥ ১৭৪

অন্বয়। শ্রবণং (বেদান্তবাক্য শ্রবণ) কর্ম্ম চ (এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থীর) সাধনং (মোক্ষের সাধন) অস্তু (হউক) এতস্য (এই মুমুক্ষু ব্যক্তির) দ্বয়ম্ (এই দ্বিবিধ কার্য্যই) হস্তবৎ (হস্তের ন্যায়) স্বকার্য্যং (তত্ত্বজ্ঞানরূপ নিজকার্য্য) সাধয়িষ্যতি (সাধন করিবে)॥ ১৭৪

অনুবাদ। বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ—এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম এই দুইটিই মুমুক্ষু ব্যক্তির মোক্ষলাভের উপায় হউক, মুমুক্ষু ব্যক্তির এই দ্বিবিধ কার্য্যই দুইটি হস্তের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানরূপ নিজ কার্য্য সাধন করিবে॥ ১৭৪

যথা বিজৃম্ভতে দীপঃ ঋজূকরণকর্ম্মণা।
তথা বিজৃম্ভতে* বোধঃ পুংসো বিহিতকর্ম্মণা॥ ১৭৫

অন্বয়। ঋজূকরণকর্ম্মণা (ঋজূকরণকর্ম্ম অর্থাৎ সলিতাকে সরল করিয়া দেওয়া রূপ কর্ম্মের দ্বারা) যথা (যেমন) দীপঃ (দীপশিখা) বিজৃম্ভতে (বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়), তথা (সেইরূপ) বিহিতকর্ম্মণা (শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা) পুংসঃ (মুমুক্ষু ব্যক্তির) বোধঃ (তত্ত্বজ্ঞান) বিজৃম্ভতে (ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে)॥ ১৭৫

অনুবাদ। সলিতাকে সরল করিয়া দিলে যেমন দীপ-শিখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিকামী সাধকের বোধ অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানও ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে॥ ১৭৫

অতঃ সাপেক্ষিতং জ্ঞানমথবাঽপি সমুচ্চয়ম্।
মোক্ষস্য সাধনমিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ১৭৬

অন্বয়। অতঃ (এই কারণে) জ্ঞানং (তত্ত্বজ্ঞান) সাপেক্ষিতম্ (এইভাবে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া থাকে)। অথবাঽপি (পক্ষান্তরে)

* তথা শ্রবণজো বোধঃ ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ) সমুচ্চয়ং (নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের সহিত মিলিত তত্ত্বজ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়কে) সাধনং (মোক্ষের সাধন অর্থাৎ উপায়) বদন্তি (বলিয়া নির্দ্দেশ করেন)॥ ১৭৬

অনুবাদ। এই কারণে—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের দ্বারা পরিপুষ্ট জ্ঞান অথবা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং জ্ঞান মিলিত ভাবে মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন (উপায়) হইয়া থাকে—ব্রহ্মবাদিগণ এই প্রকার বলিয়া থাকেন॥ ১৭৬

মুমুক্ষোর্যুজ্যতে ত্যাগঃ কথং বিহিতকর্ম্মণঃ॥ ১৭৭
ইতি শঙ্কা ন কর্ত্তব্যা মূঢ়বৎ পণ্ডিতোত্তমৈঃ।
কর্ম্মণঃ ফলমন্যত্তু শ্রবণস্য ফলং পৃথক্॥ ১৭৮

অন্বয়। বিহিতকর্ম্মণঃ (সন্ধ্যা বন্দনা এবং অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রুতিবিহিত কর্ম্মের) ত্যাগঃ (একেবারে পরিত্যাগ) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থী ব্যক্তির পক্ষে) কথং (কি প্রকারে) যুজ্যতে (যুক্তিযুক্ত হইতে পারে) ইতি (এইপ্রকার) শঙ্কা (আশঙ্কা) মূঢ়বৎ (মূর্খ ব্যক্তিগণের ন্যায়) পণ্ডিতোত্তমৈঃ (পণ্ডিতশ্রেষ্ঠগণের) ন কর্ত্তব্য (করা উচিত নহে)। কর্ম্মণঃ (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মের) ফলং (ফল) অন্যৎ (অন্যরূপ) তু (এবং) শ্রবণস্য (সন্ন্যাসের পরে বিহিত বেদান্তবাক্য শ্রবণের) ফলং (ফল) পৃথক্ (তাহা হইতে ভিন্ন)॥ ১৭৭—১৭৮

অনুবাদ। [সন্ধ্যা বন্দনা এবং অগ্নিহোত্র প্রভৃতি] বিহিত কর্ম্মের ত্যাগ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে ?—এই প্রকার শঙ্কা মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠগণের হওয়া উচিত নহে। কারণ, [অগ্নিহোত্রাদি] বিহিত কর্ম্মের ফল হইতে মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে বিহিত শ্রবণাদির ফল সম্পূর্ণ পৃথক্॥ ১৭৭—১৭৮

বৈলক্ষণ্যং চ সামগ্র্যোশ্চোভয়ত্রাঽধিকারিণোঃ।
কামী কর্ম্মণ্যধিকৃতো নিষ্কামী শ্রবণে মতঃ॥ ১৭৯

অন্বয়। উভয়ত্র (উভয়পক্ষে অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে) অধিকারিণোঃ (দ্বিবিধ অধিকারীর) সামগ্র্যোঃ (দ্বিবিধ সাধনসমূহের) বৈলক্ষণ্যং (পার্থক্য, বিভিন্নতা) [অস্তি=আছে]। কামী (যাহার কামনা আছে এইরূপ ব্যক্তিই) কর্ম্মণি (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বিহিত কর্ম্মে) অধিকৃতঃ (অধিকারী হইয়া থাকে), নিষ্কামী (সুখকামনারহিত ব্যক্তিই) শ্রবণে (বেদান্তবাক্য শ্রবণে) মতঃ (অনুমোদিত হইয়া থাকেন)॥ ১৭৯

অনুবাদ। কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় মার্গে দ্বিবিধ অধিকারী ও সাধনসামগ্রী পরস্পর পৃথক্ হইয়া থাকে। [যে ব্যক্তি] কামী [সেই ব্যক্তি] কর্ম্মে অধিকারী হইয়া থাকে, [আর যিনি] নিষ্কামী অর্থাৎ কামনাশূন্য (সেই ব্যক্তিই) বেদান্ত-বাক্য শ্রবণে অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন॥ ১৭৯

অর্থী সমর্থ ইত্যাদি লক্ষণং কর্ম্মিণো মতম্ ।
পরীক্ষ্য লোকানিত্যাদি লক্ষণং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৮০

অন্বয়। অর্থী (ধনবান্) সমর্থঃ (সামর্থ্যযুক্ত) ইত্যাদি (এই সকল বিশেষণ) কর্ম্মিণঃ (কর্ম্মানুষ্ঠান-কর্ত্তার) লক্ষণং (স্বরূপ) মতম্ (বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে)। পরীক্ষ্য (পরীক্ষা করিয়া) [কর্ম্মচিতান্] লোকান্ (কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত লোকসমূহকে) [ব্রাহ্মণ তৎপ্রতি নির্ব্বেদ লাভ করিবে] ইত্যাদি (এই প্রকার শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত ধর্ম্মই) মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ (মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির) লক্ষণং (স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে) ॥ ১৮০

অনুবাদ। "ধনবান্" এবং "সামর্থ্যযুক্ত" এই প্রকার বিশেষণগুলিই কর্ম্মিব্যক্তির লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। "কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত লোক [কখনই নিত্য হইতে পারে না এই প্রকার] পরীক্ষা করিয়া [ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে]" এই প্রকার শ্রুতি দ্বারা মোক্ষার্থীর লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে ॥ ১৮০

মোক্ষাধিকারী সন্ন্যাসী গৃহস্থঃ কিল কর্ম্মণি ।
কর্ম্মণঃ সাধনং ভার্য্যা স্রুক্স্রুবাদিপরিগ্রহঃ ॥ ১৮১

অন্বয়। সন্ন্যাসী (যে সন্ন্যাসাশ্রম পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই) মোক্ষাধিকারী (মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকে); গৃহস্থঃ (যে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই) কিল (নিশ্চয়ই) কর্ম্মণি (কর্ম্মে অধিকারী হইয়া থাকে)। ভার্য্যা (পত্নী) স্রুক্স্রুবাদিপরিগ্রহঃ (স্রুক্ এবং স্রুব নামে প্রসিদ্ধ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষের পরিগ্রহ) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) সাধনং (সিদ্ধির হেতু হয়) ॥ ১৮১

অনুবাদ। সন্ন্যাসীই মোক্ষের অধিকারী এবং গৃহস্থ ব্যক্তিই কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী। পত্নী এবং স্রুক্ স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্রের পরিগ্রহই কর্ম্মের সাধন (উপায়) ॥ ১৮১

নৈবাস্য সাধনাপেক্ষা * শুশ্রূষোস্তু গুরুং বিনা ।
উপর্য্যুপর্য্যহংকারো বর্দ্ধতে কর্ম্মণা ভৃশম্ ॥ ১৮২

অন্বয়। অস্য (এই) শুশ্রূষোঃ (বেদান্তবাক্য-শ্রবণাভিলাষীর) গুরুং বিনা (গুরু বিনা) সাধনাপেক্ষা (অন্য সাধনের অপেক্ষা) নৈব [অস্তি=নাই]। কর্ম্মণা (কর্ম্ম দ্বারা) অহংকারঃ (অভিমান) উপর্য্যুপরি (পরে পরে, ক্রমশঃই) ভৃশম্ (অতিশয়রূপে) বর্দ্ধতে (বাড়িয়া থাকে) ॥ ১৮২

অনুবাদ। বেদান্তবাক্য শ্রবণে যাহার অভিলাষ হইয়াছে, তাদৃশ সন্ন্যাসীর গুরু ভিন্ন অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা নাই। কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা কিন্তু উপর্য্যুপরি অতিরিক্ত ভাবে লোকের অভিমানই বাড়িয়া থাকে ॥ ১৮২

* নৈবান্যসাধনাপেক্ষা ইতি বা পাঠঃ।

অহঙ্কারস্য বিচ্ছিত্তিঃ শ্রবণেন প্রতিক্ষণম্।
প্রবর্ত্তকং কর্ম্মশাস্ত্রং জ্ঞানশাস্ত্রং নিবর্ত্তকম্॥ ১৮৩

অন্বয়। শ্রবণেন (বেদান্তবাক্যের শ্রবণ দ্বারা) প্রতিক্ষণং (সর্ব্বদা) অহঙ্কারস্য (অভিমানের) বিচ্ছিত্তিঃ (উচ্ছেদ) [ভবতি=হইয়া থাকে]। কর্ম্মশাস্ত্রং (কর্ম্মকাণ্ড) প্রবর্ত্তকং (লোকের হৃদয়ে প্রবৃত্তির জনক), জ্ঞানশাস্ত্রং (বেদান্ত-শাস্ত্ররূপ জ্ঞান-কাণ্ড) নিবর্ত্তকং (নিবৃত্তি উৎপাদন করিয়া থাকে)॥ ১৮৩

অনুবাদ। [বেদান্তবাক্যের] শ্রবণ দ্বারা সর্ব্বদাই অহঙ্কারের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। কর্ম্মশাস্ত্র প্রবৃত্তির হেতু, জ্ঞানশাস্ত্র নিবৃত্তির হেতু॥ ১৮৩

ইত্যাদি বৈপরীত্যং তৎসাধনে চাধিকারিণোঃ।
দ্বয়োঃ পরস্পরাপেক্ষা বিদ্যতে ন কদাচন॥ ১৮৪

অন্বয়। অধিকারিণোঃ (মোক্ষ এবং স্বর্গাদি সুখের অধিকারী এই দুই জনের) তৎসাধনে (সেই ফলের সাধনে) ইত্যাদি (এইরূপ নানা) বৈপরীত্যং (পার্থক্য ও বিরুদ্ধ ভাব) [বিদ্যতে=বর্ত্তমান রহিয়াছে]। [এই কারণে] দ্বয়োঃ (মোক্ষসাধন এবং জ্ঞানসাধন এই উভয়বিধ সাধনের) কদাচন (কোন কালেও) পরস্পরাপেক্ষা (পরস্পরের অপেক্ষা) ন বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই)॥ ১৮৪

অনুবাদ। জ্ঞান এবং কর্ম্মের অধিকারী দুইজনের নিজ নিজ ইষ্ট ফল সাধনের এইরূপ নানাপ্রকার পার্থক্য দেখা যায়। এই কারণে মোক্ষের সাধন এবং কর্ম্মের সাধনের মধ্যে পরস্পরাপেক্ষা একেবারেই বিদ্যমান নাই অর্থাৎ একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল নহে॥ ১৮৪

সামগ্র্যাশ্চোভয়োস্তদ্বৎ উভয়ত্রাধিকারিণোঃ।
ঊর্দ্ধং নয়তি বিজ্ঞানমধঃ প্রাপয়তি ক্রিয়া॥ ১৮৫

অন্বয়। উভয়ত্র (জ্ঞানমার্গ এবং কর্ম্মমার্গ এই উভয় মার্গে) তদ্বৎ (সেই পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ সাধনের ন্যায়) অধিকারিণোঃ (অধিকারিদ্বয়ের) সামগ্র্যাশ্চ (উপকরণ সামগ্রীরও) উভয়োঃ (উভয়ের) [বৈপরীত্যম্ অস্তীতি সম্বধ্যতে= বৈপরীত্য বিদ্যমান রহিয়াছে]। বিজ্ঞানম্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞান) ঊর্দ্ধং (ঊর্দ্ধে) নয়তি (লইয়া যায়), ক্রিয়া (সকাম কর্ম্ম) অধঃ (নিম্নে) প্রাপয়তি (লইয়া যায়)॥ ১৮৫

অনুবাদ। (যেমন) সাধনের মধ্যে (পরস্পর পার্থক্য আছে ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে), সেইরূপই জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গের অধিকারিদ্বয় এবং সামগ্রীদ্বয়ও পরস্পর পৃথক্ হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান পুরুষের আত্মোৎকর্ষ বিধান করিয়া থাকে, আর সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান তাহার অধোগতির কারণ হয়॥ ১৮৫

কথমন্যোন্যতোঽপেক্ষা * কথং বাঽপি সমুচ্চয়ঃ।
যথাগ্নেস্তৃণকূটস্য তেজসস্তিমিরস্য চ॥ ১৮৬

---

* কথমন্যোন্যসাপেক্ষা ইতি বা পাঠঃ।

অন্বয়। যথা (যেমন) অগ্নেঃ (অগ্নির) তৃণকূটস্য (এবং তৃণসমূহের) তেজসঃ (তেজের) তিমিরস্য চ (এবং অন্ধকারের) [অপেক্ষা সমুচ্চয়ঃ বা ন সম্ভবতি=পরস্পরাপেক্ষা কিংবা মিলিত হইয়া একত্র কার্য্য করা সম্ভবপর নহে, তদ্রূপ] অন্যোন্যতঃ (তত্ত্বজ্ঞানসাধনাদির এবং কর্ম্মসাধনাদির মধ্যে পরস্পর) কথং (কিরূপে) অপেক্ষা (পরস্পর নির্ভর) [সম্ভবতি=সম্ভবে] কথং বাহপি (কি প্রকারেই বা) সমুচ্চয়ঃ (মিলন) [সম্ভবতি=সম্ভবপর হইতে পারে ?] ॥ ১৮৬

অনুবাদ। যেমন অগ্নি ও তৃণের কিংবা তেজঃ এবং অন্ধকারের মধ্যে পরস্পর নির্ভর বা মিলিত হইয়া কার্য্য করা সম্ভব নহে, সেইরূপ জ্ঞানমার্গের এবং কর্ম্মমার্গের সাধনের মধ্যে পরস্পর নির্ভর এবং মিলিত হইয়া একত্র কার্য্য করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? ॥ ১৮৬

সহযোগো ন ঘটতে তথৈব জ্ঞানকর্ম্মণোঃ।
কিমূপকুর্য্যাজ্ জ্ঞানস্য কর্ম্ম স্বপ্রতিযোগিনঃ ॥ ১৮৭

অন্বয়। তথা এব (সেই প্রকারই) জ্ঞানকর্ম্মণোঃ (জ্ঞান এবং কর্ম্মের) সহযোগঃ (মিলন, এক পুরুষের দ্বারা এককালে অনুষ্ঠান) ন ঘটতে (ঘটিতে পারে না) কর্ম্ম (বিহিত কর্ম্ম) স্বপ্রতিযোগিনঃ (নিজের প্রতিকূল) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) কিমু (কি) উপকুর্য্যাৎ (উপকার করিবে ?) ॥ ১৮৭

অনুবাদ। সেই প্রকারেই (অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধন প্রভৃতির যেমন সহযোগ হয় না, সেইরূপই) জ্ঞান এবং কর্ম্মের সহযোগ হইতে পারে না। কর্ম্ম নিজের প্রতিকূল জ্ঞানের কি সাহায্য করিতে পারে ? (অর্থাৎ কোন প্রকার সাহায্যই করিতে পারে না) ॥ ১৮৭

যস্য সন্নিধিমাত্রেণ স্বয়ং ন স্ফূর্ত্তিমৃচ্ছতি ॥ ১৮৮

অন্বয়। যস্য (যাহার) সন্নিধিমাত্রেণ (সন্নিধান হইলে) স্বয়ং (নিজেই) স্ফূর্ত্তিং (বিকাশ) ন ঋচ্ছতি (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ১৮৮

অনুবাদ। যে জ্ঞানের উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্ম স্বয়ং প্রকট হইতে পারে না [কর্ম্ম কিরূপে সেই জ্ঞানের সাহায্য করিতে পারে ?] ॥ ১৮৮

কোটীন্ধনাদ্রিজ্বলিতোঽপি বহ্নি-
রর্কস্য নার্হত্যুপকর্ত্তুমীষৎ।
যথা তথা কর্ম্মসহস্রকোটিঃ
জ্ঞানস্য কিং তু * স্বয়মেব লীয়তে ॥ ১৮৯

অন্বয়। যথা (যেমন) কোটীন্ধনাদ্রিজ্বলিতঃ অপি (পর্ব্বতপ্রমাণ কোটি কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত হইলেও) বহ্নিঃ (অগ্নি) অর্কস্য (সূর্য্যের) ঈষৎ (অল্পমাত্রও) উপকর্ত্তুম্ (উপকার করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ হয় না), তথা

* কিং নু স্বয়মেব লীয়তে ইতি বা পাঠঃ।

(তেমনই) কর্ম্মসহস্রকোটিঃ (সহস্র কোটি সংখ্যক কর্ম্ম) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) [ঈষৎ উপকর্ত্তুং ন অর্হতি ইতি যাবৎ—অল্পমাত্রও উপকার করিতে সমর্থ হয় না]। কিং তু (পরন্তু) স্বয়ম্ এব (কর্ম্ম নিজেই) লীয়তে (বিলীন হয়)॥ ১৮৯

অনুবাদ। যেমন পর্ব্বত-পরিমাণ কোটি কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি সূর্য্যের অল্পমাত্রও উপকার করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সহস্রকোটি কর্ম্মও জ্ঞানের ঈষন্মাত্রও উপকার করিতে সমর্থ হয় না ; পরন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে কর্ম্ম নিজেই লয় পায়॥ ১৮৯

এককর্ত্ত্রাশ্রয়ৌ হস্তৌ কর্ম্মণ্যধিকৃতাবুভৌ।
সহযোগস্তয়োর্যুক্তো ন তথা জ্ঞানকর্ম্মণোঃ॥ ১৯০

অন্বয়। উভৌ হস্তৌ (হস্তদ্বয়) এককর্ত্ত্রাশ্রয়ৌ (একই কর্ত্তার আশ্রিত বলিয়া) কর্ম্মণি (একই প্রকার কর্ম্মে) অধিকৃতৌ (নিযুক্ত হইয়া থাকে); তয়োঃ (সুতরাং সেই হস্তদ্বয়ের) সহযোগঃ (সংযোগ) যুক্তঃ (যুক্তিযুক্ত বা সম্ভবপর) তথা (সেইরূপ) জ্ঞানকর্ম্মণোঃ (জ্ঞান এবং কর্ম্মের) ন (বিহিত নহে)॥ ১৯০

অনুবাদ। হস্তদ্বয় এক কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে বলিয়া এক প্রকার কর্ম্ম সম্পাদনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই কারণে সেই হস্তদ্বয়ের সংযোগ (এককার্য্যসম্বন্ধ) হইয়া থাকে ; কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মের এই প্রকার সংযোগ হইতে পারে না॥ ১৯০

কর্ত্ত্রা কর্ত্তুমকর্ত্তুং বাহপ্যন্যথা কর্ম্ম শক্যতে।
ন তথা বস্তুনো জ্ঞানং কর্ত্তৃতন্ত্রং কদাচন॥ ১৯১

অন্বয়। কর্ত্ত্রা (কার্য্য যে করে সেই ব্যক্তি দ্বারা) কর্ম্ম (কার্য্য) কর্ত্তুং (করিতে) অকর্ত্তুং (না করিতে) অন্যথা বা অপি (অথবা অন্য প্রকারও করিতে) শক্যতে (পারা যায়); তথা (সেইরূপ) বস্তুনো জ্ঞানং (যথাভূত বস্তুর জ্ঞান) কর্ত্তৃতন্ত্রং (কর্ত্তার ইচ্ছার অধীন) কদাচন (কোন সময়েই) ন (হইতে পারে না)॥ ১৯১

অনুবাদ। কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে কর্ম্ম করিতে বা না করিতে অথবা অন্য প্রকার করিতে পারে ; কিন্তু বস্তুর জ্ঞান কোন সময়ে এই প্রকার কর্ত্তার ইচ্ছানুসারি হইতে পারে না॥ ১৯১

যথা বস্তু তথা জ্ঞানং প্রমাণেন বিজায়তে।
নাপেক্ষতে চ যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম বা যুক্তিকৌশলম্॥ ১৯২

অন্বয়। প্রমাণেন (প্রমাণের দ্বারা) যথা বস্তু (বস্তু যেরূপ) তথা (সেই প্রকারেরই) জ্ঞানং (জ্ঞান) বিজায়তে (হইয়া থাকে); [তৎ বস্তুতত্ত্বজ্ঞানং= সেই বস্তুতত্ত্বজ্ঞান] যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম (যে কোনপ্রকার কর্ম্ম) যুক্তিকৌশলং বা (অথবা যুক্তির কৌশলকে) ন অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে না)॥ ১৯২

অনুবাদ। প্রমাণ দ্বারা বস্তু যেরূপ, জ্ঞানও সেইরূপই হইয়া থাকে ; এই

(বস্তুস্বভাবাধীন) জ্ঞান কোন প্রকার কর্ম্ম বা যুক্তির কৌশলকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ তাহা কর্ম্ম বা যুক্তিকৌশলের উপর নির্ভর করে না ॥ ১৯২

জ্ঞানস্য বস্তুতন্ত্রত্বে সংশয়াদ্যুদয়ঃ কথম্।
অতো ন বাস্তবং জ্ঞানমিতি নো শঙ্ক্যতাং বুধৈঃ ॥ ১৯৩

অন্বয়। জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) বস্তুতন্ত্রত্বে (বস্তুপরতন্ত্রতা সিদ্ধ হইলে) কথং (কি প্রকারে) সংশয়াদ্যুদয়ঃ (সংশয়াদির উৎপত্তি হইতে পারে ?) অতঃ (এই কারণে) জ্ঞানং (জ্ঞান) বাস্তবং (বস্তুর যাহা স্বরূপ তদ্রূপই) ন (হইতে পারে না) ইতি (এই প্রকার) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ) নো শঙ্ক্যতাং (যেন শঙ্কা না করেন) ॥ ১৯৩

অনুবাদ। জ্ঞান যদি বস্তুপরতন্ত্র হয় [অর্থাৎ বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহাই জ্ঞানের বিষয় হইবে, ইহার অন্যথা হইতে পারে না—এই প্রকার সিদ্ধান্ত যদি মানিয়া লওয়া যায়], তাহা হইলে সংশয় এবং ভ্রান্তির উৎপত্তি কি প্রকারে হইতে পারে ? এই কারণে [বলিতে হইবে যে] জ্ঞান বস্তুপরতন্ত্র নহে [অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ও যেরূপ, জ্ঞানও যে সেইরূপ হইবে, ইহা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না]—এই প্রকার আশঙ্কা পণ্ডিতগণের করা উচিত নহে ॥ ১৯৩

প্রমাণাসৌষ্ঠবকৃতং * সংশয়াদি ন বাস্তবম্।
শ্রুতিপ্রমাণসুষ্ঠুত্বে জ্ঞানং ভবতি বাস্তবম্ ॥ ১৯৪

অন্বয়। প্রমাণাসৌষ্ঠবকৃতং (প্রমাণের অনুৎকর্ষজাত) সংশয়াদি (সংশয় প্রভৃতি অর্থাৎ সংশয় বা ভ্রম) ন বাস্তবং (বাস্তব হয় না অর্থাৎ যে বস্তুর আশ্রয়ে উহা উৎপন্ন হয়, ঠিক তদনুরূপ হয় না) ; [কিন্তু] শ্রুতিপ্রমাণসুষ্ঠুত্বে (শ্রুতির প্রমাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সপ্রমাণ হইলে) জ্ঞানং (জ্ঞান) বাস্তবং (বাস্তব অর্থাৎ পরমার্থনিষ্ঠ) ভবতি (হইয়া থাকে) ॥ ১৯৪

অনুবাদ। প্রমাণের অনুৎকর্ষ হেতু সংশয়াদি যে যে দোষ জন্মে, সে সকল বাস্তব (বস্তু-পরতন্ত্র) হইতে পারে না। পরন্তু শ্রুতি-প্রমাণের শ্রেষ্ঠতা হেতু তাহা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই বাস্তবজ্ঞান (পরমার্থ জ্ঞান) ॥ ১৯৪

বস্তু তাবৎ পরং ব্রহ্ম নিত্যং সত্যং ধ্রুবং বিভু।
শ্রুতিপ্রমাণে তজ্‌জ্ঞানং স্যাদেব নিরপেক্ষকম্ ॥ ১৯৫

অন্বয়। পরং বস্তু (পরমপদার্থ) তাবৎ (ইহার অর্থ 'ত') ব্রহ্ম (ব্রহ্ম ; অর্থাৎ পরম বস্তুই ত ব্রহ্ম) ; [তৎ=তিনি] নিত্যং (নিত্য) সত্যং (সত্য) ধ্রুবম্ (অপরিবর্ত্তনশীল) বিভু (সর্ব্বব্যাপক) ; শ্রুতিপ্রমাণে [সতি] (বেদ-প্রমাণ উপস্থিত হইলে) তজ্‌জ্ঞানং (সেই ব্রহ্মজ্ঞান) নিরপেক্ষকং (যাহা কাহারও অপেক্ষা রাখে না এরূপ অর্থাৎ স্বাধীন) স্যাদেব (নিশ্চয়ই হইয়া থাকে] ॥ ১৯৫

---

* প্রমাণসৌষ্ঠব-কৃতম্ ইতি বা পাঠঃ।

অনুবাদ। পরমপদার্থ ই ত ব্রহ্ম; তিনিই নিত্য, সত্য ধ্রুব ও সর্ব্বব্যাপী। শ্রুতিপ্রমাণ ব্যবস্থাপিত হইলেই সেই জ্ঞান (পরমবস্তু জ্ঞান) অন্য বস্তু বা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ স্বাধীনভাবে স্ফুরিত হইয়া থাকে॥ ১৯৫

রূপজ্ঞানং যথা সম্যক্ দৃষ্টৌ সত্যাং ভবেৎ তথা।
শ্রুতিপ্রমাণে সত্যেব জ্ঞানং ভবতি বাস্তবম্॥ ১৯৬

অন্বয়। সম্যক্ (নির্দ্দোষভাবে) দৃষ্টৌ সত্যাং (চক্ষু বর্ত্তমান থাকিলে) যথা (যেরূপ) রূপজ্ঞানং (রূপের বোধ) [বাস্তবং=যথার্থ] ভবেৎ (হইয়া থাকে), তথা (সেইরূপ) শ্রুতিপ্রমাণে সত্যেব (বেদ প্রমাণ উপস্থিত হইলেই) বাস্তবং (যথার্থ) জ্ঞানং (পরমাত্মজ্ঞান) ভবতি (হইয়া থাকে)॥ ১৯৬

অনুবাদ। চক্ষু যদি নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে যেমন রূপের প্রকৃত জ্ঞান হয়, সেইরূপ বেদরূপ স্বতঃসিদ্ধ নির্দ্দোষ প্রমাণে যে জ্ঞান উদিত হয়, তাহাও বাস্তবই হইয়া থাকে॥ ১৯৬

ন কর্ম্ম যৎ কিঞ্চিদপেক্ষতে হি
রূপোপলব্ধৌ পুরুষস্য চক্ষুঃ।
জ্ঞানং তথৈব শ্রবণাদিজন্যং
বস্তুপ্রকাশে নিরপেক্ষমেব॥ ১৯৭

অন্বয়। হি (যেহেতু) পুরুষস্য (পুরুষের) চক্ষুঃ (নেত্র) রূপোপলব্ধৌ (রূপের উপলব্ধি বিষয়ে) যৎ কিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) কর্ম্ম (নিজের ব্যাপার ছাড়া অন্য কর্ম্মকে) ন অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে না), তথা এব (সেইরূপই) শ্রবণাদি-জন্যং (বেদান্তবাক্যের শ্রবণাদি জাত) জ্ঞানং (জ্ঞান) বস্তুপ্রকাশে (স্বীয় বিষয়কে প্রকাশ করিতে) নিরপেক্ষম্ এব (কাহারও অপেক্ষা করে না)॥ ১৯৭

অনুবাদ। পুরুষের (সুস্থ) নয়ন রূপের উপলব্ধি বিষয়ে যেমন (স্বব্যাপার-ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার কর্ম্মের অপেক্ষা করে না) সেইরূপই বেদান্ত শ্রবণাদি জন্য জ্ঞানও পরমাত্মরূপ বস্তুকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য কোন প্রকার কর্ম্মের অপেক্ষা করে না॥ ১৯৭

কর্ত্তৃতন্ত্রং ভবেৎ কর্ম্ম কর্ম্মতন্ত্রং শুভাশুভম্।
প্রমাণতন্ত্রং বিজ্ঞানং মায়াতন্ত্রমিদং জগৎ॥ ১৯৮

অন্বয়। কর্ম্ম (ক্রিয়া) কর্ত্তৃতন্ত্রং (কর্ত্তার অধীন), শুভাশুভং (শুভ বা অশুভ এই দুইটিই) কর্ম্মতন্ত্রং (কর্ম্মের অধীন), বিজ্ঞানং (তত্ত্বজ্ঞান) প্রমাণতন্ত্রং (প্রমাণের অধীন), ইদম্ (এই) জগৎ (সংসার) মায়াতন্ত্রং (মায়ারই অধীন) ভবেৎ (হয়)॥ ১৯৮

অনুবাদ। ক্রিয়া কর্ত্তার অধীন, শুভ এবং অশুভ ফল কর্ম্মেরই অধীন,

আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রমাণের অধীন, আর এই সংসার একমাত্র মায়ারই অধীন (হইয়া থাকে)॥ ১৯৮

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চেতি সহোক্তিরিয়মুপক্রম্যতাং * সদ্ভিঃ।
সৎকর্ম্মোপাসনয়ো র্নত্বাত্মজ্ঞানকর্ম্মণোঃ ক্বাপি॥ ১৯৯

অন্বয়। বিদ্যাম্ (উপাসনারূপ জ্ঞান) অবিদ্যাং চ (এবং অজ্ঞানসাধ্য কর্ম্মকে) ইতি ইয়ম্ (এই প্রকার) সহোক্তিঃ (শ্রুত্যুক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের যে একসঙ্গে উক্তি), [তাহা দ্বারা] সদ্ভিঃ (সজ্জনগণ) সৎকর্ম্মোপাসনয়োঃ (সাধু কর্ম্ম এবং উপাসনারূপ বোধের) [সহোক্তিঃ=সমুচ্চয়] উপক্রম্যতাং (বুঝিয়া লউন), আত্ম-জ্ঞানকর্ম্মণোঃ (পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের) ক্বাপি (বেদের কোন স্থলেই) ন তু [সহোক্তিঃ অস্তি=সমুচ্চয় উক্ত হয় নাই]॥ ১৯৯

অনুবাদ। "বিদ্যা এবং অবিদ্যা এই দুইটিকে যে বুঝিবে" এই প্রকার শ্রুতি-বাক্যে যে জ্ঞান ও কর্ম্মের একসঙ্গে উক্তি, সুধীগণ তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝিবেন যে, তদ্দ্বারা উপাসনারূপ জ্ঞানের সহিতই সাধু কর্ম্মের সমুচ্চয় (মিলন) প্রতিপাদিত হইয়াছে, আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের পরস্পর সমুচ্চয় শ্রুতির কুত্রাপি উক্ত হয় নাই॥ ১৯৯

নিত্যানিত্যপদার্থবোধরহিতো যশ্চোভয়ত্র স্রগা-
দ্যর্থানামনুভূতিলগ্নহৃদয়োঽনির্ব্বিণ্ণবুদ্ধির্জনঃ।
তস্যৈবাঽস্য জড়স্য কর্ম্ম বিহিতং শ্রুত্যা বিরজ্যাঽভিতো
মোক্ষেচ্ছো র্ন বিধীয়তে তু পরমানন্দার্থিনো ধীমতঃ॥ ২০০

অন্বয়। নিত্যানিত্যপদার্থবোধরহিতঃ (যাহার নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য বোধ নাই) যশ্চ (এবং যে ব্যক্তি) উভয়ত্র (ইহলোকে এবং পরলোকে) স্রগাদ্য-র্থানাং (পুষ্পমাল্য প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহের) অনুভূতিলগ্নহৃদয়ঃ (অনুভবে অর্থাৎ ভোগে আসক্তচিত্ত), অনির্ব্বিণ্ণবুদ্ধিঃ (অথচ যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য উদিত হয় নাই এইরূপ), জনঃ (মনুষ্য) তস্য (এই প্রকার, সেই) জড়স্য এব (মূঢ় ব্যক্তিরই পক্ষে) কর্ম্ম (নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম্ম) শ্রুত্যা (শ্রুতি দ্বারা) বিহিতং (বিহিত হইয়াছে)। অভিতঃ (সকল বিষয়েই) বিরজ্য (বিরক্ত হইয়া), পরমানন্দার্থিনঃ (পরব্রহ্মস্বরূপ পরমানন্দাভিলাষী) ধীমতঃ (বুদ্ধিমান্) মোক্ষেচ্ছোঃ (মুমুক্ষুর পক্ষে) তু (কিন্তু) ন বিধীয়তে (বিহিত হয় নাই)॥ ২০০

অনুবাদ। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর স্বরূপ বোধ যাহার হয় নাই, ঐহিক এবং পারত্রিক মাল্য চন্দন প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়ের ভোগ করিবার জন্য যাহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা আগ্রহযুক্ত, এবং যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য উদিত হয় নাই সেই মূঢ়মতি ব্যক্তির পক্ষেই শ্রুতি কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু যাহার ঐহিক এবং পারলৌকিক

* উপকৃতা সদ্ভিঃ ইতি বা পাঠঃ।

বিষয়সমূহে বিরক্তি হইয়াছে, সেই পরমানন্দার্থী বুদ্ধিমান্ মুমুক্ষুর পক্ষে কর্ম্ম বিহিত হয় নাই ॥ ২০০

মোক্ষেচ্ছয়া যদহরেব বিরজ্যতেঽসৌ
ন্যাসস্তদৈব বিহিতো বিদুষো মুমুক্ষোঃ।
শ্রুত্যা তয়ৈব পরয়া চ ততঃ সুধীভিঃ
প্রামাণিকোঽয়মিতি চেতসি নিশ্চিতব্যম্ * ॥ ২০১

অন্বয়। অসৌ (এই গৃহস্থ) যদহরেব (যে দিবসেই) মোক্ষেচ্ছয়া (মোক্ষলাভ করিব এইপ্রকার অভিলাষ বশতঃ) বিরজ্যতে (এই সংসারের প্রতি বিরক্ত হইবে), তদৈব (সেই দিনেই) বিদুষঃ (বিদ্বান্, জ্ঞানী) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থীর) ন্যাসঃ (সন্ন্যাস আশ্রম) তয়ৈব (সেই) পরয়া (পরম প্রমাণস্বরূপ) শ্রুত্যা (বেদের দ্বারাই) বিহিতঃ (বিহিত হইয়াছে); ততঃ (সেই কারণে) অয়ম্ (এই সন্ন্যাসাশ্রম) প্রামাণিকঃ (প্রমাণসিদ্ধ) ইতি (ইহা) সুধীভিঃ (সুবুদ্ধিজন কর্তৃক) নিশ্চিতব্যম্ (নির্ণীত হওয়া উচিত) ॥ ২০১

অনুবাদ। যে দিনই মোক্ষলাভেচ্ছু গৃহস্থ সংসারে বিরক্ত হইবে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ শ্রুতি সেই দিনই সেই জ্ঞানী মুমুক্ষুর পক্ষে সন্ন্যাস বিধান করিতেছেন। এই কারণে সুধীগণ মনে ইহা নিশ্চয় করিবেন যে, এই সন্ন্যাসাশ্রম প্রামাণিক ॥ ২০১

স্বাপরোক্ষস্য বেদাদেঃ সাধনত্বং নিষেধতি।
নাঽহং বেদৈর্ন তপসেত্যাদিনা ভগবানপি ॥ ২০২

অন্বয়। অহম্ (আমি অর্থাৎ পরমাত্মা) ন বেদৈঃ (বেদের দ্বারা জ্ঞেয় নহি) ন তপসা (তপস্যা দ্বারা জ্ঞেয় নহি) ইত্যাদিনা (ইত্যাদি গীতার বাক্য দ্বারা) ভগবান্ অপি (ভগবান্ও) স্বাপরোক্ষস্য (আত্মার অপরোক্ষানুভবের প্রতি) বেদাদেঃ (বেদাদি প্রমাণেরও) সাধনত্বং (হেতুত্ব) নিষেধতি (নিরাকরণ করিয়াছেন) ॥ ২০২

অনুবাদ। "আমি বেদসমূহের দ্বারাও প্রত্যক্ষীকৃত হই না এবং তপস্যা দ্বারাও প্রত্যক্ষের বিষয় হই না" এই প্রকার বাক্যের দ্বারা ভগবান্ও পরমাত্মার অপরোক্ষানুভবের প্রতি যে বেদাদি সাধন (অর্থাৎ উপায়) নহে, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ২০২

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বে এতে শ্রুতিগোচরে।
প্রবৃত্ত্যা বধ্যতে জন্তুর্নিবৃত্ত্যা তু বিমুচ্যতে ॥ ২০৩

অন্বয়। প্রবৃত্তিশ্চ (প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিশ্চ (এবং নিবৃত্তি) এতে (এই) দ্বে (দুইটি মার্গই) শ্রুতিগোচরে (বেদের বিষয় অর্থাৎ বেদে প্রতিপাদিত হইয়া

* নিশ্চিতব্যঃ ইতি বা পাঠঃ।

থাকে)। প্রবৃত্ত্যা (প্রবৃত্তি দ্বারা) জন্তুঃ (জীব) বধ্যতে (সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে), নিবৃত্ত্যা তু (কিন্তু নিবৃত্তি দ্বারা) বিমুচ্যতে (জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে)॥ ২০৩

অনুবাদ। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই দুইপ্রকার মার্গ ই বেদে বিদ্যমান আছে। প্রবৃত্তি দ্বারা জীব বদ্ধ হয়, কিন্তু নিবৃত্তি দ্বারা জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে॥ ২০৩

যন্ন স্ববন্ধোঽভিমতো মূঢ়স্যাপি ক্বচিৎ ততঃ।
নিবৃত্তিঃ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ কর্ত্তব্যো মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২০৪

অন্বয়। মূঢ়স্য অপি (মূর্খ ব্যক্তিরও) যৎ (যে কারণে) ক্বচিৎ (কোন স্থলে) স্ববন্ধঃ (নিজের বন্ধন) ন অভিমতঃ (মনোমত হয় না), ততঃ (সেই কারণে) মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (যাহারা মোক্ষকামী তাহাদিগের) নিবৃত্তিঃ (নিবৃত্তি অর্থাৎ) কর্ম্মসন্ন্যাসঃ (বিহিত কর্ম্মসমূহের পরিত্যাগ) কর্ত্তব্যঃ (করা উচিত)॥ ২০৪

অনুবাদ। যেহেতু মূর্খ ব্যক্তিরও কোন স্থলে বা কোন কালে নিজের বন্ধন মনঃপূত হয় না, সেই কারণে মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণের নিবৃত্তি অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম-সমূহের পরিত্যাগ করা উচিত॥ ২০৪

ন জ্ঞানকর্ম্মণো র্যস্মাৎ সহযোগস্তু যুজ্যতে।
তস্মাৎ ত্যাজ্যং প্রযত্নেন কর্ম্ম জ্ঞানেচ্ছুনা ধ্রুবম্॥ ২০৫

অন্বয়। যস্মাৎ (যে কারণে) জ্ঞানকর্ম্মণোঃ (আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং কর্ম্মের) সহযোগঃ (সমুচ্চয় অর্থাৎ উভয়ে মিলিত হইয়া মোক্ষের উৎপাদন) ন যুজ্যতে (যুক্তিসিদ্ধ হয় না) তস্মাৎ (সেই কারণে) জ্ঞানেচ্ছুনা (জ্ঞানার্থী সাধকের) ধ্রুবং (নিশ্চিতই) প্রযত্নেন (যত্নসহকারে) কর্ম্ম (নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রভৃতি কার্য্য) ত্যাজ্যম্ (অবশ্য পরিত্যাগ করা উচিত)॥ ২০৫

অনুবাদ। যেহেতু (জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানরূপ) তত্ত্বজ্ঞান এবং কর্ম্মের পরস্পর যোগ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না, এই কারণে (মুক্তির জন্য) জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তি নিশ্চিতই যত্ন সহকারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে॥ ২০৫

ইষ্টসাধনতাবুদ্ধ্যা গৃহীতস্যাপি বস্তুনঃ।
বিজ্ঞায়াঽফলতাং * পশ্চাৎ কঃ পুনস্তৎ প্রতীক্ষতে॥ ২০৬

অন্বয়। ইষ্টসাধনতাবুদ্ধ্যা (এই বস্তু আমার সুখের উপায় এই প্রকার বুদ্ধি দ্বারা) বস্তুনঃ (কোন বস্তু) গৃহীতস্যাপি (গৃহীত হইলেও) পশ্চাৎ (পরে বিচার দ্বারা) অফলতাং (নিষ্ফলতা) বিজ্ঞায় (বুঝিতে পারিয়া) কঃ পুনঃ (কে পুনর্ব্বার) তৎ (সেই বস্তুর) প্রতীক্ষতে (প্রতীক্ষা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে?)॥ ২০৬

অনুবাদ। অগ্রে যে বস্তুটি সুখের উপায় বলিয়া মনে হইয়াছে, পরে

* বিজ্ঞায় ফল্গুতাম্ ইতি বা পাঠঃ।

বিচার দ্বারা যদি বুঝা যায় যে, তাহা নিষ্ফল, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি আবার সেই বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে? ২০৬

উপরতিশব্দার্থো হ্যুপরমণং পূর্ব্ববদৃষ্টপ্রবৃত্তিভ্যঃ।
সোঽয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি চ বৃত্ত্যা দ্বিরূপতাং ধত্তে * ॥ ২০৭

অন্বয়। পূর্ব্বদৃষ্টপ্রবৃত্তিভ্যঃ (পূর্ব্বে সুখের হেতু বলিয়া জ্ঞাত বস্তুসমূহে যে সকল প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইতে) উপরমণং (নিবৃত্তিই) উপরতিশব্দার্থঃ (উপরতি শব্দের অর্থ) সোঽয়ং (সেই এই উপরতি পদার্থ) বৃত্ত্যা (ব্যবহার দ্বারা) মুখ্যঃ (প্রধান) গৌণশ্চ (এবং গৌণ) ইতি (এইরূপে) দ্বিরূপতাং ধত্তে (দুইপ্রকার হইয়া থাকে)॥ ২০৭

অনুবাদ। পূর্ব্বে যে সকল বস্তু সুখের হেতু বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছে, সেই সকল বস্তুতে যে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই সকল প্রবৃত্তি হইতে যে নিবৃত্তি, তাহাই উপরতি শব্দের অর্থ। ইহা ব্যবহারতঃ মুখ্য এবং গৌণ-ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে॥ ২০৭

বৃত্তের্দৃশ্যপরিত্যাগো মুখ্যার্থ ইতি কথ্যতে।
গৌণার্থঃ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ শ্রুতেরঙ্গতয়া মতঃ॥ ২০৮

অন্বয়। বৃত্তেঃ (অন্তঃকরণবৃত্তির) দৃশ্যপরিত্যাগঃ (বাহ্যবিষয়-পরিহার) মুখ্যার্থঃ (সন্ন্যাস শব্দের মুখ্য অর্থ) ইতি (এইরূপ) কথ্যতে (কথিত হয়); কর্ম্মসন্ন্যাসঃ (বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ) অঙ্গতয়া (সন্ন্যাসের অঙ্গ বলিয়া) গৌণার্থঃ (সন্ন্যাস শব্দের গৌণ অর্থ) শ্রুতেঃ (বেদের) মতঃ (অভিমত)॥ ২০৮

অনুবাদ। দৃশ্য বস্তুর সহিত অন্তঃকরণবৃত্তির সর্ব্ববিধ সম্বন্ধত্যাগই সন্ন্যাস-শব্দের মুখ্যার্থ; বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ সন্ন্যাসের অঙ্গ হয় বলিয়া তাহা সন্ন্যাস শব্দের গৌণার্থ, ইহাই শ্রুতির অভিমত॥ ২০৮

পুংসঃ সাধনসিদ্ধ্যর্থং † অঙ্গস্যাশ্রয়ণং ধ্রুবম্।
কর্ত্তব্যমঙ্গহীনং চেৎ প্রধানং নৈব সিধ্যতি॥ ২০৯

অন্বয়। সাধনসিদ্ধ্যর্থং (সাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে) পুংসঃ (পুরুষের পক্ষে) অঙ্গস্য (অঙ্গের) আশ্রয়ণম্ (আশ্রয় করা) ধ্রুবম্ (একান্ত আবশ্যক) কর্ত্তব্যং (যাহা করণীয় তাহা) অঙ্গহীনম্ (অঙ্গহীন) চেৎ (যদি হয় তবে) প্রধানং (প্রধান কার্য্য) নৈব সিধ্যতি (নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয় না)॥ ২০৯

অনুবাদ। সাধনের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অঙ্গের (অর্থাৎ কর্ম্ম-সন্ন্যাসের) আশ্রয় পুরুষের পক্ষে অবশ্যই করিতে হইবে; কারণ কর্ত্তব্যসাধন যদি অঙ্গহীন হয়, তাহা হইলে প্রধান কখনই সিদ্ধ হয় না॥ ২০৯

---

* পূর্ব্বদৃষ্টবৃত্তিভ্যঃ ইতি বা পাঠঃ।
† প্রধানসিদ্ধ্যর্থম্ ইতি বা পাঠঃ।

সংন্যসেৎ সুবিরক্তঃ সন্ ইহামুত্রার্থতঃ সুখাৎ।
অবিরক্তস্য সংন্যাসো নিষ্ফলোঽযাজ্যযাগবৎ ॥ ২১০

অন্বয়। ইহ (এই লোকে) অমুত্র (পরলোকে) অর্থতঃ (ভোগ্য বস্তু হইতে) সুখাৎ (যে সুখ হইতে পারে তাহা হইতে) সুবিরক্তঃ সন্ (সম্পূর্ণভাবে আসক্তি-হীন হইয়া) সংন্যসেৎ (সন্ন্যাসী হইবে)। অযাজ্যযাগবৎ (যাগে অনধিকারীর যাগানুষ্ঠানের ন্যায়) অবিরক্তস্য (বৈরাগ্যহীন ব্যক্তির) সংন্যাসঃ (চতুর্থাশ্রম গ্রহণ) নিষ্ফলঃ (বৃথা) [হইয়া থাকে] ॥ ২১০

অনুবাদ। এই লোকে এবং পরলোকে যতপ্রকার ভোগ্য বস্তু আছে, তাহা হইতে সম্ভাবিত যে সুখ, তাহাতে সম্পূর্ণভাবে আসক্তিহীন হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিবে। যাহার বৈরাগ্য হয় নাই, তাহার পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার—যজ্ঞে অনধিকারীর পক্ষে যাগানুষ্ঠানের ন্যায় বৃথা হইয়া থাকে ॥ ২১০

সন্ন্যস্য তু যতিঃ কুর্য্যান্ন পূর্ব্ববিষয়স্মৃতিম্।
তাং তাং তৎস্মরণে তস্য জুগুপ্সা জায়তে যতঃ ॥ ২১১

অন্বয়। সন্ন্যস্য (সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর) যতিঃ (সন্ন্যাসী) তাং তাং (সেই সেই) পূর্ব্ববিষয়স্মৃতিং (পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমের ভোগ্য বস্তুসমূহের স্মরণ) ন কুর্য্যাৎ (করিবে না) ; যতঃ (যেহেতু) তৎস্মরণে (সেই সকলের স্মৃতি হইলে) তস্য (সেই সন্ন্যাসীর) জুগুপ্সা (নিজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি ঘৃণা) জায়তে (হইয়া থাকে) ॥ ২১১

অনুবাদ। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পরে সন্ন্যাসী (যেন আর কখনও) সেই সেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ না করে ; কারণ, সেই সকল বস্তুর স্মরণে সেই সন্ন্যাসীর নিজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি ঘৃণা হইতে পারে॥ ২১১

শ্রদ্ধা।

গুরুবেদান্তবাক্যেষু বুদ্ধির্যা নিশ্চয়াত্মিকা।
সত্যমিত্যেব সা শ্রদ্ধা নিদানং মুক্তিসিদ্ধয়ে ॥ ২১২

অন্বয়। গুরুবেদান্তবাক্যেষু (গুরু এবং বেদান্তবাক্যসমূহে) সত্যমিত্যেব (ইহা সত্যই—এই প্রকার) যা (যে) নিশ্চয়াত্মিকা (নিশ্চয়স্বরূপ) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান), সা (তাহাই) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ)। মুক্তিসিদ্ধয়ে (মোক্ষসিদ্ধির পক্ষে) নিদানং (মূলীভূত কারণ) ॥ ২১২

অনুবাদ। গুরুবাক্য এবং বেদান্তবাক্যসমূহে 'ইহা সত্যই' এইপ্রকার যে নিশ্চয়রূপ জ্ঞান, তাহাই শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধাই মোক্ষসিদ্ধির মূল কারণ ॥ ২১২

শ্রদ্ধাবতামেব সতাং পুমর্থঃ
সমীরিতঃ সিধ্যতি নেতরেষাম্।
উক্তং সুসূক্ষ্মং পরমার্থতত্ত্বং
শ্রদ্ধৎস্ব সৌম্যেতি চ বক্তি বেদঃ॥ ২১৩

অন্বয়। শ্রদ্ধাবতাং (যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সেই সকল) সতামেব (সাধুগণেরই) সমীরিতঃ (শাস্ত্রে কথিত) পুমর্থঃ (পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে); ইতরেষাং (যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহাদের) ন (ন সিধ্যতি=পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না); সুসূক্ষ্মম্ (অতি দুর্জ্ঞেয়) পরমার্থতত্ত্বং (পরমার্থতত্ত্ব) উক্তম্ (এইরূপে কথিত হইল)। হে সৌম্য (হে প্রিয়দর্শন) শ্রদ্ধৎস্ব (তুমি শ্রদ্ধাবান্ হও) বেদশ্চ (শ্রুতিও) ইতি (এই প্রকার) বক্তি (উপদেশ দিতেছেন)॥ ২১৩

অনুবাদ। শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাধুগণেরই শাস্ত্রবিহিত পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ সিদ্ধ হয়; যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহাদের হয় না। ইহাই ত অতি নিগূঢ় পরমার্থতত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। "হে প্রিয়দর্শন, তুমি শ্রদ্ধাবান্ হও" শ্রুতিবাক্যও এইরূপ উপদেশ করিয়া থাকে॥ ২১৩

শ্রদ্ধাবিহীনস্য তু ন প্রবৃত্তিঃ
প্রবৃত্তিশূন্যস্য ন সাধ্যসিদ্ধিঃ।
অশ্রদ্ধয়ৈবাভিহতাশ্চ সর্ব্বে
মজ্জন্তি সংসার-মহাসমুদ্রে॥ ২১৪

অন্বয়। শ্রদ্ধাবিহীনস্য (যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার) প্রবৃত্তিঃ (মোক্ষসাধন শ্রবণাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি) ন ভবতীতি শেষঃ (হয় না); প্রবৃত্তিশূন্যস্য (যে প্রবৃত্ত হয় না তাহার) সাধ্যসিদ্ধিঃ (অভীষ্ট কার্য্যসিদ্ধি) ন ভবতি (হয় না) অশ্রদ্ধয়া এব (অবিশ্বাসের দ্বারাই) অভিহতাঃ (আক্রান্ত হইয়া) সর্ব্বে (সকল লোক) সংসারমহাসমুদ্রে (সংসাররূপ মহাসমুদ্রে) মজ্জন্তি (নিমগ্ন হইয়া থাকে)॥ ২১৪

অনুবাদ। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, প্রবৃত্তি না হইলে কার্য্য-সিদ্ধি হয় না; (এইরূপে) অশ্রদ্ধার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সকলে সংসার-রূপ (দুঃখময়) মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে॥ ২১৪

দেবে চ * বেদে চ গুরৌ চ মন্ত্রে
তীর্থে মহাত্মন্যপি ভেষজে চ।
শ্রদ্ধা ভবত্যস্য যথা যথাঽন্তঃ
তথা তথা সিদ্ধিরুদেতি পুংসাম্॥ ২১৫

* দৈবে চ ইতি বা পাঠঃ।

অন্বয়। দেবে (দেবতাতে) বেদে (বেদে) গুরৌ (গুরুর প্রতি) মন্ত্রে (ইষ্টমন্ত্রে) তীর্থে (তীর্থে) মহাত্মনি (মহাপুরুষে) ভেষজে চ (এবং ঔষধে) যথা যথা (যেমন যেমন) অস্য (এই ব্যক্তির) অন্তঃ (অন্তঃকরণে) শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) ভবতি (হয়), তথা তথা (সেইরূপেই) পুংসাং (পুরুষগণের) সিদ্ধিঃ (অভিলষিত বস্তুর সিদ্ধি) উদেতি (উৎপন্ন হয়)॥ ২১৫

অনুবাদ। ইষ্টদেবতা, বেদ, গুরু, মন্ত্র, তীর্থ, মহাপুরুষ এবং ঔষধ এই সকলের উপরে যেমন যেমন বিশ্বাস হইবে, তেমনই তাহাদের ইষ্টসিদ্ধির উদয় হইবে॥ ২১৫

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যং বস্তু সদ্‌ভাবনিশ্চয়াৎ।
সদ্‌ভাবনিশ্চয়স্তস্য শ্রদ্ধয়া শাস্ত্রসিদ্ধয়া॥ ২১৬

অন্বয়। সদ্‌ভাবনিশ্চয়াৎ (সৎপদার্থের যাহা প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম, তাহার নির্ণয় হেতু) বস্তু (ব্রহ্মস্বরূপ পরমার্থ বস্তু) অস্তি ইত্যেব (সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে—এইরূপেই) উপলব্ধব্যং (বুঝিতে হইবে), তস্য (সেই সাধকের) সদ্‌ভাবনিশ্চয়ঃ (সৎপদার্থের স্বরূপ-নির্ণয়) শাস্ত্রসিদ্ধয়া (শাস্ত্রানুযায়ী) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধা দ্বারাই) [ভবতি=হইয়া থাকে]॥ ২১৬

অনুবাদ। সৎপদার্থের যাহা স্বরূপ, তাহার নির্ণয় দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যাহা পরমার্থ সৎ বস্তু, তাহা সকল সময়েই বর্ত্তমান থাকে। তাহার (সাধকের) সদ্‌বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় শাস্ত্রানুসারিণী শ্রদ্ধার দ্বারাই হইয়া থাকে॥ ২১৬

তস্মাচ্ছ্রদ্ধা সুসম্পাদ্যা গুরুবেদান্তবাক্যয়োঃ।
মুমুক্ষোঃ শ্রদ্দধানস্য ফলং সিধ্যতি নান্যথা॥ ২১৭

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই কারণে) গুরুবেদান্তবাক্যয়োঃ (গুরু এবং বেদান্ত-বাক্যের প্রতি) শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) সুসম্পাদ্যা (ভাল করিয়া সম্পাদিত করিতে হইবে)। শ্রদ্দধানস্য (শ্রদ্ধাসম্পন্ন) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থীরই) ফলং (মোক্ষ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়) অন্যথা ন (অন্য প্রকারে হয় না) [অর্থাৎ শ্রদ্ধা না থাকিলে মোক্ষ সিদ্ধ হয় না]॥ ২১৭

অনুবাদ। সেই কারণে গুরু এবং বেদান্তের বাক্যে যে প্রকারে অচলা শ্রদ্ধা হয়, তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য। মুমুক্ষু ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, তাহা হইলেই তাহার মোক্ষ লাভ হয়, অন্যথা মোক্ষ লাভ হইতে পারে না॥ ২১৭

যথার্থবাদিতা পুংসাং শ্রদ্ধাজননকারণম্।
বেদস্যেশ্বরবাক্যত্বাৎ যথার্থত্বে ন সংশয়ঃ॥ ২১৮

অন্বয়। পুংসাং (পুরুষগণের) যথার্থবাদিতা (সত্যবাদিতাই) শ্রদ্ধা-জননকারণং (শ্রদ্ধা জন্মাইবার কারণ হইয়া থাকে); বেদস্য (বেদের) ঈশ্বর-বাক্যত্বাৎ (ঈশ্বরবাক্যত্ব হেতুই) যথার্থত্বে (যথার্থতা বিষয়ে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন ভবতীতিশেষঃ (হইতে পারে না)॥ ২১৮

অনুবাদ। পুরুষগণের সত্যবাদিতাই শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া থাকে; যেহেতু বেদ ঈশ্বরবাক্য, সেই কারণে বেদের যথার্থত্ব (সত্যতা) বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না॥ ২১৮

মুক্তস্যেশ্বররূপত্বাৎ গুরোর্বাগপি তাদৃশী।
তস্মাৎ তদ্‌বাক্যয়োঃ শ্রদ্ধা সতাং সিধ্যতি ধীমতাম্॥ ২১৯

অন্বয়। মুক্তস্য (মুক্তব্যক্তির) ঈশ্বররূপত্বাৎ (যেহেতু ঈশ্বররূপতা হয়, সেই কারণে) গুরোঃ (গুরুর) বাগপি (বাক্যও) তাদৃশী (ঈশ্বরবাক্যের ন্যায় যথার্থই হইয়া থাকে)। তস্মাৎ (সেই কারণে) ধীমতাং (বুদ্ধিমান্) সতাং (সাধু পুরুষগণের) তদ্‌বাক্যয়োঃ (ঈশ্বরবাক্য বেদ এবং গুরুবাক্যের উপর) শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে)॥ ২১৯

অনুবাদ। যেহেতু মুক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়েন, এই কারণে (জীবন্মুক্ত) গুরুর বাক্যও বেদবাক্যের ন্যায় যথার্থই হইয়া থাকে। সেই কারণেই গুরু এবং বেদের বাক্যের উপর বুদ্ধিমান্ সাধুগণের (সমানই) শ্রদ্ধা হইয়া থাকে॥ ২১৯

চিত্তসমাধানম্।

শ্রুত্যুক্তার্থাবগাহায় বিদুষা জ্ঞেয়বস্তুনি।
চিত্তস্য সম্যগাধানং সমাধানমিতীর্য্যতে॥ ২২০

অন্বয়। শ্রুত্যুক্তার্থাবগাহায় (শ্রুতিতে যাহা কথিত হইয়াছে, সেই অর্থকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য) জ্ঞেয়বস্তুনি (জ্ঞেয় পরব্রহ্মস্বরূপ বস্তুতে) চিত্তস্য (অন্তঃকরণের) সম্যক্ (সম্পূর্ণরূপে) আধানং (স্থাপন, অর্থাৎ একাগ্রতা), [তৎ=তাহা] সমাধানং (সমাধান) ইতি (এইরূপ) বিদুষা (পণ্ডিতব্যক্তি কর্ত্তৃক) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ২২০

অনুবাদ। শ্রুতিতে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য সেই জ্ঞেয় বস্তুতে যে চিত্তের একাগ্রতা, তাহাই সমাধান; পণ্ডিত ব্যক্তি এই-প্রকার বলিয়া থাকেন॥ ২২০

চিত্তস্য সাধ্যৈকপরত্বমেব
পুমর্থসিদ্ধের্নিয়মেন কারণম্।
নৈবান্যথা সিধ্যতি সাধ্যমীষৎ
মনঃপ্রসাদে বিফলঃ প্রযত্নঃ॥ ২২১

অন্বয়। পুমর্থসিদ্ধেঃ (পুরুষার্থসিদ্ধির পক্ষে) চিত্তস্য (অন্তঃকরণের) সাধ্যৈকপরত্বমেব (সাধ্য বস্তুতে একাগ্রতা) নিয়মেন (নিয়তভাবে) কারণং (হেতু হইয়া থাকে); অন্যথা (অন্যপ্রকারে) সাধ্যম্ (অভিলষিত কার্য্য) নৈব সিধ্যতি (সিদ্ধ হইতেই পারে না)। ঈষৎ (অল্পমাত্র) মনঃপ্রসাদে (মনের নির্ম্মলতা হইলে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া প্রসন্ন না হইলে) প্রযত্নঃ (মোক্ষলাভ বিষয়ে প্রযত্ন) বিফলঃ (নিষ্ফল হইয়া থাকে)॥ ২২১

অনুবাদ। অন্তঃকরণ যদি জ্ঞেয় বস্তুতে একান্তভাবে একাগ্রতাযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই একাগ্রতাই [মোক্ষরূপ] পুরুষার্থসিদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রকারে মোক্ষ সিদ্ধ হইতে পারে না। চিত্তের প্রসাদ যদি অল্প হয় (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে একাগ্রতা হেতু চিত্তের পরিপূর্ণ প্রসাদ না হয়) তাহা হইলে, মোক্ষলাভ বিষয়ে প্রযত্ন নিষ্ফল হইয়া থাকে॥ ২২১

চিত্তং চ দৃষ্টিং করণং তথান্যৎ
একত্র বধ্নাতি হি লক্ষ্যভেত্তা।
কিঞ্চিৎপ্রমাদে সতি লক্ষ্যভেত্তুঃ
বাণপ্রয়োগো বিফলো যথা তথা॥ ২২২

অন্বয়। লক্ষ্যভেত্তা (যে ব্যক্তি শরের দ্বারা কোন লক্ষ্য ভেদ করিতে চাহে সে) চিত্তম্ (অন্তঃকরণ) দৃষ্টিং (দৃষ্টি) তথা অন্যৎ করণং চ (এবং অন্যান্য সাধন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি) একত্র (একটি বিষয়ে) বধ্নাতি হি (সন্নিবেশিত করিয়া থাকে); লক্ষ্যভেত্তুঃ (লক্ষ্যভেদকারীর) কিঞ্চিৎ (অল্পমাত্রও) প্রমাদে সতি (অনবধানতা হইলে) যথা (যেমন) বাণপ্রয়োগঃ (শরক্ষেপণ) বিফলঃ (নিষ্ফল) [ভবতি=হইয়া থাকে] তথা (সেইরূপই) [প্রকৃতস্থলে বুঝিতে হইবে]॥ ২২২

অনুবাদ। যে ব্যক্তি লক্ষ্য ভেদ করিবে, সে চিত্ত, দৃষ্টি ও হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি একটি লক্ষ্যের উদ্দেশে একাগ্রভাবে নিয়োজিত করে। সেই লক্ষ্যভেত্তার যদি এই বিষয়ে অল্পমাত্রও অসাবধানতা হয়, তাহা হইলে যেমন তাহার শরপ্রয়োগ নিষ্ফল [প্রকৃত স্থলেও] সেইরূপ [জানিতে হইবে]॥ ২২২

সিদ্ধেশ্চিত্তসমাধানমসাধারণকারণম্।
যতস্ততো মুমুক্ষূণাং ভবিতব্যং সদামুনা॥ ২২৩

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু) চিত্তসমাধানং (চিত্তের একাগ্রতা) সিদ্ধেঃ (সিদ্ধিলাভের) অসাধারণকারণম্ (অসামান্য হেতু), ততঃ (সেই কারণে) মুমুক্ষূণাং (মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণের) সদা (সর্ব্বদাই) অমুনা (এই চিত্তসমাধানের সহিত) ভবিতব্যম্ (অবস্থান করা উচিত)॥ ২২৩

অনুবাদ। যেহেতু চিত্তের একাগ্রতাই সিদ্ধিলাভের অসাধারণ কারণ

[বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে], সেই কারণে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের যাহাতে চিত্তের একাগ্রতা হয়, তাহা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২২৩

অত্যন্ততীব্রবৈরাগ্যং ফললিপ্সা মহত্তরা।
তদেতদুভয়ং বিদ্যাৎ সমাধানস্য কারণম্ ॥ ২২৪

অন্বয়। অত্যন্ততীব্রবৈরাগ্যং (সংসারের উপর অত্যন্ত তীব্র বৈরাগ্য) [অথচ=এবং] মহত্তরা (অতি মহতী) ফললিপ্সা (মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা) এতৎ (এই) তৎ (প্রসিদ্ধ) উভয়ং (বস্তু দুইটিই) সমাধানস্য (চিত্তের একাগ্রতার) কারণং (কারণ বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিতে হইবে) ॥ ২২৪

অনুবাদ। [ঐহিক এবং পারত্রিক ভোগ্যসমূহের উপর] অত্যন্ত তীব্র বিরক্তি এবং অতি প্রবল মোক্ষলাভেচ্ছা এই প্রসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ই চিত্তের একাগ্রতার সাধন অর্থাৎ উপায়, ইহা জানিবে ॥ ২২৪

বহিরঙ্গং শ্রুতিঃ প্রাহ ব্রহ্মচর্য্যাদি মুক্তয়ে।
শমাদি-ষট্কমেবৈতৎ অন্তরঙ্গং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২২৫

অন্বয়। শ্রুতিঃ (বেদ) ব্রহ্মচর্য্যাদি (ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিকে) মুক্তয়ে (মুক্তির প্রতি) বহিরঙ্গং (বাহ্য সাধন বলিয়া) প্রাহ (নির্দ্দেশ করিয়া থাকে) এতৎ (এই) শমাদিষট্কং (শম প্রভৃতি ছয়টিকে) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) অন্তরঙ্গং (মোক্ষলাভের পক্ষে অন্তরঙ্গ সাধন) বিদুঃ (জানেন) ॥ ২২৫

অনুবাদ। শ্রুতি (বেদ) ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিকে মোক্ষের বহিরঙ্গ সাধন (উপায়) বলেন ; কিন্তু এই শমপ্রভৃতি ছয়টিকে পণ্ডিতগণ মোক্ষের অন্তরঙ্গ সাধন (উপায়) বলিয়া জানেন ॥ ২২৫

অন্তরঙ্গং হি বলবদ্ বহিরঙ্গাদ্ যতস্ততঃ।
শমাদি-ষট্কং জিজ্ঞাসোরবশ্যং ভাব্যমান্তরম্ ॥ ২২৬

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু) হি (নিশ্চয়) বহিরঙ্গাৎ (বহিরঙ্গ অপেক্ষা) অন্তরঙ্গম্ (অন্তরঙ্গ) বলবৎ (বলশালী) ততঃ (সেইজন্য) জিজ্ঞাসোঃ (মুমুক্ষু ব্যক্তির) শমাদিষট্কং (শমাদি ছয়টিকে) অবশ্যম্ (অবশ্যই) আন্তরম্ (অন্তরঙ্গ) ভাব্যম্ (করিয়া লইতে হইবে) ॥ ২২৬

অনুবাদ। যেহেতু বহিরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরঙ্গ নিশ্চয়ই [অধিকতর] বলশালী, সেইজন্য মোক্ষার্থী ব্যক্তির শমাদি ছয়টিকে অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে হইবে ॥ ২২৬

অন্তরঙ্গবিহীনস্য কৃতশ্রবণকোটয়ঃ।
ন ফলন্তি যথা যোদ্ধুরধীরস্যাস্ত্রসম্পদঃ ॥ ২২৭

অন্বয়। যথা (যেমন) অধীরস্য (ধৈর্য্যহীন) যোদ্ধুঃ (যোদ্ধার) অস্ত্র-সম্পদঃ (বহু অস্ত্ররূপ সম্পদ্) ন ফলন্তি (সফল হয় না) [তথা=সেইরূপই] অন্তরঙ্গবিহীনস্য (যে মুমুক্ষু ব্যক্তির এই শমাদি অন্তরঙ্গ সাধন নাই তাহার) কৃতশ্রবণকোটয়ঃ (কোটিবার বেদের শ্রবণ সম্পাদিত হইলেও তাহা) ন ফলন্তি (সফল হইতে পারে না)॥ ২২৭

অনুবাদ। যেমন অস্থিরচিত্ত যোদ্ধার বহু অস্ত্র বিদ্যমান থাকিলেও তাহা দ্বারা কোন ফল সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ, যে মুমুক্ষুর শমপ্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধন-সিদ্ধি নাই, তাহার কোটি বার বেদান্ত শ্রবণ করা হইলেও কোন ফল সিদ্ধ হইতে পারে না॥ ২২৭

মুমুক্ষুত্বম্।

ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ যদ্‌বিদ্বান্ মোক্তুমিচ্ছতি।
সংসারপাশবন্ধং তৎ মুমুক্ষুত্বং নিগদ্যতে॥ ২২৮

অন্বয়। বিদ্বান্ (পণ্ডিত ব্যক্তি) ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ (জীব ও ব্রহ্ম একই এই প্রকার জ্ঞানের সাহায্যে) সংসারপাশবন্ধং (সংসাররূপ রজ্জুদ্বারা কৃত বন্ধনকে) মোক্তুং (ছেদন করিতে অর্থাৎ তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে) যৎ (যে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করেন), তৎ (তাহা) মুমুক্ষুত্বং (মুমুক্ষুত্ব এই শব্দের অর্থ বলিয়া) নিগদ্যতে (কথিত হইয়া থাকে)॥ ২২৮

অনুবাদ। "জীব ও ব্রহ্ম একই" এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি সংসার-পাশ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার যে ইচ্ছা করেন, তাহাকে মুমুক্ষুত্ব বলা যায়॥ ২২৮

সাধনানাং তু সর্ব্বেষাং মুমুক্ষা মূলকারণম্।
অনিচ্ছোরপ্রবৃত্তস্য ক্ব শ্রুতিঃ ক্ব নু তৎফলম্॥ ২২৯

অন্বয়। সর্ব্বেষাং (সকল) সাধনানাং (সাধনের মধ্যে) তু [কিন্তু] মুমুক্ষা (মোক্ষ লাভের ইচ্ছা) মূলকারণং (প্রধান কারণ) [বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কারণ] অনিচ্ছোঃ (ইচ্ছাহীন) অপ্রবৃত্তস্য (সুতরাং মোক্ষোপায় সাধনে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে) শ্রুতিঃ (বেদই বা) ক্ব (কোথায়?) তৎফলং (তাহার ফলই বা) ক্ব নু (কোথায়?)॥ ২২৯

অনুবাদ। মোক্ষলাভ করিবার ইচ্ছাই সকল প্রকার সাধনের প্রধান কারণ; যাহার মোক্ষলাভে ইচ্ছা নাই, সুতরাং সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি নাই, সেই ব্যক্তির শ্রুতিই বা কোথায়? আর সেই শ্রুতিসিদ্ধ ফলই বা কোথায়? ॥ ২২৯

তীব্র-মধ্যম-মন্দাতিমন্দ-ভেদাচ্চতুর্বিধা।
মুমুক্ষা তৎপ্রকারোঽপি কীর্ত্ত্যতে শ্রূয়তাং বুধৈঃ॥ ২৩০

অন্বয়। তীব্র-মধ্যম-মন্দাতিমন্দ-ভেদাৎ (তীব্র, মধ্যম, মন্দ এবং অতিমন্দ ভেদে) মুমুক্ষা (মোক্ষের ইচ্ছা) চতুর্ব্বিধা (চারি প্রকার); তৎপ্রকারোঽপি (সেই চারিপ্রকার ভেদও) কীর্ত্ত্যতে (কথিত হইতেছে), বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ) শ্রূয়তাং (শ্রবণ করুন)॥ ২৩০

অনুবাদ। মুমুক্ষা (মোক্ষের ইচ্ছা) তীব্র, মধ্যম, মন্দ ও অতিমন্দ ভেদে চারিপ্রকার; সেই চারিপ্রকার ভেদও কথিত হইতেছে, পণ্ডিতগণ তাহা শ্রবণ করুন॥ ২৩০

তাপৈস্ত্রিভির্নিত্যমনেকরূপৈঃ
সন্তপ্যমানঃ ক্ষুভিতান্তরাত্মা।
পরিগ্রহং সর্ব্বমনর্থবুদ্ধ্যা
জহাতি সা তীব্রতরা মুমুক্ষা॥ ২৩১

অন্বয়। অনেকরূপৈঃ (অসংখ্যস্বরূপ) ত্রিভিঃ (ত্রিবিধ) তাপৈঃ (দুঃখ-সমূহের দ্বারা) নিত্যং (প্রতিদিন) সন্তপ্যমানঃ (পরিপীড়িত হইয়া) ক্ষুভিতান্ত-রাত্মা (নিতান্ত ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তি) অনর্থবুদ্ধ্যা (অনিষ্টকর এইপ্রকার বিবেচনা-পূর্ব্বক) সর্ব্বং (সকলপ্রকার) পরিগ্রহং (সংসর্গ) [যয়া=যে ইচ্ছার বশে] জহাতি (পরিত্যাগ করিয়া থাকে), সা (সেই) মুমুক্ষা (মোক্ষের ইচ্ছা) তীব্রতরা (অতিশয় তীব্র)॥ ২৩১

অনুবাদ। মূলতঃ দুঃখ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই তিন প্রকার হইলেও প্রকার-ভেদে অনেকরূপ দুঃখের দ্বারা সর্ব্বদা নিপীড়িত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া (সাধক) সকলপ্রকার আসঙ্গকেই 'ইহা অনর্থকর' এই প্রকার বুদ্ধিতে যে ইচ্ছার বশে পরিত্যাগ করা হয়, সেই মুমুক্ষাই অতিশয় তীব্র॥ ২৩১

তাপত্রয়ং তীব্রমবেক্ষ্য বস্তু
দৃষ্ট্বা কলত্রং তনয়ান্ বিহাতুম্।
মধ্যে দ্বয়োর্লোড়নমাত্মনো যৎ
সৈষা মতা মাধ্যমিকী মুমুক্ষা॥ ২৩২

অন্বয়। তীব্রং (ভয়ানক) তাপত্রয়ং (ত্রিবিধ দুঃখ) অবেক্ষ্য (অনুভব করিয়া) বস্তু (বেদান্তাদির সাহায্যে পরম বস্তুটি) দৃষ্ট্বা (আপাততঃ বুঝিয়া) কলত্রং (পত্নী) তনয়ান্ (এবং পুত্রগণকে) বিহাতুং (পরিত্যাগ করিতে) দ্বয়োঃ (সংসার ও বৈরাগ্য এই দুইটির) মধ্যে [কোনটিকে আশ্রয় করিব এইরূপে]

আত্মনঃ (আত্মার) যৎ (যে) লোড়নং (আলোড়ন, সংশয়) এষা (এই) সা (সেই) মাধ্যমিকী (মধ্যম) মুমুক্ষা (মোক্ষের ইচ্ছা) মতা (স্বীকৃত হইয়া থাকে) ॥ ২৩২

অনুবাদ। ভয়ঙ্কর ত্রিবিধ তাপ অনুভব করিয়া এবং কোন্ বস্তুটি পরমার্থ সৎ তাহা জানিয়া, যদি কেহ (মুক্তির ইচ্ছা থাকিলেও) স্ত্রী এবং পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে সমুৎসুক হইয়া সংসার ও সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে কোন্‌টিকে অবলম্বন করিব—এইরূপে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার যে মুমুক্ষা, তাহাই মধ্যম মুমুক্ষা বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ২৩২

মোক্ষস্য কালোঽস্তি কিমদ্য মে ত্বরা
ভুক্ত্বৈব ভোগান্ কৃতসর্ব্বকার্য্যঃ।
মুক্ত্যৈ যতিষ্যেঽহমথেতি বুদ্ধিঃ
এষৈব মন্দা কথিতা মুমুক্ষা ॥ ২৩৩

অন্বয়। মোক্ষস্য (মোক্ষের) [সাধনমনুষ্ঠাতুং=সাধন অনুষ্ঠান করিতে] কালঃ (এখনও কাল) অস্তি (পড়িয়া রহিয়াছে) অদ্য (আজই) মে (আমার) ত্বরা (সত্বরতা) কিং (নিষ্প্রয়োজন), ভোগান্ (সকলপ্রকার ভোগ) ভুক্ত্বা এব (আস্বাদন করিয়াই) কৃতসর্ব্বকার্য্যঃ (সকলপ্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া) অথ (অনন্তর) অহম্ (আমি) মুক্ত্যৈ (মোক্ষের জন্য) যতিষ্যে (যত্ন করিব) এষা (এই) বুদ্ধিঃ এব (বুদ্ধিই) মন্দা (মন্দ) মুমুক্ষা (মোক্ষের ইচ্ছা বলিয়া) কথিতা (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ২৩৩

অনুবাদ। মোক্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে এখনও যথেষ্ট সময় পড়িয়া আছে, মোক্ষলাভের জন্য অদ্যই আমার এইরূপ ত্বরা কেন? অগ্রে আমার যত প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, তাহা সম্পাদন করিয়া লই এবং ইচ্ছামত যত প্রকার পারা যায় ভোগ করিয়া লই, তাহার পর আমি মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিব—এই প্রকার যে বুদ্ধি, তাহাকেই মন্দ মুমুক্ষা বলা যায় ॥ ২৩৩

মার্গে প্রয়াতুর্মণিলাভবন্মে
লভ্যেত মোক্ষো যদি নাম ধন্যঃ।*
ইত্যাশয়া মূঢ়ধিয়াং মতি র্যা
সৈষাতিমন্দাভিমতা মুমুক্ষা ॥ ২৩৪

অন্বয়। প্রয়াতুঃ (চলিয়া যাইতে যাইতে কাহারও) মার্গে (পথে) মণিলাভবৎ (হঠাৎ ভাগ্যক্রমে মণি লাভের ন্যায়) মে (আমার) মোক্ষঃ (মোক্ষ)

* লভ্যেত মোক্ষো যদি তর্হি ধন্যঃ ইতি বা পাঠঃ।

যদি (যদি) লভ্যেত (ভাগ্যবশতঃ লাভ হয় তাহা হইলে) ধন্যঃ (আমি ধন্য হইতে পারি), ইত্যাশয়া (এইপ্রকার আশায়) মূঢ়ধিয়াং (মূঢ়মতিগণের) যা (যে) মতিঃ (বুদ্ধি), সৈষা মুমুক্ষা (সেই এই মুমুক্ষাই) অতিমন্দা (অতিমন্দ বলিয়া) অভিমতা (বিবেচিত হইয়া থাকে)॥ ২৩৪

অনুবাদ। যেমন কোন ব্যক্তি পথে চলিয়া যাইতেছে এমন সময় হঠাৎ সেই পথে একটি মণি রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া সে তাহা কুড়াইয়া লয়, সেইপ্রকার আমি এই সংসারাশ্রমেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইতেছি—ভাগ্যবশতঃ যদি মোক্ষ-লাভ আমার হয়, তাহা হইলে আমি সেই মণিলাভকর্ত্তা পান্থ ব্যক্তির ন্যায় ধন্য হইতে পারিব, এইপ্রকার আশার সহিত মূঢ়মতিগণের যে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই অতিমন্দ মুমুক্ষা বলা যায়॥ ২৩৪

জন্মানেকসহস্রেষু তপসারাধিতেশ্বরঃ।
তেন নিঃশেষ-নির্ধূত-হৃদয়স্থিত-কল্মষঃ॥ ২৩৫

অন্বয়। জন্মানেকসহস্রেষু (বহুসহস্র জন্ম ব্যাপিয়া) তপসা (তপস্যা দ্বারা) আরাধিতেশ্বরঃ (যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া আসিতেছে) তেন (সেই ঈশ্বরারাধনার ফলে) নিঃশেষ-নির্ধূত-হৃদয়স্থিত-কল্মষঃ (যাহার হৃদয়স্থিত সকল-প্রকার পাপই নিঃশেষভাবে বিনাশিত হইয়াছে)॥ ২৩৫

অনুবাদ। বহু-সহস্র জন্ম-ব্যাপী কঠোর তপস্যা দ্বারা যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া আসিতেছে এবং সেই ঈশ্বরারাধনের প্রভাবে যাহার হৃদয়স্থিত সকলপ্রকার পাপ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ২৩৫

শাস্ত্রবিদ্গুণদোষজ্ঞো ভোগ্যমাত্রে বিনিস্পৃহঃ।
নিত্যানিত্যপদার্থজ্ঞো মুক্তিকামো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ২৩৬

অন্বয়। শাস্ত্রবিদ্ (যে শাস্ত্রজ্ঞ), গুণদোষজ্ঞঃ (গুণ ও দোষের বোধ যাহার হইয়াছে), ভোগ্যমাত্রে (সকলপ্রকার ভোগ্য বস্তুতেই) বিনিস্পৃহঃ (যাহার স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে), নিত্যানিত্যপদার্থজ্ঞঃ (নিত্য এবং অনিত্য পদার্থের স্বরূপ যে বুঝিয়াছে), মুক্তিকামঃ (মুক্তির জন্য যাহার কামনার উদয় হইয়াছে), দৃঢ়ব্রতঃ (যাহার কার্য্য করিবার অবিচলিত যত্ন)॥ ২৩৬

অনুবাদ। যাহার শাস্ত্রজ্ঞান আছে, গুণ ও দোষ কাহাকে বলে তাহা যে বুঝিয়াছে, সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুতেই যাহার স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে, যে নিত্য এবং অনিত্য বস্তু কাহাকে বলে তাহা বেশ বুঝিয়াছে, যে মুক্তিকামী এবং যে অধ্যবসায় সহকারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকে॥ ২৩৬

নিষ্টপ্তমগ্নিনা পাত্রমুদ্ধৃত্য ত্বরয়া যথা।
জহাতি গেহং তদ্বচ্চ তীব্রমোক্ষেচ্ছয়া দ্বিজঃ॥ ২৩৭

অন্বয়। অগ্নিনা (অগ্নি দ্বারা) নিষ্টপ্তম্ (অত্যন্ত তপ্ত) পাত্রং (পাত্রকে), উদ্ধৃত্য (হস্তের দ্বারা উঠাইয়া) যথা (যেমন) ত্বরয়া (তাড়াতাড়ি) জহাতি (লোকে পরিত্যাগ করে), তদ্বৎ (সেইরূপ) তীব্রমোক্ষেচ্ছয়া (তীব্র মোক্ষেচ্ছা-বশতঃ) দ্বিজঃ (যে ব্রাহ্মণ) গেহং (নিজের গৃহ) জহাতি (পরিত্যাগ করিয়া থাকে)॥ ২৩৭

অনুবাদ। অগ্নি দ্বারা অতিশয় তপ্ত পাত্র হাতে ধরিয়া লোকে যেমন তাড়া-তাড়ি তাহা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তীব্র মোক্ষেচ্ছাবশতঃ যে ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি নিজের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে॥ ২৩৭

স এব সদ্যস্তরতি সংসৃতিং গুর্ব্বনুগ্রহাৎ।
যস্তু তীব্রমুমুক্ষুঃ স্যাৎ স জীবন্নেব মুচ্যতে॥ ২৩৮

অন্বয়। স এব (তিনিই) গুর্ব্বনুগ্রহাৎ (গুরুর কৃপায়) সদ্যঃ (অতি শীঘ্রই) সংসৃতিং (সংসারকে) তরতি (অতিক্রম করেন) যস্তু (পরন্তু যে ব্যক্তি) তীব্রমুমুক্ষুঃ (তীব্র মোক্ষেচ্ছাসম্পন্ন) স্যাৎ (হন) সঃ (তিনি) জীবন্নেব (বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই) মুচ্যতে (মোক্ষলাভ করেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন)॥ ২৩৮

অনুবাদ। তিনিই গুরুর কৃপায় অতি শীঘ্র সংসারকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ এই সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। যাঁহার মোক্ষলাভের জন্য তীব্র অভিলাষ উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি জীবদ্দশাতেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ অর্থাৎ তিনি জীবন্মুক্ত॥ ২৩৮

জন্মান্তরে মধ্যমস্তু তদন্যস্তু যুগান্তরে।
চতুর্থঃ কল্পকোট্যাং বা নৈব বন্ধাদ্বিমুচ্যতে॥ ২৩৯

অন্বয়। তু (পরন্তু) মধ্যমঃ (যাহার মুমুক্ষা মধ্যম সেই ব্যক্তি) জন্মান্তরে (পরজন্মে) [মুচ্যতে=মুক্তি লাভ করিতে পারেন], তদন্যস্তু (যাহার মুমুক্ষা মন্দ সেই ব্যক্তি) যুগান্তরে (যুগান্তর উপস্থিত হইলে) [মুচ্যতে=মুক্তিলাভ করিতে পারে], চতুর্থঃ (যাহার মুমুক্ষা অতিশয় মন্দ সেই ব্যক্তি) কল্পকোট্যাং (কোটি কল্প অতীত হইয়া গেলে) বন্ধাৎ (সংসারবন্ধ হইতে) বিমুচ্যতে বা নৈব (মুক্তি-লাভ করিতে পারে অথবা পারে না)॥ ২৩৯

অনুবাদ। যাঁহার মুমুক্ষা মধ্যম, সেই ব্যক্তি পর জন্মে মোক্ষ লাভ করেন; যাহার মুমুক্ষা মন্দ, সেই ব্যক্তি যুগান্তরে মোক্ষলাভ করিতে পারে; কিন্তু যাহার মুমুক্ষা অতিশয় মন্দ, সেই ব্যক্তি কোটিকল্প অতীত হইবার পরও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে কি না, তাহা সংশয়ের বিষয়॥ ২৩৯

নৃজন্ম জন্তোরতিদুর্লভং বিদু-
স্ততোঽপি পুংস্ত্বং চ ততো বিবেকঃ।

লব্ধ্বা তদেতৎ ত্রিতয়ং মহাত্মা
যতেত মুক্ত্যৈ সহসা বিরক্তঃ ॥ ২৪০

অন্বয়। জন্তোঃ (প্রাণীর) নৃজন্ম (মনুষ্য-জন্ম) অতি-দুর্ল্ভম্ (অত্যন্ত দুর্ল্ভ বলিয়া) বিদুঃ (পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন)। ততঃ অপি (সেই মনুষ্যজন্ম হইতেও) পুংস্ত্বং (পুরুষ হওয়া) [অতিদুর্ল্ভং=আরও দুর্ল্ভ]; ততশ্চ (সেই পুরুষ হইয়া জন্মান অপেক্ষা) বিবেকঃ (সদসদ্ বিচার করিবার সামর্থ্য) [অতিদুর্ল্ভঃ=আরও দুর্ল্ভতর]। তৎ (সেই) এতৎ (এই) ত্রিতয়ং (তিনটি অতি দুর্ল্ভ বস্তু) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) মহাত্মা (যে ব্যক্তি মহাত্মা হইবেন, তিনি) সহসা (হঠাৎ) বিরক্তঃ (সংসারে বিরক্ত হইয়া) মুক্ত্যৈ (মুক্তিলাভের জন্য) যতেত (অবশ্য যত্ন করিবেন)॥ ২৪০

অনুবাদ। (এই সংসারে) জীবের পক্ষে প্রথমতঃ মনুষ্যজন্মই অতি দুর্ল্ভ। আবার পুরুষত্ব তদপেক্ষা আরও দুর্ল্ভ; সেই পুরুষত্ব অপেক্ষা সদসদ্‌বিবেক আরও অত্যন্ত দুর্ল্ভ, এই প্রকারই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিয়া থাকেন। সুতরাং এই সেই অতি দুর্ল্ভ তিনটি বস্তু (ভাগ্যক্রমে) প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, তিনি যেন অকস্মাৎ (অর্থাৎ ভাবনাচিন্তা না করিয়া) সংসারে বিরাগী হইয়া, মুক্তিলাভের জন্য যত্ন করেন॥ ২৪০

পুত্রমিত্রকলত্রাদিসুখং জন্মনি জন্মনি।
মর্ত্ত্যত্বং পুরুষত্বং চ বিবেকশ্চ ন লভ্যতে ॥ ২৪১

অন্বয়। জন্মনি জন্মনি (প্রত্যেক জন্মেই) পুত্র-মিত্র-কলত্রাদিসুখং (পুত্র মিত্র এবং কলত্র অর্থাৎ পত্নী প্রভৃতির সহিত মিলন সুখ) লভ্যতে (লব্ধ হইয়া থাকে); মর্ত্ত্যত্বং (মানুষ হওয়া) পুরুষত্বং (পুরুষ হওয়া) বিবেকশ্চ (এবং সদসদ্‌বিচারবুদ্ধি লাভ করা) [জন্মনি জন্মনি=প্রত্যেক জন্মে] ন লভ্যতে (লাভ করা যায় না)॥ ২৪১

অনুবাদ। প্রতি জন্মেই পুত্র মিত্র ও পত্নী প্রভৃতির সহিত মিলন-জনিত সুখ লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু মানুষ হওয়া—পুরুষ হওয়া—এবং সদসদ্‌বিচারবুদ্ধি লাভ করা কখনই প্রত্যেক জন্মে সম্ভবপর হয় না॥ ২৪১

লব্ধ্বা সুদুর্ল্ভতরং নরজন্ম জন্তু-
স্তত্রাপি পৌরুষমতঃ সদসদ্‌বিবেকম্।
সংপ্রাপ্য চৈহিকসুখাভিরতো যদি স্যাৎ
ধিক্ তস্য জন্ম কুমতেঃ পুরুষাধমস্য ॥ ২৪২

অন্বয়। অতঃ (অতএব) সুদুর্ল্ভতরম্ (অতিশয় সুদুর্ল্ভ) নরজন্ম (মনুষ্যজন্ম) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) তত্রাপি (সেই মনুষ্যজন্মেও) পৌরুষং (পুরুষত্ব) সদ-

সদ্‌বিবেকম্ (এবং সদসদ্‌বিবেকও) সংপ্রাপ্য (লাভ করিয়া) জন্তুঃ (জীব) যদি (যদি) ঐহিকসুখাভিরতঃ (ঐহিক সুখেতেই আসক্ত) স্যাৎ (হইয়া পড়ে), [ততঃ=তাহা হইলে] তস্য (সেই) কুমতেঃ (দুর্ম্মতি) পুরুষাধমস্য (পুরুষাধমের) জন্ম ধিক্ (জন্মকেই ধিক্)॥ ২৪২

অনুবাদ। অতএব অতিশয় সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া এবং সেই জন্মে পুরুষকার ও সদসদ্‌বিবেক প্রাপ্ত হইয়াও, জীব যদি পার্থিব সুখভোগেই একান্ত আসক্ত হয়, তাহা হইলে সেই কুমতি পুরুষাধমের জন্মকে ধিক্ ॥ ২৪২

খাদতে মোদতে নিত্যং শুনকঃ শূকরঃ খরঃ।
তেষামেষাং বিশেষঃ কো বৃত্তির্যেষাং তু তৈঃ সমা ॥ ২৪৩

অন্বয়। শুনকঃ (কুকুর) শূকরঃ (শূকর) খরঃ (এবং গর্দ্দভ) নিত্যং (প্রত্যহ) খাদতে (ভক্ষণ করে) মোদতে [চ] (এবং আনন্দানুভবও করিয়া থাকে) যেষাং (যে মনুষ্যগণের) বৃত্তিঃ (ব্যবহার, কার্য্য) তৈঃ (সেই কুক্কুর প্রভৃতির সহিত) সমা (সমান) তেষাং (তাহাদের) এষাম্ (এই কুক্কুর প্রভৃতির) বিশেষঃ (পার্থক্য, প্রভেদ) কঃ (কি আছে ?)॥ ২৪৩

অনুবাদ। কুক্কুর, শূকর ও গর্দ্দভ প্রভৃতিও আহার করে এবং আনন্দানুভবও করিয়া থাকে। যাহাদের কার্য্য কুক্কুর প্রভৃতির সমান, তাহাদের এবং ঐ সকল কুক্কুর প্রভৃতির মধ্যে প্রভেদ কি ॥ ২৪৩

যাবন্নাশ্রয়তে রোগো যাবন্নাশ্রয়তে জরা। *
যাবন্ন ধীর্বিপর্য্যেতি যাবন্মৃত্যুং ন পশ্যতি ॥ ২৪৪
তাবদেব নরঃ স্বস্থঃ সারগ্রহণ-তৎপরঃ।
বিবেকী প্রযতেতাশু ভববন্ধবিমুক্তয়ে ॥ ২৪৫

অন্বয়। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) রোগঃ (ব্যাধি) [শরীরং=শরীরকে] ন আশ্রয়তে (আশ্রয় না করিতেছে) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) জরা (বার্দ্ধক্য) ন আশ্রয়তে (আশ্রয় না করিতেছে), যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) ধীঃ (বুদ্ধি) ন বিপর্য্যেতি (বিপরীত না হইতেছে), যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) মৃত্যুং (মরণকে) ন পশ্যতি (দেখিতে পায় না), তাবদেব (সেই কালের মধ্যেই) সারগ্রহণতৎপরঃ (সারসংগ্রহনিরত) স্বস্থঃ (প্রকৃতিস্থ) বিবেকী (সদসদ্‌বস্তুবিষয়ে বিবেকসম্পন্ন হইয়া) নরঃ (মনুষ্য) ভববন্ধবিমুক্তয়ে (সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য) আশু (শীঘ্র) প্রযতেত (চেষ্টা করিবে)॥ ২৪৪—২৪৫

অনুবাদ। যে পর্য্যন্ত ব্যাধি শরীরকে আশ্রয় না করে, যে পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্য শরীরকে অবলম্বন না করে, যে পর্য্যন্ত বুদ্ধির বিপর্য্যয় না ঘটে, এবং যে পর্য্যন্ত

---

* যাবন্নাক্রমতে জরা ইতি বা পাঠঃ।

মৃত্যুকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে না পায়, তাহার পূর্ব্বেই সারগ্রাহী সুস্থ মানব বিবেকসম্পন্ন হইয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য শীঘ্র যত্ন করিবে॥ ২৪৪—২৪৫

দেবর্ষিপিতৃমর্ত্ত্যর্ণবন্ধমুক্তাস্তু কোটিশঃ।
ভববন্ধবিমুক্তস্তু যঃ কশ্চিদ্ ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ ২৪৬

অন্বয়। কোটিশঃ (কোটি কোটি ব্যক্তি) দেবর্ষিপিতৃমর্ত্ত্যর্ণবন্ধমুক্তাঃ (দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও মনুষ্য-ঋণ রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত) [ভবন্তি=হইয়া থাকে], তু (কিন্তু) যঃ কশ্চিৎ (যে কোন একজন) ব্রহ্মবিত্তমঃ (ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিই) ভববন্ধবিমুক্তঃ (সংসাররূপ বন্ধন হইতে মুক্ত) [ভবতি= হইয়া থাকেন]॥ ২৪৬

অনুবাদ। দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও মনুষ্য-ঋণ হইতে কোটি কোটি ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতেছে কিন্তু ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রণী কোন এক ব্যক্তিই [কদাচিৎ] ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ২৪৬

বিশদ ব্যাখ্যা। স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—মনুষ্য কতকগুলি ঋণের সহিতই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ সকল ঋণের মধ্যে দেবঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে, যাগ হোম পূজা প্রভৃতি কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন ও বিদ্যার্থিগণকে বেদ পাঠ করান—এই প্রকার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি দ্বারা ঋষিঋণ হইতে গৃহস্থ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়; এবং অতিথি-সেবা দ্বারা মনুষ্যঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, এই ভাবে গার্হস্থ্য-বিহিত কর্ম্মের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত কয়টি ঋণ হইতে কোটি কোটি মনুষ্য প্রত্যহই মুক্তি লাভ করিতেছে—ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার দ্বারা সংসারবন্ধ হইতে একেবারে মুক্তিলাভ করিতেছেন, এইরূপ মহাত্মাকে কদাচিৎই দেখিতে পাওয়া যায়॥ ২৪৬

অন্তর্বন্ধেন বদ্ধস্য কিং বহির্বন্ধমোচনৈঃ।
তদন্তর্বন্ধমুক্ত্যর্থং ক্রিয়তাং কৃতিভিঃ কৃতিঃ॥ ২৪৭

অন্বয়। অন্তর্বন্ধেন (ভিতরের বন্ধনের দ্বারা) বদ্ধস্য (বদ্ধ ব্যক্তির) বহির্বন্ধমোচনৈঃ (বাহিরের বন্ধন মোচনের দ্বারা) কিং (প্রয়োজন কি সিদ্ধ হইতে পারে?) তৎ (সেই নিমিত্ত) কৃতিভিঃ (কুশল অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ) অন্তর্বন্ধমুক্ত্যর্থং (ভিতরের বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য) কৃতিঃ (যত্ন, চেষ্টা) ক্রিয়তাম্ (করুন)॥ ২৪৭

অনুবাদ। ভিতরের বন্ধনের দ্বারা যে সর্ব্বদা বদ্ধ তাহার পূর্ব্বোক্ত কয়টি বাহিরের বন্ধন হইতে মোচন দ্বারা কি ফল হইতে পারে? সেইজন্য ভিতরের সেই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যত্ন করুন॥ ২৪৭

কৃতিপর্য্যবসানৈব মতা তীব্রমুমুক্ষুতা।
অন্যা তু রঞ্জনামাত্রা যত্র নো দৃশ্যতে কৃতিঃ॥ ২৪৮

অন্বয়। তীব্রমুমুক্ষুতা (মোক্ষলাভের জন্য তীব্র ইচ্ছা) কৃতিপর্য্যবসানা (মোক্ষলাভের জন্য প্রযত্নেই পরিণত হয়) মতা (ইহাই পণ্ডিতগণের মত); যত্র (যে মুমুক্ষুতায়) কৃতিঃ (মোক্ষলাভের জন্য প্রযত্ন) ন দৃশ্যতে (দেখিতে পাওয়া যায় না), [সা] (সেই) [মুমুক্ষুতা=মোক্ষের ইচ্ছা] অন্যা (অন্য অর্থাৎ তীব্র নহে) তু (কিন্তু) রঞ্জনামাত্রা (সামান্য অনুরাগ মাত্র)॥ ২৪৮

অনুবাদ। যে মোক্ষেচ্ছা কার্য্যে পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ মোক্ষলাভার্থ চেষ্টায় পরিণত হয়, তাহাকেই তীব্র মুমুক্ষুতা বলিয়া স্বীকার করা যায়। আর যে মোক্ষেচ্ছায় কার্য্য অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্য প্রযত্ন দৃষ্ট হয় না—অর্থাৎ ইচ্ছা থাকিলেও মোক্ষলাভার্থ প্রযত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাদৃশ মোক্ষেচ্ছা তীব্র মুমুক্ষুতা নহে; তাহা মোক্ষের জন্য যৎসামান্য অনুরাগমাত্র॥ ২৪৮

গেহাদি সর্ব্বমপহায় লঘুত্ববুদ্ধ্যা
সৌখ্যেচ্ছয়া স্বপতিনানলমাবিবিক্ষোঃ।
কান্তাজনস্য নিয়তা সুদৃঢ়া ত্বরা যা
সৈষা ফলান্তগমনে করণং মুমুক্ষোঃ॥ ২৪৯

অন্বয়। লঘুত্ববুদ্ধ্যা (কিছুই নহে, নিতান্ত তুচ্ছ—এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা) গেহাদি (গৃহ প্রভৃতি) সর্ব্বং (সকল ঐহিকভোগ্যবস্তু) অপহায় (পরিত্যাগ করিয়া) স্বপতিনা (নিজ কান্তের সহিত) সৌখ্যেচ্ছয়া (পরলোকে সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছায়) অনলম্ (অগ্নির মধ্যে) আবিবিক্ষোঃ (প্রবেশ করিতে অভিলাষিণী) কান্তাজনস্য (পতিব্রতা নারীর) যা (যে) নিয়তা (নিয়ত) সুদৃঢ়া (অতি দৃঢ়) ত্বরা (সত্বরতা) সা এষা (সেই এই) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থীর) [ত্বরা=সত্বরতা] ফলান্তগমনে (মোক্ষরূপ শেষ ফল পাইবার পক্ষে) করণং (উপায়, হেতু) [ভবতি=হইয়া থাকে]॥ ২৪৯

অনুবাদ। এ সকল তুচ্ছ—এই মনে করিয়া গৃহ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক পতিব্রতা রমণী পরলোকে পতির সহিত মিলনজনিত সুখভোগের আশায় অগ্নিতে প্রবেশ করিবার জন্য যে প্রকার সুদৃঢ় এবং নিয়ত (অপরিহার্য্য) সত্বরতা অবলম্বন করেন, মোক্ষলাভের জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তির সেই প্রকার সুদৃঢ় এবং নিয়ত ত্বরাই তাহার চরম ফল অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায় হইয়া থাকে॥ ২৪৯

নিত্যানিত্যবিবেকশ্চ দেহক্ষণিকতামতিঃ।
মৃত্যোর্ভীতিশ্চ তাপশ্চ মুমুক্ষাবৃদ্ধিকারণম্॥ ২৫০

অন্বয়। নিত্যানিত্যবিবেকঃ (কোন্ বস্তু নিত্য এবং কোন্ বস্তু অনিত্য, তাহার জ্ঞান) দেহক্ষণিকতামতিঃ (এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর এই প্রকার মতি) মৃত্যোঃ (মরণ হইতে) ভীতিঃ (ভয়) তাপশ্চ (এবং সাংসারিক ত্রিবিধ দুঃখ) মুমুক্ষা-বৃদ্ধিকারণং (মোক্ষাভিলাষ বৃদ্ধির কারণ) [ভবতি=হইয়া থাকে] ॥ ২৫০

অনুবাদ। ব্রহ্মই নিত্য এবং তাহা ভিন্ন আর সকলই অনিত্য—এই প্রকার জ্ঞান, দেহ ক্ষণভঙ্গুর এই প্রকার মতি, মরণ হইতে ভীতি এবং [আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই] তিনপ্রকার সাংসারিক তাপ এই কয়টি মিলিত হইয়া, মোক্ষলাভের ইচ্ছাকে আরও বাড়াইয়া থাকে ॥ ২৫০

শিরো বিবেকস্ত্বত্যন্তং বৈরাগ্যং বপুরুচ্যতে।
শমাদয়ঃ ষড়ঙ্গানি মোক্ষেচ্ছা প্রাণ উচ্যতে ॥ ২৫১

অন্বয়। বিবেকঃ (নিত্যানিত্যবস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়) শিরঃ (মস্তকস্বরূপ) অত্যন্তম্ (অতিশয়) বৈরাগ্যং (বিরক্তি, অনাসক্তি) বপুঃ (শরীর-স্বরূপ) উচ্যতে (উক্ত হইয়া থাকে); শমাদয়ঃ (শম ও দম প্রভৃতি) ষট্ (ছয়টি) অঙ্গানি (হস্তপদাদি অঙ্গ) [এবং] মোক্ষেচ্ছা (মুক্তিলাভের ইচ্ছাই) প্রাণঃ (প্রাণ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ২৫১

অনুবাদ। নিত্যানিত্য বস্তুর জ্ঞানই মস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তীব্র বৈরাগ্যই শরীর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, শম দম প্রভৃতি ছয়টি সাধন হস্তপদাদি অঙ্গ বলিয়া কথিত হয় এবং মোক্ষলাভের ইচ্ছাই প্রাণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৫১

ঈদৃশাঙ্গসমাযুক্তো জিজ্ঞাসুর্যুক্তিকোবিদঃ।
শূরো মৃত্যুং নিহন্ত্যেব সম্যক্ জ্ঞানাসিনা ধ্রুবম্ ॥ ২৫২

অন্বয়। ঈদৃশাঙ্গসমাযুক্তঃ (এই প্রকার অঙ্গযুক্ত) জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞানার্থী) যুক্তিকোবিদঃ (তর্কের স্বরূপজ্ঞাতা যুক্তি বিষয়ে নিপুণ) শূরঃ (নির্ভীক ব্যক্তিই) সম্যক্ (যথার্থ) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা) মৃত্যুং (মরণকে) নিহন্তি এব (বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়া থাকে) ধ্রুবম্ (ইহা স্থির) ॥ ২৫২

অনুবাদ। যে এই প্রকার অঙ্গসম্পন্ন, যে তত্ত্বজ্ঞানার্থী—কোন্‌টি সদ্‌যুক্তি এবং কোন্‌টিই বা অসদ্‌যুক্তি ইহা যে ভাল করিয়া বুঝিয়াছে,—সেই ভয়শূন্য ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানরূপ অসির দ্বারা অজ্ঞানরূপ মৃত্যুর উচ্ছেদ করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২৫২

উক্তসাধনসম্পন্নো জিজ্ঞাসুর্যতিরাত্মনঃ।
জিজ্ঞাসায়ৈ গুরুং গচ্ছেৎ সমিৎপাণির্নয়োজ্জ্বলঃ ॥ ২৫৩

অন্বয়। উক্তসাধনসম্পন্নঃ (পূর্ব্বোক্ত সাধনগুলি যাহার সিদ্ধ হইয়াছে, সেই) জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞানার্থী) যতিঃ (সন্ন্যাসী) সমিৎপাণিঃ (গুরুর

জন্য উপহারার্থ অন্ততঃ কিছু কাষ্ঠ হস্তে গ্রহণ করিয়া) নয়োজ্জলঃ (এবং বিনয় দ্বারা উদ্ভাসিত-শরীর হইয়া) আত্মনঃ জিজ্ঞাসার্য়ে (আত্মার স্বরূপ কি তাহা জানিবার ইচ্ছায়) গুরুং (গুরুর নিকটে) গচ্ছেৎ (গমন করিবে)॥ ২৫৩

অনুবাদ। পূর্ব্বে যে সকল শম-দমাদি সাধন উক্ত হইয়াছে তাহা আয়ত্ত হইবার পরে আত্মার তত্ত্ব কিরূপ তাহা জানিবার জন্য যাহার অভিলাষ হইয়াছে সেই সন্ন্যাসী উপহারার্থ অন্ততঃ কিছু কাষ্ঠ হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বিনয়োজ্জ্বল দেহে ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য গুরুর নিকট উপস্থিত হইবে॥ ২৫৩

শ্রোত্রিয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ প্রশান্তঃ সমদর্শনঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ নির্দ্বন্দ্বঃ নিষ্পরিগ্রহঃ॥ ২৫৪

অন্বয়। যঃ (যে ব্যক্তি) শ্রোত্রিয়ঃ (যিনি গুরুকুলে বাস করিয়া সাঙ্গ, বেদের অধ্যয়ন শেষ করিয়াছেন, তাঁহারই নাম শ্রোত্রিয়) ব্রহ্মনিষ্ঠঃ (ব্রহ্মধ্যান-নিরত) প্রশান্তঃ (শান্তস্বভাব) সমদর্শনঃ (সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্য) নিরহঙ্কারঃ (অভিমানবর্জ্জিত) নির্দ্বন্দ্বঃ (শীতাতপ সুখদুঃখ প্রভৃতিতে অবিচলিত) নিষ্পরিগ্রহঃ (আসক্তিহীন)॥ ২৫৪

অনুবাদ। যিনি [গুরুকুলে অবস্থানপূর্ব্বক] সাঙ্গ বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তা-নিরত, শান্তস্বভাব, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, মমতাহীন এবং অভিমানশূন্য, শীতাতপ প্রভৃতিতে অবিচলিত এবং সংসারে অনাসক্ত॥ ২৫৪

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ করুণামৃতসাগরঃ।
এবংলক্ষণসম্পন্নঃ স গুরু র্ব্রহ্মবিত্তমঃ॥
উপাস্যঃ প্রযত্নেন জিজ্ঞাসোঃ সাধ্যসিদ্ধয়ে॥ ২৫৫ *

অন্বয়। অনপেক্ষঃ (অপেক্ষাহীন) শুচিঃ (বাহ্য এবং আভ্যন্তর শৌচ-বিশিষ্ট) দক্ষঃ (কুশল) করুণামৃতসাগরঃ (দয়ারূপ অমৃতের সাগর) [যঃ=যিনি] এবংলক্ষণসম্পন্নঃ (ঈদৃশ লক্ষণযুক্ত) ব্রহ্মবিত্তমঃ (ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) গুরুঃ (গুরু) সঃ (তিনিই) জিজ্ঞাসোঃ (তত্ত্বজ্ঞানার্থীর) সাধ্যসিদ্ধয়ে (ইষ্ট-লাভের জন্য) প্রযত্নেন (যত্নের সহিত) উপাস্যঃ (আশ্রয়ণীয়)॥ ২৫৫

অনুবাদ। যিনি কাহারও অপেক্ষা করেন না, যিনি বাহ্য ও আভ্যন্তর এই দুইপ্রকার শৌচ-সম্পন্ন, যিনি উপদেশদানে কুশল, যিনি সাতিশয় দয়ালু এবং যিনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই গুরু হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানার্থী নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য এই প্রকার লক্ষণসম্পন্ন গুরুকে প্রযত্নের সহিত আশ্রয় করিবে॥ ২৫৫

* স্বার্থসিদ্ধয়ে—ইতি বা পাঠঃ।

জন্মানেকশতৈঃ সদাদরযুজা ভক্ত্যা সমারাধিতো
ভক্তৈর্বৈদিকলক্ষণেন বিধিনা সন্তুষ্ট ঈশঃ স্বয়ম্।
সাক্ষাৎ শ্রীগুরুরূপমেত্য কৃপয়া দৃগ্‌গোচরঃ সন্ প্রভুঃ
তত্ত্বং সাধু বিবোধ্য তারয়তি তান্ সংসার-দুঃখার্ণবাৎ ॥ ২৫৬

অন্বয়। জন্মানেকশতৈঃ (বহুশত পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মে) ভক্তৈঃ (ভক্তগণ কর্ত্তৃক) সদাদরযুজা (সর্ব্বদা আদরযুক্ত) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) বৈদিক-লক্ষণেন (বেদবিহিত) বিধিনা (বিধান দ্বারা) সমারাধিতঃ (উপাসিত) প্রভুঃ ঈশঃ (প্রভু পরমেশ্বর) সন্তুষ্টঃ (সম্যক্‌প্রকারে তুষ্ট হইয়া) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ-ভাবে) শ্রীগুরুরূপং (শ্রীগুরুর মূর্ত্তি) এত্য (ধারণপূর্ব্বক) [ভক্তানাং=ভক্ত-গণের] দৃগ্‌গোচরঃ সন্ (নয়নগোচর হইয়া) কৃপয়া (করুণার বশে) তত্ত্বং (পরমাত্মার স্বরূপ) সাধু (সম্যগ্‌রূপে) বিবোধ্য (বুঝাইয়া দিয়া) তান্ (সেই ভক্তগণকে) সংসার-দুঃখার্ণবাৎ (সংসাররূপ দুঃখময় সমুদ্র হইতে) তারয়তি (পার করিয়া দেন)॥ ২৫৬

অনুবাদ। ভক্তগণ বহুশত জন্ম ব্যাপিয়া সমাদরযুক্ত ভক্তি এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা ভগবান্‌কে আরাধনা করিয়া থাকেন—ভগবান্ ভক্তগণের সেই আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, সাক্ষাৎ শ্রীগুরু-মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং ভক্তগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখা দিয়া থাকেন। সেই গুরুরূপধারী পরমেশ্বরই কৃপাপূর্ব্বক তত্ত্ববস্তুর উপদেশ সম্যগ্‌ভাবে প্রদান করিয়া, ভক্তগণকে সংসাররূপ দুঃখময় সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন॥ ২৫৬

অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থিবন্ধমোক্ষো ভবেদ্ যতঃ। *
তমেব গুরুরিত্যাহুঃ গুরুশব্দার্থবেদিনঃ ॥ ২৫৭

অন্বয়। গুরুশব্দার্থবেদিনঃ (গুরু এই শব্দের প্রকৃত অর্থ যাঁহারা জানেন তাঁহারা) অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থিবন্ধমোক্ষঃ (অজ্ঞানরূপ যে হৃদয়ের গ্রন্থি, তাহা দ্বারা যে সংসারে বন্ধন, তাহা হইতে মুক্তি) যতঃ (যাঁহা দ্বারা) ভবেৎ (হইয়া থাকে), তমেব (তাঁহাকেই) গুরুরিতি আহুঃ (গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন)॥ ২৫৭

অনুবাদ। গুরু এই শব্দের অর্থ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বলেন যে, "যাঁহার সাহায্যে হৃদয়ের অবিদ্যারূপ (মায়ারূপ) গ্রন্থিদ্বারা বিরচিত এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, তিনিই গুরু" ॥ ২৫৭

শিব এব গুরুঃ সাক্ষাদ্ গুরুরেব শিবঃ স্বয়ম্।
উভয়োরন্তরং কিঞ্চিৎ ন দ্রষ্টব্যং মুমুক্ষুভিঃ ॥ ২৫৮

অন্বয়। সাক্ষাৎ শিবঃ এব (সাক্ষাৎ ঈশ্বরই) গুরুঃ (গুরু হইয়া থাকেন)

* বিমোক্ষোঽপি ভবেদ্যতঃ—ইতি বা পাঠঃ।

গুরুরেব (এবং গুরুই) স্বয়ং শিবঃ (স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ)। মুমুক্ষুভিঃ (মোক্ষ-কামী ব্যক্তিগণ) তয়োঃ (সেই ঈশ্বর এবং গুরুর মধ্যে) কিঞ্চিৎ (কোন প্রকার) অন্তরং (পার্থক্য) ন দ্রষ্টব্যং (যেন না দেখেন)॥ ২৫৮

অনুবাদ। সাক্ষাৎ শিবই গুরু এবং গুরুই সাক্ষাৎ শিব। গুরু এবং শিবের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য আছে—এই বোধ যেন কখনও মুমুক্ষুগণের [হৃদয়ে] উৎপন্ন না হয়॥ ২৫৮

বন্ধমুক্তং ব্রহ্মনিষ্ঠং কৃতকৃত্যং ভজেদ্‌গুরুম্।
যস্য প্রসাদাৎ সংসার-সাগরো গোষ্পদায়তে॥ ২৫৯

অন্বয়। যস্য (যাঁহার) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহে) সংসার-সাগরঃ (এই সংসার-রূপ সমুদ্র) গোষ্পদায়তে (গোষ্পদের ন্যায় মনে হয়) তং (সেই) ব্রহ্মনিষ্ঠং (ব্রহ্মনিষ্ঠ) বন্ধমুক্তং (সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত) কৃতকৃত্যম্ (অতএব চরিতার্থ) গুরুং (গুরুকে) ভজেৎ (ভজনা করিবে)॥ ২৫৯

অনুবাদ। যাঁহার অনুগ্রহে এই সংসার-রূপ সমুদ্র গোষ্পদ-সদৃশ হইয়া যায়, সেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভে চরিতার্থ গুরুকে ভজনা করিবে॥ ২৫৯

শুশ্রূষয়া সদা ভক্ত্যা প্রণামৈর্বিনয়োক্তিভিঃ।
প্রসন্নং গুরুমাসাদ্য প্রষ্টব্যং জ্ঞেয়মাত্মনঃ॥ ২৬০

অন্বয়। শুশ্রূষয়া (পরিচর্য্যা দ্বারা) সদা (সর্ব্বদা) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) প্রণামৈঃ (নমস্কার দ্বারা) বিনয়োক্তিভিঃ (এবং বিনয়পূর্ণ বাক্য দ্বারা) প্রসন্নং (সন্তুষ্ট) গুরুং (গুরুকে) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) আত্মনঃ (নিজের) জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্য বিষয়) প্রষ্টব্যম্ (জিজ্ঞাসা করিবে)॥ ২৬০

অনুবাদ। পরিচর্য্যা, সর্ব্বদা ভক্তি, প্রণাম ও বিনয়পূর্ণ বচন দ্বারা প্রসন্ন গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া, নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রশ্ন করিবে॥ ২৬০

ভগবন্ করুণাসিন্ধো ভবসিন্ধোর্ভবাংস্তরিঃ।
যমাশ্রিত্যাশ্রমেণৈব পরং পারং গতা বুধাঃ॥ ২৬১

অন্বয়। [কি প্রকারে প্রশ্ন করিতে হইবে, তাহাই দেখান হইতেছে] ভগবন্ (হে ভগবন্!) করুণাসিন্ধো! (কৃপাসাগর!) ভবান্ (আপনি) ভব-সিন্ধোঃ (সংসাররূপ সমুদ্রের) তরিঃ (নৌকাস্বরূপ) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) যং (যে আপনাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) অশ্রমেণৈব (বিনা আয়াসেই) পরং পারং (সংসার-সমুদ্রের পরপারে) গতাঃ (চলিয়া গিয়াছেন) [অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন]॥ ২৬১

অনুবাদ। হে ভগবন্! হে কৃপাসিন্ধো! এই সংসাররূপ সমুদ্রে আপনিই

আমার পক্ষে নৌকাস্বরূপ অবলম্বন। আপনাকে অবলম্বন করিয়া বহু পণ্ডিত অনায়াসে এই সংসার-সাগরের পরপারে যাইতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ২৬১

জন্মান্তর-কৃতানন্তপুণ্যকর্ম্ম-ফলোদয়ঃ।

অদ্য সন্নিহিতো যস্মাৎ ত্বৎকৃপাপাত্রমস্ম্যহম্ ॥ ২৬২

অন্বয়। অদ্য (আজ) জন্মান্তর-কৃতানন্তপুণ্যকর্ম্ম-ফলোদয়ঃ (পূর্ব্বজন্মে আমি যে অনন্ত পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি, তাহারই ফলপ্রাপ্তি) সন্নিহিতঃ (উপস্থিত হইয়াছে); যস্মাৎ (যেহেতু) অহম্ (আমি) ত্বৎকৃপাপাত্রম্ (আপনার অনুগ্রহপাত্র) অস্মি (হইতে পারিয়াছি) ॥ ২৬২

অনুবাদ। জন্মান্তরে আমি যে অনন্ত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, অদ্য সেই সকল পুণ্যকর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে; যেহেতু আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারিয়াছি ॥ ২৬২

সম্প্রীতিমক্ষ্ণোর্বদনপ্রসাদ-

মানন্দমন্তঃকরণস্য সদ্যঃ।

বিলোকনং ব্রহ্মবিদস্তনোতি

ছিনত্তি মোহং সুগতিং ব্যনক্তি ॥ ২৬৩

অন্বয়। ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের) বিলোকনং (দর্শন লাভ) অক্ষ্ণোঃ (নয়নদ্বয়ের) সম্প্রীতিং (সম্প্রীতিকে) তনোতি (বিস্তার করিয়া থাকে) বদনপ্রসাদং (মুখমণ্ডলের প্রসন্নভাব) [তনোতি=বিস্তার করে]; সদ্যঃ (দর্শন মাত্রেই) অন্তঃকরণস্য (হৃদয়ের) আনন্দং (সুখ) [তনোতি=বাড়াইয়া থাকে]; মোহং (মোহকে) ছিনত্তি (ছিন্ন করিয়া থাকে) সুগতিং (ভবিষ্যতে যে সুগতি হইবে তাহাও) ব্যনক্তি (সূচনা করিয়া থাকে) ॥ ২৬৩

অনুবাদ। [আপনার ন্যায়] ব্রহ্মবিৎ পুরুষের দর্শন নয়নদ্বয়ের প্রীতি বর্দ্ধন করে, মুখমণ্ডলে প্রসন্নতা আনয়ন করে এবং সদ্যঃ হৃদয়ে আনন্দ বিস্তার করে, মোহকে নাশ করে এবং ভবিষ্যতে যে উৎকৃষ্ট গতি হইবে, তাহারও সূচনা করিয়া থাকে ॥ ২৬৩

হুতাশনানাং শশিনামিনানা-

মপ্যর্ব্বুদং বাপি ন যন্নিহন্তুম্।

শক্নোতি তদ্ধ্বান্তমনন্তমান্তরং

হন্ত্যাত্মবেত্তা সকৃদীক্ষণেন ॥ ২৬৪

অন্বয়। হুতাশনানাং (অগ্নিসমূহের) শশিনাম্ (চন্দ্রসমূহের) ইনানাম্ (এবং সূর্য্যসমূহের) অর্ব্বুদম্ অপি (শত কোটি সংখ্যা অর্থাৎ শত কোটি

সংখ্যক অগ্নি চন্দ্র ও সূর্য্য) যৎ (যাহাকে) নিহন্তুং (বিনষ্ট করিতে) ন শক্নোতি (পারে না) তৎ (সেই) অনন্তম্ (অনন্ত) আন্তরং (হৃদয়স্থিত) ধ্বান্তম্ (অন্ধকার অর্থাৎ মোহকে) আত্মবেত্তা (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) সকৃদীক্ষণেন (একবার দর্শন দ্বারাই) হন্তি (বিনষ্ট করেন) ॥ ২৬৪

অনুবাদ। শতকোটি অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্য মিলিত হইয়াও যাহা দূর করিতে পারে না, সেই হৃদয়স্থিত অনন্ত মোহরূপ অন্ধকারকে ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ একবার দর্শনদানেই বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ২৬৪

দুষ্পারে ভবসাগরে জনি-মৃতি-ব্যাধ্যাদি-দুঃখোৎকটে
ঘোরে পুত্র-কলত্র-মিত্র-বহুল-গ্রাহাকরে ভীকরে।
কর্ম্মোত্তুঙ্গ-তরঙ্গভঙ্গ-নিকরৈরাকৃষ্যমাণো মুহুঃ
যাতায়াত-গতিভ্রমেণ শরণং কিঞ্চিন্ন পশ্যাম্যহম্ ॥ ২৬৫

অন্বয়। অহম্ (আমি) ভবসাগরে (এই সংসাররূপ সমুদ্রে) কিঞ্চিৎ (কিছুই) শরণম্ (অবলম্বন) ন পশ্যামি (দেখিতে পাইতেছি না) [এই সংসার কি প্রকার, তাহাই বলা হইতেছে] দুষ্পারে (যাহার পার হওয়া কঠিন এমন) জনি-মৃতি-ব্যাধ্যাদি-দুঃখোৎকটে (জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখের দ্বারা অতিশয় উৎকট) [তথা=এবং] পুত্র-কলত্র-মিত্র-বহুল-গ্রাহাকরে [আবার সেই সমুদ্র কিরূপ, তাহা বলিতেছেন] (পুত্র, পত্নী ও মিত্ররূপ অতি হিংস্র জলজন্তুদের আকরস্বরূপ) [তথা=এবং] ঘোরে ভীকরে (অতি ঘোর ও ভয়দায়ক) [এই ভবসমুদ্রে আমি কি প্রকার, তাহাই বলিতেছেন] কর্ম্মোত্তুঙ্গ-তরঙ্গভঙ্গনিকরৈঃ মুহুঃ আকৃষ্যমাণঃ (জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত পাপ ও পুণ্য-রূপ যে সকল কর্ম্ম, তাহারাই উন্নত তরঙ্গের উত্থান-পতনের দ্বারা বারংবার আকৃষ্যমাণ) যাতায়াত-গতিভ্রমেণ (ইহলোকে এবং পরলোকের পথে বার বার গমন ও আগমনজনিত ভ্রান্তি হেতু) ॥ ২৬৫

অনুবাদ। সংসার সমুদ্র-সদৃশ, ইহা আবার জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধি প্রভৃতি জনিত দুঃখরাশি দ্বারা অতি ভীষণ, পুত্র, পত্নী ও মিত্র প্রভৃতি এই সমুদ্রে হিংস্র জলজন্তুরূপে প্রচুর ভাবে বিচরণ করিতেছে। অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত শুভ এবং অশুভ কর্ম্মরূপ উত্তাল তরঙ্গভঙ্গসমূহ-বিশিষ্ট এই সমুদ্র আমাকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতেছে। ইহলোক এবং পরলোকের পথে সর্ব্বদা যাতায়াত হেতু আমি ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি—এই অতিভয়াবহ সংসারে আমি কোন অবলম্বন দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২৬৫

কেন বা পুণ্যশেষেণ তব পাদাম্বুজদ্বয়ম্।
দৃষ্টবানস্মি মামার্ত্তং মৃত্যোস্ত্রাহি দয়াদৃশা ॥ ২৬৬

অন্বয়। কেন বা (কোন অসাধারণ) পুণ্যশেষেণ (অবশিষ্ট পুণ্যের প্রভাবে) তব (তোমার) পাদাম্বুজদ্বয়ং (দুইটি চরণপদ্ম) দৃষ্টবান্ অস্মি (আমি দেখিতে পাইয়াছি), আর্ত্তং (পীড়িত) মাম্ (আমাকে) দয়াদৃশা (করুণাপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা) মৃত্যোঃ (মরণ হইতে) ত্রাহি (রক্ষা করুন) ॥ ২৬৬

অনুবাদ। [হে গুরুদেব !] অবশিষ্ট কোন পুণ্যের প্রভাবে আমি তোমার চরণকমল দুইটি দেখিতে পাইয়াছি। [হে দেব !] আমি নিতান্ত পীড়িত, আমাকে দয়াপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা মরণ হইতে রক্ষা কর ॥ ২৬৬

বদন্তমেবং তং শিষ্যং দৃষ্ট্বৈব দয়য়া গুরুঃ। *
দদ্যাদভয়মেতস্মৈ মা ভৈষ্টেতি মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৬৭

অন্বয়। এবম্ (এই প্রকার) বদন্তং (বলিতেছে যে) তং শিষ্যং (সেই শিষ্যকে) গুরুঃ (গুরু) দয়য়া (করুণা সহকারে) দৃষ্ট্বা এব (দেখিয়াই) এতস্মৈ (ইহাকে) মা ভৈষ্ট (ভয় পাইও না) ইতি (এই প্রকার বাক্যের দ্বারা) মুহুর্মুহুঃ (বারংবার) অভয়ম্ (অভয়) দদ্যাৎ (প্রদান করিবেন) ॥ ২৬৭

অনুবাদ। এইপ্রকার বাক্য যখন শিষ্য বলিবে, তখন তাহাকে গুরু দয়ার সহিত দেখিয়া, "বৎস ভয় করিও না" এইপ্রকার বাক্যের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অভয় প্রদান করিবেন ॥ ২৬৭

বিদ্বন্ মৃত্যুভয়ং জহীহি ভবতো নাস্ত্যেব মৃত্যুঃ ক্বচিৎ
নিত্যস্য দ্বয়বর্জ্জিতস্য পরমানন্দাত্মনো ব্রহ্মণঃ।
ভ্রান্ত্যা কিঞ্চিদবেক্ষ্য ভীতমনসা মিথ্যা ত্বয়া কথ্যতে
মাং ত্রাহীতি হি সুপ্তবৎ প্রলপনং শূন্যাত্মকং তে মৃষা ॥ ২৬৮

অন্বয়। বিদ্বন্ ! (হে পণ্ডিত !) মৃত্যুভয়ং (মরণ হইতে ভয়) জহীহি (পরিত্যাগ কর) নিত্যস্য (নিত্য) দ্বয়বর্জ্জিতস্য (অদ্বিতীয়) পরমানন্দাত্মনঃ (পরমানন্দস্বরূপ) ব্রহ্মণঃ (সুতরাং পরমাত্মস্বরূপ) ভবতঃ (তোমার) ক্বচিৎ (কোন কালেও) মৃত্যুঃ (মরণ) ন অস্তি এব (নাই ইহা নিশ্চিত); ভ্রান্ত্যা (ভ্রমবশতঃ) মিথ্যা (অলীক) কিঞ্চিৎ (কিছু) বস্তু (পদার্থ) অবেক্ষ্য (দেখিয়া) ত্বয়া (তুমি) ভীতমনসা (ত্রস্ত হইয়া) কথ্যতে (বলিতেছ যে) মাম্ (আমাকে) ত্রাহি (রক্ষা কর) ইতি (এইরূপ) সুপ্তবৎ (স্বপ্নদর্শীর ন্যায়) তে (তোমার) প্রলপনং (প্রলাপ) শূন্যাত্মকম্ (অর্থশূন্য, অবাস্তব) মৃষা (সুতরাং মিথ্যা) ॥ ২৬৮

* দৃষ্ট্বৈব দয়য়া গুরু রিতি বা পাঠঃ।

অনুবাদ। [তখন গুরু বলেন যে,] হে বিদ্বন্! এই মরণ হইতে [বৃথা] ভয় তুমি পরিত্যাগ কর, তোমার কোনকালেই মরণ হইতে পারে না; কারণ, তুমি নিত্য, অদ্বিতীয়, পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। তুমি ভ্রমবশতঃ কোন কল্পিত বস্তু দেখিয়া এই প্রকার ভয় পাইতেছ এবং সেই জন্যই বলিতেছ যে, 'আমাকে রক্ষা কর'; সুপ্ত ব্যক্তির প্রলাপের ন্যায় তোমার এই বাক্য অর্থহীন, সুতরাং ইহা মিথ্যা॥ ২৬৮

নিদ্রাগাঢ়তমোবৃতঃ কিল জনঃ স্বপ্নে ভুজঙ্গাদিনা
গ্রস্তং স্বং সমবেক্ষ্য যৎ প্রলপতি ত্রাসাদ্ধতোঽস্মীত্যলম্।
আপ্তেন প্রতিবোধিতঃ করতলেনাতাড্য পৃষ্টঃ স্বয়ং
কিঞ্চিন্নেতি বদত্যমুষ্য বচনং স্যাৎ তৎ কিমর্থং বদ॥ ২৬৯

অন্বয়। কিল (ইহা প্রসিদ্ধই আছে) নিদ্রাগাঢ়তমোবৃতঃ (নিদ্রারূপ প্রগাঢ় অন্ধকারে আবৃত, গভীর নিদ্রায় মগ্ন) জনঃ (ব্যক্তি) স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) স্বম্ (আপনাকে) ভুজঙ্গাদিনা (সর্পাদি দ্বারা) গ্রস্তং (গ্রস্ত) সমবেক্ষ্য (দেখিয়া) ত্রাসাৎ (ভয়ে) হতোঽস্মি (আমি হত হইলাম) ইতি অলম্ (এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে) যৎ প্রলপতি (প্রলাপ বকিয়া থাকে) আপ্তেন (কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি) [তাহা শুনিয়া] করতলেন (করতল দ্বারা) আতাড্য (ঈষৎ তাড়না করিয়া) প্রতি-বোধিতঃ (জাগরিত) পৃষ্টঃ (এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া) স্বয়ং (সেই জাগরিত ব্যক্তি নিজেই) কিঞ্চিন্ন ইতি (কিছুই নহে এই প্রকারে) বদতি (উত্তর দেয়); অমুষ্য (উহার) তৎ (সেই বাক্য অর্থাৎ ভয়কারণ না থাকিলে, আমাকে রক্ষা কর এইরূপ) বাক্যং (বচন) কিমর্থং (কি অর্থ প্রকাশ করে) বদ (বল)॥ ২৬৯

অনুবাদ। গভীর নিদ্রায় মগ্ন ব্যক্তি [কোন সময়] স্বপ্নাবস্থায় সর্পপ্রভৃতির দ্বারা আপনাকে গ্রস্ত (আক্রান্ত) বলিয়া দেখিয়া থাকে এবং ভয়ে 'আমি হত হইলাম' এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপও বকিয়া থাকে; এইরূপ দেখিয়া কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাহাকে হস্ততল দ্বারা তাড়না করিয়া জাগাইয়া দেয় এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করে [যে, তুমি কেন হত হইলাম বলিয়া চীৎকার করিলে?], তখন সেই জাগরিত ব্যক্তি নিজেই বলিয়া থাকে যে, না আমি কিছুই ভয়ের কারণ দেখি নাই। [এক্ষণে বল দেখি,] ঐ সুপ্তব্যক্তির ঐ বাক্যের কি সার্থকতা আছে?॥ ২৬৯

রজ্জৌস্থ তত্ত্বমনবেক্ষ্য গৃহীতসর্প-
ভাবঃ পুমানয়মহির্বসতীতি মোহাৎ।

আক্রোশতি প্রতিবিভেতি চ কম্পতে চ *
মিথ্যৈব নাঽত্র ভুজগোঽস্তি বিচার্য্যমাণে॥ ২৭০

অন্বয়। অয়ম্ (এই) পুমান্ (পুরুষ) রজ্জোঃ (দড়ির) তত্ত্বং (যথার্থ-স্বরূপ) অনবেক্ষ্য (না বুঝিতে পারিয়া) [অত্র=এখানে] অহিঃ (সর্প) বসতি (বাস করিতেছে) ইতি (এইরূপ) মোহাৎ (মোহবশতঃ, ভ্রমহেতু) গৃহীতসর্পভাবঃ (সর্প রহিয়াছে এই প্রকার মনে করিয়া) আক্রোশতি (চীৎকার করিয়া উঠে) প্রতিবিভেতি (বিলক্ষণরূপে ভয় পায়) কম্পতে চ (এবং কম্পিত হইয়া থাকে)—অত্র (এই খানে) ভুজগঃ (সর্প) ন অস্তি (নাই) [ইতি] বিচার্য্যমাণে (এইরূপ বিচার করিলে) মিথ্যৈব (মিথ্যা হইয়া যায়)॥ ২৭০

অনুবাদ। রজ্জুর স্বরূপ বুঝিতে না পারায় মনুষ্য [অনেক সময়ে] সেই রজ্জুকেই সর্প বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং সেই ভ্রমহেতু চীৎকার করে, বিলক্ষণ ভয় পায়, এবং কাঁপিয়াও থাকে; কিন্তু বিচার দ্বারা যখন সে স্থির করে যে, ইহা সর্প নহে,—রজ্জু, তখন তাহার সেই সর্পদৃষ্টি ও তজ্জনিত প্রলাপাদি মিথ্যা বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে॥ ২৭০

তদ্বৎ ত্বয়াঽপ্যাত্মন উক্তমেত-
জ্জন্মাপ্যয়ব্যাধিজরাদিযুক্তম্।†
মৃষৈব সর্ব্বং ভ্রমকল্পিতং তে
সম্যগ্ বিচার্য্যাত্মনি মুঞ্চ ভীতিম্॥ ২৭১

অন্বয়। তদ্বৎ (সেইরূপ) ত্বয়াঽপি (তুমিও) আত্মনঃ (আত্মার) জন্মাপ্যয়ব্যাধিজরাদিযুক্তং (জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি ও জরা প্রভৃতির সহিত মিলিত) [সুখদুঃখাদি] উক্তম্ এতৎ (এই যাহা বলিয়াছ) [তৎ] সর্ব্বং (তাহা সকলই) তে (তোমার) ভ্রমকল্পিতম্ (অজ্ঞানের দ্বারাই কল্পিত) [সুতরাং] মৃষৈব (মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে) সম্যক্ (এই ভাবে ভাল করিয়া) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) আত্মনি (আত্মবিষয়ে) ভীতং (মরণাদিভয়) মুঞ্চ (পরিত্যাগ কর)॥ ২৭১

অনুবাদ। সেইরূপ জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি ও জরা প্রভৃতি হেতু আত্মার দুঃখ প্রভৃতি বিষয়ে তুমি যাহা কিছু বলিয়াছ, তাহা সকলই মিথ্যা; এই সকলই তোমার অজ্ঞানের দ্বারা পরিকল্পিত; এইভাবে বস্তুতত্ত্বের সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া তুমি আত্মবিষয়ে ভয় পরিত্যাগ কর॥ ২৭১

---

* কল্পতে তৎ ইতি বা পাঠঃ।
† জন্মাপ্যয়ব্যাধিজরাদিদুঃখম্ ইতি বা পাঠঃ।

ভবাননাত্মনো ধর্ম্মানাত্মন্যারোপ্য শোচতি।
তদজ্ঞানকৃতং সর্ব্বং ভয়ং ত্যক্ত্বা সুখী ভব ॥ ২৭২

অন্বয়। অনাত্মনঃ ধর্ম্মান্ (আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুর ধর্ম্মসমূহ) আত্মনি (আত্মাতে) আরোপ্য (আরোপিত করিয়া) ভবান্ (তুমি) শোচতি (শোক করিতেছ) তৎ (সেই কারণে) অজ্ঞানকৃতম্ (অবিদ্যাজনিত) সর্ব্বং ভয়ং (সকল প্রকার ভয়কে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) সুখী ভব (সুখী হও) ॥ ২৭২

অনুবাদ। যে সকল বস্তু আত্মা হইতে পৃথক্, তাহাদের ধর্ম্মসমূহ আত্মাতে আরোপিত করিয়া তুমি শোক করিতেছ, সেই কারণে [বক্তব্য এই যে], অজ্ঞানকৃত সর্ব্বপ্রকার ভয় ত্যাগ করিয়া তুমি সুখী অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হও। ২৭২

শিষ্যঃ—

শ্রীমদ্‌ভিরুক্তং সকলং মৃষেতি
দৃষ্টান্ত এব হ্যুপপদ্যতে তৎ।
দার্ষ্টান্তিকে নৈব ভবাদিদুঃখং
প্রত্যক্ষতঃ সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধম্ ॥ ২৭৩

অন্বয়। শিষ্যঃ (ছাত্র) [কহিলেন]। সকলং (সমস্ত বস্তু) মৃষা (মিথ্যা) ইতি (ইহা) শ্রীমদ্ভিঃ (আপনার কর্ত্তৃক) [যৎ] উক্তং (কথিত হইয়াছে) হি (নিশ্চিত) তৎ (তাহা) দৃষ্টান্তে এব (রজ্জুসর্পস্থলেই) উপপদ্যতে (উপপন্ন—যুক্তিযুক্ত হয়) দার্ষ্টান্তিকে (আত্মার জন্ম নাশ প্রভৃতি মিথ্যাত্বে) ন (না, উপপন্ন অর্থাৎ প্রমাণিত হয় না) এব (নিশ্চিত) [যেহেতু] ভবাদিদুঃখং (জন্ম-বিনাশাদিজনিত ক্লেশ) প্রত্যক্ষতঃ (প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা) সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধম্ (সমস্ত লোকের বিদিত) ॥ ২৭৩

অনুবাদ। শিষ্য কহিলেন,—আপনি যে সমস্ত বস্তুকে মিথ্যা বলিলেন, ইহা দৃষ্টান্ত স্থলেই (রজ্জুসর্পস্থলে অর্থাৎ যেখানে রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হয় তথায়) যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু দার্ষ্টান্তিকে (আত্মার জন্ম, নাশ, জরা, ব্যাধি প্রভৃতির মিথ্যাত্বে) যুক্তিযুক্ত হয় না। [যেহেতু] আত্মার জন্ম, বিনাশ, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি সকল লোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য ॥ ২৭৩

প্রত্যক্ষেণানুভূতোহর্থঃ কথং মিথ্যাত্বমর্হতি।
চক্ষুষোর্বিষয়ং কুম্ভং কথং মিথ্যা করোম্যহম্ ॥ ২৭৪

অন্বয়। প্রত্যক্ষেণ (প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা) অনুভূতঃ (যাহা অনুভবের বিষয় হয় সেই) অর্থঃ (বস্তু) কথং (কিরূপে) মিথ্যাত্বং (মিথ্যারূপতা) অর্হতি (প্রাপ্ত হইবে?) চক্ষুষোঃ (নয়নেন্দ্রিয়ের) বিষয়ং (বিষয়) [অর্থাৎ

দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত] কুম্ভং (ঘটকে) অহম্ (আমি) কথং (কিরূপে) মিথ্যা করোমি (মিথ্যা করিব) ? ॥ ২৭৪

অনুবাদ। যে বস্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়, তাহা কিরূপে মিথ্যা হইবে? চক্ষুর দ্বারা ঘট দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে মিথ্যা কিরূপে বলিব ? ॥ ২৭৪

বিদ্যমানস্য মিথ্যাত্বং কথং নু ঘটতে প্রভো।
প্রত্যক্ষং খলু সর্ব্বেষাং প্রমাণং প্রস্ফুটার্থকম্ ॥ ২৭৫

অন্বয়। প্রভো! (হে প্রভো) বিদ্যমানস্য (যাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই বস্তুর) মিথ্যাত্বং (মিথ্যারূপতা) কথং (কিরূপে) ঘটতে (হইতে পারে) প্রস্ফুটার্থকং (যাহার বিষয় পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হয়), প্রত্যক্ষং (চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হেতু ইন্দ্রিয়) খলু (নিশ্চিতই) সর্ব্বেষাং (সকলেরই) প্রমাণং (প্রমাণ) [বলিয়া স্বীকৃত] ॥ ২৭৫

অনুবাদ। হে প্রভো! বর্ত্তমান বস্তুর অর্থাৎ যাহা সত্যই রহিয়াছে তাহার মিথ্যাত্ব কিরূপে সম্ভব হয়? প্রত্যক্ষ প্রমাণই বিশদভাবে বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ২৭৫

মর্ত্ত্যস্য মম জন্মাদিদুঃখভাজোঽল্পজীবিনঃ।
ব্রহ্মত্বমপি নিত্যত্বং পরমানন্দতা কথম্ ॥ ২৭৬

অন্বয়। মর্ত্ত্যস্য (মরণশীল) জন্মাদিদুঃখভাজঃ (জন্ম প্রভৃতি ক্লেশভাগী) অল্পজীবিনঃ (স্বল্পকাল প্রাণধারণকারী) মম (আমার) ব্রহ্মত্বম্ (ঈশ্বর-স্বরূপত্ব) অপি (ও) নিত্যত্বং (নিত্যতা) পরমানন্দতা (পরমানন্দস্বরূপতা) কথং (কিরূপে) ॥ ২৭৬

অনুবাদ। আমি মরণশীল, জন্মাদিজনিত ক্লেশভাগী, এবং আমার জীবনও স্বল্পকালস্থায়ী, আমাতে ব্রহ্মস্বরূপত্ব, নিত্যত্ব এবং পরমানন্দস্বরূপতা কিরূপে সম্ভব হয়? ॥ ২৭৬

ক আত্মা কস্ত্বনাত্মা চ কিমু লক্ষণমেতয়োঃ।
আত্মন্যনাত্মধর্ম্মাণামারোপঃ ক্রিয়তে কথম্ ॥ ২৭৭

অন্বয়। কঃ (কোন্‌টি) আত্মা (আত্মা) কঃ (কোন্ পদার্থ) তু (কিন্তু) অনাত্মা (আত্মভিন্ন বস্তু) চ (ও) এতয়োঃ (এতদুভয়ের) লক্ষণং (চিহ্ন) কিমু (কি)? আত্মনি (স্বস্বরূপে) অনাত্মধর্ম্মাণাং (দেহাদিধর্ম্ম স্থূলত্ব কৃশত্বাদির) আরোপঃ (অধ্যাস, আরোপ) কথং (কিরূপে) ক্রিয়তে (করা হইয়া থাকে) ॥ ২৭৭

অনুবাদ। আত্মা ও অনাত্মা কাহাকে বলে (অর্থাৎ ইহাদের স্বরূপ কি) এবং আত্মা ও অনাত্মার লক্ষণই বা কি? কেনই বা লোকে আত্মাতে দেহেন্দ্রিয়াদির স্থূলত্ব-বধিরত্বাদি ধর্ম্মের আরোপ করিয়া থাকে? ॥ ২৭৭

কিমজ্ঞানং তদুৎপন্নভয়ত্যাগোঽপি বা কথম্।
কিমু জ্ঞানং তদুৎপন্নসুখপ্রাপ্তিশ্চ বা কথম্॥ ২৭৮

অন্বয়। অজ্ঞানম্ (অবিদ্যা) কিম্ (কি—কাহাকে বলে) বা (অথবা) তদুৎপন্নভয়ত্যাগঃ (অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ভয়ের নিবারণ) অপি (ও) কথং (কিরূপ) জ্ঞানং (বিদ্যা) কিমু (কি) তদুৎপন্নসুখপ্রাপ্তিঃ (জ্ঞান হইতে উৎপন্ন সুখলাভ) চ (ও) বা (অথবা) কথম্ (কিরূপ)॥ ২৭৮

অনুবাদ। অজ্ঞান কাহাকে বলে? কিরূপেই বা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ভীতি দূর হয়? জ্ঞানের স্বরূপ কি? এবং তজ্জনিত সুখপ্রাপ্তিই বা কিরূপে হয়?॥ ২৭৮

সর্ব্বমেতদ্ যথাপূর্ব্বং করামলকবৎ স্ফুটম্।
প্রতিপাদয় মে স্বামিন্! শ্রীগুরো করুণানিধে॥ ২৭৯

অন্বয়। স্বামিন্ (হে প্রভো) শ্রীগুরো (হে গুরো) করুণানিধে (হে দয়ার সাগর) এতৎ (এই পূর্ব্বোক্ত) সর্ব্বং (সমস্ত) মে (আমার নিকট) করামলকবৎ (হস্তস্থিত আমলক ফলের ন্যায়) স্ফুটং (বিশদভাবে) যথাপূর্ব্বং (যথাক্রমে) প্রতিপাদয় (প্রতিপাদন করুন—বুঝাইয়া বলুন)॥ ২৭৯

অনুবাদ। হে প্রভো! হে গুরো! হে দয়ার সাগর! এই সমস্ত বিষয় যাহাতে আমি হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় (অনায়াসেই) বিশদরূপে জানিতে পারি, তাহাই আমাকে যথাযথ উপদেশ প্রদান করুন॥ ২৭৯

শ্রীগুরুঃ—

ধন্যঃ কৃতার্থস্ত্বমহো বিবেকঃ
শিবপ্রসাদস্তব বিদ্যতে মহান্।
বিসৃজ্য তু প্রাকৃতলোকমার্গং
ব্রহ্মাবগন্তুং যতসে যতস্ত্বম্॥ ২৮০

অন্বয়। শ্রীগুরুঃ (গুরু) [কহিলেন] ত্বং (তুমি) ধন্যঃ (ধন্যবাদের যোগ্য) কৃতার্থঃ (সফলকাম) অহো (আনন্দ) বিবেকঃ (জ্ঞান) তব (তোমার) [প্রতি] মহান্ (অতিশয়) শিবপ্রসাদঃ (শিবের অনুগ্রহ) বিদ্যতে (আছে) যতঃ (যেহেতু) ত্বং (তুমি) প্রাকৃতলোকমার্গং (সাধারণ লোকের পথ) তু (পাদপূরণার্থক) বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) ব্রহ্ম (ঈশ্বরকে) অবগন্তুং (জানিতে) যতসে (চেষ্টা করিতেছ)॥ ২৮০

অনুবাদ। গুরু কহিলেন,—তুমি ধন্য ও কৃতার্থ; বড়ই আনন্দের বিষয় যে তোমার বিবেক জন্মিয়াছে, তোমার উপর শিবের যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে;

যেহেতু সাধারণ লোকের পথ ত্যাগ করিয়া তুমি ব্রহ্মকে জানিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছ॥ ২৮০

শিবপ্রসাদেন বিনা ন সিদ্ধিঃ
শিবপ্রসাদেন বিনা ন বুদ্ধিঃ।
শিবপ্রসাদেন বিনা ন যুক্তিঃ
শিবপ্রসাদেন বিনা ন মুক্তিঃ॥ ২৮১

অন্বয়। শিবপ্রসাদেন (মহাদেবের অনুগ্রহ) বিনা (ব্যতীত) সিদ্ধিঃ (সফলতা) ন (না—হয় না) শিবপ্রসাদেন (শিবের অনুগ্রহ) বিনা (ব্যতীত) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) ন (না—হয় না) শিবপ্রসাদেন (শিবের অনুগ্রহ) বিনা (ব্যতীত) যুক্তিঃ (যোগ) ন (না—হয় না) শিবপ্রসাদেন (শিবের অনুগ্রহ) বিনা (ব্যতীত) মুক্তিঃ (মোক্ষ) ন (না—হয় না)॥ ২৮১

অনুবাদ। শিবের অনুগ্রহ ভিন্ন সিদ্ধি হয় না, শিবানুগ্রহ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, শিবানুগ্রহ ভিন্ন যোগ হয় না, শিবানুগ্রহ ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না॥ ২৮১

যস্য প্রসাদেন বিমুক্তসঙ্গাঃ
শুকাদয়ঃ সংসৃতিবন্ধমুক্তাঃ।
তস্য প্রসাদো বহুজন্মলভ্যো
ভক্ত্যেকগম্যো ভবমুক্তিহেতুঃ॥ ২৮২

অন্বয়। যস্য (যাঁহার, যে শিবের) প্রসাদেন (অনুগ্রহ দ্বারা) শুকাদয়ঃ (শুক প্রভৃতি মুনিগণ) বিমুক্তসঙ্গাঃ (আসক্তি ত্যাগ করিয়া) সংসৃতিবন্ধমুক্তাঃ (সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন) তস্য (তাঁহার) প্রসাদঃ (অনুগ্রহ) বহুজন্মলভ্যঃ (অনেক জন্মে লাভ করা যায়) ভক্ত্যেকগম্যঃ (একমাত্র ভক্তি দ্বারা লভ্য) ভব-মুক্তিহেতুঃ (সংসার হইতে মুক্তির কারণ)॥ ২৮২

অনুবাদ। যাঁহার (শিবের) অনুগ্রহে শুক প্রভৃতি মুনিগণ আসক্তিত্যাগ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার অনুগ্রহ অনেক জন্মে পাওয়া যায়, তাহাই একমাত্র ভক্তি দ্বারা লভ্য এবং সংসার হইতে মুক্তির উপায়॥ ২৮২

বিবেকো জন্তূনাং প্রভবতি জনিষ্বেব বহুষু
প্রসাদাদেবৈশাদ্ বহুসুকৃতপাকোদয়বশাৎ।
যতস্তস্মাদেব ত্বমপি পরমার্থাবগমনে
কৃতারম্ভঃ পুংসামিদমিহ বিবেকস্য তু ফলম্॥ ২৮৩

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু) বহুষু (অনেক) জনিষু (জন্মে) এব (ই) বহু-সুকৃতপাকোদয়বশাৎ (অনেক পুণ্যের পরিণাম ফলে) ঐশাৎ (ঈশ্বরের) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহবশতঃ) এব (নিশ্চিত) জন্তূনাং (প্রাণিগণের) বিবেকঃ (বিচারবুদ্ধি) প্রভবতি (উৎপন্ন হয়) তস্মাৎ (সেইজন্য) এব (ই) ত্বং (তুমি) অপি (ও) পরমার্থাবগমনে (যথার্থ বস্তুর জ্ঞানে) কৃতারম্ভঃ (উদ্‌যোগী) ইহ (এই সংসারে) ইদম্ (ইহা) তু (পাদপূরণার্থক) পুংসাং (পুরুষের) বিবেকস্য (বিচারের) ফলম্ (কার্য্য)॥ ২৮৩

অনুবাদ। যেহেতু অনেক পুণ্যফলে ঈশ্বরানুগ্রহে বহুজন্মের পর প্রাণিগণের বিবেক উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য তুমিও পরমার্থ-তত্ত্ব বুঝিতে উদ্যোগী হইয়াছ; ইহা মনুষ্যের বিবেকেরই ফল॥ ২৮৩

মর্ত্ত্যত্বসিদ্ধেরপি পুংস্ত্বসিদ্ধে-
র্বিপ্রত্বসিদ্ধেশ্চ বিবেকসিদ্ধেঃ।
বদন্তি মুখ্যং ফলমেব মোক্ষং
ব্যর্থং সমস্তং যদি চেন্ন মোক্ষঃ॥ ২৮৪

অন্বয়। মর্ত্ত্যত্বসিদ্ধেঃ (মনুষ্যত্ব লাভ) অপি (এবং) পুংস্ত্বসিদ্ধেঃ (পুরুষজন্ম লাভ) বিপ্রত্বসিদ্ধেঃ (বিপ্রজন্ম লাভ) চ (এবং) বিবেকসিদ্ধেঃ (বিচারবুদ্ধি লাভের) মোক্ষং (মুক্তিকে) এব (নিশ্চিত) মুখ্যং (প্রধান) ফলং (প্রয়োজন) বদন্তি (বলিয়া থাকেন) যদি চেৎ (যদ্যপি) মোক্ষঃ (মুক্তি) ন (না) [ভবেৎ=হয়] [তর্হি =তবে] সমস্তং (সকল) ব্যর্থং (মিথ্যা)॥ ২৮৪

অনুবাদ। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন ঃ—মনুষ্যত্বপ্রাপ্তি, পুরুষত্বলাভ, ব্রাহ্মণজন্ম-প্রাপ্তি এবং বিবেকলাভের একমাত্র মুখ্য ফল মুক্তি; যদি মুক্তি না হইল, তাহা হইলে এই সমস্তই বৃথা॥ ২৮৪

প্রশ্নঃ সমীচীনতরস্তবায়ং
যদাত্মতত্ত্বাবগমে প্রবৃত্তিঃ।
ততস্তবৈতৎ সকলং সমূলং
নিবেদয়িষ্যামি মুদা শৃণুষ্ব॥ ২৮৫

অন্বয়। তব (তোমার) অয়ম্ (এই) প্রশ্নঃ (প্রশ্ন) সমীচীনতরঃ (অতি উৎকৃষ্ট) যৎ (যেহেতু) আত্মতত্ত্বাবগমে (আত্মতত্ত্বজ্ঞানে) প্রবৃত্তিঃ (ইচ্ছা), ততঃ (তজ্জন্য) তব (তোমার) এতৎ (এই) সকলং (সমস্ত) সমূলং (মূলতঃ) নিবেদয়িষ্যামি (বলিব) মুদা (আনন্দের সহিত) শৃণুষ্ব (শ্রবণ কর)॥ ২৮৫

অনুবাদ। তোমার প্রশ্নটি উত্তম, যেহেতু তোমার আত্মতত্ত্বজ্ঞানে বাসনা হইয়াছে; অতএব তোমাকে এই সমস্ত বিষয় যথাযথ বর্ণন করিতেছি, তুমি হৃষ্ট-চিত্তে শ্রবণ কর॥ ২৮৫

(মৃষাত্বনিরূপণম্।)

মর্ত্ত্যত্বং ত্বয়ি কল্পিতং ভ্রমবশাৎ তেনৈব জন্মাদয়ঃ
তৎসম্ভাবিতমেব দুঃখমপি তে নো বস্তুতস্তন্মৃষা।
নিদ্রামোহবশাদুপাগতসুখং দুঃখং চ কিন্নু ত্বয়া
সত্যত্বেন বিলোকিতং ক্বচিদপি ব্রূহি প্রবোধাগমে॥ ২৮৬

অন্বয়। ভ্রমবশাৎ (ভ্রান্তিবশতঃ) ত্বয়ি (তোমাতে—আত্মায়) মর্ত্ত্যত্বং (মরণশীলত্ব—মনুষ্যত্ব) কল্পিতম্ (আরোপিত হইয়াছে) তেন (ভ্রমবশতঃ) এব (ই) জন্মাদয়ঃ (জন্ম, নাশ প্রভৃতি) তৎসম্ভাবিতং (ভ্রমজনিত) এব (ই) দুঃখং (ক্লেশ) অপি (ও) তে (তোমার) নো (নাই) বস্তুতঃ (যথার্থতঃ) তৎ (দুঃখ) মৃষা (মিথ্যা) নু (সম্বোধন) নিদ্রামোহবশাৎ (নিদ্রারূপ অজ্ঞানজনিত) উপাগতসুখং (প্রাপ্ত সুখ) দুঃখং (ক্লেশ) চ (ও) ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) প্রবোধাগমে (জাগরণে) ক্বচিৎ (কোথায়) অপি (ও) সত্যত্বেন (যথার্থস্বরূপে) বিলোকিতং (দৃষ্ট) কিং (কি) ব্রূহি (বল) ॥ ২৮৬

অনুবাদ। তুমি অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া আপনাতে (আত্মায়) মনুষ্যত্বের আরোপ করিয়াছ, সেই অজ্ঞানবশতঃ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি হইয়া থাকে; বস্তুতঃ তজ্জনিত দুঃখ মিথ্যা বলিয়া তোমাতে তাহার সম্ভাবনা নাই, নিদ্রারূপ মোহে অভিভূত হইয়া লোকে সুখ কিংবা দুঃখ প্রাপ্ত হয়, বল দেখি, জাগ্রদবস্থায় তাহার সত্যত্ব কোথাও দেখিয়াছ কি? ॥ ২৮৬

নাশেষলোকৈরনুভূয়মানঃ
প্রত্যক্ষতোঽয়ং সকলপ্রপঞ্চঃ।
কথং মৃষা স্যাদিতি শঙ্কনীয়ং
বিচারশূন্যেন বিমুহ্যতা ত্বয়া॥ ২৮৭

অন্বয়। অশেষলোকৈঃ (সমস্ত জনকর্ত্তৃক) প্রত্যক্ষতঃ (প্রত্যক্ষরূপে) অনুভূয়মানঃ (যাহা জানা যাইতেছে এরূপ) অয়ম্ (এই) সকলপ্রপঞ্চঃ (সমস্ত জগৎ) কথং (কিরূপে) মৃষা (মিথ্যা) স্যাৎ (হয়) ইতি (এইরূপ) বিচারশূন্যেন (বিবেকবিহীন) বিমুহ্যতা (মোহপ্রাপ্ত) ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) ন শঙ্কনীয়ং (শঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে)॥ ২৮৭

অনুবাদ। সকল লোকই যখন [ঘটপট প্রভৃতি] সমস্ত জগৎ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতেছেন, তখন তাহা কিরূপে মিথ্যা হইবে,—বিবেকশূন্য এবং মোহের বশীভূত হইয়া এরূপ আশঙ্কা করা তোমার উচিত নহে॥ ২৮৭

দিবান্ধদৃষ্টেস্তু দিবান্ধকারঃ
প্রত্যক্ষসিদ্ধোঽপি স কিং যথার্থঃ।
তদ্বদ্ভ্রমেণাবগতঃ পদার্থো
ভ্রান্তস্য সত্যঃ সুমতে মৃষৈব॥ ২৮৮

অন্বয়। দিবান্ধদৃষ্টেঃ (দিবসে দৃষ্টিশক্তিবিহীন লোকের) তু (কিন্তু) দিবা (দিবসে) অন্ধকারঃ (তমঃ) প্রত্যক্ষসিদ্ধঃ অপি (প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইলেও) সঃ (তাহা) যথার্থঃ (প্রকৃত) কিং (কি) ? তদ্বৎ (সেইরূপ) ভ্রমেণ (ভ্রান্তি দ্বারা) অবগতঃ (জ্ঞাত) পদার্থঃ (বস্তু) ভ্রান্তস্য (ভ্রমযুক্ত জনের) সত্যঃ (যথার্থ) সুমতেঃ (বুদ্ধিমানের) মৃষা (মিথ্যা) এব (ই)॥ ২৮৮

অনুবাদ। [প্রত্যক্ষপ্রমাণ সিদ্ধ হইলেই যে অভ্রান্ত হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই, কেননা,] যে ব্যক্তি দিবসে দৃষ্টিশক্তিহীন (অর্থাৎ প্রখর জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে দৃষ্টিপাত করায় যাহার দর্শনশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে), সে দিবাভাগে অন্ধকার দেখে ; সুতরাং সেই অন্ধকার তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ বটে ; তাই বলিয়া কি তাহা সত্য বলা যাইবে। সেইরূপ ভ্রমবশতঃ যে পদার্থ অনুভূত হইতেছে, ভ্রান্তের নিকট তাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, পরন্তু বুদ্ধিমান্ তাহা মিথ্যা বলিয়াই জানেন॥ ২৮৮

ঘটোঽয়মিত্যত্র ঘটাভিমানঃ *
প্রত্যক্ষতঃ কশ্চিদুদেতি দৃষ্টেঃ।
বিচার্য্যমাণে স তু নাস্তি তত্র
মৃদস্তি তদ্ভাব-বিলক্ষণা সা॥ ২৮৯

অন্বয়। অত্র (এই স্থানে) অয়ম্ (এই) ঘটঃ (কলসী) [অস্তি=আছে] ইতি (ইহা) প্রত্যক্ষতঃ (প্রত্যক্ষভাবে, সাক্ষাৎ) দৃষ্টেঃ (দর্শন বা বোধ হইতে) কশ্চিৎ (কোন এক) ঘটাভিমানঃ (ঘটবুদ্ধি) উদেতি (উৎপন্ন হয়) ; তু (কিন্তু) বিচার্য্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) সঃ (ঘট) তত্র (তথায়) নাস্তি (নাই) তদ্ভাব-বিলক্ষণা (ঘটস্বভাব হইতে ভিন্ন) সা (সেই) মৃৎ (মৃত্তিকা) অস্তি (আছে)॥ ২৮৯

অনুবাদ। 'এখানে এই ঘটটি রহিয়াছে'—বলিলে প্রত্যক্ষরূপে ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ঘট বলিয়া কোন বস্তু নাই, কেবল ঘট হইতে ভিন্নস্বভাব-বিশিষ্ট মৃত্তিকাই বিদ্যমান আছে [দেখা যায়]॥ ২৮৯

---

* ঘটাভিধানঃ ইতি বা পাঠঃ।

প্রাদেশমাত্রঃ পরিদৃশ্যতেঽর্কঃ
শাস্ত্রেণ সন্দর্শিত-লক্ষযোজনঃ।
মানান্তরেণ ক্বচিদেতি বাধাং
প্রত্যক্ষমপ্যত্র হি ন ব্যবস্থা॥ ২৯০

অন্বয়। অর্কঃ (সূর্য্য) প্রাদেশমাত্রঃ (প্রাদেশ-পরিমিত অর্থাৎ এক হাতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ) পরিদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) শাস্ত্রেণ (শাস্ত্র কর্ত্তৃক) সন্দর্শিত-লক্ষযোজনঃ (লক্ষ যোজন পরিমিত বলিয়া জানা যায়) মানান্তরেণ (অন্য প্রমাণের দ্বারা) ক্বচিৎ (কখন কখন) বাধাম্ (অপবাদ) এতি (প্রাপ্ত হয়) হি (যেহেতু) অত্র (এখানে) প্রত্যক্ষং (প্রত্যক্ষ প্রমাণ) অপি (ও) ব্যবস্থা (সত্যনির্ণায়ক) ন (নহে)॥ ২৯০

অনুবাদ। সূর্য্য প্রাদেশ-পরিমিত দৃষ্ট হইয়া থাকে, [পরন্তু] শাস্ত্র দ্বারা লক্ষযোজন-পরিমিত বলিয়া জানা যায়; প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তু যখন অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণই বস্তুর নিরূপক হইতে পারে না॥ ২৯০

তস্মাৎ ত্বয়ীদং ভ্রমতঃ প্রতীতং
মৃষৈব নো সত্যমবেহি সাক্ষাৎ।
ব্রহ্ম ত্বমেবাসি সুখস্বরূপং
ত্বত্তো ন ভিন্নং বিচিনুষ্ব বুদ্ধৌ॥ ২৯১

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই জন্য) ত্বয়ি (তোমাতে) ভ্রমতঃ (ভ্রান্তিবশতঃ) প্রতীতং (জ্ঞাত, উপলব্ধ) ইদম্ (ইহা) মৃষা (মিথ্যা) এব (ই) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) সত্যং (যথার্থ) নো (না) অবেহি (জানিও); ত্বমেব (তুমিই) সুখস্বরূপম্ (আনন্দস্বভাব) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) অসি (হও); ত্বত্তঃ (তোমা হইতে) [ব্রহ্ম] ভিন্নং (পৃথক্) ন (না) বুদ্ধৌ (অন্তঃকরণে) [ইতি=ইহা] বিচিনুষ্ব (বিচার কর)॥ ২৯১

অনুবাদ। অতএব তোমার নিকট ভ্রম হেতু যাহা (মনুষ্যত্বাদি) মনে হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ মিথ্যা জানিও। তুমি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম; বিচার করিয়া দেখ, তোমা হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ নহেন॥ ২৯১

লোকান্তরে বাত্র গুহান্তরে বা
তীর্থান্তরে কর্ম্মপরম্পরান্তরে।
শাস্ত্রান্তরে নাস্ত্যনুপশ্যতামিহ
স্বয়ং পরং ব্রহ্ম বিচার্য্যমাণে॥ ২৯২

অন্বয়। অত্র (এই সংসারে) লোকান্তরে (স্বর্গাদি লোকে) বা (কিংবা) গুহান্তরে (গুহামধ্যে) বা (অথবা) তীর্থান্তরে (ভিন্ন ভিন্ন তীর্থে) কর্ম্ম-

পরম্পরান্তরে (কর্ম্মরাশির মধ্যে) শাস্ত্রান্তরে (শাস্ত্রের ভিতরে) [ব্রহ্ম] নাস্তি (নাই); অনুপশ্যতাং (তত্ত্বজ্ঞানিগণের) ইহ (এ বিষয়ে) বিচার্য্যমাণে (বিচার করিলে) স্বয়ং (নিজেই) পরং ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ॥ ২৯২

অনুবাদ। এই সংসারে, স্বর্গাদি লোকান্তরে, গিরিগুহার অভ্যন্তরে, ভিন্ন ভিন্ন তীর্থে কিংবা কর্ম্মসমূহের মধ্যে অথবা শাস্ত্রের ভিতর ব্রহ্ম নাই (খুঁজিয়া পাওয়া যায় না), [কিন্তু] জ্ঞানিগণ বিচার করিয়া আপনাকেই 'পরং ব্রহ্ম' বলিয়া জানিয়া থাকেন ॥ ২৯২

তত্ত্বমাত্মস্থমজ্ঞাত্বা মূঢ়ঃ শাস্ত্রেষু পশ্যতি।
গোপঃ কক্ষগতং ছাগং যথা কূপেষু দুর্ম্মতিঃ ॥ ২৯৩

অন্বয়। মূঢ়ঃ (অজ্ঞ) আত্মস্থং (নিজের মধ্যে স্থিত) তত্ত্বম্ (স্বরূপ) অজ্ঞাত্বা (না জানিয়া) শাস্ত্রেষু (শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতিতে) পশ্যতি (দেখে), যথা (যেরূপ) দুর্ম্মতিঃ (নির্ব্বোধ) গোপঃ (গোপ) কক্ষগতং (বাহুমূলে—বগলে স্থিত) ছাগং (ছাগকে) কূপেষু (কূপে) [পশ্যতি=দেখে] ॥ ২৯৩

অনুবাদ। যেমন অজ্ঞ গোপ নিজের বগলে অবস্থিত ছাগকে [না জানিয়া] কূপ মধ্যে (প্রতিবিম্বরূপে) দেখিয়া থাকে, তদ্রূপ মূঢ়ব্যক্তি আত্মায় অবস্থিত ব্রহ্মকে না জানিয়া শাস্ত্রে অন্বেষণ করে ॥ ২৯৩

স্বমাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমন্যথা।
বিমৃগ্যতে পুনঃ স্বাত্মা বহিঃ কোশেষু পণ্ডিতৈঃ ॥ ২৯৪

অন্বয়। স্বম্ (স্বীয়ম্) আত্মানং (স্বরূপকে) পরং (অন্য—ব্রহ্মভিন্ন) [মত্বা=জানিয়া] পরমাত্মানং (ব্রহ্মকে) অন্যথা (অন্যরূপ—জীবব্যতিরিক্ত) মত্বা (জানিয়া) পণ্ডিতৈঃ (পণ্ডিতমানীরা) কোশেষু (পঞ্চকোশের) বহিঃ (বাহিরে) পুনঃ (বাক্যালঙ্কার) স্বাত্মা (নিজস্বরূপ) বিমৃগ্যতে (অন্বেষণ করে) ॥ ২৯৪

অনুবাদ। [শব্দার্থবিৎ] পণ্ডিতমানী ব্যক্তিগণ নিজের আত্মাকে ব্রহ্মভিন্ন এবং ব্রহ্মকে আত্মভিন্ন মনে করিয়া অন্নময়াদি পঞ্চকোশের বাহিরে আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন ॥ ২৯৪

বিস্মৃত্য বস্তুনস্তত্ত্বমধ্যারোপ্য চ বস্তুনি।
অবস্তুতাঞ্চ তদ্ধর্ম্মান্ মুধা শোচতি নান্যথা ॥ ২৯৫

অন্বয়। বস্তুনঃ (পদার্থের) তত্ত্বং (স্বরূপ) বিস্মৃত্য (ভুলিয়া) বস্তুনি (বস্তুতে) অবস্তুতাং (মিথ্যাবস্তুভাব) তদ্ধর্ম্মান্ (অবস্তুর ধর্ম্মসমুদায়) চ (এবং) অধ্যারোপ্য (আরোপ করিয়া) মুধা (বৃথা) শোচতি (শোক করে) অন্যথা (অন্যপ্রকার) ন (না) ॥ ২৯৫

অনুবাদ। [অজ্ঞলোক] বস্তুর স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যথার্থ বস্তুতে (রজ্জু

প্রভৃতিতে) অবস্তু (সর্পাদি) ও তাহার ধর্ম্মসমূহ (ভীষণত্বাদি) আরোপ করিয়া বৃথা শোক করিয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না॥ ২৯৫

আত্মানাত্মবিবেকঃ।

আত্মানাত্মবিবেকং তে বক্ষ্যামি শৃণু সাদরম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতেঽনাত্মবন্ধনাৎ॥ ২৯৬

অন্বয়। আত্মানাত্মবিবেকম্ (আত্মা ও অনাত্মার ভেদ) তে (তোমাকে) বক্ষ্যামি (বলিব) সাদরং (আদরের সহিত) শৃণু (শ্রবণ কর), যস্য (যাহার) শ্রবণমাত্রেণ (শুনিবামাত্র) অনাত্মবন্ধনাৎ (অনাত্মবস্তুদ্বারা বন্ধন হইতে) মুচ্যতে (মুক্ত হয়)॥ ২৯৬

অনুবাদ। আমি তোমাকে আত্মা ও অনাত্মার বিবেক (পার্থক্য) উপদেশ দিব, তুমি সমাদরপূর্ব্বক শ্রবণ কর, যাহা শ্রবণ করিলে আত্ম ভিন্ন বস্তুর বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়॥ ২৯৬

ইত্যুক্ত্বাভিমুখীকৃত্য শিষ্যং করুণয়া গুরুঃ।
অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চয়ন্॥ ২৯৭
সম্যক্ প্রাবোধয়ৎ তত্ত্বং শাস্ত্রদৃষ্টেন বর্ত্মনা।
সর্ব্বেষামুপকারায় তৎপ্রকারোঽত্র দর্শ্যতে॥ ২৯৮

অন্বয়। গুরুঃ (উপদেষ্টা) ইতি (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) করুণয়া (দয়াবশতঃ) শিষ্যং (ছাত্রকে) অভিমুখীকৃত্য (সম্মুখীন করিয়া) অধ্যারোপাপবাদাভ্যাম্ (অধ্যারোপ এবং অপবাদের দ্বারা) নিষ্প্রপঞ্চং (প্রপঞ্চরহিত ব্রহ্ম) প্রপঞ্চয়ন্ (বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিয়া) শাস্ত্রদৃষ্টেন (শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞাত) বর্ত্মনা (উপায় দ্বারা) তত্ত্বং (স্বরূপ) সম্যক্ (উত্তমরূপে) প্রাবোধয়ৎ (অববোধিত করিলেন, বুঝাইলেন) অত্র (এ বিষয়ে) সর্ব্বেষাং (সকল লোকের) উপকারায় (হিতের নিমিত্ত) তৎপ্রকারঃ (তাহার রীতি) দর্শ্যতে (প্রদর্শিত হইতেছে)॥ ২৯৭—২৯৮

অনুবাদ। এই বলিয়া গুরু শিষ্যকে সম্মুখীন করিয়া করুণা-পরবশ হইয়া অধ্যারোপ এবং অপবাদ দ্বারা প্রপঞ্চশূন্য ব্রহ্মকে বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রানুসারী উপায় দ্বারা সম্যগ্রূপে [শিষ্যকে] তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; সকল লোকের উপকারের জন্য তাহার প্রণালী এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে॥ ২৯৭—২৯৮

অধ্যারোপঃ।

বস্তুন্যবস্ত্বারোপো যঃ সোঽধ্যারোপ ইতীর্য্যতে।
অসর্পভূতে রজ্জ্বাদৌ সর্পত্বারোপণং যথা॥ ২৯৯

অন্বয়। বস্তুনি (সত্যপদার্থে) যঃ (যে) অবস্ত্বারোপঃ (মিথ্যাবস্তুর কল্পনা) সঃ (তাহা) অধ্যারোপঃ (আরোপ) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়) যথা (যেরূপ) অসর্পভূতে (বস্তুতঃ যাহা সর্প নহে তাদৃশ) রজ্জ্বাদৌ (দড়ি প্রভৃতিতে) সর্পত্বারোপণং (সর্পের অধ্যাস—কল্পনা)॥ ২৯৯

অনুবাদ। [এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত অধ্যারোপ ও অপবাদের মধ্যে অধ্যারোপ বলা যাইতেছে]—[প্রকৃত] বস্তুতে মিথ্যা বস্তুর আরোপকে পণ্ডিতেরা অধ্যারোপ বলিয়া থাকেন; যেমন রজ্জু সর্প না হইলেও লোকে (ভ্রমবশতঃ) তাহাতে সর্পের আরোপ করিয়া থাকে॥ ২৯৯

বস্তু তাবৎ পরং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণম্।
ইদমারোপিতং যত্র ভাতি খে নীলতাদিবৎ॥ ৩০০

অন্বয়। পরং ব্রহ্ম (পরমাত্মা) বস্তু (যথার্থ পদার্থ) তাবৎ (বাক্যালঙ্কার) সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণং (সত্য, জ্ঞান, আনন্দ যাঁহার স্বরূপ লক্ষণ), খে (আকাশে) নীলতাদিবৎ (নীলত্ব প্রতীতির ন্যায়) যত্র (যাহাতে—ব্রহ্মে) ইদম্ (ইহা—জগৎ) আরোপিতং (কল্পিত) ভাতি (প্রকাশ পায়)॥ ৩০০

অনুবাদ। পরং ব্রহ্ম প্রকৃত বস্তু, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ; আকাশে যেমন নীলরূপ কল্পিত, সেইরূপ ব্রহ্মে আরোপিত জগৎ প্রতীত হয়॥ ৩০০

অজ্ঞানম্।

তৎ কারণং যদজ্ঞানং সকার্য্যং সদ্‌বিলক্ষণম্।
অবস্ত্বিত্যুচ্যতে সদ্ভির্যস্য বাধা প্রদৃশ্যতে॥ ৩০১

অন্বয়। সকার্য্যং (ঘটপটাদি সমস্ত জগৎরূপ কার্য্যের সহিত বিদ্যমান) সদ্‌বিলক্ষণং (ব্রহ্ম ভিন্ন) যৎ (যে) কারণং (সমস্ত জগতের উপাদান কারণ) অজ্ঞানম্ (অবিদ্যা) তৎ (তাহা) সদ্ভিঃ (সাধুগণকর্ত্তৃক) অবস্তু (মিথ্যা বস্তু—কিছুই নহে) ইতি (ইহা) উচ্যতে (কথিত হয়) যস্য (যাহার) বাধা (নিবৃত্তি) প্রদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়)॥ ৩০১

অনুবাদ। যাহা সমস্ত বস্তুর মূলকারণ, নিখিলজগৎ যাহার কার্য্য, যাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং যাহার বাধা (নিবৃত্তি) দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ অজ্ঞানকে পণ্ডিতগণ 'অবস্তু' বলিয়া থাকেন॥ ৩০১

অবস্তু তৎ প্রমাণৈর্যদ্‌বাধ্যতে শুক্তিরৌপ্যবৎ।
ন বাধ্যতে যত্তদ্‌বস্তু ত্রিষু কালেষু শুক্তিবৎ॥ ৩০২

অন্বয়। যৎ (যাহা) শুক্তিরৌপ্যবৎ (শুক্তিতে—ঝিনুকে প্রতীয়মান রজতের ন্যায়) প্রমাণৈঃ (প্রমাণসমূহদ্বারা) বাধ্যতে (বাধিত হয়) তৎ (তাহা) অবস্তু (মিথ্যা বস্তু) যৎ (যাহা) শুক্তিবৎ (শুক্তির মত) ত্রিষু (তিন) কালেষু (কালে) ন (না) বাধ্যতে (বাধিত হয়) তৎ (তাহা) বস্তু (সত্য পদার্থ—যথা ব্রহ্ম)॥ ৩০২

অনুবাদ। শুক্তিতে প্রতীয়মান রজতের ন্যায় যেটি প্রমাণের দ্বারা বাধিত অর্থাৎ নিরাকৃত হয়, তাহাই অবস্তু; যাহা শুক্তির ন্যায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে বাধিত অর্থাৎ নিরাকৃত হয় না, তাহাকে (সত্য) বস্তু বলা যায়॥ ৩০২

শুক্তে র্বাধা ন খল্বস্তি রজতস্য যথা তথা।
অবস্তুসংজ্ঞিতং যত্তজ্জগদধ্যাসকারণম্॥ ৩০৩

অন্বয়। যথা (যেরূপ) রজতস্য (রৌপ্যের) বাধা (নিবৃত্তি) তথা (সেইরূপ) ন (না) খলু (নিশ্চিত) শুক্তেঃ (ঝিনুকের) [বাধা=নিবৃত্তি] অস্তি (হয়); যৎ (যাহা) অবস্তুসংজ্ঞিতম্ (অবস্তু এই নাম যুক্ত) তৎ (তাহা) জগদধ্যাসকারণং (জগতের আরোপের হেতু)॥ ৩০৩

অনুবাদ। [শুক্তিরজতস্থলে] রজতের যেমন বাধ (নিরাকরণ) হয়, তদ্রূপ শুক্তির বাধ হয় না, যাহাকে (অজ্ঞানকে) অবস্তু বলা যায়, তাহাই জগতের অধ্যাসের কারণ॥ ৩০৩

সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যমজ্ঞানং ত্রিগুণাত্মকম্।
বস্তুতত্ত্বাববোধৈকবাধ্যং তদ্‌ভাবলক্ষণম্॥ ৩০৪

অন্বয়। অজ্ঞানম্ (অবিদ্যা) সদসদ্ভ্যাং (সৎ-ব্রহ্ম এবং অসৎ মিথ্যা বস্তু হইতে) অনির্ব্বাচ্যং (নির্ব্বাচনযোগ্য নহে)। ত্রিগুণাত্মকং (সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণস্বরূপ) বস্তুতত্ত্বাববোধৈকবাধ্যম্ (একমাত্র যথার্থ বস্তুর জ্ঞান দ্বারা তাহা বাধিত হয়) তদ্‌ভাবলক্ষণং (তাহার স্বরূপ)॥ ৩০৪

অনুবাদ। সৎ (ব্রহ্ম) এবং অসৎ (শশশৃঙ্গাদি) হইতে অজ্ঞান অনির্ব্বাচ্য (নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া যায় না)। [পরন্তু ইহা মিথ্যা; কেবলমাত্র জ্ঞান দ্বারা অপনয়নযোগ্য], সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় তাহার স্বরূপ—এই একমাত্র বস্তুতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উহা অর্থাৎ অজ্ঞান বাধিত হয় ইহাই তাহার লক্ষণ॥ ৩০৪

মিথ্যাসম্বন্ধতস্তত্র ব্রহ্মণ্যাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
মণৌ শক্তির্যথা তদ্বন্নৈতদাশ্রয়দূষকম্॥ ৩০৫

অন্বয়। এতৎ (অজ্ঞান) মিথ্যাসম্বন্ধতঃ (মিথ্যাসম্বন্ধহেতু) মণৌ (মণিতে) শক্তিঃ (দাহিকাশক্তি) যথা (যেমন) তত্র (সেই) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) আশ্রিত্য (অবলম্বন করিয়া) তিষ্ঠতি (থাকে) তদ্বৎ (মণির ন্যায়) আশ্রয়দূষকম্ (আধারের বিকারজনক) ন (না)॥ ৩০৫

অনুবাদ। শক্তি (দাহিকাশক্তি) যেমন সূর্য্যকান্ত মণিতে থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান মিথ্যা সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে বটে; কিন্তু ইহা মণির ন্যায় আশ্রয়দূষক (আশ্রয়ের বিকারজনক) নহে॥ ৩০৫

সদ্ভাবে লিঙ্গমেতস্য কার্য্যমেতচ্চরাচরম্।
মানং শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চাজ্ঞোঽহমিত্যনুভবোঽপি চ॥ ৩০৬

অন্বয়। এতস্য (ইহার—অজ্ঞানের) সদ্ভাবে (অস্তিত্বে) এতৎ (এই—দৃশ্যমান) চরাচরং (জঙ্গম ও স্থাবররূপ জগৎ) কার্য্যং (কার্য্য) লিঙ্গং (ঐ কার্য্যরূপ চিহ্ন) শ্রুতিঃ (বেদ) স্মৃতিঃ (ধর্ম্মশাস্ত্র) চ (এবং) অহম্ (আমি) অজ্ঞঃ (জ্ঞানহীন, বিপরীতজ্ঞানবান্) ইতি (এইরূপ) অনুভবঃ (অনুভূতি—জ্ঞান) অপি (ও) চ (এবং) মানম্ (অজ্ঞানতার প্রমাণ)॥ ৩০৬

অনুবাদ। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ অজ্ঞানের কার্য্য; কার্য্যরূপ অর্থাৎ ফলরূপ লক্ষণ দ্বারা অজ্ঞানের অস্তিত্ব অনুমিত হয়; শ্রুতি, স্মৃতি এবং 'আমি অজ্ঞ' এইরূপ অনুভবও অজ্ঞানের অস্তিত্বসাধক প্রমাণ॥ ৩০৬

অজ্ঞানং প্রকৃতিঃ শক্তিরবিদ্যেতি নিগদ্যতে।
তদেতৎ সন্ন ভবতি নাসদ্বা শুক্তিরৌপ্যবৎ॥ ৩০৭

অন্বয়। অজ্ঞানং (বিপরীতজ্ঞান) প্রকৃতিঃ (জগৎকর্ত্রী) শক্তিঃ (জগৎ-নির্ম্মাণশক্তি) অবিদ্যা (অজ্ঞান) ইতি (ইহা) নিগদ্যতে (কথিত হয়) তৎ (সেই) এতৎ (ইহা) শুক্তিরৌপ্যবৎ (শুক্তিতে ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট রজতের ন্যায়) সৎ (সত্তাবিশিষ্ট) ন ভবতি (হয় না) বা (অথবা) অসৎ (তুচ্ছ) ন (না) [ভবতি=হয়]॥ ৩০৭

অনুবাদ। পণ্ডিতেরা অজ্ঞানকে প্রকৃতি, শক্তি ও অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। ইহা শুক্তিতে দৃষ্ট রজতের ন্যায় সৎ কিংবা অসৎ নহে॥ ৩০৭

সতো ভিন্নমভিন্নং বা ন দীপস্য প্রভা যথা।
ন সাবয়বমন্যদ্বা বীজস্যাঙ্কুরবৎ ক্বচিৎ॥ ৩০৮

অন্বয়। যথা (যেমন) দীপস্য (প্রদীপের) প্রভা (দীপ্তি) [তদ্বৎ=সেইরূপ] সতঃ (সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে) [অজ্ঞানম্=অজ্ঞান] ভিন্নম্ (পৃথক্) বা (কিংবা) অভিন্নম্ (অপৃথক্) ন (না) [ন নিরূপ্যতে ইত্যর্থঃ=নিরূপণ করা যায় না]। বা (কিংবা) ক্বচিৎ (কখনও) বীজস্য (বীজের) অঙ্কুরবৎ (অঙ্কুরের ন্যায়) সাবয়বম্ (অবয়ব-বিশিষ্ট) অন্যৎ (অবয়বশূন্য) ন (নহে)॥ ৩০৮

অনুবাদ। প্রদীপের প্রভা যেমন প্রদীপ হইতে ভিন্ন কিংবা অভিন্ন কিছুই বলা যায় না, সেইরূপ অজ্ঞান (অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়া) সৎ (ব্রহ্ম) হইতে ভিন্ন কিংবা অভিন্ন তাহা নিরূপণ করা যায় না। অঙ্কুর যেরূপ বীজের অংশ অথবা অনংশ কিছুই স্থির করা যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞান ব্রহ্মের অবয়ব বা অনবয়ব, তাহা বলা যায় না॥ ৩০৮

অত এতদনির্ব্বাচ্যমিত্যেব কবয়ো বিদুঃ।
সমষ্টিব্যষ্টিরূপেণ দ্বিধাজ্ঞানং নিগদ্যতে॥ ৩০৯

অন্বয়। অতঃ (এইজন্য) কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) এতৎ (ইহাকে) অনির্ব্বাচ্যম্ (অনির্ব্বচনীয়) ইতি (এইরূপ) এব (ই) বিদুঃ (জানেন), অজ্ঞানম্ (অবিদ্যা) সমষ্টিব্যষ্টিরূপেণ (একরূপে ও পৃথগ্রূপে) দ্বিধা (দুই প্রকার) নিগদ্যতে (কথিত হয়)॥ ৩০৯

অনুবাদ। অতএব পণ্ডিতগণ ইহাকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া জানেন। সেই অজ্ঞান সমষ্টি ও ব্যষ্টি-ভেদে দুই প্রকার কথিত হয়॥ ৩০৯

নানাত্বেন প্রতীতানামজ্ঞানানামভেদতঃ।
একত্বেন সমষ্টিঃ স্যাদ্ ভূরুহাণাং বনং যথা॥ ৩১০

অন্বয়। যথা (যেমন) ভূরুহাণাং (বৃক্ষসমূহের) বনম্ (অরণ্য) অভেদতঃ (ভেদ না থাকায়) একত্বেন (একরূপে) তথা নানাত্বেন (ভিন্ন ভিন্ন রূপে) প্রতীতানাং (প্রতিভাত) অজ্ঞানানাম্ (অবিদ্যাসমূহের) সমষ্টিঃ (এক) স্যাৎ (হয়)॥ ৩১০

অনুবাদ। যেমন বৃক্ষ নানা হইলেও 'বন'-রূপে একত্ব ব্যবহার হয়, তদ্রূপ প্রাণিভেদে অজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হইলেও অভেদবশতঃ একত্ব ব্যবহার হয়, সেই একরূপতাকে সমষ্টি বলে॥ ৩১০

ঈশ্বর।

ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টা সত্ত্বাংশোৎকর্ষতঃ পুরা।
মায়েতি কথ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ শুদ্ধসত্ত্বৈকলক্ষণা॥ ৩১১

অন্বয়। ইয়ম্ (এই) সমষ্টিঃ (একরূপ অর্থাৎ সমষ্টিগত অজ্ঞান) সত্ত্বাংশোৎকর্ষতঃ (সত্ত্বগুণের আধিক্য প্রযুক্ত) পুরা (পূর্ব্বে) তজ্জ্ঞৈঃ (মায়াজ্ঞগণ কর্তৃক) শুদ্ধসত্ত্বৈকলক্ষণা (রজস্তমোগুণ-হীনসত্ত্বমাত্র-স্বভাব) মায়া (ঈশ্বরের উপাধি) ইতি (ইহা) কথ্যতে (কথিত হয়)॥ ৩১১

অনুবাদ। এই অজ্ঞানসমষ্টি—সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু উৎকৃষ্ট, কেবল সত্ত্বগুণই তাহার স্বভাব (অর্থাৎ রজস্তমোবিহীন); তাহার স্বরূপ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ইহাকে মায়া বলিয়া থাকেন॥ ৩১১

মায়োপহিতচৈতন্যং সাভাসং সত্ত্ববৃংহিতম্।
সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণকং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
অব্যাকৃতং তদব্যক্তমীশ ইত্যপি গীয়তে॥ ৩১২

অন্বয়। মায়োপহিতচৈতন্যং (যে চৈতন্যের উপাধি মায়া) সাভাসং (চিদাভাসযুক্ত) সত্ত্ববৃংহিতং (সত্ত্বগুণবহুল) সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণকং (সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি যাঁহার গুণ) সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ (উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের কারণ) তৎ (সেই প্রসিদ্ধ বস্তু) অব্যাকৃতং (নাম ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত নহে) অব্যক্তং (স্ফুট নহে) ঈশ (ঐশ্বর্য্যশালী) ইতি (ইহা) অপি (ও) গীয়তে (কথিত হয়)॥ ৩১২

অনুবাদ। [এবংবিধ] মায়া যাঁহার (চৈতন্যের) উপাধি, যিনি চিদাভাস-সমন্বিত (অর্থাৎ যাঁহাতে চৈতন্যের আভাস দেখা যায়); সত্ত্বগুণবহুল, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবান্ এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ; তাঁহাকে পণ্ডিতেরা অব্যাকৃত, অব্যক্ত ও ঈশ বলিয়া থাকেন॥ ৩১২

সর্ব্বশক্তিগুণোপেতঃ সর্ব্বজ্ঞানাবভাসকঃ।
স্বতন্ত্রঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যকামঃ স ঈশ্বরঃ॥ ৩১৩

অন্বয়। [যঃ=যিনি] সর্ব্বশক্তিগুণোপেতঃ (সর্ব্বশক্তিরূপগুণযুক্ত) সর্ব্ব-জ্ঞানাবভাসকঃ (সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশক) স্বতন্ত্রঃ (মায়ার পরতন্ত্র নহেন) সত্য-সঙ্কল্পঃ (যাঁহার সঙ্কল্প যথার্থ) সত্যকামঃ (যথার্থ কামনাবান্) সঃ (তিনি) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর এই নামযুক্ত)॥ ৩১৩

অনুবাদ। যিনি সর্ব্বশক্তিরূপগুণযুক্ত, সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশক, স্বতন্ত্র, সত্যসঙ্কল্প এবং সত্যকাম, তিনিই ঈশ্বর॥ ৩১৩

তস্যৈতস্য মহাবিষ্ণোর্মহাশক্তের্মহীয়সঃ।
সর্ব্বজ্ঞত্বেশ্বরত্বাদিকারণত্বান্মনীষিণঃ।
কারণং বপুরিত্যাহুঃ সমষ্টিং সত্ত্ববৃংহিতম্॥ ৩১৪

অন্বয়। মনীষিণঃ (মহাত্মগণ) তস্য (সেই) এতস্য (ইহার) মহাশক্তেঃ (মহাশক্তিসম্পন্ন) মহীয়সঃ (সর্ব্বব্যাপক) মহাবিষ্ণোঃ (ঈশ্বরের) সর্ব্বজ্ঞত্বেশ্বর-ত্বাদিকারণত্বাৎ (সর্ব্বজ্ঞত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রভৃতির কারণ বলিয়া) সত্ত্ববৃংহিতং (সত্ত্ব-বহুল) সমষ্টিং (সমষ্টিকে) কারণং বপুঃ (কারণশরীর) ইতি (ইহা) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)॥ ৩১৪

অনুবাদ। সর্ব্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি কারণ বলিয়া মনীষিগণ সত্ত্ববহুল সমষ্টিকে মহাশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপক মহাবিষ্ণুর (ঈশ্বরের) কারণ-শরীর বলিয়া থাকেন॥ ৩১৪

আনন্দপ্রচুরত্বেন সাধকত্বেন কোশবৎ।
সৈষানন্দময়ঃ কোশ ইতীশস্য নিগদ্যতে॥ ৩১৫

অন্বয়। কোশবৎ (গুটি পোকার কোশের ন্যায়) সাধকত্বেন (আবরণ-কারকত্ব হেতু) আনন্দপ্রচুরত্বেন (আনন্দাধিক্য হেতু) সঃ (সেই) এষঃ (এই ঈশস্য (ঈশ্বরের) আনন্দময়ঃ (আনন্দ-প্রচুর) কোশঃ (তন্নামক) ইতি (ইহা) নিগদ্যতে (বলা হয়)॥ ৩১৫

অনুবাদ। আনন্দের বাহুল্য হেতু এবং কোশের (পোকার গুটির) ন্যায় আবরক বলিয়া পণ্ডিতেরা [ইহাকে] ঈশ্বরের 'আনন্দময় কোশ' বলিয়া থাকেন॥ ৩১৫

সর্ব্বোপরমহেতুত্বাৎ সুষুপ্তিস্থানমিষ্যতে।
প্রাকৃতঃ প্রলয়ো যত্র শ্রাব্যতে শ্রুতিভির্মুহুঃ॥ ৩১৬

অন্বয়। সর্ব্বোপরমহেতুত্বাৎ (সকলের লয়ের কারণ বশতঃ) সুষুপ্তিস্থানম্ (সুষুপ্তি স্থান) ইষ্যতে (ইচ্ছা করিয়া থাকেন—বলেন) যত্র (যাহাতে) প্রাকৃতঃ (তন্নামক) প্রলয়ঃ (লয়) [ভবতীতিশেষঃ] শ্রুতিভিঃ (বেদকর্ত্তৃক) মুহুঃ (পুনঃপুনঃ) ইতি (ইহা) শ্রাব্যতে (শ্রাবিত অর্থাৎ অভিহিত হয়)॥ ৩১৬

অনুবাদ। সমস্ত প্রাণীর লয়ের কারণ বলিয়া [ইহাকে] সুষুপ্তিস্থান বলা হইয়া থাকে—যে অবস্থাকে শ্রুতি পুনঃপুনঃ প্রাকৃত প্রলয় নামে অভিহিত করিয়াছেন॥ ৩১৬

অজ্ঞানং ব্যষ্ট্যভিপ্রায়াদনেকত্বেন ভিদ্যতে।
অজ্ঞানবৃত্তয়ো নানা তত্তদ্গুণবিলক্ষণাঃ॥ ৩১৭

অন্বয়। অজ্ঞানম্ (অবিদ্যা) ব্যষ্ট্যভিপ্রায়াৎ (ব্যষ্টি ভাব অর্থাৎ নানাত্ব হেতু) অনেকত্বেন (বহুরূপে) ভিদ্যতে (ভিন্ন হয়), তত্তদ্গুণবিলক্ষণাঃ (ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত) অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ (অজ্ঞানের বৃত্তি—পরিণাম) নানা (অনেকবিধ) [হইয়া থাকে]॥ ৩১৭

অনুবাদ। ব্যষ্টিরূপে (ভিন্ন ভিন্ন ভাবে) অজ্ঞান অনেক, এবং সত্ত্বরজস্তমোগুণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট অজ্ঞানের বৃত্তিও অসংখ্য হইয়া থাকে॥ ৩১৭

বনস্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়াদ্ ভূরুহা ইত্যনেকতা।
যথা তথৈবাজ্ঞানস্য ব্যষ্টিতঃ স্যাদনেকতা॥ ৩১৮

অন্বয়। যথা (যেরূপ) বনস্য (অরণ্যের) ব্যষ্ট্যভিপ্রায়াদ্ (ব্যষ্টি-তাৎপর্য্যে, নানাত্ব অর্থ গ্রহণহেতু) ভূরুহাঃ (অনেক বৃক্ষ) ইতি (এইরূপ) অনেকতা (বহুত্ব), তথা (সেইরূপ) এব (ই) অজ্ঞানস্য (অজ্ঞানের) ব্যষ্টিতঃ (ব্যষ্টিরূপে) অনেকতা (বহুত্ব) স্যাৎ (হয়) ॥ ৩১৮

অনুবাদ। বন [সমষ্টিরূপে] এক হইলেও অনেক বৃক্ষ থাকায় ব্যষ্টিরূপে যেমন নানাত্ব-ব্যবহার হয়, তদ্রূপ একই অজ্ঞানেরও ব্যষ্টিরূপে অনেকত্ব হইয়া থাকে ॥ ৩১৮

প্রত্যগাত্মা।

ব্যষ্টির্মলিনসত্ত্বৈষা রজসা তমসা যুতা।
ততো নিকৃষ্টা ভবতি যোপাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ ॥ ৩১৯

অন্বয়। এষা (এই) ব্যষ্টিঃ (ব্যষ্টি অজ্ঞান) মলিনসত্ত্বা (অভিভূতসত্ত্বা—রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা সত্ত্বগুণ অভিভূত হইয়াছে এরূপ) রজসা (রজোগুণের দ্বারা) [এবং] তমসা (তমোগুণের দ্বারা) যুতা (যুক্ত), যা (যাহা) প্রত্যগাত্মনঃ (ব্যাপক আত্মার) উপাধিঃ (ভেদক অর্থাৎ অন্য বস্তু হইতে পৃথক্কারক ধর্ম্ম) ততঃ (তাহা হইতে) নিকৃষ্টা (হীন) ভবতি (হয়) ॥ ৩১৯

অনুবাদ। এই ব্যষ্টি-অজ্ঞানে সত্ত্বগুণ মলিন অর্থাৎ অভিভূত থাকে, ইহা রজঃ ও তমো গুণ দ্বারা আক্রান্ত, এবং ইহা প্রত্যগাত্মার উপাধি হইতে নিকৃষ্ট ॥ ৩১৯

জীব।

চৈতন্যং ব্যষ্ট্যবচ্ছিন্নং প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে।
সাভাসং ব্যষ্ট্যুপহিতং সত্তাদাত্ম্যেন তদ্‌গুণৈঃ ॥ ৩২০
অভিভূতঃ স এবাত্মা জীব ইত্যভিধীয়তে।
কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বানীশ্বরত্ব-সংসারিত্বাদিধর্ম্মবান্ ॥ ৩২১

অন্বয়। ব্যষ্ট্যবচ্ছিন্নং (ব্যষ্টি-অজ্ঞান-বিশিষ্ট) চৈতন্যং (চেতনাশক্তি) প্রত্যাগাত্মা (তন্নামক) ইতি (ইহা) গীয়তে (অভিহিত হয়), সাভাসং (ব্যষ্টি-অজ্ঞানে প্রতিফলিত চিদাভাস) ব্যষ্ট্যুপহিতং (ব্যষ্টিঅজ্ঞান কর্ত্তৃক উপহিত হয়) সত্তাদাত্ম্যেন (ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা হেতু) তদ্‌গুণৈঃ (ব্রহ্মভাবাপন্ন-অজ্ঞানের গুণসমূহ কর্ত্তৃক) অভিভূতঃ (আক্রান্ত) সঃ (সেই) এব (ই) আত্মা (স্বরূপ) কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বানীশ্বরত্বসংসারিত্বাদিধর্ম্মবান্ (অল্পজ্ঞত্ব, অনীশ্বরত্ব, সংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট) জীবঃ (জীব এই নাম) ইতি (ইহা) অভিধীয়তে (উক্ত হয়) ॥ ৩২০—৩২১

অনুবাদ। ব্যষ্টি-অজ্ঞান দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ পৃথকৃকৃত চৈতন্যকে 'প্রত্যগাত্মা' বলা যায়, ব্যষ্টি-অজ্ঞান-উপাধি অর্থাৎ পৃথক্‌কারী ধর্ম্ম হইলে, তাহাকে সাভাস (চিদাভাস) বলে। প্রত্যগাত্মাও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, তদীয় গুণসমূহের দ্বারা সেই আত্মা যখন অভিভূত হয়, তখন স্বল্পজ্ঞত্ব, অনীশ্বরত্ব, সংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট জীবনামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩২০—৩২১

অস্য ব্যষ্টিরহঙ্কারকারণত্বেন কারণম্।
বপুস্তত্রাভিমান্যাত্মা প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩২২

অন্বয়। বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) অস্য [জীবস্য] (এই জীবের) ব্যষ্টিঃ (ব্যষ্টি-অজ্ঞান) অহঙ্কারকারণত্বেন (অহঙ্কারের হেতু বলিয়া) কারণং বপুঃ (কারণ-শরীর) তত্র (তাহাতে—কারণ-শরীরে) অভিমানী (অহঙ্কারবান্) আত্মা (স্বরূপ-জীব) প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ ইতি নামযুক্ত) ইতি (ইহা) উচ্যতে (উক্ত হয়)॥ ৩২২

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ অহঙ্কারের কারণ বলিয়া জীবের ব্যষ্টি-অজ্ঞানকে কারণ-শরীর এবং সেই কারণ-শরীরে অভিমানী আত্মাকে (জীবকে) 'প্রাজ্ঞ' বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ৩২২

প্রাজ্ঞত্বমস্যৈকাজ্ঞানভাসকত্বেন সম্মতম্।
ব্যষ্টের্নিকৃষ্টতেনাস্য নানেকাজ্ঞানভাসকম্ ॥ ৩২৩

অন্বয়। অস্য (এই জীবের) একাজ্ঞানভাসকত্বেন (একটিমাত্র অজ্ঞানের প্রকাশক—সাক্ষী বলিয়া) প্রাজ্ঞত্বং (জীবত্ব) সম্মতম্ (অভিমত), ব্যষ্টেঃ (ব্যষ্টি-অজ্ঞানের) নিকৃষ্টত্বেন (নিকৃষ্টত্বহেতু) অনেকাজ্ঞানভাসকম্ (অনেক অজ্ঞানের প্রকাশক—সাক্ষী) ন (নহে)॥ ৩২৩

অনুবাদ। এই জীব একটিমাত্র [স্বকীয়] অজ্ঞানের প্রকাশক (সাক্ষী) বলিয়া ইহাকে 'প্রাজ্ঞ' বলা যায়; ব্যষ্টি-অজ্ঞান ইহার উপাধি, [মলিন-সত্ত্ব বলিয়া] তাহার নিকৃষ্টত্ব হেতু [সে] অনেক অজ্ঞানের প্রকাশক হইতে পারে না॥ ৩২৩

স্বরূপাচ্ছাদকত্বেনাপ্যনন্দপ্রচুরত্বতঃ।
কারণং বপুরানন্দময়ঃ কোশ ইতীর্য্যতে ॥ ৩২৪

অন্বয়। কারণং বপুরপি (কারণশরীরও অর্থাৎ ব্যষ্টি-অজ্ঞান) স্বরূপাচ্ছা-দকত্বেন (নিজ রূপের আবরক বলিয়া) আনন্দপ্রচুরত্বতঃ (আনন্দের বাহুল্য হেতু) আনন্দময়ঃ (তন্নামক) কোশঃ (কোশ), ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৩২৪

অনুবাদ। [এই] কারণ-শরীরও জীবস্বরূপকে আবৃত করে এবং ইহাতে প্রচুর আনন্দ বিদ্যমান থাকে, এই হেতু পণ্ডিতেরা ইহাকে 'আনন্দময় কোশ' বলিয়া থাকেন ॥ ৩২৪

অস্যাবস্থা সুষুপ্তিঃ স্যাদ্ যত্রানন্দঃ প্রকৃষ্যতে।
এষোঽহং সুখমস্বাপ্সং ন তু কিঞ্চিদবেদিষম্॥ ৩২৫
ইত্যানন্দসমুৎকর্ষঃ প্রবুদ্ধেষু প্রদৃশ্যতে।
সমষ্টিরপি চ ব্যষ্টেরুভয়োর্ব্বনবৃক্ষবৎ॥ ৩২৬
অভেদ এব নো ভেদো জাত্যেকত্বেন বস্তুতঃ।
অভেদ এব জ্ঞাতব্যস্তথেশপ্রাজ্ঞয়োরপি। ৩২৭

অন্বয়। সুষুপ্তিঃ (গাঢ় নিদ্রা) অস্য (জীবের) অবস্থা (প্রকার—দশা) স্যাৎ (হয়) যত্র (যাহাতে) আনন্দঃ (সুখ) প্রকৃষ্যতে (প্রবর্দ্ধিত হয়) এষঃ (এই) অহম্ (আমি), সুখম্ (সুখে) অস্বাপ্সং (নিদ্রা গিয়াছিলাম) তু (কিন্তু) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন অবেদিষং (জানিতে পারি নাই)॥ ইতি (এইরূপ) আনন্দ-সমুৎকর্ষঃ (সুখপ্রকর্ষ, সুখের আতিশয্য) প্রবুদ্ধেষু (জাগরিত পুরুষে) প্রদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) সমষ্টেঃ (সমষ্টি অজ্ঞানের) ব্যষ্টেঃ (ব্যষ্টি অজ্ঞানের) উভয়োঃ (দুয়ের) অপি চ (এবং) বনবৃক্ষবৎ (বন ও ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের অভেদের ন্যায়)॥ বস্তুতঃ (বাস্তবিক) জাত্যেকত্বেন (জাতি ও একত্ব দ্বারা) অভেদঃ (অভিন্নত্ব) এব (ই) নো (না) ভেদঃ (ভিন্নত্ব—অনেকত্ব) তথা (সেইরূপ) ঈশপ্রাজ্ঞয়োঃ (ঈশ্বর এবং জীবের) অপি (ও) অভেদঃ (একত্ব) এব (ই) জ্ঞাতব্যঃ (বোদ্ধব্য—জানিবে)॥ ৩২৫—৩২৬—৩২৭

অনুবাদ। সুষুপ্তি জীবের অবস্থা-বিশেষ, যে অবস্থায় আনন্দ প্রকর্ষ (বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হয়, 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'—জাগরিত ব্যক্তির এইরূপ প্রকৃষ্ট আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। বন ও বৃক্ষ-সমুদায়ের ন্যায় সমষ্টি ও ব্যষ্টির (অজ্ঞানের) অভেদই পরিদৃষ্ট হয়—ভেদ নাই; বস্তুতঃ জাতি ও তাহার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যেমন ভেদ নাই, সেইরূপ ঈশ্বর ও জীবের অভেদ জানিবে॥ ৩২৫—৩২৬—৩২৭

সত্যুপাধ্যোরভিন্নত্বে ক্ব ভেদস্তদ্‌বিশিষ্টয়োঃ।
একীভাবে তরঙ্গাব্ধ্যোঃ কো ভেদঃ প্রতিবিম্বয়োঃ॥৩২৮

অন্বয়। উপাধ্যোঃ (সমষ্টি ও ব্যষ্টি এই উপাধিদ্বয়ের) অভিন্নত্বে সতি (একত্ব হইলে) তদ্‌বিশিষ্টয়োঃ (উপাধিদ্বয়-বিশিষ্টের) ভেদ (ভিন্নতা) ক্ব (কোথায়)? তরঙ্গাব্ধ্যোঃ (তরঙ্গ এবং সমুদ্রের) একীভাবে (একত্বে) প্রতিবিম্বয়োঃ (তরঙ্গ ও সমুদ্রে পতিত প্রতিবিম্বদ্বয়ের) কঃ (কি) ভেদঃ (ভিন্নত্ব)?॥ ৩২৮

অনুবাদ। উপাধিদ্বয় (সমষ্টি ও ব্যষ্টি) অভিন্ন হইলে উপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বর ও জীবের ভেদ অসম্ভব; তরঙ্গ ও সমুদ্র যখন একই, তখন তাহাতে পতিত প্রতিবিম্বদ্বয়ের ভেদ কিরূপে হইবে?॥ ৩২৮

অজ্ঞানতদবচ্ছিন্নাভাসয়োরুভয়োরপি।
আধারঃ শুদ্ধচৈতন্যং যত্তৎ তুর্য্যমিতীর্য্যতে॥ ৩২৯

অন্বয়। অজ্ঞানতদবচ্ছিন্নাভাসয়োঃ (অজ্ঞান এবং অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চিদাভাস) উভয়োরপি (দুয়েরই) [যঃ=যে] আধারঃ (অধিকরণ—আশ্রয়) তৎ (তাহা) শুদ্ধচৈতন্যং (শুদ্ধব্রহ্ম) যৎ (যাহা) তুর্য্যং (চতুর্থ—তুরীয়) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৩২৯

অনুবাদ। অজ্ঞান এবং অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চিদাভাস (অর্থাৎ অজ্ঞান দ্বারা পৃথক্কৃত বা বিশেষিত চৈতন্যপ্রতিবিম্ব) এই উভয়ের আধার শুদ্ধচৈতন্য (শুদ্ধব্রহ্ম), পণ্ডিতেরা তাহাকে তুরীয় বলিয়া থাকেন॥ ৩২৯

জগৎসর্গঃ।

এতদেবাবিবিক্তং সদুপাধিভ্যাঞ্চ তদ্গুণৈঃ।
মহাবাক্যস্য বাচ্যার্থো বিবিক্তং লক্ষ্য ইষ্যতে॥ ৩৩০

অন্বয়। এতদেব (ইহাই—শুদ্ধচৈতন্য) উপাধিভ্যাং (সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞানরূপ উপাধিদ্বয় দ্বারা) তদ্গুণৈশ্চ (এবং তাহার—উপাধিদ্বয়ের গুণসমূহের দ্বারা) অবিবিক্তং সৎ (অপৃথগ্ভূত হইয়া) মহাবাক্যস্য ('তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের) বাচ্যার্থঃ (অভিধাশক্তিলভ্য অর্থ) [তথা=সেইরূপ] বিবিক্তং (পৃথক্) [সৎ=হইয়া] লক্ষ্যঃ (লক্ষ্যার্থ) ইষ্যতে (ইষ্ট হয়)॥ ৩৩০

অনুবাদ। শুদ্ধচৈতন্য যখন [পূর্ব্বোক্ত] উপাধি দুইটি এবং তাহাদের গুণসমূহের সহিত অবিবিক্তভাবে (মিলিত ভাবে) অবস্থান করেন, তখনই তিনি 'তত্ত্বমসি'—মহাবাক্যের বাচ্যার্থ, এবং পৃথক্ হইলে লক্ষ্যার্থ বলিয়া ব্যবহৃত হ'ন॥ ৩৩০

অনন্তশক্তিসম্পন্নো মায়োপাধিক ঈশ্বরঃ।
ঈক্ষামাত্রেণ সৃজতি বিশ্বমেতচ্চরাচরম্॥ ৩৩১

অন্বয়। অনন্তশক্তিসম্পন্নঃ (অসীমশক্তিশালী) ঈশ্বরঃ (পরমাত্মা) মায়োপাধিকঃ (মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া) ঈক্ষামাত্রেণ (দর্শনমাত্রই) এতৎ (এই—দৃশ্যমান) চরাচরম্ (স্থাবর-জঙ্গম-যুক্ত) বিশ্বং (জগৎ) সৃজতি (সৃষ্টি করেন)॥ ৩৩১

অনুবাদ। অনন্তশক্তিশালী ঈশ্বর মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া দর্শনমাত্রই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন॥ ৩৩১

অদ্বিতীয়-স্বমাত্রোঽসৌ নিরুপাদান ঈশ্বরঃ।
স্বয়মেব কথং সর্ব্বং সৃজতীতি ন শঙ্ক্যতাম্ ॥ ৩৩২

অন্বয়। অদ্বিতীয়-স্বমাত্রঃ (দ্বিতীয়রহিত এবং কেবল একই ব্রহ্ম) নিরুপাদানঃ (উপাদানকারণশূন্য) অসৌ (সেই) ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর) স্বয়মেব (নিজেই) কথং (কিরূপে) সর্ব্বং (সমস্ত) সৃজতি (সৃষ্টি করেন) ইতি (ইহা) ন (না) শঙ্ক্যতাম্ (শঙ্কা করিও) ॥ ৩৩২

অনুবাদ। অদ্বিতীয় শুদ্ধস্বভাব উপাদান-কারণ-শূন্য পরমেশ্বর নিজেই (অপরের সাহায্য ব্যতীত) সমস্ত বস্তু কিরূপে সৃষ্টি করেন, এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না ॥ ৩৩২

নিমিত্তমপ্যুপাদানং স্বয়মেব ভবন্ প্রভুঃ।
চরাচরাত্মকং বিশ্বং সৃজত্যবতি লুম্পতি ॥ ৩৩৩

অন্বয়। প্রভুঃ (ঈশ্বর) স্বয়মেব (নিজেই) নিমিত্তং (নিমিত্তকারণ) অপি (ও) উপাদানম্ (উপাদান-কারণ) ভবন্ (হইয়া) চরাচরাত্মকং (স্থাবর-জঙ্গমরূপ) বিশ্বং (জগৎ) সৃজতি (সৃষ্টি করেন) অবতি (পালন করেন) [এবং] লুম্পতি (প্রলয় করেন) ॥ ৩৩৩

অনুবাদ। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর স্বয়ংই, নিমিত্ত ও উপাদানকারণ হইয়া এই স্থাবরজঙ্গমরূপ বিশ্বকে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিতেছেন ॥ ৩৩৩

স্বপ্রাধান্যেন জগতো নিমিত্তমপি কারণম্।
উপাদানং তথোপাধিপ্রাধান্যেন * ভবত্যয়ম্ ॥ ৩৩৪

অন্বয়। অয়ম্ (এই—ঈশ্বর) স্বপ্রাধান্যেন (আপনার [চৈতন্যের] প্রাধান্য-বশতঃ) নিমিত্তং কারণং (ঘটনির্ম্মাণে কুম্ভকারের ন্যায় নিমিত্তকারণ) তথা (সেইরূপ) উপাধিপ্রাধান্যেন (মায়ারূপ উপাধির প্রাধান্য-বশতঃ) উপাদানমপি (উপাদানকারণও) ভবতি (হন) ॥ ৩৩৪

অনুবাদ। ঈশ্বর স্বপ্রাধান্যবশতঃ অর্থাৎ চৈতন্যাংশপ্রাধান্যহেতু জগতের নিমিত্তকারণ এবং মায়ারূপ উপাধির প্রাধান্য প্রযুক্ত উপাদান-কারণ হইয়া থাকেন ॥ ৩৩৪

ভূতানি।

যথা লূতা নিমিত্তঞ্চ স্বপ্রধানতয়া ভবেৎ।
স্বশরীরপ্রধানত্বেনোপাদানং তথেশ্বরঃ ॥ ৩৩৫

অন্বয়। যথা (যেমন) লূতা (মাকড়শা) স্বপ্রধানতয়া (চৈতন্যের

* ততোপাধিপ্রাধান্যেন ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ।

প্রাধান্য-বশতঃ) নিমিত্তং (নিমিত্তকারণ) চ (পাদপূরণে) স্বশরীরপ্রধানত্বেন (নিজের শরীরের প্রাধান্য হেতু) উপাদানম্ (উপাদানকারণ) ভবেৎ (হয়), তথা (সেইরূপ) ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর) [উভয়বিধ কারণ হইয়া থাকেন] ॥ ৩৩৫

অনুবাদ। লূতাকীট (মাকড়শা) যেমন চৈতন্যাংশের প্রাধান্যবশতঃ (অর্থাৎ নিজেই কর্ত্তা বলিয়া) [স্বকৃত তন্তর] নিমিত্তকারণ এবং নিজের শরীরাংশের প্রাধান্য হেতু উপাদানকারণ হয়, সেইরূপ ঈশ্বরও জগতের উভয়বিধ কারণ হইয়া থাকেন ॥ ৩৩৫

তমঃপ্রধানপ্রকৃতিবিশিষ্টাৎ পরমাত্মনঃ।
অভূৎ সকাশাদাকাশমাকাশাদ্বায়ুরুচ্যতে ॥ ৩৩৬

অন্বয়। তমঃপ্রধানপ্রকৃতিবিশিষ্টাৎ (তমোগুণপ্রধান মায়া সংবলিত) পরমাত্মনঃ (ব্রহ্মের—ঈশ্বরের) সকাশাৎ (নিকট হইতে) আকাশম্ (গগন) অভূৎ (উৎপন্ন হইয়াছে) আকাশাৎ (আকাশ হইতে) বায়ুঃ (পবন) উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ৩৩৬

অনুবাদ। মায়া যখন তমোগুণপ্রধান হয়, তখন তৎসংযুক্ত ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হয় এবং আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি কথিত হয় ॥ ৩৩৬

বায়োরগ্নিস্তথৈবাগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী ক্রমাৎ।
শক্তেস্তমঃপ্রধানত্বং তৎকার্য্যে জাড্যদর্শনাৎ ॥ ৩৩৭
আরভন্তে কার্য্যগুণান্ যে কারণগুণা হি তে।
এতানি সূক্ষ্মভূতানি ভূতমাত্রা অপি ক্রমাৎ ॥ ৩৩৮

অন্বয়। তথৈব (সেইরূপ) বায়োঃ (পবন হইতে) অগ্নিঃ (অগ্নি) তথা এব (সেইরূপেই) অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) আপঃ (জল) অদ্ভ্যঃ (জল হইতে) পৃথিবী (পৃথিবী) ক্রমাৎ (ক্রমে) [উৎপন্ন হয়], তৎকার্য্যে (মায়ার কার্য্য আকাশাদিতে) জাড্যদর্শনাৎ (চৈতন্যের অভাব দেখা যায় বলিয়া) শক্তেঃ (মায়াশক্তির) তমঃপ্রধানত্বং (তমোগুণের প্রাধান্য) [অনুমিত] হয়, যে (যাহারা) কার্য্যগুণান্ (কার্য্যের গুণসমূহকে) আরভন্তে (আরম্ভ করে) হি (যেহেতু) তে (তাহারা) কারণগুণাঃ (কারণেরই গুণ); এতানি (এই) সূক্ষ্মভূতানি (সূক্ষ্ম—অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহ) ভূতমাত্রাঃ (ভূততন্মাত্র) অপি (ও) ক্রমাৎ (ক্রমে) [জায়ন্তে=উৎপন্ন হয়] ॥ ৩৩৭—৩৩৮

অনুবাদ। [যেমন আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে] সেইরূপ বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। মায়ার কার্য্য আকাশ প্রভৃতিকে যখন জড় দেখা যায়, তখন তাহার কারণ মায়া-শক্তিকেও তমোগুণপ্রধান বলিতে হইবে। যেহেতু কারণগুণ কার্য্যগুণের আরম্ভক (জনক) হয়; [এই আকাশাদি পঞ্চভূতকে] সূক্ষ্মভূত, ভূততন্মাত্র বলা যায় ॥ ৩৩৭—৩৩৮

লিঙ্গ-শরীরম্।

এতেভ্যঃ সূক্ষ্মভূতেভ্যঃ সূক্ষ্মদেহা ভবন্ত্যপি।
স্থূলান্যপি চ ভূতানি চান্যোন্যাংশবিমেলনাৎ ॥* ৩৩৯

অন্বয়। এতেভ্যঃ (এই সমস্ত) সূক্ষ্মভূতেভ্যঃ (সূক্ষ্মভূত—অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে) সূক্ষ্মদেহাঃ (সূক্ষ্মশরীরসমূহ) অপি (ও) অন্যোন্যাংশবিমেলনাৎ (সূক্ষ্মভূত-পঞ্চকের পরস্পর অংশ সংমিশ্রণে) স্থূলানি (স্থূল—উপভোগোপযোগী) ভূতানি (পাঁচটি ভূত) অপি চ (এবং) চ (পাদপূরণে) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) ॥ ৩৩৯

অনুবাদ। এই সমস্ত সূক্ষ্মভূত হইতে সূক্ষ্মশরীর সমুদায় এবং আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের পরস্পর অংশ-সম্মিলনে স্থূল ভূতসমূহ উৎপন্ন হয় ॥ ৩৩৯

অপঞ্চীকৃতভূতেভ্যো জাতং সপ্তদশাঙ্গকম্।
সংসারকারণং লিঙ্গমাত্মনো ভোগসাধনম্ ॥ ৩৪০

অন্বয়। অপঞ্চীকৃতভূতেভ্যঃ (যাহাদের পঞ্চীকরণ করা হয় নাই, এরূপ ভূত সমুদায় হইতে) সংসারকারণং (সংসারের—জন্ম-মরণ-প্রবাহের হেতু) আত্মনঃ (আত্মার—জীবের) ভোগসাধনম্ (উপভোগ-সম্পাদক) সপ্তদশাঙ্গকং (সপ্তদশ—সতরটি অবয়বযুক্ত) লিঙ্গং (লিঙ্গশরীর—সূক্ষ্মশরীর) জাতম্ (উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৩৪০

অনুবাদ। অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক (সূক্ষ্মভূতসমূহ) হইতে সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট—লিঙ্গশরীর (সূক্ষ্মদেহ) উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা সংসারের কারণ, এবং আত্মার উপভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৩৪০

ধীন্দ্রিয়াণি।

শ্রোত্রাদিপঞ্চকঞ্চৈব বাগাদীনাঞ্চ পঞ্চকম্।
প্রাণাদিপঞ্চকং বুদ্ধিমনসী লিঙ্গমুচ্যতে ॥ ৩৪১

---

* তাৎপর্য্য—'অন্যোন্যাংশবিমেলনাৎ'—ইহা দ্বারা পঞ্চীকরণ বুঝিতে হইবে। পঞ্চীকরণ-প্রণালী এইরূপ—আকাশাদি প্রত্যেক ভূতকে প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, তৎপরে প্রত্যেক ভূতের পাঁচটি অর্দ্ধাংশ রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশের প্রত্যেকটি চারিভাগে বিভক্ত করিবে; অনন্তর আকাশের অর্দ্ধাংশের সহিত বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবীর প্রত্যেকের দুই আনা অংশ সংমিশ্রণ করিলে পঞ্চীকৃত (স্থূল) আকাশ উৎপন্ন হইল। এইরূপ বায়ুর অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারিটি ভূতের প্রত্যেকের দুই আনা অংশ সম্মিলিত হইলে, পঞ্চীকৃত বায়ু উৎপন্ন হইল। তেজঃ, জল ও পৃথিবীর সম্বন্ধে এইরূপই জানিবে। যদ্যপি প্রত্যেক ভূতে অন্যান্য ভূতের অংশ বিদ্যমান আছে, তথাপি যাহার অংশ অধিক, তাহার নাম ব্যবহার হয়।

অন্বয়। শ্রোত্রাদিপঞ্চকং (কর্ণপ্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়) চ (ও) এব (ই) বাগাদীনাং (বাক্ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের) পঞ্চকং (পাঁচটি) চ (ও) প্রাণাদিপঞ্চকং (প্রাণ, অপান প্রভৃতি পাঁচটি বায়ু) বুদ্ধিমনসী (বুদ্ধি ও মনঃ) [এই সতরটি] লিঙ্গম্ (লিঙ্গশরীর—সূক্ষ্মশরীর) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৩৪১

অনুবাদ। কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং বুদ্ধি ও মনঃ (এই মিলিত সপ্তদশটি) লিঙ্গশরীর বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৪১

অন্তঃকরণম্।

শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি পঞ্চ জাতানি।
আকাশাদীনাং সত্ত্বাংশেভ্যো ধীন্দ্রিয়াণ্যনুক্রমতঃ ॥ ৩৪২

অন্বয়। শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি (শ্রবণ, ত্বক্, নয়ন, রসনা ও ঘ্রাণ) পঞ্চ (পাঁচটি) ধীন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়) অনুক্রমতঃ (যথাক্রমে) আকাশাদীনাম্ (আকাশ বায়ু প্রভৃতির) সত্ত্বাংশেভ্যঃ (সাত্ত্বিকভাগ হইতে) জাতানি (উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৩৪২

অনুবাদ। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবীর সাত্ত্বিকভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৪২

আকাশাদিগতাঃ পঞ্চ সাত্ত্বিকাংশাঃ পরস্পরম্।
মিলিত্বৈবান্তঃকরণমভবৎ সর্ব্বকারণম্ ॥ ৩৪৩

অন্বয়। আকাশাদিগতাঃ (আকাশ বায়ু প্রভৃতিতে বিদ্যমান) পঞ্চ (পাঁচটি) সাত্ত্বিকাংশাঃ (সাত্ত্বিকভাগ) পরস্পরম্ (একে অন্যের সহিত) মিলিত্বা (মিলিত হইয়া) এব (অবধারণে) সর্ব্বকারণম্ (সকলের হেতু) অন্তঃকরণম্ (মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার) অভবৎ (উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৩৪৩

অনুবাদ। আকাশ, বায়ু প্রভৃতি ভূতসমূহের পরস্পর মিলিত সাত্ত্বিক ভাগ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে, এই অন্তঃকরণই [সুখদুঃখাদি] সকলের কারণ * ॥ ৩৪৩

প্রকাশকত্বাদেতেষাং সাত্ত্বিকাংশত্বমিষ্যতে।
প্রকাশকত্বং সত্ত্বস্য স্বচ্ছত্বেন যতস্ততঃ ॥ ৩৪৪

---

* তাৎপর্য্য—অন্তঃকরণই সমস্ত বস্তুর কল্পক, এই হেতু ইহাকে সকলের কারণ বলা যায়।

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু) এতেষাম্ (ইহাদের—জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ও অন্তঃকরণের) প্রকাশকত্বাৎ (বস্তুর প্রকাশকারিত্ব হেতু) সাত্ত্বিকাংশত্বম্ (আকাশাদির সাত্ত্বিকভাগত্ব) ইষ্যতে (ইষ্ট হয়), ততঃ (সেই হেতু) সত্ত্বস্য (সত্ত্বগুণের) স্বচ্ছত্বেন (নির্ম্মলত্ব হেতু) প্রকাশকত্বং (প্রকাশজনকত্ব) [ইষ্যতে=ইষ্ট হয়]॥ ৩৪৪

অনুবাদ। জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক ও অন্তঃকরণ বস্তু-প্রকাশক বলিয়া আকাশাদির সাত্ত্বিকভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; যেহেতু সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ, অতএব তাহার প্রকাশকত্ব সিদ্ধ হয়॥ ৩৪৪

তদন্তঃকরণং বৃত্তিভেদেন স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্ ।
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঞ্চেতি তদুচ্যতে ॥ ৩৪৫

অন্বয়। তৎ (সেই) অন্তঃকরণম্ (অন্তঃকরণ) বৃত্তিভেদেন (পরিণাম ভেদে বিভিন্ন কাজ করে বলিয়া) চতুর্ব্বিধং (চারি প্রকার) স্যাৎ (হইয়া থাকে), তৎ (অন্তঃকরণ) মনঃ (মন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অহঙ্কারঃ (অহঙ্কৃতি) চিত্তং চ (এবং চিত্ত) ইতি (এইরূপ) উচ্যতে (কথিত হয়)॥ ৩৪৫

অনুবাদ। সেই [একই] অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে (অর্থাৎ এক এক প্রকার কাজ করে বলিয়া) মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিপ্রকার কথিত হয়॥ ৩৪৫

সঙ্কল্পান্মন ইত্যাহুর্বুদ্ধিরর্থস্য নিশ্চয়াৎ ।
অভিমানাদহঙ্কারশ্চিত্তমর্থস্য চিন্তনাৎ ॥ ৩৪৬

অন্বয়। সঙ্কল্পাৎ (সঙ্কল্প করে বলিয়া) মনঃ (মন) ইতি (এইরূপ) আহুঃ (বলিয়া থাকেন); অর্থস্য (বিষয়ের) নিশ্চয়াৎ (নিশ্চয় জন্য) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) [ইতি আহুঃ=এইরূপ বলিয়া থাকেন]; অভিমানাৎ (অভিমান বশতঃ) অহঙ্কারঃ, [ইতি আহুঃ=এইরূপ বলিয়া থাকেন], অর্থস্য (বিষয়ের) চিন্তনাৎ (ভাবনাবশতঃ) চিত্তম্, [ইতি আহুঃ=এইরূপ বলিয়া থাকেন]॥ ৩৪৬

অনুবাদ। [একই অন্তঃকরণ] সঙ্কল্প, বিষয়ের নিশ্চয়, অভিমান ও বিষয়-চিন্তা করে বলিয়া [পণ্ডিতেরা] তাহাকে যথাক্রমে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত বলিয়া থাকেন॥ ৩৪৬

মনস্যপি চ বুদ্ধৌ চ চিত্তাহঙ্কারয়োঃ ক্রমাৎ ।
অন্তর্ভাবোঽত্র বোদ্ধব্যো লিঙ্গলক্ষণসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪৭

অন্বয়। লিঙ্গলক্ষণসিদ্ধয়ে (লিঙ্গশরীরের লক্ষণ সিদ্ধির নিমিত্ত) অত্র (এখানে) মনসি অপি (মনেও) চ (পাদপূরণ) বুদ্ধৌ চ (বুদ্ধিতেও) ক্রমাৎ (যথাক্রমে) চিত্তাহঙ্কারয়োঃ (চিত্ত এবং অহঙ্কারের) অন্তর্ভাবঃ (মধ্যনিবেশ) বোদ্ধব্যঃ (বুঝিতে হইবে)॥ ৩৪৭

অনুবাদ। লিঙ্গশরীরের লক্ষণ সিদ্ধির নিমিত্ত মনে চিত্তের এবং বুদ্ধিতে অহঙ্কারের অন্তর্ভাব জানিবে *॥ ৩৪৭

চিন্তনঞ্চ মনোধর্ম্মঃ সঙ্কল্পাদির্যথা তথা।
অন্তর্ভাবো মনস্যেব সম্যক্‌চিত্তস্য সিধ্যতি॥ ৩৪৮

অন্বয়। যথা (যেমন) সঙ্কল্পাদিঃ (সঙ্কল্প, বিকল্প প্রভৃতি) মনোধর্ম্মঃ (মনের ধর্ম্ম—বৃত্তি) তথা (সেইরূপ) চিন্তনঞ্চ (চিন্তা করাও) [মনোধর্ম্মঃ=মনের ধর্ম্ম], মনসি এব (মনেই) চিত্তস্য (চিত্তের) অন্তর্ভাবঃ (অন্তর্নিবেশ) সম্যক্ (ভালরূপে) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়)॥ ৩৪৮

অনুবাদ। সঙ্কল্প প্রভৃতির ন্যায় চিন্তাও মনের ধর্ম্ম, [অতএব] মনেই চিত্তের অন্তর্ভাব (অর্থাৎ চিত্ত যে মনের অন্তর্গত এই বিষয়) সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয়॥ ৩৪৮

দেহাদাবহমিত্যেব ভাবো দৃঢ়তরো ধিয়ঃ।
দৃশ্যতেঽহঙ্কৃতেস্তস্মাদন্তর্ভাবোঽত্র যুজ্যতে॥ ৩৪৯

অন্বয়। দেহাদৌ (শরীর প্রভৃতিতে) ধিয়ঃ (বুদ্ধির) অহম্ (আমি) ইত্যেব (এইরূপই) দৃঢ়তরঃ (সুদৃঢ়) ভাবঃ (সংস্কার, ধারণা) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তস্মাৎ (তজ্জন্য) অত্র (ইহাতে, বুদ্ধিতে) অহঙ্কৃতেঃ (অহঙ্কারের) অন্তর্ভাবঃ (অন্তর্নিবেশ) যুজ্যতে (যুক্ত হয়)॥ ৩৪৯

অনুবাদ। শরীর প্রভৃতিতে 'আমি সুখী'—'আমি দুঃখী'—ইত্যাদি বুদ্ধিগত সুদৃঢ় ভাব (সংস্কার,—অহংভাব) দেখা যায়, অতএব বুদ্ধিতে অহঙ্কারের অন্তর্ভাব (অর্থাৎ অহঙ্কার যে বুদ্ধির অন্তর্গত ইহা) যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়॥ ৩৪৯

তস্মাদেব তু বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বং তদিতরস্য করণত্বম্।
সিধ্যত্যাত্মন উভয়াদ্‌বিদ্যাৎ সংসারকারণং মোহাৎ॥ ৩৫০

অন্বয়। তস্মাদেব (সেই হেতুই) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) কর্ত্তৃত্বং (কর্ত্তৃত্ব) তদিতরস্য তু (মনেরও) করণত্বং (করণত্ব) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়); উভয়াৎ (উভয়বিধ) মোহাৎ (অজ্ঞানবশতঃ) আত্মনঃ (আত্মার) সংসার-কারণং (জন্মমরণের হেতু) বিদ্যাৎ (জানিবে)॥ ৩৫০

অনুবাদ। সেইজন্যই (দেহাদিতে বুদ্ধির অহংভাব দেখা যায় বলিয়া) বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব এবং মনের করণত্ব সিদ্ধ হইল,—কর্ত্তৃত্ব করণত্বরূপ উভয়বিধ মোহবশতঃ [ধর্ম্মাধর্ম্ম] আত্মার সংসারের হেতু হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মার যে জন্ম-মৃত্যু দেখা যায় তাহা মন ও বুদ্ধির মোহের ফল॥ ৩৫০

---

* তাৎপর্য্য—যদি মনে চিত্তের এবং বুদ্ধিতে অহঙ্কারের অন্তর্ভাব করা না হয়, তবে সপ্তদশ অবয়বস্বরূপ লিঙ্গ শরীর সিদ্ধ হয় না, অধিক অবয়ব হইয়া যায়।

বিজ্ঞানময়কোশঃ।

বিজ্ঞানময়কোশঃ স্যাদ্ বুদ্ধির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ।
বিজ্ঞান-প্রচুরত্বেনাপ্যাচ্ছাদকতয়াত্মনঃ ॥ ৩৫১
বিজ্ঞানময়কোশোঽয়মিতি বিদ্বদ্ভিরুচ্যতে।
অয়ং মহানহঙ্কারবৃত্তিমান্ কর্ত্তৃলক্ষণঃ ॥
সর্ব্বসংসারনির্ব্বোঢ়া বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥ ৩৫২

অন্বয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ (কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের সহিত) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), বিজ্ঞানময়-কোশঃ (বিজ্ঞানময় কোশ) স্যাৎ (হয়), বিজ্ঞান-প্রচুরত্বেন (জ্ঞান প্রচুর বলিয়া) আত্মনঃ (আত্মার) আচ্ছাদকতয়া অপি (এই আবরকত্ব-হেতু) অয়ম্ (এই) বিজ্ঞানময়কোশঃ (বিজ্ঞানময় নামক কোশ) ইতি (ইহা) বিদ্বদ্ভিঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) উচ্যতে (উক্ত হয়)। অয়ম্ (এই—বিজ্ঞানময় কোশ) মহান্ (মহান্ এই নাম) অহঙ্কার-বৃত্তিমান্ (অভিমান বৃত্তিযুক্ত) কর্ত্তৃলক্ষণঃ (কর্ত্তৃত্বাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট) সর্ব্বসংসার-নির্ব্বোঢ়া (জন্মমরণাদি সমস্ত সংসারের জনক) বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ (বিজ্ঞানময়-সংজ্ঞাযুক্ত) [ভবতি= হয়] ॥ ৩৫১—৩৫২

অনুবাদ। কর্ণপ্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি 'বিজ্ঞানময় কোশ' নামে অভিহিত হয়, জ্ঞানের আধিক্যহেতু এবং আত্মার আবরক বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে 'বিজ্ঞানময় কোশ' বলিয়া থাকেন। ইহাকে 'মহান্' বলে, অভিমানও ইহার একটি বৃত্তি (ধর্ম্ম) এবং ইহা কর্ত্তৃত্বাদি লক্ষণবিশিষ্ট, সর্ব্বসংসারের নির্ব্বাহক এবং বিজ্ঞানময় শব্দ-বাচ্য ॥ ৩৫১—৩৫২

অহং মমেত্যেব সদাভিমানং
দেহেন্দ্রিয়াদৌ কুরুতে গৃহাদৌ।
জীবাভিমানঃ পুরুষোঽয়মেব
কর্ত্তা চ ভোক্তা চ সুখী চ দুঃখী ॥ ৩৫৩

অন্বয়। জীবাভিমানঃ (আমি জীব এইরূপ অভিমানবিশিষ্ট) অয়ম্ (এই, দৃশ্যমান) পুরুষঃ এব (পুরুষই) সদা (সর্ব্বদা) দেহেন্দ্রিয়াদৌ (শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদিতে) গৃহাদৌ (গৃহাদিতে) অহম্ (আমি) মম (আমার) ইতি এব (এইরূপই) অভিমানম্ (অহঙ্কার) কুরুতে (করিয়া থাকে); অতঃ [অয়মেব= অতএব ইনিই] কর্ত্তা (কর্ত্তৃত্ববান্) চ (এবং) ভোক্তা (ভোগকারী) চ (ও) সুখী (সুখযুক্ত) চ (ও) দুঃখী (দুঃখযুক্ত) [ভবতি=হয়] ॥ ৩৫৩

অনুবাদ। 'আমি জীব'—এইরূপ অভিমানশালী পুরুষ সর্ব্বদা শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে এবং গৃহাদি (বাহ্যবস্তুতে) 'আমি', 'আমার' এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন, [তজ্জন্য] কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী ও দুঃখী হইয়া থাকেন * ॥ ৩৫৩

স্ববাসনা-প্রেরিত এব নিত্যং
করোতি কর্ম্মোভয়লক্ষণঞ্চ।
ভুঙ্‌ক্তে তদুৎপন্নফলং বিশিষ্টং
সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ পরত্র চাত্র ॥ ৩৫৪

অন্বয়। [পুরুষঃ=পুরুষ] স্ববাসনাপ্রেরিতঃ এব (নিজের সংস্কার দ্বারা নিয়োজিত হইয়াই) নিত্যং (সতত) উভয়লক্ষণং (পুণ্যরূপ এবং পাপরূপ) কর্ম্ম (কর্ম্ম) করোতি (করে—অনুষ্ঠান করে) ; অত্র (এই সংসারে) চ (এবং) পরত্র (পরলোকে) বিশিষ্টং (বিশেষ) তদুৎপন্নফলং (কর্ম্মোৎপন্ন ফল) সুখঞ্চ (এবং সুখ) দুঃখঞ্চ (আর দুঃখ) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করিয়া থাকে)॥ ৩৫৪

অনুবাদ। জীব নিজের বাসনা দ্বারা প্রেরিত হইয়া সর্ব্বদা পুণ্য পাপরূপ উভয়বিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবং ইহলোকে ও পরলোকে কর্ম্মজনিত বিশিষ্ট ফল—সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩৫৪

নানাযোনিসহস্রেষু জায়মানো মুহুর্ম্মুহুঃ।
ম্রিয়মাণো ভ্রমত্যেষ জীবঃ সংসারমণ্ডলে ॥ ৩৫৫

অন্বয়। এষঃ (এই) জীবঃ (প্রাণী) নানাযোনিসহস্রেষু (বিভিন্ন সহস্র সহস্র জাতিতে) মুহুর্ম্মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) জায়মানঃ (জন্মগ্রহণ করিয়া) ম্রিয়মাণঃ (মরিয়া) সংসারমণ্ডলে (সংসারে) ভ্রমতি (ভ্রমণ করে) ॥ ৩৫৫

অনুবাদ। এই জীব পশুপক্ষী প্রভৃতি বহুসহস্র যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং মরিয়া যায়, [এইরূপে সর্ব্বদা] সংসারমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৩৫৫

মনোময়-কোশঃ।

মনো মনোময়ঃ কোশো ভবেজ্‌ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ।
প্রাচুর্য্যং মনসো যত্র দৃশ্যতেঽসৌ মনোময়ঃ ॥ ৩৫৬

---

* তাৎপর্য্য—দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে লোকের অহং-অভিমান দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন আমি স্থুল, আমি কৃশ, আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি। তদ্রূপ বাহ্যবস্তু গৃহাদিতেও মম-অভিমান দৃষ্ট হয় ; যেমন আমার গৃহ, আমার ধন ইত্যাদি। এইরূপ অভিমানবশতঃ লোক আপনাতে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখ ও দুঃখ আরোপ করিয়া থাকে।

অন্বয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ (কর্ণপ্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত) মনঃ (মন), মনোময়ঃ কোশঃ (মনোময়-কোশ-সংজ্ঞক) ভবেৎ (হয়), যত্র (যেথানে) মনসঃ (মনের) প্রাচুর্য্যম্ (আধিক্য) দৃশ্যতে (দেখা যায়) অসৌ (তাহা) মনোময়ঃ (মনোময় কোশ) ॥ ৩৫৬

অনুবাদ। কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ 'মনোময়কোশ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যাহাতে মনের প্রাধান্য দেখা যায়, তাহাকে মনোময় কোশ বলা যায় ॥ ৩৫৬

চিন্তাবিষাদহর্ষাদ্যাঃ কামাদ্যা অস্য বৃত্তয়ঃ।
মনুতে মনসৈবৈষ ফলং কাময়তে বহিঃ।
যততে কুরুতে ভুঙ্‌ক্তে তন্মনঃ সর্ব্বকারণম্ ॥ ৩৫৭

অন্বয়। চিন্তাবিষাদহর্ষাদ্যাঃ (চিন্তা, বিষাদ, হর্ষ প্রভৃতি) [এবং] কামাদ্যাঃ (কাম প্রভৃতি) অস্য (ইহার, মনোময় কোশের) বৃত্তয়ঃ (কার্য্য বা ধর্ম্ম) [ভবন্তি=হয়] * ; এষঃ (এই মনোময় কোশ) মনসা এব (মনের দ্বারাই) মনুতে (মনন করে—সঙ্কল্প করে) বহিঃ (বাহিরে) ফলং (ফল—প্রয়োজন) কাময়তে (প্রার্থনা করে) যততে (যত্ন করে) কুরুতে (কার্য্য করে) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে) তৎ (সেই) মনঃ (মন) সর্ব্বকারণং (সকলের হেতু) ॥ ৩৫৭

অনুবাদ। চিন্তা, বিষাদ, হর্ষ এবং কামক্রোধাদি এই মনোময় কোশের ব্যাপার। মনের দ্বারা [গো হিরণ্য প্রভৃতি] বাহ্য ফল কামনা করিয়া থাকে, এবং মনঃ প্রযত্ন করে, কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং ভোগ করে, মনই সকলের কারণ ॥ ৩৫৭

মনো হ্যমুষ্য প্রবণস্য হেতু-
রন্তর্বহিশ্চার্থমনেন বেত্তি।
শৃণোতি জিঘ্রত্যমুনৈব চেক্ষতে
বক্তি স্পৃশত্যত্তি করোতি সর্ব্বম্ ॥ ৩৫৮

অন্বয়। হি (নিশ্চিত) মনঃ (মন) অমুষ্য (পূর্ব্বোক্ত) প্রবণস্য (বিষয়ে আভিমুখ্যের) হেতুঃ (কারণ); [পুরুষঃ=পুরুষ] অনেন (মনের দ্বারা) অন্তঃ (অন্তরের) বহিশ্চ (এবং বাহিরের) চ অর্থং (বিষয়) বেত্তি (জানে) অমুনৈব (ইহা দ্বারাই) সর্ব্বং (সমস্ত বিষয়) শৃণোতি (শ্রবণ করে) জিঘ্রতি (গন্ধগ্রহণ করে) ঈক্ষতে (দর্শন করে) বক্তি (কথা বলে) স্পৃশতি (স্পর্শ করে) অত্তি (খায়) করোতি চ (এবং কার্য্য করে)॥ ৩৫৮

অনুবাদ। একমাত্র মনই এবংবিধ বিষয়প্রবণতার (বিষয়াভিমুখ্যের) কারণ; লোক মনঃ দ্বারাই আন্তর ও বাহ্য বস্তু অবগত হয়, সমস্ত বিষয় শ্রবণ

---

* চিন্তাবিষাৎ অহর্ষাদ্যাঃ—চিন্তারূপ বিষ হইতে জাত অহর্ষ অর্থাৎ দুঃখ প্রভৃতি এইরূপ অর্থও কেহ কেহ করেন।

করে, গন্ধ গ্রহণ করে, দর্শন করে, বাক্য প্রয়োগ করে, স্পর্শ করে, আহার করে এবং কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে * ॥ ৩৫৮

বন্ধশ্চ মোক্ষো মনসৈব পুংসা-
মর্থোঽপ্যনর্থোঽপ্যমুনৈব সিধ্যতি।
শুদ্ধেন মোক্ষো মলিনেন বন্ধো
বিবেকতোঽর্থোঽপ্যবিবেকতোঽন্যঃ ॥ ৩৫৯

অন্বয়। পুংসাং (পুরুষের) মনসা এব (মনের দ্বারাই) বন্ধঃ (বন্ধন) মোক্ষশ্চ (এবং মুক্তি) [ভবতি=হয়]; অমুনা এব (মনের দ্বারাই) অর্থোঽপি (ভালও) [সিধ্যতি=সিদ্ধ হয়]; অনর্থোঽপি (মন্দও) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়); শুদ্ধেন (নির্ম্মল মনের দ্বারা) মোক্ষঃ (মুক্তি) মলিনেন (কলুষিত মনের দ্বারা) বন্ধঃ (বন্ধন) [ভবতি=হয়]; বিবেকতঃ (বিচারবুদ্ধি হইতে অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্যবোধ হইতে) অর্থঃ (অর্থ, অর্থাৎ ভাল) অবিবেকতঃ (অবিবেক হইতে) অন্যোঽপি (অনর্থও, মন্দও) [ভবতি=হইয়া থাকে] ॥ ৩৫৯

অনুবাদ। মনের দ্বারা পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ হইয়া থাকে, এবং ইহা দ্বারাই অর্থ ও অনর্থ ঘটে; [একমাত্র মনই বন্ধ ও মোক্ষ এই পরস্পর বিরুদ্ধবস্তুর কারণ কিরূপে হয় এই আশঙ্কার বলিতেছেন] বিশুদ্ধ (রজঃ ও তমোগুণবিহীন) মনের দ্বারা মোক্ষ এবং মলিন (রজস্তমোগুণযুক্ত) মনের দ্বারা বন্ধন হয়, বিবেক হইতে অর্থ অর্থাৎ ভাল এবং অবিবেক হইতে অনর্থ উৎপন্ন হয় ॥ ৩৫৯

রজস্তমোভ্যাং মলিনং ত্বশুদ্ধ-
মজ্ঞানজং সত্ত্বগুণেন রিক্তম্।
মনস্তমোদোষসমন্বিতত্বা-
জ্জড়ত্বমোহালসতাপ্রমাদৈঃ।
তিরস্কৃতং সন্ন তু বেত্তি বাস্তবং
পদার্থতত্ত্বং হ্যুপলভ্যমানম্ ॥ ৩৬০

অন্বয়। তু (কিন্তু) অজ্ঞানজম্ (অবিদ্যাজনিত) মনঃ (মন) রজস্তমোভ্যাং (রজঃ এবং তমোগুণের দ্বারা) মলিনং (কলুষিত) [অতএব] অশুদ্ধম্ (অশুদ্ধ, অস্বচ্ছ) সত্ত্বগুণেন রিক্তং (সত্ত্বগুণশূন্য) তমোদোষসমন্বিতত্বাৎ

* তাৎপর্য্য—মনই সর্ব্বদা বাহ্যবস্তু বিষয়ে সঙ্কল্প করিয়া থাকে; তজ্জন্য মনই সকলের কারণ। মনঃ যদি স্থির না থাকে, তবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; এই জন্য মনঃ শ্রবণ করে, দর্শন করে—এইরূপ বলা হইয়াছে।

(তমোরূপ দোষযুক্ত হওয়ায়) জড়ত্বমোহালসতাপ্রমাদৈঃ (জাড্য, অজ্ঞান, আলস্য ও অনবধানতা দ্বারা) তিরস্কৃতম্ (আচ্ছাদিত) সৎ (হইয়া) হি (নিশ্চিত) উপলভ্যমানং (জ্ঞায়মান, যাহা বুঝা যাইতেছে এমন) বাস্তবং (যথার্থ) পদার্থতত্ত্বং (পদার্থের স্বরূপ) ন তু বেত্তি (জানে না) ॥ ৩৬০

অনুবাদ। অজ্ঞানসম্ভূত মনঃ যখন রজঃ ও তমোগুণদ্বারা কলুষিত হয়, সত্ত্বগুণ-শূন্য হয়, এবং তমোরূপ দোষের দ্বারা যুক্ত হওয়ায় (তমোগুণের কার্য্য) জড়তা, মোহ, আলস্য ও প্রমাদের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, তখন পদার্থ উপলব্ধি করিলেও যথার্থ বস্তুস্বরূপ জানিতে পারে না ॥ ৩৬০

রজোদোষৈর্যুক্তং যদি ভবতি বিক্ষেপকগুণৈঃ
প্রতীপৈঃ কামাদ্যৈরনিশমভিভূতং ব্যথয়তি।
কথঞ্চিৎ সূক্ষ্মার্থাবগতিমদপি ভ্রাম্যতি ভৃশং
মনো দীপো যদ্বৎ প্রবলমরুতা ধ্বস্তমহিমা ॥ ৩৬১

অন্বয়। দীপঃ (প্রদীপ) যদ্বৎ (যেরূপ) প্রবলমরুতা (প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক) ধ্বস্তমহিমা (মাহাত্ম্যশূন্য—প্রকাশবিহীন-অতিচঞ্চল) [ভবতি=হয়], [তদ্বৎ=সেইরূপ] মনঃ (মন) যদি (যদ্যপি) রজোদোষৈঃ (রজোরূপদোষের দ্বারা) যুক্তং (যুক্ত) ভবতি (হয়), [তর্হি—তাহা হইলে] প্রতীপৈঃ (প্রতি-কূল) কামাদ্যৈঃ (কামক্রোধপ্রভৃতি) বিক্ষেপকগুণৈঃ (বিক্ষেপজনক গুণসমূহ দ্বারা) অনিশং (সর্ব্বদা) অভিভূতম্ (আবৃত) [সৎ=হইয়া] [আত্মানং= জীবকে] ব্যথয়তি (ব্যথিত করে) কথঞ্চিৎ (কোন প্রকারে) সূক্ষ্মার্থাবগতি-মদপি (সূক্ষ্মবিষয় আত্মাদি জানিতে পারিলেও) ভৃশং (পুনঃ পুনঃ, অধিকতররূপে) ভ্রাম্যতি (ঘুরিয়া বেড়ায়) ॥ ৩৬১

অনুবাদ। প্রদীপ যেমন প্রবল বায়ুর দ্বারা মাহাত্ম্যশূন্য হয় অর্থাৎ অতি চঞ্চল-ভাব (বস্তু প্রকাশে অসামর্থ্য) ধারণ করে, সেইরূপ মনঃ যদি রজোগুণরূপ দোষ যুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রতিকূল কামক্রোধাদি বিক্ষেপজনক গুণসমূহের দ্বারা অভিভূত হইয়া পুরুষকে ব্যথিত করে, কোনরূপে অতি সূক্ষ্ম বিষয় অবগত হইলেও [পরক্ষণে] তদপেক্ষা অধিকভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হয় অর্থাৎ ভ্রান্ত হয় ॥ ৩৬১

ততো মুমুক্ষুর্ভববন্ধমুক্ত্যৈ
রজস্তমোভ্যাঞ্চ তদীয়কার্য্যৈঃ।
বিয়োজ্য চিত্তং পরিশুদ্ধসত্ত্বং
প্রিয়ং প্রযত্নেন সদৈব কুর্য্যাৎ ॥ ৩৬২

অন্বয়। ততঃ (তজ্জন্য) মুমুক্ষুঃ (মুক্তিকাম) ভববন্ধমুক্ত্যৈ (সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত) রজস্তমোভ্যাং (রজঃ এবং তমঃ দ্বারা) তদীয়কার্য্যৈশ্চ (এবং রজঃ ও তমোগুণের কার্য্যসমূহ দ্বারা) চিত্তং (মনকে)

বিয়োজ্য (বিযুক্ত করিয়া) সদৈব (সর্ব্বদাই) প্রযত্নেন (যত্নের সহিত) পরিশুদ্ধসত্ত্বং (নির্ম্মলসত্ত্ব) [এবং] প্রিয়ং (প্রীতিকর—অনুকূল) কুর্য্যাৎ (করিবে)॥ ৩৬২

অনুবাদ। [যেহেতু রজঃ ও তমঃ দ্বারা মনঃ বিক্ষিপ্ত হয়] অতএব মুক্তি-কামী পুরুষ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত চিত্তকে রজঃ ও তমঃ এবং তাহাদের কার্য্য মোহ প্রভৃতি হইতে বিযুক্ত করিয়া সর্ব্বদা প্রযত্ন-সহকারে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-সমন্বিত প্রীতিকর কার্য্য সম্পাদন করিবে॥ ৩৬২

গর্ভাবাস-জনি-প্রণাশন-জরাব্যাধ্যাদিষু প্রাণিনাং
যদ্দুঃখং পরিদৃশ্যতে চ নরকে তচ্চিন্তয়িত্বা মুহুঃ।
দোষানেব বিলোক্য সর্ব্ববিষয়েষ্বাশাং বিমুচ্যাভিত-
শ্চিত্তগ্রন্থিবিমোচনায় সুমতিঃ সত্ত্বং সমালম্বতাম্॥ ৩৬৩

অন্বয়। সুমতিঃ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) প্রাণিনাং (জীবসমূহের) গর্ভা-বাস-জনি-প্রণাশন-জরা-ব্যাধ্যাদিষু (গর্ভে স্থিতি, জন্ম, মরণ, জরা, রোগ প্রভৃতিতে) নরকে চ (এবং কুম্ভীপাক প্রভৃতিতে) যৎ (যে) দুঃখং (ক্লেশ) পরিদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) তৎ (তাহা) চিন্তয়িত্বা (চিন্তা করিয়া) দোষান্ এব (দোষ সকলকেই) বিলোক্য (দেখিয়া) সর্ব্ববিষয়েষু (সমস্ত বিষয়ে) আশাম্ (অভিলাষ) বিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া) অভিতঃ (চারিদিকে—সকল প্রকারে) চিত্তগ্রন্থিবিমোচনায় (মনের কামাদি গ্রন্থিসমূহ মোচনের জন্য) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণকে) সমালম্বতাম্ (আশ্রয় করুক)॥ ৩৬৩

অনুবাদ। মাতৃগর্ভে স্থিতি, জন্ম, মরণ, জরা ও রোগ প্রভৃতিতে এবং নরকে প্রাণিগণের যেরূপ দুঃখ দেখা যায়, তাহা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া, তাহাতে দোষ দর্শন করিয়া, সমস্ত বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিয়া, কামাদি চিত্তগ্রন্থিসমূহের মোচনের জন্য বুদ্ধিমান্ লোক [একমাত্র] সত্ত্ব-গুণকে আশ্রয় করিবে॥ ৩৬৩

চিত্ত-প্রসাদঃ।

যমেষু নিরতো যস্তু নিয়মেষু চ যত্নতঃ।
বিবেকিনস্তস্য চিত্তং প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৩৬৪

অন্বয়। তু (কিন্তু) যঃ (যে) যত্নতঃ (যত্ন সহকারে) যমেষু (অহিংসা প্রভৃতি পাঁচটিতে) নিয়মেষু চ (এবং শৌচ প্রভৃতি পাঁচটিতে) নিরতঃ (যুক্ত), তস্য (সেই) বিবেকিনঃ (আত্মানাত্মবিবেকশালী লোকের) চিত্তং (মন) প্রসাদং (প্রসন্নতা—নির্ম্মলতা) অধিগচ্ছতি (লাভ করে)॥ ৩৬৪

অনুবাদ। যিনি যত্নসহকারে যম এবং নিয়মে * রত থাকেন সেই আত্মা-নাত্মবিবেকী পুরুষের চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩৬৪

আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা ভজেদ্‌যো দৈবসম্পদম্।
মোক্ষৈককাঙ্ক্ষয়া নিত্যং তস্য চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৩৬৫

অন্বয়। যঃ (যে ব্যক্তি) মোক্ষৈককাঙ্ক্ষয়া (একমাত্র মোক্ষের ইচ্ছায়) আসুরীম্ (অসুর সম্বন্ধীয়) সম্পদং (দম্ভ দর্প প্রভৃতি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নিত্যং (সর্ব্বদা) দৈবসম্পদং (দেবসম্বন্ধীয় সম্পৎ—অভয়, অহিংসা প্রভৃতি সম্পত্তি) ভজেৎ (ভজনা করে—আশ্রয় করে) তস্য (তাঁহার) চিত্তং (মনঃ) প্রসীদতি (প্রসন্ন হয়) ॥ ৩৬৫

অনুবাদ। যিনি মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায় দম্ভ প্রভৃতি আসুরী সম্পদ্‌কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতত অহিংসা প্রভৃতি দৈবী সম্পদ্‌কে † ভজনা করেন, তাঁহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩৬৫

পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-পরনিন্দা-পরস্ত্রিয়ঃ।
নালম্বতে মনো যস্য তস্য চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৩৬৬

অন্বয়। যস্য (যাঁহার) মনঃ (চিত্ত) পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-পরনিন্দা-পরস্ত্রিয়ঃ (অন্যের দ্রব্য, অন্যের অপকার, অন্যের কুৎসা, অন্যের নারী) ন আলম্বতে (অবলম্বন করে না) তস্য (তাঁহার) চিত্তং (মনঃ) প্রসীদতি (স্বচ্ছতা লাভ করে) ॥ ৩৬৬

অনুবাদ। যাঁহার চিত্ত পরদ্রব্যে, পরদ্রোহে, পর-নিন্দায় ও পরস্ত্রীতে আসক্ত না হয়, তাঁহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩৬৬

---

* তাৎপর্য্য—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (জীবনরক্ষার অতিরিক্ত বস্তু না লওয়া) এইগুলিকে যম বলে। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (মন্ত্রজপ কিংবা মোক্ষ শাস্ত্রের অধ্যয়ন) ও ঈশ্বর প্রণিধান (সমস্ত ক্রিয়াফল ঈশ্বরে অর্পণ) এইগুলিকে নিয়ম বলে। অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ শৌচ-সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ২।৩২। পাতঞ্জল সূত্র।

† তাৎপর্য্য—ভগবদ্‌গীতায় নবম অধ্যায়ে দৈবী, আসুরী এবং রাক্ষসী এই তিন প্রকার সম্পদের কথা বলিয়াছেন। ষোড়শ অধ্যায়ে—তাহা বিস্তৃতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।—দৈবী সম্পদ্ যথা—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩
আসুরী সম্পদ্ যথা—
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ! সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ সমত্বেন পশ্যতি।
সুখং দুঃখং বিবেকেন তস্য চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৩৬৭

অন্বয়। যঃ (যিনি) আত্মবৎ (নিজের মত) সর্ব্বভূতেষু (সকল জীবে) সমত্বেন (তুল্যরূপে) সুখং (শর্ম্ম) দুঃখম্ (অসুখ) বিবেকেন (বিচার দ্বারা) পশ্যতি (দেখেন) তস্য (তাঁহার) চিত্তং (মনঃ) প্রসীদতি (প্রসন্নতা লাভ করে) ॥ ৩৬৭

অনুবাদ। যিনি সমস্ত জীবকে নিজ হইতে অভিন্ন মনে করিয়া বিবেক সহকারে সুখ ও দুঃখ নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩৬৭

অত্যন্তং শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা গুরুমীশ্বরমাত্মনি।
যো ভজত্যনিশং ক্ষান্তস্তস্য চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৩৬৮

অন্বয়। যঃ (যে) ক্ষান্তঃ (ক্ষমাশীল পুরুষ) আত্মনি (আত্মাতে) অত্যন্তম্ (অধিক) শ্রদ্ধয়া (অনুরাগের সহিত) ভক্ত্যা (ভক্তি-সহকারে) গুরুম্ (গুরুকে) [এবং] ঈশ্বরং (পরমেশ্বরকে) অনিশং (সতত) ভজতি (ধ্যান করেন, পূজা করেন) তস্য (তাঁহার) চিত্তং (মনঃ) প্রসীদতি (প্রসন্নতা লাভ করে) ॥ ৩৬৮

অনুবাদ। যে ক্ষমাশীল পুরুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আত্মায় (আপনাতে) গুরু এবং ঈশ্বরকে সতত উপাসনা করেন তাঁহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩৬৮

শিষ্টান্নমীশার্চ্চনমার্য্যসেবাং
তীর্থাটনং স্বাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠাম্।
যমানুষক্তিং নিয়মানুবৃত্তিং
চিত্তপ্রসাদায় বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥ ৩৬৯

অন্বয়। তজ্জ্ঞাঃ (যমাদিবিষয়ে অভিজ্ঞ মনীষিগণ) শিষ্টান্নং (যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভক্ষণ) ঈশার্চ্চনম্ (ঈশ্বরারাধনা) আর্য্যসেবাং (শ্রেষ্ঠজনের সেবা) তীর্থাটনং (তীর্থভ্রমণ) স্বাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠাং (নিজ নিজ আশ্রম-ধর্ম্মে অনুরাগ) যমানুষক্তিং (যমে আসক্তি) [এবং] নিয়মানুবৃত্তিং (নিয়মের অনুবৃত্তি— অনুসরণ) চিত্তপ্রসাদায় (মনের প্রসন্নতার জন্য) বদন্তি (বলেন) ॥ ৩৬৯

অনুবাদ। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন, ঈশ্বরের আরাধনা, আর্য্যগণের সেবা, তীর্থভ্রমণ, নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্মে অনুরাগ, যমে আসক্তি এবং নিয়মের অনুসরণ (সেবা) এইগুলিকে চিত্তপ্রসাদের হেতু বলিয়া থাকেন ॥ ৩৬৯

———

সত্ত্ববৃদ্ধি-হেতুঃ।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
পূতি-পর্য্যুষিতাদীনাং ত্যাগঃ সত্ত্বায় কল্পতে ॥ ৩৭০

অন্বয়। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (অতিকটু—নিম্বপ্রভৃতি, অতি অম্ল—অত্যন্ত টক্, অতি লবণ—অত্যন্ত লবণ, অত্যুষ্ণ—অত্যন্ত গরম, অতি তীক্ষ্ণ—অত্যন্ত ঝাল, মরিচ্যাদী, অতিরুক্ষ—কঙ্গু, কোদ্রব প্রভৃতি, অতি বিদাহী—সর্ষপাদি) পূতিপর্য্যুষিতাদীনাং (পূতি—দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত—বাসি—দিনান্তরে পক্ক দ্রব্য—এই সকলের) ত্যাগং (বর্জ্জন) সত্ত্বায় (সত্ত্বগুণের নিমিত্ত) কল্পতে (যোগ্য হয়) ॥ ৩৭০

অনুবাদ। অতিকটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ ও অতি বিদাহী এবং দুর্গন্ধ ও পর্য্যুষিত (বাসি)—এইরূপ দ্রব্যসমূহের পরিবর্জ্জন (অর্থাৎ না খাওয়া) সত্ত্বগুণের হেতু হইয়া থাকে ॥ ৩৭০

শ্রুত্যা সত্ত্বপুরাণানাং সেবয়া সত্ত্ববস্তুনঃ।
অনুবৃত্ত্যা চ সাধূনাং সত্ত্ববৃত্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৩৭১

অন্বয়। সত্ত্বপুরাণানাং (সত্ত্বপ্রধান পুরাণসমূহের) শ্রুত্যা (শ্রবণের দ্বারা) সত্ত্ববস্তুনঃ (সত্ত্বগুণপ্রধান দ্রব্যের) সেবয়া (ব্যবহারের দ্বারা) সাধূনাম্ অনুবৃত্ত্যা চ (এবং সজ্জনগণের সেবা—অনুসরণ দ্বারা) সত্ত্ববৃত্তিঃ (চিত্তের সত্ত্বগুণে পরিণতি) প্রজায়তে (হয়) ॥ ৩৭১

অনুবাদ। সত্ত্বগুণ-প্রধান পুরাণসমূহের শ্রবণ, সত্ত্বপ্রধান দ্রব্যের সেবা এবং সাধুগণের অনুবৃত্তি (অনুসরণের) দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭১

যস্য চিত্তং নির্ব্বিষয়ং হৃদয়ং যস্য শীতলম্।
তস্য মিত্রং জগৎ সর্ব্বং তস্য মুক্তিঃ করস্থিতা ॥ ৩৭২

অন্বয়। যস্য (যে পুরুষের) চিত্তং (মনঃ) নির্ব্বিষয়ং (বিষয়শূন্য) যস্য (যাঁহার) হৃদয়ং (মনঃ) শীতলং (রজস্তমোগুণ-বিহীন) তস্য (তাঁহার) সর্ব্বং (সমস্ত) জগৎ (পৃথিবী) মিত্রং (সুহৃৎ); তস্য (তাঁহার) মুক্তিঃ (মোক্ষ) করস্থিতা (হস্তস্থিতা—অনায়াস-লভ্য) ॥ ৩৭২

অনুবাদ। যাঁহার মনঃ বিষয়শূন্য, যাঁহার অন্তঃকরণ শীতল (সত্ত্বগুণ-পূর্ণ), সমস্ত জগৎ তাঁহার মিত্র এবং মোক্ষ তাঁহার নিকট অনায়াস-লভ্য ॥ ৩৭২

হিতপরিমিতভোজী নিত্যমেকান্তসেবী
সকৃদুচিতহিতোক্তিঃ স্বল্পনিদ্রাবিহারঃ।

অনুনিয়মনশীলো যো ভজত্যুক্তকালে
স লভত ইহ শীঘ্রং সাধু চিত্তপ্রসাদম্॥ ৩৭৩

অন্বয়। নিত্যং (সর্ব্বদা—প্রতিদিন) হিতপরিমিতভোজী (হিতকর এবং কম বা বেশী নয় এরূপ ভোজনশীল) একান্তসেবী (নির্জ্জনস্থানে অবস্থানকারী) সকৃদুচিতহিতোক্তিঃ (অল্প অথচ যথার্থ ও প্রিয়বাক্য প্রয়োক্তা) স্বল্পনিদ্রাবিহারঃ (যাঁহার নিদ্রা এবং ভ্রমণ অল্প) অনুনিয়মনশীলঃ (যিনি অনুগতরূপে নিয়মন—ইন্দ্রিয়-সংযমতৎপর) যঃ (যিনি) উক্তকালে (যথাকালে) ভজতি (ভজনা করেন, অর্থাৎ গুরুদেবতার ও ঈশ্বরের বন্দনা করেন) সঃ (তিনি) ইহ (এই সংসারে) শীঘ্রম্ (অচিরে) সাধু (ভালরূপে) চিত্তপ্রসাদং (মনের প্রসন্নতাকে) লভতে (লাভ করেন)॥ ৩৭৩

অনুবাদ। যিনি সর্ব্বদা হিতকর ও পরিমিত দ্রব্য ভোজন করেন, নির্জ্জন-স্থানে অবস্থান করেন, যিনি পরিমিত অথচ যথার্থ ও প্রিয়বাক্য বলেন, যাঁহার নিদ্রা ও বিহার অল্প, যিনি নিয়মিত ভাবে ইন্দ্রিয়-সংযমনশীল, এবং যথা-কালে দেবতার আরাধনা করেন, এই সংসারে তিনি শীঘ্রই সম্যক্‌রূপে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন॥ ৩৭৩

চিত্তপ্রসাদেন বিনাবগন্তুং
বন্ধং ন শক্নোতি পরাত্মতত্ত্বম্।
তত্ত্বাবগত্যা তু বিনা বিমুক্তি-
র্ন সিধ্যতি ব্রহ্মসহস্রকোটিষু॥ ৩৭৪

অন্বয়। [জনঃ=লোক] চিত্তপ্রসাদেন বিনা (মনের প্রসন্নতা ব্যতীত) বন্ধং (বন্ধন) [তথা] পরাত্মতত্ত্বং (পরমাত্মার স্বরূপ) অবগন্তুং (জানিতে) ন শক্নোতি (পারে না), তু (কিন্তু) তত্ত্বাবগত্যা (তত্ত্বজ্ঞান) বিনা (ব্যতীত) ব্রহ্মসহস্রকোটিষু (ব্রহ্মার—হিরণ্যগর্ভের সহস্রকোটি জন্মেও অর্থাৎ এক হাজার কোটি বার হিরণ্যগর্ভ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও) বিমুক্তিঃ (মোক্ষ) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না)॥ ৩৭৪

অনুবাদ। চিত্তপ্রসন্নতা ব্যতীত [কেহ] বন্ধন এবং পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সহস্র কোটিবার ব্রহ্মা হইয়া জন্মিলেও মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না॥ ৩৭৪

মনোঽপ্রসাদঃ পুরুষস্য বন্ধো
মনঃপ্রসাদো ভববন্ধমুক্তিঃ।
মনঃপ্রসাদাধিগমায় তস্মা-
ন্মনোনিরাসং বিদধীত বিদ্বান্॥ ৩৭৫

অন্বয়। মনোঽপ্রসাদঃ (মনের অপ্রসন্নতা) পুরুষস্য (পুরুষের) বন্ধঃ (বন্ধন) মনঃপ্রসাদঃ (মনের প্রসন্নতা) ভববন্ধমুক্তিঃ (সংসারবন্ধন হইতে মোক্ষের কারণ); তস্মাৎ (সেইজন্য) বিদ্বান্ (পণ্ডিত) মনঃপ্রসাদাধিগমায় (মনের প্রসন্নতা লাভের জন্য) মনোনিরাসং (চিত্তবৃত্তিনিরোধ) বিদধীত (বিধান করিবে)॥ ৩৭৫

অনুবাদ। চিত্তের অপ্রসন্নতা পুরুষের বন্ধের কারণ এবং মনের প্রসন্নতাই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির হেতু; তজ্জন্য পণ্ডিতব্যক্তি চিত্তের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত চিত্তের নিরোধ সম্পাদন করিবেন॥ ৩৭৫

প্রাণময়-কোশঃ।

পঞ্চানামেব ভূতানাং রজোঽংশেভ্যোঽভবন্ ক্রমাৎ।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যনু॥ ৩৭৬

অন্বয়। পঞ্চানাং (পাঁচটি) ভূতানাম্ (আকাশাদির) রজোঽংশেভ্যঃ এব (রজোভাগ হইতেই) অনুক্রমাৎ (যথাক্রমে) বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি (বাক্য, হস্ত, চরণ, মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ) অভবন্ (উৎপন্ন হইয়াছে)॥ ৩৭৬

অনুবাদ। আকাশাদি পাঁচটি ভূতের রজোভাগ হইতেই যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৩৭৬

সমস্তেভ্যো রজোঽংশেভ্যো ব্যোমাদীনাং ক্রিয়াত্মকাঃ।
প্রাণাদয়ঃ সমুৎপন্নাঃ পঞ্চাপ্যান্তর-বায়বঃ॥ ৩৭৭

অন্বয়। ব্যোমাদীনাম্ (আকাশাদির) সমস্তেভ্যঃ (সমষ্টিপ্রাপ্ত) রজোঽংশেভ্যঃ (রজোভাগ হইতে) ক্রিয়াত্মকাঃ (ক্রিয়াস্বভাব) পঞ্চ (পাঁচটি) প্রাণাদয়ঃ (প্রাণ, অপান প্রভৃতি), আন্তরবায়বঃ অপি (অভ্যন্তরস্থিত বায়ুসকলও) সমুৎপন্নাঃ (জন্মিয়াছে)॥ ৩৭৭

অনুবাদ। আকাশ, বায়ু প্রভৃতির সম্মিলিত রজোভাগ হইতে ক্রিয়াস্বভাব প্রাণাদি পাঁচটি বায়ুও উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৩৭৭

প্রাণঃ প্রাগ্‌গমনেন স্যাদপানোঽবাগ্‌গমেন চ।
ব্যানস্তু বিশ্বগ্‌গমনাদুৎক্রান্ত্যোদান ইষ্যতে॥ ৩৭৮

অন্বয়। [স এক এব বায়ুঃ=সেই একই বায়ু) প্রাগ্‌গমনেন (অগ্রে গমন করে—হৃদয় হইতে মুখ নাসিকা পর্য্যন্ত গমন করে বলিয়া) প্রাণঃ (প্রাণ এই নামক) স্যাৎ (হয়); অবাক্‌গমেন চ (এবং নিম্নদিকে গমন করে বলিয়া—

নাভি হইতে পাদতল পর্য্যন্ত গমনশীল বলিয়া) অপানঃ (অপান-নামক) [স্যাৎ=হয়); [পরন্তু] বিশ্বগ্‌গমনাৎ (সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত থাকায়) ব্যানঃ (ব্যাননামক) উৎক্রান্ত্যা (রসাদিকে ঊর্দ্ধে লইয়া যায় বলিয়া) উদানঃ (উদান এই নাম) ইষ্যতে (ইষ্ট হয়)॥ ৩৭৮

অনুবাদ। [একই বায়ু] হৃদয় হইতে মুখ নাসিকা পর্য্যন্ত গমন করে বলিয়া তাহাকে প্রাণ, নিম্নদিকে গমন করায় অপান, সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয় বলিয়া ব্যান এবং রসাদিকে ঊর্দ্ধে লইয়া যায় বলিয়া উদান নামে অভিহিত হয়॥ ৩৭৮

অশিতান্নরসাদীনাং সমীকরণ-ধর্ম্মতঃ।
সমান ইত্যভিপ্রেতো বায়ুর্যস্তেষু পঞ্চমঃ॥ ৩৭৯

অন্বয়। অশিতান্নরসাদীনাং (ভুক্ত অন্নরস প্রভৃতির) সমীকরণধর্ম্মতঃ (একীকরণ ধর্ম্ম থাকায়) সমানঃ (সমান) ইতি (ইহা) অভিপ্রেতঃ (ইষ্ট); যঃ (যে সমান নামক বায়ু) তেষু (প্রাণাদি বায়ুর মধ্যে) পঞ্চমঃ (পঞ্চ সংখ্যার পূরণ)॥ ৩৭৯

অনুবাদ। ভুক্ত অন্নরস প্রভৃতির একীকরণ রূপ কার্য্য করে বলিয়া ইহাকে সমান বলে, ইহাই প্রাণাদি বায়ুর মধ্যে পঞ্চম বলিয়া কথিত হয়॥ ৩৭৯

ক্রিয়ৈব দিশ্যতে প্রায়ঃ প্রাণকর্ম্মেন্দ্রিয়েষ্বলম্।
ততস্তেষাং রজোঽংশেভ্যো জনিরঙ্গীকৃতা বুধৈঃ॥ ৩৮০

অন্বয়। প্রাণকর্ম্মেন্দ্রিয়েষু (প্রাণ, অপান প্রভৃতি পাঁচটিতে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটিতে) প্রায়ঃ (প্রায়ই—সর্ব্বদা) ক্রিয়া এব (চলনাদি ব্যাপারই) অলং (প্রাচুর্য্যরূপে) দিশ্যতে (কথিত হয়); ততঃ (সেই জন্য) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) তেষাম্ (আকাশাদির) রজোঽংশেভ্যঃ (রজোভাগ হইতে) জনিঃ (উৎপত্তি) অঙ্গীকৃতা (স্বীকৃত হইয়াছে)॥ ৩৮০

অনুবাদ। প্রাণ অপান প্রভৃতি পাঁচটিতে এবং বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে বহুল পরিমাণে ক্রিয়া দেখা যায়, এজন্য পণ্ডিতগণ আকাশাদির রজোভাগ হইতে তাহাদের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন॥ ৩৮০

রাজসীং তু ক্রিয়াশক্তিং তমঃশক্তিং জড়াত্মিকাম্।
প্রকাশরূপিণীং সত্ত্বশক্তিং প্রাহুর্মহর্ষয়ঃ॥ ৩৮১

অন্বয়। তু (পরন্তু) মহর্ষয়ঃ (মহর্ষিগণ) ক্রিয়াশক্তিং (কার্য্যসামর্থ্যকে) রাজসীং (রজোগুণাত্মিকা) [আহুঃ=বলেন]; তমঃশক্তিং (তমোগুণকে) জড়াত্মিকাং (জড়স্বভাব) [আহুঃ=বলেন]; সত্ত্বশক্তিং (সত্ত্বগুণশক্তিকে) প্রকাশরূপিণীং (প্রকাশস্বভাব) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন)॥ ৩৮১

অনুবাদ। মহর্ষিগণ ক্রিয়াশক্তিকে রজোগুণের কার্য্য, তমঃ-শক্তিকে জড়-স্বভাব এবং সত্ত্বশক্তিকে প্রকাশস্বভাব বলিয়া থাকেন ॥ ৩৮১

এতে প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ।
ভবেৎ প্রাণময়ঃ কোশঃ স্থূলো যেনৈব চেষ্টতে ॥ ৩৮২

অন্বয়। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের) সহ (সহিত) এতে (এই) প্রাণাদয়ঃ (প্রাণ, অপান প্রভৃতি) পঞ্চ (পাঁচটি বায়ু) প্রাণময়ঃ (তন্নামক) কোশঃ (কোশের ন্যায় আবরক বলিয়া কোশ) ভবেৎ (হয়); [স চ=সেই প্রাণময় কোশ] স্থূলঃ (স্থূল); যেন এব (যাহা দ্বারাই) [লোকঃ=লোকে] চেষ্টতে (চেষ্টা করে) ॥ ৩৮২

অনুবাদ। বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বায়ুকে প্রাণময় কোশ বলা যায়, ইহা স্থূল এবং লোকে ইহা দ্বারাই চেষ্টা করিয়া থাকে ॥ ৩৮২

যদ্‌যন্নিষ্পাদ্যতে কর্ম্ম পুণ্যং বা পাপমেব বা।
বাগাদিভিশ্চ বপুষা তৎ প্রাণময়কর্ত্তৃকম্ ॥ ৩৮৩

অন্বয়। বাগাদিভিঃ (বাক্ প্রভৃতি দ্বারা) বপুষা চ (এবং শরীরের দ্বারা) পুণ্যং বা (কি শুভ) পাপমেব বা (কি অশুভ) যদ্‌যৎ (যে যে) কর্ম্ম (কর্ম্ম) নিষ্পাদ্যতে (পুরুষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়) তৎ (সে সমুদায় কর্ম্ম) প্রাণময়কর্ত্তৃকম্ (প্রাণময় কোশ তাহার কর্ত্তা) ॥ ৩৮৩

অনুবাদ। বাক্ প্রভৃতি এবং শরীরের দ্বারা যে যে পুণ্য কিংবা পাপ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, প্রাণময় কোশই তৎ-সমুদায়ের কর্ত্তা ॥ ৩৮৩

বায়ুনোচ্চালিতো বৃক্ষো নানারূপেণ চেষ্টতে।
তস্মিন্ বিনিশ্চলে সোঽপি নিশ্চলঃ স্যাদ্‌যথা তথা ॥ ৩৮৪
প্রাণকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্দেহঃ প্রের্য্যমাণঃ প্রবর্ত্ততে।
নানাক্রিয়াসু সর্ব্বত্র বিহিতাবিহিতাদিষু ॥ ৩৮৫

অন্বয়। যথা (যেরূপ) বায়ুনা (পবন কর্ত্তৃক) উচ্চালিতঃ (বিশেষরূপে চালিত) বৃক্ষঃ (তরু) নানারূপেণ (বিভিন্ন প্রকারে) চেষ্টতে (চেষ্টা করে, কার্য্য করে) তস্মিন্ (সেই—বায়ু) বিনিশ্চলে (নিশ্চল হইলে) সোঽপি (সেই বৃক্ষও) নিশ্চলঃ (স্থির) স্যাৎ (হয়), তথা (সেইরূপ) প্রাণকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বায়ু কর্ত্তৃক ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি কর্ত্তৃক) প্রের্য্যমাণঃ (প্রেরিত হইয়া) সর্ব্বত্র (সকল স্থলে) বিহিতাবিহিতাদিষু (শাস্ত্রবিহিত এবং অবিহিত) নানা ক্রিয়াসু (বিবিধ ক্রিয়াতে) প্রবর্ত্ততে (প্রবৃত্ত হয়) ॥ ৩৮৪—৩৮৫

অনুবাদ। যেরূপ বায়ুচালিত বৃক্ষ নানাপ্রকার চেষ্টা (ব্যাপার) করিয়া থাকে, বায়ু নিশ্চল ভাব ধারণ করিলে বৃক্ষও স্থির হয়, তদ্রূপ শরীর প্রাণ

প্রভৃতি পাঁচটি বায়ু কর্ত্তৃক ও বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সর্ব্বত্র বিহিত ও অবিহিত নানাবিধ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে॥ ৩৮৪—৩৮৫

কোশত্রয়ং মিলিত্বৈতদ্বপুঃ স্যাৎ সূক্ষ্মমাত্মনঃ।
অতিসূক্ষ্মতয়া লীনস্যাত্মনো গমকত্বতঃ॥ ৩৮৬
লিঙ্গমিত্যুচ্যতে স্থূলাপেক্ষয়া সূক্ষ্মমিষ্যতে।
সর্ব্বং লিঙ্গবপুর্জাতমেকধীবিষয়ত্বতঃ॥ ৩৮৭
সমষ্টিঃ স্যাৎ তরুগণঃ সামান্যেন বনং যথা।
এতৎ সমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং সফলং জগুঃ॥ ৩৮৮

অন্বয়। এতৎ (এই) কোশত্রয়ং (তিনটি কোশ—বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়) মিলিত্বা (মিলিত হইয়া) অতিসূক্ষ্মতয়া (অতিসূক্ষ্ম বলিয়া) আত্মনঃ (আত্মার) সূক্ষ্মং বপুঃ (সূক্ষ্ম শরীর) স্যাৎ (হয়); লীনস্য (লীন—দুরবগাহ) আত্মনঃ (আত্মার) গমকত্বতঃ (গমকত্বহেতু, সহজে বুঝাইয়া দিবার শক্তি আছে বলিয়া) লিঙ্গং (লিঙ্গশরীর) ইতি (ইহা) উচ্যতে (কথিত হয়); স্থূলাপেক্ষয়া (স্থূলশরীরকে অপেক্ষা করিয়া) সূক্ষ্মং (সূক্ষ্মশরীর) ইষ্যতে (অভিপ্রেত হয়); [এইরূপে] সর্ব্বং (সমস্ত) লিঙ্গবপুঃ (লিঙ্গ শরীর) জাতম্ (উৎপন্ন হইয়াছে); একধীবিষয়ত্বতঃ (এক জ্ঞানের গোচর বলিয়া) সমষ্টিঃ (একরূপ) স্যাৎ (হয়); যথা (যেমন) তরুগণঃ (বৃক্ষগণ) সামান্যেন (জাতিরূপে) বনং (বন এই একরূপত্ব) স্যাৎ (হয়); [পণ্ডিতগণ] এতৎ (এই) সমষ্ট্যুপহিতং (সমষ্টি লিঙ্গশরীর দ্বারা উপহিত) চৈতন্যং (চেতনাশক্তি) সফলং (সফল এই সংজ্ঞাযুক্ত) জগুঃ (বলিয়া থাকেন)॥ ৩৮৬—৩৮৭—৩৮৮

অনুবাদ। বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় এই তিনটি কোশ মিলিত হইলে তাহাকে আত্মার সূক্ষ্মশরীর বলা হয়, অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাকে সূক্ষ্মশরীর এবং আত্মার অনুমাপক (জ্ঞাপক) বলিয়া লিঙ্গশরীর নামে অভিহিত করা হয় এবং স্থূলশরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলা হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হইয়াছে। একবুদ্ধির (হিরণ্যগর্ভের জ্ঞানের) বিষয় বলিয়া তাহাকে সমষ্টি বলা হয়, যেমন বৃক্ষসমূহ জাতিরূপে 'বন' বলিয়া ব্যবহৃত হয়। পণ্ডিতেরা এই সমষ্টি-উপহিত চৈতন্যকে 'সফল' বলিয়া থাকেন॥ ৩৮৬—৩৮৭—৩৮৮

হিরণ্যগর্ভঃ সূত্রাত্মা প্রাণ ইত্যপি পণ্ডিতাঃ।
হিরণ্ময়ে বুদ্ধিগর্ভে প্রচকাস্তি হিরণ্যবৎ॥ ৩৮৯
হিরণ্যগর্ভ ইত্যস্য ব্যপদেশস্ততো মতঃ।
সমস্তলিঙ্গদেহেষু সূত্রবন্মণিপঙ্ক্তিষু॥
ব্যাপ্য স্থিতত্বাৎ সূত্রাত্মা প্রাণনাৎ প্রাণ উচ্যতে॥ ৩৯০

অন্বয়। পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) হিরণ্যগর্ভঃ সূত্রাত্মা প্রাণঃ (হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা, প্রাণ) ইত্যপি (ইহাও) [জগুঃ=বলিয়া থাকেন]। হিরণ্ময়ে (স্বুবর্ণবর্ণ) বুদ্ধিগর্ভে (বুদ্ধির মধ্যে) হিরণ্যবৎ (স্বুবর্ণ তুল্য) প্রচকাস্তি (শোভা পান), ততঃ (সেইজন্য) অস্য (ইঁহার) হিরণ্যগর্ভ ইতি (হিরণ্যগর্ভ এই) ব্যপদেশঃ (নাম) মতঃ (অভিমত); মণিপঙ্‌ক্তিষু (রত্নশ্রেণীতে) সূত্রবৎ (সুতার মত) সমস্তলিঙ্গদেহেষু (সকল লিঙ্গশরীরে) ব্যাপ্য (ব্যাপ্ত হইয়া) স্থিতত্বাৎ (থাকে বলিয়া) সূত্রাত্মা (সূত্রাত্মা এই নাম) [উচ্যতে=কথিত হয়]; প্রাণনাৎ (শ্বাসাদি ক্রিয়া করে বলিয়া) প্রাণঃ (প্রাণসংজ্ঞা) উচ্যতে (কথিত হয়)॥ ৩৮৯—৩৯০

অনুবাদ। ইঁহাকে হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা ও প্রাণ বলা যায়। স্বুবর্ণময় অন্তঃকরণে স্বুবর্ণের ন্যায় প্রকাশিত হওয়ায় [ইনি] হিরণ্যগর্ভ নামে ব্যবহৃত হন; মণিশ্রেণীতে সূত্রের ন্যায় সমস্ত লিঙ্গশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করেন বলিয়া [ইঁহাকে] সূত্রাত্মা বলা হইয়া থাকে এবং শ্বাসাদিক্রিয়া করায় [ইঁহাকে] প্রাণ বলা যায়॥ ৩৮৯—৩৯০

নৈকধীবিষয়ত্বেন লিঙ্গং ব্যষ্টির্ভবত্যথ।
যদেতদ্‌ব্যষ্ট্যুপহিতং চিদাভাস-সমন্বিতম্॥ ৩৯১
চৈতন্যং তৈজস ইতি নিগদন্তি মনীষিণঃ।
তেজোময়ান্তঃকরণোপাধিত্বেনৈষ তৈজসঃ॥ ৩৯২

অন্বয়। অথ (অনন্তর) নৈকধীবিষয়ত্বেন (অনেক বুদ্ধির বিষয় বলিয়া) লিঙ্গং (লিঙ্গশরীর) ব্যষ্টিঃ (ভিন্ন ভিন্ন) ভবতি (হয়); যৎ (যে) এতৎ (এই) ব্যষ্ট্যুপহিতং (ব্যষ্টি লিঙ্গশরীর-উপহিত) চিদাভাস-সমন্বিতম্ (অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বযুক্ত) চৈতন্যং (চেতনা-শক্তিকে) মনীষিণঃ (মনীষিগণ) তৈজসঃ (তৈজস) ইতি (ইহা) নিগদন্তি (বলিয়া থাকেন); তেজোময়ান্তঃকরণোপাধিত্বেন (তেজোময় অন্তঃকরণ ইহার উপাধি বলিয়া) এষঃ (ইহা) তৈজসঃ (তৈজস-নামক)॥ ৩৯১—৩৯২

অনুবাদ। ব্যক্তি ভেদে (পুরুষভেদে) অনেক জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় এই লিঙ্গশরীরের "ব্যষ্টি" নাম হয়, এই ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরোপহিত চিদাভাসযুক্ত চৈতন্যকে বুধগণ "তৈজস" বলিয়া থাকেন। তেজোময় অন্তঃকরণ ইঁহার উপাধি (অন্য হইতে বিশেষিত করিবার ধর্ম্ম) বলিয়া ইঁহাকে তৈজস বলা হয়॥ ৩৯১—৩৯২

স্থূলাৎ সূক্ষ্মতয়া ব্যষ্টিরস্য সূক্ষ্মবপুর্মতম্।
অস্য জাগরসংস্কারময়ত্বাদ্ বপুরুচ্যতে॥ ৩৯৩

অন্বয়। স্থূলাৎ (স্থূল শরীর হইতে) সূক্ষ্মতয়া (সূক্ষ্ম বলিয়া) অস্য (ইহার —তৈজসের) ব্যষ্টিঃ (ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গশরীর) সূক্ষ্মবপুঃ (সূক্ষ্মশরীর) মতম্ (অভি-

মত), অস্য (ইহার—তৈজসের) জাগরসংস্কারময়ত্বাৎ (জাগরিত অবস্থার সংস্কার-বিশিষ্টত্ব হেতু) বপুঃ (বপুঃ—শরীর) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৩৯৩

অনুবাদ। স্থূল শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া তৈজসের ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরকে "সূক্ষ্ম দেহ" বলা যায় ; জাগরিত অবস্থার সংস্কারযুক্ত বলিয়া ইহাকে "বপুঃ" বলা হইয়া থাকে ॥ ৩৯৩

স্বপ্নে জাগরকালীন-বাসনাপরিকল্পিতান্।

তৈজসো বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে সূক্ষ্মার্থান্ সূক্ষ্মবৃত্তিভিঃ ॥ ৩৯৪

অন্বয়। তৈজসঃ (ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরাভিমানী পুরুষ) স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) জাগরকালীন-বাসনা-পরিকল্পিতান্ (জাগ্রৎ সময়ের বাসনা দ্বারা কল্পিত) সূক্ষ্মার্থান্ (সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম) বিষয়ান্ (বিষয় সকল) সূক্ষ্মবৃত্তিভিঃ (সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ দ্বারা) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে) ॥ ৩৯৪

অনুবাদ। স্বপ্নাবস্থায় তৈজস সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের দ্বারা জাগরিত অবস্থার সংস্কারকল্পিত সূক্ষ্ম বিষয়সমূহকে উপভোগ করে ॥ ৩৯৪

সমষ্টেরপি চ ব্যষ্টেঃ সামান্যেনৈব পূর্ব্ববৎ।

অভেদ এব জ্ঞাতব্যো জাত্যৈকত্বে কুতো ভিদা ॥ ৩৯৫

অন্বয়। সমষ্টেঃ (সমষ্টির) অপিচ (এবং) ব্যষ্টেঃ (ব্যষ্টির) সামান্যেন (সামান্যতঃ) পূর্ব্ববৎ এব (পূর্ব্বের ন্যায়ই অর্থাৎ বন ও বৃক্ষের মতই) অভেদঃ (ভেদ নাই) এব (নিশ্চয়) জ্ঞাতব্যঃ (জানিবে); জাত্যৈকত্বে (জাতিতে এবং তদন্তর্গত একত্বে) ভিদা (ভেদ) কুতঃ (কোথায়) ॥ ৩৯৫

অনুবাদ। বন ও বৃক্ষসমূহের ন্যায় সমষ্টি ও ব্যষ্টির (একটি একটি পৃথক্ বস্তুর) অভেদ জানিবে, জাতি এবং তদন্তর্গত একত্বে ভেদ কোথা হইতে আসিবে ? ॥ ৩৯৫

দ্বয়োরুপাধ্যোরেকত্বে তয়োরপ্যভিমানিনোঃ।

সূত্রাত্মনস্তৈজসস্যাপ্যভেদঃ পূর্ব্ববন্মতঃ ॥ ৩৯৬

অন্বয়। দ্বয়োঃ (দুইটি) উপাধ্যোঃ (উপাধির ; সমষ্টি ও ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরের) একত্বে (অভেদে) তয়োঃ অপি (তাহাদেরও) অভিমানিনোঃ (অভিমান-শালী) সূত্রাত্মনঃ (সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভের) [এবং] তৈজসস্য অপি (তৈজসেরও) পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বের ন্যায়) অভেদঃ (অভেদ) মতঃ (অভিমত) ॥ ৩৯৬

অনুবাদ। উপাধিদ্বয়ের একত্ব [প্রতিপাদিত] হইলে পূর্ব্ববৎ তদভিমানী হিরণ্যগর্ভ ও তৈজসেরও অভেদ [স্বীকৃত] হয় ॥ ৩৯৬

স্থূলপ্রপঞ্চঃ।

এবং সূক্ষ্মপ্রপঞ্চস্য প্রকারঃ শাস্ত্রসম্মতঃ।
অথ স্থূলপ্রপঞ্চস্য প্রকারঃ কথ্যতে শৃণু॥ ৩৯৭

অন্বয়। সূক্ষ্মপ্রপঞ্চস্য (সূক্ষ্ম জগতের) প্রকারঃ (রীতি) এবং (এইরূপ) শাস্ত্রসম্মতঃ (শাস্ত্রানুযায়ী); অথ (অতঃপর) স্থূলপ্রপঞ্চস্য (স্থূল জগতের) প্রকারঃ (উৎপত্তি প্রভৃতি রীতি) কথ্যতে (কথিত হইতেছে) শৃণু (শুন)॥ ৩৯৭

অনুবাদ। এইরূপে স্থূল জগতের [উৎপত্ত্যাদি] প্রকার শাস্ত্রানুসারে বর্ণিত হইল; অতঃপর স্থূল জগতের উৎপত্তিপ্রণালী কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর॥ ৩৯৭

তান্যেব সূক্ষ্মভূতানি ব্যোমাদীনি পরস্পরম্।
পঞ্চীকৃতানি স্থূলানি ভবন্তি শৃণু তৎক্রমম্॥ ৩৯৮

অন্বয়। তানি এব (সেই সমুদায়ই) ব্যোমাদীনি (আকাশ প্রভৃতি) সূক্ষ্মভূতানি (সূক্ষ্মভূত—অপঞ্চীকৃতভূত) পরস্পরম্ (অন্যোন্য) পঞ্চীকৃতানি (পঞ্চীকৃত হইয়া) স্থূলানি (ব্যবহার-যোগ্য) ভবন্তি (হয়), তৎক্রমম্ (তাহার ক্রম—উৎপত্তি-পরম্পরা) শৃণু (শুন)॥ ৩৯৮

অনুবাদ। সেই সমুদায় আকাশাদি সূক্ষ্মভূত পরস্পর পঞ্চীকৃত হইয়া (অর্থাৎ অনুপাতমত মিলিত হইয়া) স্থূল পঞ্চভূতরূপে পরিণত হয়, তাহার ক্রম শ্রবণ কর॥ ৩৯৮

পঞ্চীকরণম্।

খাদীনাং ভূতমেকৈকং সমমেব দ্বিধা দ্বিধা।
বিভজ্য ভাগং তত্রাদ্যং ত্যক্ত্বা ভাগং দ্বিতীয়কম্॥ ৩৯৯
চতুর্দ্ধা সুবিভজ্যাথ তমেকৈকং বিনিক্ষিপেৎ।
চতুর্ণাং প্রথমে ভাগে ক্রমেণ স্বার্দ্ধমন্তরা॥ ৪০০

অন্বয়। খাদীনাম্ (আকাশ প্রভৃতি পাঁচটি ভূতের) একৈকম্ (একটি একটি) ভূতং (ভূতকে) সমমেব (তুল্যই) দ্বিধা দ্বিধা (দুই দুই) ভাগম্ (অংশ) বিভজ্য (বিভাগ করিয়া) তত্র (প্রত্যেক ভূতের দুই দুই ভাগের মধ্যে) আদ্যং (প্রথম ভাগ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) দ্বিতীয়কং (দ্বিতীয়) ভাগম্ (অংশ) চতুর্দ্ধা (চারিভাগে) সুবিভজ্য (বিভাগ করিয়া) অথ (অনন্তর) ক্রমেণ (ক্রমে) স্বার্দ্ধং (নিজের অর্দ্ধাংশ) অন্তরা (বিনা) চতুর্ণাং (চারিটি ভূতের) প্রথমে (আদ্য) ভাগে (অংশে) একৈকম্ (একটি একটি) তং (সেই ভাগ) বিনিক্ষিপেৎ (প্রদান করিবে)॥ ৩৯৯—৪০০

অনুবাদ। আকাশাদি পাঁচটি ভূতের প্রত্যেককে সমান রূপে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের প্রথম ভাগকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় ভাগকে চারিভাগে বিভক্ত করিবে, অনন্তর স্বীয় অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করতঃ ক্রমে অপর চারিটির প্রথম ভাগে এক এক ভাগ প্রদান করিবে ॥ ৩৯৯—৪০০

ততো ব্যোমাদিভূতানাং ভাগাঃ পঞ্চ ভবন্তি তে।
স্বস্বার্দ্ধভাগেনান্যেভ্যঃ প্রাপ্তং ভাগচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪০১
সংযোজ্য স্থূলতাং যান্তি ব্যোমাদীনি যথাক্রমম্।
অমুষ্য পঞ্চীকরণস্যাপ্রামাণ্যং ন শঙ্ক্যতাম্ ॥ ৪০২

অন্বয়। ততঃ (তাহার পর) ব্যোমাদিভূতানাম্ (আকাশাদি ভূতগণের) পঞ্চ (পাঁচটি) ভাগাঃ (অংশ) ভবন্তি (হয়) তে (তাহার ভাগসমূহ) স্বস্বার্দ্ধ-ভাগেন (নিজ নিজ অর্দ্ধ ভাগের সহিত) অন্যেভ্যঃ (অপর চারিটি ভূত হইতে) প্রাপ্তং (লব্ধ) ভাগচতুষ্টয়ং (চারিটি ভাগ) সংযোজ্য (সংযোজিত করিয়া, মিলিত করিয়া) ব্যোমাদীনি (আকাশাদি পাঁচটি ভূত) যথাক্রমং (যথাক্রমে) স্থূলতাং (স্থূলত্বকে) যান্তি (প্রাপ্ত হয়), অমুষ্য (এই) পঞ্চীকরণস্য (পঞ্চীকরণের) অপ্রামাণ্যম্ (অপ্রমাণত্ব) ন শঙ্ক্যতাম্ (শঙ্কা করিও না) ॥ ৪০১—৪০২

অনুবাদ। তৎপরে আকাশাদি ভূত সমুদায়ের নিজ নিজ অর্দ্ধাংশ এবং অপরাপর ভূতচতুষ্টয়ের চারিটি ভাগ সম্মিলিত হইয়া যথাক্রমে আকাশ বায়ু প্রভৃতি ভূতসমূহ স্থূলভাব ধারণ করিয়াছে। এই পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ায় অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিও না ॥ ৪০১—৪০২

উপলক্ষণমস্যাপি তত্ত্রিবৃৎকরণশ্রুতিঃ।
পঞ্চানামপি ভূতানাং শ্রূয়তেঽন্যত্র সম্ভবঃ ॥ ৪০৩

অন্বয়। তত্ত্রিবৃৎকরণশ্রুতিঃ (সেই ত্রিবৃৎ—ত্র্যাত্মককরণ শ্রুতি) অস্যাপি (পঞ্চীকরণেরও) উপলক্ষণং (বোধক) অন্যত্র (অন্য শ্রুতিতে) পঞ্চানাং (পাঁচটি) ভূতানামপি (ভূতগণেরও) * সম্ভবঃ (উৎপত্তি) শ্রূয়তে (শ্রুত হয়) ॥ ৪০৩

অনুবাদ। ত্রিবৃৎ-করণ শ্রুতিকে * পঞ্চীকরণের বোধক [বুঝিতে হইবে,] [কেননা] অন্য শ্রুতিতে পাঁচটি ভূতের উৎপত্তি শ্রুত হইয়া থাকে ॥ ৪০৩

---

* তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃত-মেকৈকাং করবাণীতি" "সেই দেবতা (ঈশ্বর) আলোচনা করিয়াছিলেন, আমি তেজঃ, অপ্, ও অন্নরূপ তিনটি দেবতার মধ্যে এই জীবরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে প্রকাশ করিব। সেই তিনটির মধ্যে এক একটিকে ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মক—তেজঃ, অপ্, অন্নরূপ) করিব।" ছান্দোগ্যের এই ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতি পঞ্চীকরণের বোধক; কেন না অন্য শ্রুতিতে পাঁচটি ভূতেরও উৎপত্তি কথিত হইয়াছে।

ততঃ প্রামাণিকং পঞ্চীকরণং মন্যতাং বুধৈঃ।
প্রত্যক্ষাদিবিরোধঃ স্যাদন্যথা ক্রিয়তে যদি ॥ ৪০৪

অন্বয়। ততঃ (সেই হেতু, শ্রুতিসম্মত বলিয়া) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) পঞ্চীকরণং (পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া) প্রামাণিকং (প্রমাণসিদ্ধ) মন্যতাং (স্বীকৃত হইয়া থাকে) যদি (যদ্যপি) অন্যথা (অন্যরূপ,—অপ্রামাণিক) ক্রিয়তে (কৃত হয়) [তর্হি=তাহা হইলে] প্রত্যক্ষাদিবিরোধঃ (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ) স্যাৎ (হয়) ॥ ৪০৪

অনুবাদ। অতএব পণ্ডিতগণ পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়াকে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, যদি ইহার অন্যথা (অপ্রামাণিকত্ব) ঘটে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের সহিত বিরোধ হয় ॥ ৪০৪

আকাশবায়্বোর্ধর্ম্মস্তু বহ্ন্যাদাবুপলভ্যতে।
যথা তথাকাশবায়্বো র্নাগ্ন্যাদের্ধর্ম্ম ঈক্ষ্যতে ॥ ৪০৫

অন্বয়। যথা (যেরূপ) আকাশবায়্বোঃ (আকাশ এবং বায়ুর) ধর্ম্মঃ (বৃত্তিমত্ত্ব) বহ্ন্যাদৌ (অগ্নি প্রভৃতিতে) উপলভ্যতে (অনুভূত হয়) তথা (সেইরূপ) অগ্ন্যাদেঃ (অগ্নি, জল ও ক্ষিতির) ধর্ম্মঃ, আকাশবায়্বোঃ (আকাশ ও পবনে) ন ঈক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয় না) ॥ ৪০৫

অনুবাদ। যেরূপ আকাশ এবং বায়ুর ধর্ম্ম অগ্নি প্রভৃতিতে অনুভূত হয়, তদ্রূপ বহ্নি প্রভৃতির ধর্ম্ম আকাশ ও বায়ুতে উপলব্ধ হয় না ॥ ৪০৫

ততোঽপ্রামাণিকমিতি ন কিঞ্চিদপি চিন্ত্যতাম্।
খাংশব্যাপ্তিশ্চ খব্যাপ্তির্বিদ্যতে পাবকাদিষু ॥ ৪০৬

অন্বয়। ততঃ (এইজন্য) কিঞ্চিদপি (কিছুমাত্র) অপ্রামাণিকং (প্রামাণ্য-বিহীন) ইতি (ইহা) ন চিন্ত্যতাম্ (চিন্তা করিও না) পাবকাদিষু (অগ্নি প্রভৃতিতে) খাংশব্যাপ্তিশ্চ (আকাশের অংশের ব্যাপ্তিও, প্রাপ্তি—উপলব্ধি) খব্যাপ্তিঃ (আকাশের বহ্ন্যাদি ব্যাপকত্ব) বিদ্যতে (বর্ত্তমান আছে) ॥ ৪০৬

অনুবাদ। অতএব এই পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ার কিঞ্চিন্মাত্রও অপ্রামাণ্য বলিয়া মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে, [কেননা] বহ্নি প্রভৃতিতে আকাশাংশের ব্যাপ্তি (উপলব্ধি) আছে ॥ ৪০৬

যাহা আপনাকে বুঝাইয়া সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও বুঝায় তাহাকে উপলক্ষণ বলা যায়। যদি কেহ বলে "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্" অর্থাৎ কাক হইতে দধি রক্ষা কর। এস্থলে "কাকেভ্যঃ" এই শব্দ কাককে বুঝাইয়া যাবতীয় দধিনাশক প্রাণীকেই বুঝাইয়াছে। অর্থাৎ যে যে প্রাণী দধি নষ্ট করে, তাহাদের গ্রহণ করা হইয়াছে। এস্থলেও শ্রুতিতে ত্রিবৃৎকরণ থাকিলেও ইহা তাহাকে বুঝাইয়া পঞ্চীকরণকেও বুঝাইতেছে।

তেনোপলভ্যতে শব্দঃ কারণস্যাতিরেকতঃ।
তথা নভস্বতো ধর্ম্মোঽপ্যগ্ন্যাদাবুপলভ্যতে ॥ ৪০৭

অন্বয়। তেন (সেইহেতু—পাবকাদিতে আকাশের ব্যাপ্তি থাকায়) কারণস্যাতিরেকতঃ (শব্দের কারণীভূত আকাশকে অতিক্রম করিয়া—অর্থাৎ আকাশ ভিন্ন অন্য ভূতেও) শব্দঃ (শব্দ) উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয়), তথা (তেমন) নভস্বতঃ (বায়ুর) ধর্ম্মঃ অপি (ধর্ম্মও) অগ্ন্যাদৌ (বহ্নি প্রভৃতিতে) উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয়) ॥ ৪০৭

অনুবাদ। অতএব [বহ্নি প্রভৃতিতে আকাশাদির ব্যাপ্তি থাকায়] শব্দ তাহার কারণ আকাশকে অতিক্রম করিয়া [বায়ু প্রভৃতিতে] উপলব্ধ হয়, সেইরূপ বায়ুর ধর্ম্মও অগ্নি প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয় ॥ ৪০৭

ন তথা বিদ্যতে ব্যাপ্তির্বহ্ন্যাদেঃ খ-নভস্বতোঃ।
সূক্ষ্মত্বাদংশকব্যাপ্তেস্তদ্ধর্ম্মো নোপলভ্যতে ॥ ৪০৮

অন্বয়। তথা (তদ্রূপ—বহ্নি প্রভৃতিতে আকাশাদির প্রাপ্তির ন্যায়) বহ্ন্যাদেঃ (অগ্নি প্রভৃতির) ব্যাপ্তিঃ (প্রাপ্তি—উপলব্ধি) খ-নভস্বতোঃ (আকাশ এবং বায়ুতে) ন বিদ্যতে (নাই), অংশকব্যাপ্তেঃ (আকাশাদি অংশের ব্যাপ্তির) সূক্ষ্মত্বাৎ (অতিসূক্ষ্মত্বহেতু) তদ্ধর্ম্মঃ (আকাশাদির ধর্ম্ম) ন উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয় না) ॥ ৪০৮

অনুবাদ। যেমন বহ্নি প্রভৃতিতে আকাশাদির ব্যাপ্তি আছে, তদ্রূপ আকাশাদিতে বহ্নি প্রভৃতির প্রাপ্তি (উপলব্ধি) নাই, আকাশাদির অংশ সূক্ষ্মভাবে বহ্নি প্রভৃতিতে ব্যাপ্ত থাকায় তাহাদের (আকাশাদির) ধর্ম্ম উপলব্ধ হয় না ॥ ৪০৮

কারণস্যানুরূপেণ কার্য্যং সর্ব্বত্র দৃশ্যতে।
তস্মাৎ প্রামাণ্যমেষ্টব্যং বুধৈঃ পঞ্চীকৃতেরপি ॥ ৪০৯

অন্বয়। সর্ব্বত্র (সকলস্থানে) কারণস্য (হেতুর) অনুরূপেণ (তুল্যরূপে) কার্য্যং (ফল) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়); তস্মাৎ (তজ্জন্য) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) পঞ্চীকৃতেরপি (পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ারও) প্রামাণ্যং (প্রমাণতা) এষ্টব্যম্ (অভিলষিত) ॥ ৪০৯

অনুবাদ। সর্ব্বত্র কারণের তুল্যরূপ কার্য্য পরিদৃষ্ট হয়, তজ্জন্য পণ্ডিতগণেরও পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ার প্রামাণ্য স্বীকার করা বিধেয় ॥ ৪০৯

———

ভূতগুণাঃ।

অনেনোদ্‌ভূতগুণকং ভূতং বক্ষ্যেহবধারয়।
শব্দৈকগুণমাকাশং শব্দস্পর্শগুণোহনিলঃ॥ ৪১০

অন্বয়। অনেন (এইক্রমে), উদ্‌ভূতগুণকম্ (অভিব্যক্তগুণ) ভূতং (ভূতকে) বক্ষ্যে (বলিব) অবধারয় (নিশ্চয় কর); আকাশম্ (আকাশ) শব্দৈকগুণম্ (একমাত্র শব্দ যাহার গুণ) অনিলঃ (বায়ু) শব্দস্পর্শগুণঃ (শব্দ ও স্পর্শগুণশালী)॥ ৪১০

অনুবাদ। এইরূপে উদ্ভূত (অভিব্যক্ত) গুণশালী ভূতের বিষয় বিবৃত করিব, তুমি অবধারণ কর অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে বুঝ; আকাশের একমাত্র শব্দই গুণ এবং বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ॥ ৪১০

তেজঃশব্দস্পর্শরূপৈ গু'ণবৎকারণং ক্রমাৎ।
আপশ্চতুর্গু'ণঃ শব্দস্পর্শরূপরসৈঃ ক্রমাৎ॥ ৪১১

অন্বয়। তেজঃ (তেজ), শব্দস্পর্শরূপৈঃ (শব্দ, স্পর্শ এবং রূপের দ্বারা) গুণবৎ (গুণযুক্ত) [ভবতি=হয়]; [তচ্চ=সেই তেজঃ] ক্রমাৎ (ক্রমে) কারণং (হেতু জলাদির কারণ) ক্রমাৎ (ক্রমে) আপঃ (জল) শব্দস্পর্শরূপ-রসৈঃ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রসের দ্বারা) চতুর্গু'ণঃ (চারিটিগুণবিশিষ্ট) [ভবন্তি=হয়]॥ ৪১১

অনুবাদ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এই তিনটি গুণ তেজে বিদ্যমান আছে, সেই তেজঃ পরবর্ত্তী ভূতের কারণ; জল শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি গুণবিশিষ্ট॥ ৪১১

এতৈশ্চতুর্ভির্গন্ধেন সহ পঞ্চগুণা মহী।

অন্বয়। গন্ধেন (গন্ধের) সহ (সহিত) এতৈঃ (এই) চতুর্ভিঃ (চারিটি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই কয়টি দ্বারা) মহী (পৃথিবী) পঞ্চগুণা (পাঁচটি গুণযুক্ত) [ভবতি=হয়]॥

অনুবাদ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ॥

ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যম্।

আকাশাংশতয়া শ্রোত্রং শব্দং গৃহ্লাতি তদ্‌গুণম্॥ ৪১২

অন্বয়। শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ) আকাশাংশতয়া (আকাশের অংশহেতু,—আকাশের কার্য্য শ্রোত্র বলিয়া) তদ্‌গুণম্ (আকাশের গুণ) শব্দং (শব্দকে) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে)॥ ৪১২

অনুবাদ। শ্রবণেন্দ্রিয় (কর্ণ) আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহাতে আকাশের অংশ বিদ্যমান আছে; অতএব সে আকাশের গুণ শব্দকে গ্রহণ করে॥ ৪১২

ত্বঙ্মারুতাংশকতয়া স্পর্শং গৃহ্লাতি তদ্‌গুণম্।
তেজোহংশকতয়া চক্ষূরূপং গৃহ্লাতি তদ্‌গুণম্॥ ৪১৩

অন্বয়। ত্বক্ (ত্বগিন্দ্রিয়) মারুতাংশকতয়া (বায়ুর অংশ বলিয়া—বায়ু হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, বায়ুর অংশ বিদ্যমান থাকায়) তদ্‌গুণং (বায়ুর গুণ) স্পর্শং (স্পর্শকে) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে), চক্ষুঃ (নয়নেন্দ্রিয়) তেজোহংশকতয়া (তেজের অংশ বলিয়া—তেজঃ হইতে চক্ষুঃ উৎপন্ন হওয়ায়, তাহাতে তেজের অংশ বিদ্যমান থাকায়) তদ্‌গুণং (তেজের গুণ) রূপং (রূপকে) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে)॥ ৪১৩

অনুবাদ। ত্বক্ (ত্বগিন্দ্রিয়) বায়ু হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাতে বায়ুর ভাগ বিদ্যমান আছে; সুতরাং সে বায়ুর গুণ স্পর্শকেই গ্রহণ করে, এবং চক্ষুঃ তেজঃ হইতে উৎপন্ন, তাহাতে তেজের অংশ বিদ্যমান থাকায় সে তেজের গুণ রূপকেই গ্রহণ করিতে পারে॥ ৪১৩

অবংশকতয়া জিহ্বা রসং গৃহ্লাতি তদ্‌গুণম্।
ভূম্যংশকতয়া ঘ্রাণং গন্ধং গৃহ্লাতি তদ্‌গুণম্॥ ৪১৪

অন্বয়। জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়) অবংশকতয়া ([অপ্+অংশক=অবংশক] জল হইতে উৎপন্ন হওয়ায়—তাহাতে জলের অংশ আছে বলিয়া) তদ্‌গুণং (জলের গুণ) রসং (রসকে) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে), ঘ্রাণং (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) ভূম্যংশকতয়া (পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হওয়ায়—তাহাতে পৃথিবীর অংশ আছে বলিয়া) তদ্‌গুণং (পৃথিবীর গুণ) গন্ধং (গন্ধকে) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে)॥ ৪১৪

অনুবাদ। জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়) জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া, তাহাতে জলের অংশ বর্ত্তমান আছে, সুতরাং সে জলের গুণ রসকেই গ্রহণ করে এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবী হইতে জাত, তাহাতে পৃথিবীর অংশ থাকায়, সে পৃথিবীর গুণ গন্ধকেই গ্রহণ করে॥ ৪১৭

করোতি খাংশকতয়া বাক্ শব্দোচ্চারণক্রিয়াম্।
বায়্বংশকতয়া পাদৌ গমনাদিক্রিয়াপরৌ॥ ৪১৫

অন্বয়। বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) খাংশকতয়া (আকাশের অংশ বলিয়া) শব্দোচ্চারণক্রিয়াং (শব্দের উচ্চারণরূপ কার্য্য) করোতি (করে), পাদৌ (পাদদ্বয়) বায়্বংশকতয়া (বায়ুর অংশ বলিয়া) গমনাদিক্রিয়াপরৌ (গমন প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রধান) [ভবতঃ=হয়]॥ ৪১৫

অনুবাদ। বাগিন্দ্রিয় (আকাশের রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়) আকা-

ভূতগুণাঃ।

অনেনোদ্‌ভূতগুণকং ভূতং বক্ষ্যেঽবধারয়।
শব্দৈকগুণমাকাশং শব্দস্পর্শগুণোঽনিলঃ ॥ ৪১০

অন্বয়। অনেন (এইক্রমে) উদ্‌ভূতগুণকম্ (অভিব্যক্তগুণ) ভূতং (ভূতকে) বক্ষ্যে (বলিব) অবধারয় (নিশ্চয় কর); আকাশম্ (আকাশ) শব্দৈকগুণম্ (একমাত্র শব্দ যাহার গুণ) অনিলঃ (বায়ু) শব্দস্পর্শগুণঃ (শব্দ ও স্পর্শগুণশালী) ॥ ৪১০

অনুবাদ। এইরূপে উদ্ভূত (অভিব্যক্ত) গুণশালী ভূতের বিষয় বিবৃত করিব, তুমি অবধারণ কর অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে বুঝ; আকাশের একমাত্র শব্দই গুণ এবং বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ ॥ ৪১০

তেজঃশব্দস্পর্শরূপৈ র্গুণবৎকারণং ক্রমাৎ।
আপশ্চতুর্গুণঃ শব্দস্পর্শরূপরসৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৪১১

অন্বয়। তেজঃ (তেজ), শব্দস্পর্শরূপৈঃ (শব্দ, স্পর্শ এবং রূপের দ্বারা) গুণবৎ (গুণযুক্ত) [ভবতি=হয়]; [তচ্চ=সেই তেজঃ] ক্রমাৎ (ক্রমে) কারণং (হেতু জলাদির কারণ) ক্রমাৎ (ক্রমে) আপঃ (জল) শব্দস্পর্শরূপ-রসৈঃ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রসের দ্বারা) চতুর্গুণঃ (চারিটিগুণবিশিষ্ট) [ভবন্তি=হয়] ॥ ৪১১

অনুবাদ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এই তিনটি গুণ তেজে বিদ্যমান আছে, সেই তেজঃ পরবর্ত্তী ভূতের কারণ; জল শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি গুণবিশিষ্ট ॥ ৪১১

এতৈশ্চতুর্ভির্গন্ধেন সহ পঞ্চগুণা মহী।

অন্বয়। গন্ধেন (গন্ধের) সহ (সহিত) এতৈঃ (এই) চতুর্ভিঃ (চারিটি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই কয়টি দ্বারা) মহী (পৃথিবী) পঞ্চগুণা (পাঁচটি গুণযুক্ত) [ভবতি=হয়]॥

অনুবাদ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ॥

ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যম্।

আকাশাংশতয়া শ্রোত্রং শব্দং গৃহ্লাতি তদ্‌গুণম্ ॥ ৪১২

অন্বয়। শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ) আকাশাংশতয়া (আকাশের অংশহেতু,—আকাশের কার্য্য শ্রোত্র বলিয়া) তদ্‌গুণম্ (আকাশের গুণ) শব্দং (শব্দকে) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে) ॥ ৪১২

অনুবাদ। শ্রবণেন্দ্রিয় (কর্ণ) আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহাতে আকাশের অংশ বিদ্যমান আছে; অতএব সে আকাশের গুণ শব্দকে গ্রহণ করে॥ ৪১২

ত্বঙ্‌মারুতাংশকতয়া স্পর্শং গৃহ্লাতি তদ্‌গুণম্।
তেজোঽংশকতয়া চক্ষূরূপং গৃহ্লাতি তদ্‌গুণম্॥ ৪১৩

অন্বয়। ত্বক্ (ত্বগিন্দ্রিয়) মারুতাংশকতয়া (বায়ুর অংশ বলিয়া—বায়ু হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, বায়ুর অংশ বিদ্যমান থাকায়) তদ্‌গুণং (বায়ুর গুণ) স্পর্শং (স্পর্শকে) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে), চক্ষুঃ (নয়নেন্দ্রিয়) তেজোঽংশকতয়া (তেজের অংশ বলিয়া—তেজঃ হইতে চক্ষুঃ উৎপন্ন হওয়ায়, তাহাতে তেজের অংশ বিদ্যমান থাকায়) তদ্‌গুণং (তেজের গুণ) রূপং (রূপকে) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে)॥ ৪১৩

অনুবাদ। ত্বক্ (ত্বগিন্দ্রিয়) বায়ু হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাতে বায়ুর ভাগ বিদ্যমান আছে; সুতরাং সে বায়ুর গুণ স্পর্শকেই গ্রহণ করে, এবং চক্ষুঃ তেজঃ হইতে উৎপন্ন, তাহাতে তেজের অংশ বিদ্যমান থাকায় সে তেজের গুণ রূপকেই গ্রহণ করিতে পারে॥ ৪১৩

অবংশকতয়া জিহ্বা রসং গৃহ্লাতি তদ্‌গুণম্।
ভূম্যংশকতয়া ঘ্রাণং গন্ধং গৃহ্লাতি তদ্‌গুণম্॥ ৪১৪

অন্বয়। জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়) অবংশকতয়া ([অপ্+অংশক=অবংশক] জল হইতে উৎপন্ন হওয়ায়—তাহাতে জলের অংশ আছে বলিয়া) তদগুণং (জলের গুণ) রসং (রসকে) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে), ঘ্রাণং (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) ভূম্যংশকতয়া (পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হওয়ায়—তাহাতে পৃথিবীর অংশ আছে বলিয়া) তদ্‌গুণং (পৃথিবীর গুণ) গন্ধং (গন্ধকে) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে)॥ ৪১৪

অনুবাদ। জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়) জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া, তাহাতে জলের অংশ বর্ত্তমান আছে, সুতরাং সে জলের গুণ রসকেই গ্রহণ করে এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবী হইতে জাত, তাহাতে পৃথিবীর অংশ থাকায়, সে পৃথিবীর গুণ গন্ধকেই গ্রহণ করে॥ ৪১৭

করোতি খাংশকতয়া বাক্ শব্দোচ্চারণক্রিয়াম্।
বায়্বংশকতয়া পাদৌ গমনাদিক্রিয়াপরৌ॥ ৪১৫

অন্বয়। বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) খাংশকতয়া (আকাশের অংশ বলিয়া) শব্দোচ্চারণক্রিয়াং (শব্দের উচ্চারণরূপ কার্য্য) করোতি (করে), পাদৌ (পাদদ্বয়) বায়্বংশকতয়া (বায়ুর অংশ বলিয়া) গমনাদিক্রিয়াপরৌ (গমন প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রধান) [ভবতঃ=হয়]॥ ৪১৫

অনুবাদ। বাগিন্দ্রিয় (আকাশের রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়) আকা-

শের অংশ বলিয়া শব্দোচ্চারণরূপ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং পাদ (বায়ুর রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়) গমনাদি ক্রিয়ায় সমর্থ হয় ॥ ৪১৫

তেজোঽংশকতয়া পাণী বহ্ন্যাদ্যর্চ্চনতৎপরৌ।
জলাংশকতয়োপস্থো রেতোমূত্রবিসর্গকৃৎ ॥ ৪১৬

অন্বয়। পাণী (হস্তদ্বয়) তেজোঽংশকতয়া (তেজের অংশ বলিয়া—তেজের রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া) বহ্ন্যাদ্যর্চ্চনতৎপরৌ (বহ্নি প্রভৃতি দেবতার পূজায় ব্যগ্র—ব্যস্ত) [ভবতঃ=হয়], উপস্থঃ (শিশ্ন, জননেন্দ্রিয়) জলাংশকতয়া (জলের অংশ বলিয়া—জলের রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, তাহাতে জলের অংশ আছে এইজন্য) রেতোমূত্রবিসর্গকৃৎ (বীর্য্য এবং মূত্র ত্যাগ করে) ॥ ৪১৬

অনুবাদ। হস্ত (তেজের রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়) তেজের অংশ বলিয়া বহ্নি প্রভৃতি দেবতার পূজায় তৎপর হইয়া থাকে এবং জননেন্দ্রিয় (জলের রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়) বীর্য্য ও মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৪১৬

ভূম্যংশকতয়া পায়ুং কঠিনং মলমুৎসৃজেৎ।

অন্বয়। পায়ু (মলদ্বার) ভূম্যংশকতয়া (পৃথিবীর রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, পৃথিবীর অংশ বলিয়া) কঠিনং (শক্ত) মলং (বিষ্ঠা) উৎসৃজেৎ (ত্যাগ করে)।

অনুবাদ। পায়ু (পৃথিবীর রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়) পৃথিবীর অংশ বলিয়া কঠিন মলত্যাগ করিয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়াধিদৈবতানি।

শ্রোত্রস্য দৈবতং দিক্ স্যাৎ ত্বচো বায়ুর্দৃশো রবিঃ ॥ ৪১৭

অন্বয়। দিক্ (দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) শ্রোত্রস্য (শ্রবণেন্দ্রিয়ের) দৈবতম্ (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) ত্বচঃ (ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) বায়ুঃ (পবন) দৃশঃ (নয়নেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) রবিঃ (সূর্য্য) ॥ ৪১৭

অনুবাদ। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্ (দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা), ত্বগিন্দ্রিয়ের বায়ু এবং চক্ষুর সূর্য্য ॥ ৪১৭

জিহ্বায়া বরুণো দৈবং ঘ্রাণস্য ত্বশ্বিনাবুভৌ।
বাচোঽগ্নির্হস্তয়োরিন্দ্রঃ পাদয়োস্তু ত্রিবিক্রমঃ ॥ ৪১৮

অন্বয়। জিহ্বায়াঃ (রসনেন্দ্রিয়ের, জিহ্বার) দৈবম্ (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) বরুণঃ, ঘ্রাণস্য (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের) উভৌ (উভয়, দুই) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়)

[ভবতঃ=হয়] বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) অগ্নিঃ (বহ্নি, অগ্নি), হস্তয়োঃ (হস্তদ্বয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) ইন্দ্রঃ (দেবরাজ ইন্দ্র) পাদয়োঃ (পাদদ্বয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) তু (এব) ত্রিবিক্রমঃ (বিষ্ণু) ॥ ৪১৮

অনুবাদ। জিহ্বার (রসনেন্দ্রিয়ের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিদেবতা, অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের, ইন্দ্র হস্তদ্বয়ের এবং বিষ্ণু পাদদ্বয়ের অধিদেবতা ॥ ৪১৮

পায়োর্ম্মৃত্যুরুপস্থস্য ত্বধিদৈবং প্রজাপতিঃ।
মনসো দৈবতং চন্দ্রো বুদ্ধের্দৈবং বৃহস্পতিঃ ॥ ৪১৯

অন্বয়। মৃত্যুঃ (যম) পায়োঃ (পায়ুর, মলদ্বারের) প্রজাপতিস্তু (প্রজাপতি) উপস্থস্য (জননেন্দ্রিয়ের) অধিদৈবম্ (অধিদেবতা) চন্দ্রঃ (শশধর) মনসঃ (মনের) দৈবতম্ (অধিদেবতা), বৃহস্পতিঃ (দেবগুরু) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) দৈবম্ (অধিদেবতা) [ভবতি=হয়] ॥ ৪১৯

অনুবাদ। যম পায়ুর (মলদ্বারের) অধিদেবতা, প্রজাপতি উপস্থের (জনন-নেন্দ্রিয়ের), চন্দ্র মনের এবং বৃহস্পতি বুদ্ধির অধিদেবতা ॥ ৪১৯

রুদ্রস্ত্বহংকৃতের্দৈবং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চিত্তদৈবতম্।
দিগাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ খাদিসত্ত্বাংশসম্ভবাঃ ॥ ৪২০

অন্বয়। অহঙ্কৃতেঃ (অহঙ্কারের) দৈবম্ (অধিদেবতা) রুদ্রঃ, ক্ষেত্রজ্ঞঃ (জীব) চিত্তদৈবতম্ (চিত্তের অধিদেবতা), দিগাদ্যাঃ (দিক্ প্রভৃতি) সর্ব্বাঃ (সমস্ত) দেবতাঃ (দেব) খাদিসত্ত্বাংশসম্ভবাঃ (আকাশাদির সত্ত্বভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৪২০

অনুবাদ। রুদ্র অহঙ্কারের অধিদেবতা, ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব, জীবাত্মা) চিত্তের অধিদেবতা ; দিক্ প্রভৃতি সমস্ত দেবতা আকাশাদি ভূতের সাত্ত্বিকভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪২০

সন্ধিতা ইন্দ্রিয়স্থানেষ্বিন্দ্রিয়াণি * সমন্ততঃ।
নিগৃহ্নন্ত্যনুগৃহ্নন্তি প্রাণিকর্ম্মানুরূপতঃ ॥ ৪২১

অন্বয়। ইন্দ্রিয়স্থানেষু (চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গোলকে) সমন্ততঃ (চারি-দিকে) সন্ধিতাঃ (মিলিতা) [দেবতাঃ=অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা] প্রাণিকর্ম্মানু-রূপতঃ (প্রাণিগণের কর্ম্মের অনুসারে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) নিগৃহ্নন্তি (নিগ্রহ করেন) [এবং] অনুগৃহ্নন্তি (অনুগ্রহ করেন) ॥ ৪২১

অনুবাদ। দেবতাগণ ইন্দ্রিয়গোলকের চতুর্দ্দিকে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণি-গণের কর্ম্মানুসারে ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ॥ ৪২১

* সন্ধিতা ইন্দ্রিয়স্থানেষ্বিন্দ্রিয়াণাম্—ইতি পাঠান্তরম্।

শরীরকরণগ্রামপ্রাণাহমধিদৈবতম্। *
পঞ্চৈতে হেতবঃ প্রোক্তা নিষ্পত্তৌ সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥ ৪২২‡

অন্বয়। শরীরকরণগ্রামপ্রাণাহমধিদৈবতম্ (শরীর—অধিষ্ঠান, করণগ্রাম—চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ—প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর ব্যাপার, অহং—অহঙ্কার (কর্ত্তা), অধিদৈবত—দৈব—চক্ষুরাদির অনুগ্রাহিকা দেবতা, কিংবা আদিত্যাদির প্রেরক অন্তর্য্যামী) এতে (এই) পঞ্চ (পাঁচটি) সর্ব্বকর্ম্মণাং (সমস্ত কার্য্যের) নিষ্পত্তৌ (সম্পাদনে) হেতবঃ (কারণ) প্রোক্তাঃ (কথিত হয়)॥ ৪২২

অনুবাদ। শরীর, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ (প্রাণাপানাদির ব্যাপার), অহঙ্কার এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই পাঁচটি সমস্ত কর্ম্মের সম্পাদনে কারণ বলিয়া অভিহিত হয়॥ ৪২২

কর্ম্মানুরূপেণ গুণোদয়ো ভবেৎ
গুণানুরূপেণ মনঃপ্রবৃত্তিঃ।
মনোঽনুবৃত্তৈরুভয়াত্মকেন্দ্রিয়ৈ-
র্নির্ব্বর্ত্ত্যতে পুণ্যমপুণ্যমত্র॥ ৪২৩

অন্বয়। কর্ম্মানুরূপেণ (কর্ম্মানুসারে—যে যেরূপ কর্ম্ম করে তদনুসারে) গুণোদয়ঃ (গুণের আবির্ভাব, যেমন সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানে সত্ত্বগুণ) ভবেৎ (হয়) গুণানুরূপেণ (গুণানুসারে) মনঃ-প্রবৃত্তিঃ (চিত্তের প্রবৃত্তি বা কার্য্য) [ভবেৎ= হয়] অত্র (এই সংসারে) মনোঽনুবৃত্তৈঃ (মনের অনুসরণকারী) উভয়াত্ম-কেন্দ্রিয়ৈঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা) পুণ্যং (শুভ অদৃষ্ট) [এবং] অপুণ্যং (অশুভ অদৃষ্ট) নির্ব্বর্ত্ত্যতে (সম্পাদিত হয়)॥ ৪২৩

অনুবাদ। যে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তদনুসারে তাহার (সত্ত্ব, রজঃ কিংবা তমঃ) গুণ আবির্ভূত হয়, গুণানুসারে মনেরও প্রবৃত্তি জন্মে; এই সংসারে লোক মনের অনুবর্ত্তী জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পুণ্য ও পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে॥ ৪২৩

---

* শরীরকরণগ্রামা প্রাণাহমধিদেবতাঃ—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

‡ তাৎপর্য্য—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়; যথা—

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪

অধিষ্ঠান (শরীর), কর্ত্তা (অহঙ্কার), নানাবিধ করণ (ইন্দ্রিয়) নানাবিধ চেষ্টা (প্রাণাপান-প্রভৃতির ব্যাপার) ও দৈব (চক্ষুঃ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) এই পাঁচটি [সমস্ত কর্ম্ম-সম্পাদনে] নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ১৪

সুতরাং গীতোক্ত এই শ্লোক অবলম্বনে এই শ্লোকটি রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কেবল শব্দান্তর গৃহীত হইয়াছে মাত্র।

করোতি বিজ্ঞানময়োঽভিমানং *
কর্ত্তাহমেবেতি তদাত্মনা স্থিতঃ।
আত্মা তু সাক্ষী ন করোতি কিঞ্চি-
ন্ন কারয়ত্যেব তটস্থবৎ সদা ॥ ৪২৪

অন্বয়। বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানময় কোশ) অহমেব (আমিই) কর্ত্তা (কর্ত্তৃত্ববান্) ইতি (এইরূপ) অভিমানম্ (অহঙ্কার) করোতি (করে), তদাত্মনা (নিজ-স্বরূপে) স্থিতঃ (বিদ্যমান) আত্মা (স্বরূপ) তু (কিন্তু) সাক্ষী (দ্রষ্টা) সদা (সর্ব্বদা) তটস্থবৎ (উদাসীনের ন্যায়) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন করোতি (করেন না), ন কারয়তি (করান না) এব (নিশ্চিত) ॥ ৪২৪

অনুবাদ। বিজ্ঞানময় কোশ 'আমিই কর্ত্তা' এইরূপে অভিমান করিয়া থাকে ; সকলের সাক্ষিস্বরূপ আত্মা নিজস্বরূপে বিদ্যমান আছেন, তিনি উদাসীনের ন্যায় কিছু করেন না এবং কাহাকেও কিছু করান না ॥ ৪২৪

দ্রষ্টা শ্রোতা বক্তা কর্ত্তা ভোক্তা ভবত্যহঙ্কারঃ।
স্বয়মেতদ্‌বিকৃতীনাং সাক্ষী নির্লেপ এবাত্মা ॥ ৪২৫

অন্বয়। অহঙ্কারঃ (অহং এই অভিমানশালী জীব) স্বয়ং (নিজে) এতদ্-বিকৃতীনাং (এই সমস্ত কার্য্যসমূহের) দ্রষ্টা (দর্শনকর্ত্তা) শ্রোতা (শ্রবণকর্ত্তা) বক্তা (বাক্‌প্রযোক্তা) কর্ত্তা (কর্ত্তৃত্ববান্) [এবং] ভোক্তা (ভোগকারী) ভবতি (হইয়া থাকে) আত্মা (স্বস্বরূপ) সাক্ষী (উদাসীন) [অতএব] নির্লেপ এব (আসক্তিহীন) [বিদ্যতে = বিদ্যমান আছেন] ॥ ৪২৫

অনুবাদ। অহঙ্কারই এই সমস্ত কার্য্যসমূহের দ্রষ্টা, শ্রোতা, বক্তা, কর্ত্তা এবং ভোক্তা ; আত্মা উদাসীন এবং আসক্তিহীন ॥ ৪২৫

আত্মনঃ সাক্ষিমাত্রত্বং ন কর্ত্তৃত্বং ন ভোক্তৃতা।
রবিবৎ প্রাণিভির্লোকে ক্রিয়মাণেষু কর্ম্মসু ॥ ৪২৬

অন্বয়। লোকে (সংসারে) প্রাণিভিঃ (জীবগণকর্ত্তৃক) ক্রিয়মাণেষু (যাহা করা হইতেছে) কর্ম্মসু (কর্ম্মসমূহে) রবিবৎ (সূর্য্যের ন্যায়—যেমন সূর্য্যোদয়ে লোক কর্ম্ম করে, অথচ সূর্য্য স্বয়ং কর্ম্ম করেন না, বা করানও না, তদ্রূপ) আত্মনঃ (আত্মার) সাক্ষিমাত্রত্বং (সাক্ষিস্বরূপত্ব) ; ন (না) কর্ত্তৃত্বং (কর্ত্তার ধর্ম্ম) ন (না) ভোক্তৃত্বং (ফল-ভোক্তার ধর্ম্ম) [বর্ত্ততে=আছে] ॥ ৪২৬

অনুবাদ। যেমন সূর্য্য উদিত হইলে লোক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু সূর্য্য কর্ম্ম করেন না বা করানও না, তদ্রূপ, প্রাণিগণের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে আত্মার কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব নাই, কেবল তিনি সাক্ষি-স্বরূপ (অর্থাৎ দ্রষ্টা) ॥ ৪২৬

---

* আত্মাতু কিঞ্চিন্ন করোতি সাক্ষী ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ন হ্যর্কঃ কুরুতে কর্ম্ম ন কারয়তি জন্তবঃ।
স্বস্বভাবানুরোধেন বর্ত্তন্তে স্বস্বকর্ম্মসু ॥ ৪২৭

অন্বয়। হি (নিশ্চিত) অর্কঃ (সূর্য্য) কর্ম্ম (কার্য্য) ন কুরুতে (করেন না) ন কারয়তি (করান না); জন্তবঃ (প্রাণিগণ) স্বস্বকর্ম্মসু (নিজ নিজ কর্ম্মে) স্বস্বভাবানুরোধেন (নিজ নিজ স্বভাবানুসারে) বর্ত্তন্তে (বর্ত্তমান থাকে) ॥ ৪২৭

অনুবাদ। সূর্য্য কোন কর্ম্ম করেন না কিংবা করানও না, প্রাণিগণ নিজ নিজ স্বভাবানুসারে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪২৭

তথৈব প্রত্যগাত্মাপি রবিবন্নিষ্ক্রিয়াত্মনা।
উদাসীনতয়ৈবাস্তে দেহাদীনাং প্রবৃত্তিষু ॥ ৪২৮

অন্বয়। প্রত্যগাত্মা অপি (জীবাত্মাও) তথা এব (সেইরূপই) রবিবৎ (সূর্য্যের ন্যায়) নিষ্ক্রিয়াত্মনা (স্বয়ং নিষ্ক্রিয়ভাবে) দেহাদীনাং (শরীর প্রভৃতির) প্রবৃত্তিষু (ব্যাপারে) উদাসীনতয়া এব (নির্লিপ্তভাবেই) আস্তে (থাকেন)॥ ৪২৮

অনুবাদ। সেইরূপ প্রত্যগাত্মা (ব্যাপকাত্মা, জীবাত্মা) সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকিয়া শরীরাদির চেষ্টার ঔদাসীন্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিত আছেন ॥ ৪২৮

অজ্ঞাত্বৈবং পরং তত্ত্বং মায়ামোহিতচেতসঃ।
স্বাত্মন্যারোপয়ন্ত্যেতৎ কর্ত্তৃত্বাদ্যন্যগোচরম্ ॥ ৪২৯

অন্বয়। এবম্ (এইরূপ) পরং (শ্রেষ্ঠ) তত্ত্বং (স্বরূপ) অজ্ঞাত্বা (জানিতে না পারিয়া) মায়ামোহিতচেতসঃ (মায়ার দ্বারা যাহার চিত্ত মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তিগণ) স্বাত্মনি (নিজেতে) এতৎ (এই) অন্যগোচরম্ (অন্যবিষয়ক, যাহা আত্মার ধর্ম্ম নহে এইরূপ) কর্ত্তৃত্বাদি (কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি) আরোপয়ন্তি (আরোপিত করে)॥ ৪২৯

অনুবাদ। মায়ামোহে সমাচ্ছন্নচিত্ত ব্যক্তিগণ আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া আত্মায়—কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অনাত্মধর্ম্মসমূহ (যাহা আত্মার ধর্ম্ম নহে সেইসব) আরোপ করিয়া থাকে ॥ ৪২৯

আত্মস্বরূপমবিচার্য্য বিমূঢ়বুদ্ধি-
রারোপয়ত্যখিলমেতদনাত্মকার্য্যম্।
স্বাত্মন্যসঙ্গচিতিনিষ্ক্রিয় এব চন্দ্রে
দূরস্থমেঘকৃতধাবনবদ্ভ্রমেণ ॥ ৪৩০

অন্বয়। বিমূঢ়বুদ্ধিঃ (ভ্রান্তবুদ্ধি লোক) আত্মস্বরূপম্ (আত্মতত্ত্ব) অবিচার্য্য (বিচার না করিয়া) ভ্রমেণ (ভ্রান্তিবশতঃ) চন্দ্রে (শশাঙ্কে) দূরস্থমেঘকৃত-

ধাবনবৎ (দূরদেশে অবস্থিত মেঘের চলনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়) অসঙ্গ-চিতিনিষ্ক্রিয়ে (সঙ্গরহিত জ্ঞানস্বরূপ এবং ক্রিয়াশূন্য) স্বাত্মনি এব (আত্মায়ই) অখিলং (সমস্ত) এতৎ (এই) অনাত্মকার্য্যং (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ধর্ম্ম) আরোপয়তি (আরোপ করে)॥ ৪৩০

অনুবাদ। যেমন চন্দ্র নিষ্ক্রিয় হইলেও ভ্রমবশতঃ দূরস্থিত মেঘের গমন তাহাতে আরোপিত হয় (অর্থাৎ মেঘের চলনে চন্দ্রকে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়), তদ্রূপ অজ্ঞান ব্যক্তি আত্মার যথার্থস্বরূপ জানিতে না পারিয়া সঙ্গশূন্য (নির্লিপ্ত), চৈতন্যস্বরূপ এবং নিষ্ক্রিয় আত্মায় সমস্ত অনাত্মার (দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) ধর্ম্ম আরোপ করিয়া থাকে॥ ৪৩০

ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিঃ।

আত্মানাত্মবিবেকং স্ফুটতরমগ্রে নিবেদয়িষ্যামঃ।
ইমমাকর্ণয় বিদ্বন্ জগদুৎপত্তিপ্রকারমাবৃত্ত্যা॥ ৪৩১

অন্বয়। অগ্রে (ইহার পর) আত্মানাত্মবিবেকম্ (আত্মা ও অনাত্মার ভেদ) স্ফুটতরং (বিশদভাবে) নিবেদয়িষ্যামঃ (বলিব) বিদ্বন্ (হে জ্ঞানিন্) ইমম্ (এই) জগদুৎপত্তিপ্রকারং (জগতের উৎপত্তির রীতি) আবৃত্ত্যা (অভ্যাস-দ্বারা—পুনঃ) আকর্ণয় (শ্রবণ কর)॥ ৪৩১

অনুবাদ। হে বিদ্বন্! অগ্রে (ইহার পর) আত্মা এবং অনাত্মার (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) পার্থক্য বিশদভাবে বিবৃত করিব, [একণে] পুনর্ব্বার জগতের উৎপত্তি-প্রণালী শ্রবণ কর॥ ৪৩১

পঞ্চীকৃতেভ্যঃ খাদিভ্যো ভূতেভ্যস্ত্বীক্ষয়েশিতুঃ।
সমুৎপন্নমিদং স্থূলং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্॥ ৪৩২

অন্বয়। ঈশিতুঃ (ঈশ্বরের) ঈক্ষয়া (দর্শনের দ্বারা) পঞ্চীকৃতেভ্যঃ (পঞ্চীকরণসম্পন্ন হইয়াছে এবংবিধ) খাদিভ্যঃ (আকাশাদি) ভূতেভ্যঃ (পাঁচটি ভূত হইতে) ইদম্ (এই) সচরাচরম্ (জঙ্গম ও স্থাবরের সহিত) স্থূলং (দৃশ্যমান) ব্রহ্মাণ্ডং (জগৎ) সমুৎপন্নম্ (উৎপন্ন হইয়াছে)॥ ৪৩২

অনুবাদ। ঈশ্বরের দর্শনদ্বারা আকাশাদি পঞ্চীকৃত পাঁচটি ভূত হইতে স্থাবর-জঙ্গমবিশিষ্ট এই স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৪৩২

ব্রীহ্যাদ্যোষধয়ঃ সর্ব্বা বায়ুতেজোঽম্বুভূময়ঃ।
সর্ব্বেষামপ্যভূদন্নং চতুর্ব্বিধশরীরিণাম্॥ ৪৩৩

অন্বয়। সর্ব্বাঃ (সমস্ত) ব্রীহ্যাদ্যোষধয়ঃ (ধান্য প্রভৃতি ওষধি,—ফল পাকিলে যে বৃক্ষ মারা যায় তাহাকে ওষধি বলে) বায়ুতেজোঽম্বুভূময়ঃ (বায়ু, তেজঃ,

জল এবং পৃথিবী) সর্ব্বেষাং (সকলের) চতুর্ব্বিধশরীরিণামপি (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ এই প্রকার প্রাণীরও) অন্নং (খাদ্য) অভূৎ (হইয়াছিল)॥ ৪৩৩

অনুবাদ। ব্রীহি (ধান্য) প্রভৃতি সমস্ত ওষধি, বায়ু, তেজঃ, জল এবং পৃথিবী জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার প্রাণীর অন্ন (আহার্য্য খাদ্য) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল॥ ৪৩৩

কেচিন্মারুতভোজনাঃ খলু পরে চন্দ্রার্কতেজোঽশনাঃ
কেচিত্তোয়কণাশিনোঽপরিমিতাঃ কেচিত্তু মৃদ্‌ভক্ষকাঃ।
কেচিৎ পর্ণশিলাতৃণাদনপরাঃ কেচিত্তু মাংসাশিনঃ
কেচিদ্ ব্রীহিযবান্নভোজনপরা জীবন্ত্যমী জন্তবঃ॥ ৪৩৪

অন্বয়। কেচিৎ (কোন কোন প্রাণী) মারুতভোজনাঃ (বায়ুভক্ষক) খলু (নিশ্চিত) পরে (অপর প্রাণিগণ) চন্দ্রার্কতেজোঽশনাঃ (চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ ভক্ষণ করে) অপরিমিতাঃ (যাহার পরিমাণ করা যায় না, অনেক) কেচিৎ (কোন কোন প্রাণী) তোয়কণাশিনঃ (জলবিন্দু পান করে) কেচিত্তু (কোন কোন প্রাণী) মৃদ্‌ভক্ষকাঃ (মৃত্তিকা ভক্ষণ করে) কেচিৎ (কোন কোন প্রাণী) পর্ণশিলাতৃণাদনপরাঃ (বৃক্ষপত্র, প্রস্তরখণ্ড ও ঘাস ভক্ষণ করে) কেচিত্তু (পরন্তু কোন কোন প্রাণী) মাংসাশিনঃ (মাংস ভক্ষণশীল) কেচিৎ (কোন কোন প্রাণী) ব্রীহিযবান্নভোজনপরাঃ (ধান্য, যব, অন্ন ভক্ষণ করে) [এইরূপে] অমী (এই) জন্তবঃ (প্রাণিগণ) জীবন্তি (জীবন ধারণ করে)॥ ৪৩৪

অনুবাদ। কোন কোন প্রাণী (সর্পাদি) বায়ু ভক্ষণ করে, অপর প্রাণিগণ চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, বহু প্রাণী জল-বিন্দু পান করিয়া থাকে, কোন কোন জীব মৃত্তিকা ভক্ষণ করে, কোন কোন প্রাণী বৃক্ষপত্র, প্রস্তরখণ্ড ও তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, অপর প্রাণীরা মাংসভোজনশীল, কোন কোন প্রাণী ব্রীহি (ধান্য), যব ও অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, এইরূপে প্রাণিগণ জীবন ধারণ করে॥ ৪৩৪

চতুর্ব্বিধ-জন্তবঃ।

জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাদ্যাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
স্বস্বকর্ম্মানুরূপেণ জাতাস্তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ॥ ৪৩৫

অন্বয়। জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাদ্যাঃ (জরায়ুজ—জরায়ু—গর্ভ-বেষ্টনচর্ম্ম তাহা হইতে জাত, অণ্ডজ—অণ্ড—ডিম্ব হইতে জাত, স্বেদজ—স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম

হইতে জাত, উদ্ভিজ্জ—উদ্ভিদ্ হইতে জাত) চতুর্ব্বিধাঃ (চারিপ্রকার) জন্তবঃ (প্রাণিসমূহ) স্বস্বকর্ম্মানুরূপেণ (নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে) জাতাঃ (জন্ম গ্রহণ করিয়া) তিষ্ঠন্তি (বিদ্যমান আছে) ॥ ৪৩৫

অনুবাদ। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার প্রাণী নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৪৩৫

যেঽত্র জাতা * জরায়ুভ্যস্তে নরাদ্যা জরায়ুজাঃ।
অণ্ডজাস্তে স্যুরণ্ডেভ্যো জাতা যে বিহগাদয়ঃ ॥ ৪৩৬

অন্বয়। অত্র (এই সংসারে) যে (যাহারা) জরায়ুভ্যঃ (জরায়ু—গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম হইতে) জাতাঃ (জন্ম গ্রহণ করিয়াছে) তে (তাহারা) নরাদ্যাঃ (মানুষ প্রভৃতি) জরায়ুজাঃ (জরায়ু হইতে উৎপন্ন), যে (যাহারা) বিহগাদয়ঃ (পক্ষি-সমূহ) অণ্ডেভ্যঃ (অণ্ড—ডিম্ব হইতে) জাতাঃ (উৎপন্ন, জন্ম গ্রহণ করে) তে (তাহারা) অণ্ডজাঃ (অণ্ড—ডিম্ব হইতে উৎপন্ন) স্যুঃ (হয়) ॥ ৪৩৬

অনুবাদ। এই সংসারে যাহারা জরায়ু হইতে উৎপন্ন হয়—তাহাদিগকে জরায়ুজ বলে, যেমন মনুষ্য প্রভৃতি, যাহারা অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে অণ্ডজ বলে, যেমন পক্ষী প্রভৃতি ॥ ৪৩৬

স্বেদাজ্জাতাঃ স্বেদজাস্তে যূকা লূক্ষাদয়োঽপি চ।
ভূমিমুদ্ভিদ্য যে জাতা উদ্ভিজ্জাস্তে দ্রুমাদয়ঃ ॥ ৪৩৭

অন্বয়। যূকাঃ (উকুন) অপি চ (এবং) লূক্ষাদয়ঃ (কীটবিশেষ) [যে= যাহারা] স্বেদাৎ (স্বেদ—অর্থাৎ ঘর্ম্ম বা ক্লেদ বা তাপ হইতে) জাতাঃ (উৎপন্ন) তে (তাহারা) স্বেদজাঃ (স্বেদ হইতে উৎপন্ন), যে (যাহারা) ভূমিং (মৃত্তিকা) উদ্ভিদ্য (ভেদ করিয়া) জাতাঃ (জন্মগ্রহণ করে) তে (তাহারা) দ্রুমাদয়ঃ (বৃক্ষসমূহ) উদ্ভিজ্জাঃ (উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন) ॥ ৪৩৭

অনুবাদ। যূক (উকুন) লূক্ষ (কীটবিশেষ) প্রভৃতি যাহারা স্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে স্বেদজ বলে, যাহারা ভূমি ভেদ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ বলা যায়, যেমন বৃক্ষ প্রভৃতি ॥ ৪৩৭

ইদং স্থূলবপুর্জাতং ভৌতিকঞ্চ চতুর্ব্বিধম্।
সামান্যেন সমষ্টিঃ স্যাদেকধীবিষয়ত্বতঃ ॥ ৪৩৮

অন্বয়। ইদম্ (এই) চতুর্ব্বিধং (চারি প্রকার) ভৌতিকং (ভূত হইতে উৎপন্ন) স্থূলবপুঃ (স্থূল শরীর) জাতম্ (উৎপন্ন হইয়াছে), একধীবিষয়ত্বতঃ (এক জ্ঞানের—বিরাট্ পুরুষের জ্ঞানের বিষয় বলিয়া) সামান্যেন (জাতিরূপে) সমষ্টিঃ (এক) স্যাৎ (হয়) ॥ ৪৩৮

* যত্র জাতা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

অনুবাদ। [এইরূপে] এই চারিপ্রকার ভৌতিক স্থূল শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, এক জ্ঞানের (বিরাট্ পুরুষের জ্ঞানের) বিষয় বলিয়া ইহাকে জাতিরূপে সমষ্টি বলা হয়॥ ৪৩৮

এতৎ সমষ্ট্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যং ফলসংযুতম্।
প্রাহুর্বৈশ্বানর ইতি বিরাডিতি চ বৈদিকাঃ॥ ৪৩৯

অন্বয়। বৈদিকাঃ (বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ) ফলসংযুতং (ফলযুক্ত) এতৎ (এই) সমষ্ট্যবচ্ছিন্নং (স্থূলশরীর-সমষ্টিবিশিষ্ট) চৈতন্যং (চেতনাশক্তিকে) বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর এই নাম) ইতি (ইহা) বিরাট্ (বিরাটসংজ্ঞক) ইতি চ (ইহাও) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন)॥ ৪৩৯

অনুবাদ। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ ফলসংযুক্ত এই সমষ্টি স্থূলশরীরবিশিষ্ট চৈতন্যকে 'বৈশ্বানর' এবং "বিরাট্" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন॥ ৪৩৯

বৈশ্বানরো বিশ্বনরেম্বাত্মত্বেনাভিমানতঃ।
বিরাট্ স্যাদ্বিবিধত্বেন স্বয়মেব বিরাজনাৎ॥ ৪৪০

অন্বয়। বিশ্বনরেষু (জগতের সমস্ত মনুষ্যে—প্রাণীতে) আত্মত্বেন (আত্মভাবে, আত্মারূপে) অভিমানতঃ (অভিমান করায়) বৈশ্বানরঃ (এই নামে) [স্যাৎ=হন], স্বয়মেব (নিজেই) বিবিধত্বেন (নানাভাবে, মনুষ্য পশু প্রভৃতি রূপে) বিরাজনাৎ (বিরাজমান থাকেন বলিয়া) বিরাট্ (বিরাট্-সংজ্ঞক) স্যাৎ (হন)॥ ৪৪০

অনুবাদ। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় মনুষ্যের (জীবের) [স্থূলশরীরে] আত্মারূপে অর্থাৎ স্বকীয়ত্বরূপে অভিমান থাকায় তাঁহাকে 'বৈশ্বানর' বলা যায়, এবং তিনিই নানাভাবে [দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যরূপে] বিরাজমান থাকেন, এইজন্য তাঁহাকে 'বিরাট্' নামে অভিহিত করা হয়॥ ৪৪০

চতুর্ব্বিধং ভূতজাতং তত্তজ্জাতিবিশেষতঃ।
নৈকধীবিষয়ত্বেন পূর্ব্ববদ্ব্যষ্টিরিষ্যতে॥ ৪৪১

অন্বয়। তত্তজ্জাতিবিশেষতঃ (মনুষ্য, পক্ষী, কীট এবং বৃক্ষাদি বিশেষ বিশেষ জাতিরূপে পরিণত হওয়ায়) চতুর্ব্বিধং (জরায়ুজ প্রভৃতি চারি প্রকার) ভূতজাতং (প্রাণিসমূহ) নৈকধীবিষয়ত্বেন (অনেক জ্ঞানের গোচর বলিয়া) পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বের ন্যায়—সূক্ষ্ম শরীরের ন্যায়) ব্যষ্টিঃ (ভিন্ন ভিন্ন) ইষ্যতে (ইষ্ট হয়)॥ ৪৪১

অনুবাদ। জরায়ুজ প্রভৃতি চারিপ্রকার প্রাণিসমূহ—মনুষ্য, পক্ষী, কীট, বৃক্ষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হওয়ায় অনেকের বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে, তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় 'ব্যষ্টি' বলা যায়॥ ৪৪১

সাভাসং ব্যষ্ট্যুপহিতং তত্তাদাত্ম্যমুপাগতম্।
চৈতন্যং বিশ্ব ইত্যাহুর্বেদান্তনয়কোবিদাঃ ॥ ৪৪২

অন্বয়। বেদান্তনয়কোবিদাঃ (বেদান্তশাস্ত্রে নিপুণ পণ্ডিতগণ) ব্যষ্ট্যুপহিতং (ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ স্থূলশরীর উপাধিযুক্ত) তত্তাদাত্ম্যং (ব্যষ্টি স্থূলশরীরের সহিত একাত্মভাব) উপাগতং (প্রাপ্ত) সাভাসম্ (আভাস—চৈতন্য-স্ফুরণযুক্ত) চৈতন্যং (চেতনাশক্তিকে) বিশ্বঃ (বিশ্ব) ইতি (ইহা) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ৪৪২

অনুবাদ। বেদান্তশাস্ত্রে পণ্ডিত মনীষিগণ ব্যষ্টি স্থূলশরীর উপাধিযুক্ত এবং তাহার সহিত একাত্মভাবপ্রাপ্ত সাভাস চৈতন্যকে 'বিশ্ব' বলিয়া থাকেন ॥ ৪৪২

বিশ্বোঽস্মিন্ স্থূলদেহেঽত্র স্বাভিমানেন তিষ্ঠতি।
যতস্ততো বিশ্ব ইতি নাম্না সার্থো ভবত্যয়ম্ ॥ ৪৪৩

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু) অত্র (এই সংসারে) বিশ্বঃ (বিশ্বনামক জীব) অস্মিন্ (এই) স্থূলদেহে (স্থূলশরীরে) স্বাভিমানেন (নিজত্বাভিমানের দ্বারা) তিষ্ঠতি (থাকেন) ততঃ (তজ্জন্য) অয়ম্ (এই) বিশ্বঃ (বিশ্ব) ইতি (এই) নাম্না (নামে) সার্থঃ (সার্থক) ভবতি (হয়) ॥ ৪৪৩

অনুবাদ। এই সংসারমণ্ডলে স্থূলদেহে নিজত্বের অভিমান করায়, তিনি 'বিশ্ব' এই সার্থক নাম ধারণ করেন ॥ ৪৪৩

ব্যষ্টিরেষাস্য বিশ্বস্য ভবতি স্থূলবিগ্রহঃ।
উচ্যতেঽন্নবিকারিত্বাৎ কোশোঽন্নময় ইত্যয়ম্ ॥ ৪৪৪

অন্বয়। অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) এষা (এই) ব্যষ্টিঃ (ব্যষ্টি শরীর) স্থূলবিগ্রহঃ (স্থূল শরীর) ভবতি (হয়), অয়ম্ (এই স্থূল শরীর) অন্নবিকারিত্বাৎ (অন্নের বিকার অর্থাৎ পরিণাম বলিয়া) অন্নময়ঃ (অন্নময়নামক) কোশঃ (কোশ) ইতি (ইহা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৪৪৪

অনুবাদ। বিশ্বের এই ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ শরীরের নাম স্থূলশরীর, এই স্থূলশরীর অন্নের পরিণাম বলিয়া ইহাকে 'অন্নময় কোশ' বলা হইয়া থাকে ॥ ৪৪৪

দেহোঽয়ং পিতৃভুক্তান্নবিকারাৎ শুক্রশোণিতাৎ।
জাতঃ প্রবর্দ্ধতেঽন্নেন তদভাবে বিনশ্যতি ॥ ৪৪৫

অন্বয়। পিতৃভুক্তান্নবিকারাৎ (পিতা ও মাতা কর্তৃক ভুক্ত অন্নের পরিণাম) শুক্রশোণিতাৎ (রেতঃ এবং রক্ত হইতে) জাতঃ (উৎপন্ন) অয়ম্ (এই) দেহঃ (শরীর) অন্নেন (অন্ন দ্বারা) প্রবর্দ্ধতে (বর্দ্ধিত হয়) তদভাবে (অন্নের অভাবে) বিনশ্যতি (নষ্ট হয়) ॥ ৪৪৫

অনুবাদ। পিতা ও মাতা কর্ত্তৃক ভুক্ত অন্নের পরিণামভূত শুক্র ও শোণিত হইতে উৎপন্ন এই শরীর অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হয় এবং অন্নের অভাব হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৪৪৫

তস্মাদন্নবিকারিত্বেনায়মন্নময়ো মতঃ।

আচ্ছাদকত্বাদেতস্যাপ্যসেঃ কোশবদাত্মনঃ॥ ৪৪৬

অন্বয়। তস্মাৎ (তজ্জন্য, অতএব) অয়ম্ (এই স্থূলদেহ) অন্ন-বিকারিত্বেন (অন্নের পরিণাম বলিয়া) অসেঃ (খড়্গের) কোশবৎ (খাপের ন্যায়) এতস্যাপি আত্মনঃ (এই আত্মারও) আচ্ছাদকত্বাৎ (আবরক বলিয়া) অন্নময়ঃ (অন্নময় কোশ) মতঃ (সম্মত)॥ ৪৪৬

অনুবাদ। অতএব এই স্থূল দেহ অন্নের পরিণাম এবং খড়্গের কোশের (খাপের) ন্যায় আত্মাকে আবরণ করে বলিয়া ইহাকে অন্নময় কোশ বলা যায়॥ ৪৪৬

আত্মনঃ স্থূলভোগানামেতদায়তনং বিদুঃ।

শব্দাদিবিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে স্থূলান্ স্থূলাত্মনি স্থিতঃ॥ ৪৪৭

অন্বয়। এতৎ (এই স্থূলশরীর) আত্মনঃ (আত্মার) স্থূলভোগানাং (স্থূল বিষয়ের উপভোগের) আয়তনম্ (আশ্রয়—অবলম্বন) বিদুঃ (বলেন); [আত্মা] স্থূলাত্মনি (স্থূল আত্মায়—শরীরে) স্থিতঃ (বর্ত্তমান) স্থূলান্ (স্থূল) শব্দাদি বিষয়ান্ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়) ভুঙ্‌ক্তে (উপভোগ করে)॥ ৪৪৭

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ এই স্থূল দেহকে আত্মার স্থূল বিষয়ভোগের আশ্রয় বলিয়া থাকেন, আত্মা এই স্থূল দেহে বিদ্যমান থাকিয়া শব্দ-স্পর্শাদি স্থূল বিষয়সমূহ উপভোগ করেন॥ ৪৪৭

বহিরাত্মা ততঃ স্থূলভোগায়তনমুচ্যতে।

ইন্দ্রিয়ৈরুপনীতানাং শব্দাদীনাময়ং স্বয়ম্।

দেহেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ৪৪৮

অন্বয়। ততঃ (অতএব) বহিরাত্মা (বাহ্য আত্মা—স্থূলদেহ) স্থূলভোগায়তনং (স্থূল বিষয়ভোগের আশ্রয়) উচ্যতে (কথিত হয়) অয়ম্ (আত্মা) স্বয়ং (নিজে) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণকর্ত্তৃক) উপনীতানাম্ (উপহৃত, আনীত) শব্দাদীনাং (শব্দস্পর্শাদির) [ভোগায়তনম্=ভোগায়তন], মনীষিণঃ (সাধুগণ) দেহেন্দ্রিয়-মনোযুক্তঃ (শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনের বিশিষ্ট) [আত্মানম্=আত্মাকে] ভোক্তা (উপভোগকারী) ইতি (ইহা) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)॥ ৪৪৮

অনুবাদ। অতএব বাহ্য আত্মা (স্থূলদেহ)-কে স্থূল বস্তুর উপভোগের

আশ্রয় বলা হয়; এই স্থূল দেহে ইন্দ্রিয়সমূহ কর্তৃক উপস্থাপিত শব্দস্পর্শ প্রভৃতি বিষয়সমূহ ভোগ করেন; এই জন্য পণ্ডিতেরা শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনোবিশিষ্ট আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া থাকেন ॥ ৪৪৮

একাদশদ্বারবতীহ দেহে
সৌধে মহারাজ ইবাক্ষবর্গৈঃ।
সংসেব্যমানো বিষয়োপভোগা-
নুপাধিসংস্থো বুভুজেহয়মাত্মা ॥ ৪৪৯

অন্বয়। অয়ম্ (এই) আত্মা (জীব) উপাধিসংস্থঃ (উপাধিবিশিষ্ট অর্থাৎ অন্য হইতে পৃথক্‌কারী ধর্ম্মবিশিষ্ট) [সন্=হইয়া] সৌধে (অট্টালিকায়) মহারাজইব (নৃপতির ন্যায়) একাদশদ্বারবতি (কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি এবং মনোরূপ একাদশ দ্বারযুক্ত—সৌধপক্ষে এগারটি দরজা) ইহ (এই) দেহে (শরীরে) অক্ষবর্গৈঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা, সৌধপক্ষে গবাক্ষসমূহ দ্বারা) সংসেব্যমানঃ (সেবিত হইয়া) বিষয়োপভোগান্ (বিষয়-ভোগসমূহ) বুভুজে (ভোগ করে) ॥ ৪৪৯

অনুবাদ। মহারাজ যেরূপ অনেকদ্বারবিশিষ্ট অট্টালিকায় বাস করিয়া বিবিধ বিষয় উপভোগ করেন, তদ্রূপ এই আত্মা উপাধিবিশিষ্ট হইয়া একাদশদ্বার (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনো)-যুক্ত দেহে ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক সেবিত হইয়া বিবিধ বিষয়ের উপভোগ করেন ॥ ৪৪৯

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি নিজদৈবতচোদিতানি
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যপি তথা মন-আদিকানি।
স্বস্বপ্রয়োজনবিধৌ নিয়তানি সন্তি
যত্নেন কিঙ্করজনা ইব তং ভজন্তে ॥ ৪৫০

অন্বয়। নিজদৈবতচোদিতানি (নিজ নিজ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কর্তৃক প্রেরিত) জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যপি (কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটিও) তথা (তদ্বৎ) মন-আদিকানি (মনঃ প্রভৃতি) স্বস্বপ্রয়োজনবিধৌ (নিজ নিজ কার্য্যে) নিয়তানি সন্তি (নিযুক্ত হইয়া) কিঙ্করজন ইব (ভৃত্যগণের ন্যায়) যত্নেন (যত্নপূর্ব্বক) তম্ (আত্মাকে) ভজন্তে (ভজনা করে) ॥ ৪৫০

অনুবাদ। নিজ নিজ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-কর্তৃক প্রেরিত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি প্রভৃতি নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ভৃত্যের ন্যায় যত্নসহকারে তাঁহাকে (আত্মাকে) ভজনা করে ॥ ৪৫০

যত্রোপভুঙ্‌ক্তে বিষয়ান্ স্থূলানেষ মহামতিঃ।
অহং মমেতি সৈষাস্যাবস্থা জাগ্রদিতীর্য্যতে ॥ ৪৫১

অন্বয়। যত্র (যে অবস্থায়) এষঃ (এই) মহামতিঃ (মহামনাঃ, জীব) অহম্ (আমি) মম (আমার) ইতি (এইরূপে) স্থুলান্ (স্থুল) বিষয়ান্ (শব্দস্পর্শাদিবিষয়সমূহ) উপভুঙ্‌ক্তে (উপভোগ করেন), সা (সেই) এষা (এই) অস্য (আত্মার) জাগ্রৎ (প্রবুদ্ধ, জাগরিত) অবস্থা (অবস্থা) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৪৫১

অনুবাদ। যে অবস্থায় এই মহামনাঃ আত্মা "অহং মম" (আমি ভোগ করিতেছি, আমার ইহা ভোগ্য) এইরূপে স্থুল বিষয়সমূহ উপভোগ করেন, তাহাকে আত্মার জাগ্রদবস্থা বলা হয়॥ ৪৫১

এতৎসমষ্টিব্যষ্ট্যোশ্চোভয়োরপ্যভিমানিনোঃ।
তদ্‌বিশ্ববৈশ্বানরয়োরভেদঃ পূর্ব্ববন্মতঃ॥ ৪৫২

অন্বয়। এতৎসমষ্টিব্যষ্ট্যোঃ (এই সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্থুল শরীরের) চ (এবং) উভয়োরপি (দুয়েরও) অভিমানিনোঃ (সমষ্টি ও ব্যষ্টি শরীরের অভিমানী) তদ্‌বিশ্ববৈশ্বানরয়োঃ অভেদঃ (সেই বিশ্ব এবং বৈশ্বানরের একাত্মতা) পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বের ন্যায়, তৈজস সূত্রাত্মার ন্যায়) মতঃ (অভিমত, মনে করা হয়)॥ ৪৫২

অনুবাদ। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্থুলশরীর এবং উভয়বিধ স্থুলশরীরাভিমানী বিশ্ব এবং বৈশ্বানরের পূর্ব্বের ন্যায় অভেদ জানিবে॥ ৪৫২

স্থূলসূক্ষ্মকারণাখ্যাঃ প্রপঞ্চা যে নিরূপিতাঃ।
তে সর্ব্বেঽপি মিলিত্বৈকঃ প্রপঞ্চোঽপি মহান্ ভবেৎ॥ ৪৫৩

অন্বয়। যে (যাহা) স্থুলসূক্ষ্মকারণাখ্যাঃ (স্থুল এবং সূক্ষ্ম যাহার কারণ, এইরূপ নামধারী) প্রপঞ্চাঃ (জগৎসমূহ) নিরূপিতাঃ (স্থিরীকৃত হইয়াছে) তে (তাহারা) সর্ব্বেঽপি (সকলেও) মিলিত্বা (মিলিত হইয়া) একঃ (সমষ্টি) মহান্ (বৃহৎ) প্রপঞ্চোঽপি (জগৎও) ভবেৎ (হয়)॥ ৪৫৩

অনুবাদ। স্থুলসূক্ষ্মকারণবিশিষ্ট যে সমস্ত প্রপঞ্চ (জগৎ) নিরূপিত হইয়াছে, সেই সমুদয় মিলিত হইয়া এক বৃহৎ প্রপঞ্চে পরিণত হয়॥ ৪৫৩

মহাপ্রপঞ্চাবচ্ছিন্নং বিশ্বপ্রাজ্ঞাদিলক্ষণম্।
বিরাড়াদীশপর্য্যন্তং চৈতন্যং চৈকমেব তৎ॥ ৪৫৪

অন্বয়। মহাপ্রপঞ্চাবচ্ছিন্নং (বিশাল জগৎ দ্বারা যে অবচ্ছিন্ন—বিশিষ্ট) বিশ্বপ্রাজ্ঞাদিলক্ষণম্ (বিশ্বপ্রাজ্ঞাদিরূপ) বিরাড়াদীশপর্য্যন্তং (বিরাট্ হইতে ঈশ পর্য্যন্ত) তৎ (সেই) চৈতন্যং (চেতনা) চ (ও) একমেব (অভিন্নই)॥ ৪৫৪

অনুবাদ। সেই বিশাল জগদ্‌বিশিষ্ট বিশ্ব প্রাজ্ঞাদিরূপ এবং বিরাট্ হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত চৈতন্য অভিন্ন॥ ৪৫৪

যদনাদ্যন্তমব্যক্তং চৈতন্যমজমক্ষরম্।
মহাপ্রপঞ্চেন সহাবিবিক্তং সদয়োঽগ্নিবৎ॥ ৪৫৫

অন্বয়। যৎ (যে) অনাদ্যন্তম্ (উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত) অজং (জন্মশূন্য) অব্যক্তম্ (অনভিব্যক্ত, অপ্রকাশিত) অক্ষরং (নাশশূন্য) চৈতন্যং (চেতনা) মহাপ্রপঞ্চেন (সমষ্টি জগতের) সহ (সহিত) অয়োঽগ্নিবৎ (লৌহ এবং অগ্নির ন্যায়) অবিবিক্তম্ (অপৃথগ্‌ভূত—অভিন্ন) সৎ (হইয়া) [বর্ত্ততে= থাকেন]॥ ৪৫৫

অনুবাদ। যে উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত অজ অব্যক্ত অক্ষর চৈতন্য লৌহ এবং অগ্নির ন্যায় মহাপ্রপঞ্চের (সমষ্টি জগতের) সহিত অভিন্নভাবে বিদ্যমান আছেন॥ ৪৫৫

তৎ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যস্য বাক্যস্য পণ্ডিতৈঃ।
বাচ্যার্থ ইতি নির্ণীতং বিবিক্তং লক্ষ্য ইত্যপি॥ ৪৫৬

অন্বয়। পণ্ডিতৈঃ (পণ্ডিতগণকর্তৃক) তৎ (সেই মহাপ্রপঞ্চের সহিত অভিন্ন চৈতন্য) সর্ব্বং (সমস্ত) খলু (নিশ্চিত) ইদম্ (ইহা) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপ) ইতি (এই) অস্য (এই) বাক্যস্য (বাক্যের) বাচ্যার্থঃ (অভিধেয় বা মুখ্য রূপ) ইতি (ইহা) নির্ণীতং (স্থিরীকৃত হইয়াছে) বিবিক্তং (ভিন্ন হইয়া) লক্ষ্যঃ (লক্ষ্যার্থ, গৌণ অর্থ) ইতি (এইরূপ) অপি (ও)॥ ৪৫৬

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ মহাপ্রপঞ্চের সহিত অভিন্ন সেই চৈতন্যকে "এই সমস্তই ব্রহ্ম" এই বাক্যের বাচ্যার্থ স্থির করিয়াছেন এবং তাহা বিবিক্ত (পৃথক্) হইলে তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলা যায়॥ ৪৫৬

স্থূলাদ্যজ্ঞানপর্য্যন্তং কার্য্যকারণলক্ষণম্।
দৃশ্যং সর্ব্বমনাত্মেতি বিজানীহি বিচক্ষণ॥ ৪৫৭

অন্বয়। হে বিচক্ষণ (হে বিবেচক) স্থূলাদ্যজ্ঞানপর্য্যন্তং (স্থূল প্রপঞ্চ অর্থাৎ জগৎ হইতে অবিদ্যা অবধি) কার্য্যকারণলক্ষণং (কার্য্যকারণরূপ) সর্ব্বং (সমস্ত) দৃশ্যং (জড়বর্গ) অনাত্মা (আত্মভিন্ন) ইতি (ইহা) বিজানীহি (জানিও)॥ ৪৫৭

অনুবাদ। হে বিচক্ষণ! স্থূল জগৎ হইতে অজ্ঞান অবধি কার্য্যকারণরূপ এই সমস্ত দৃশ্যকে অনাত্মা (আত্মা হইতে ভিন্ন) বলিয়া জানিও॥ ৪৫৭

আত্ম-নিরূপণম্।

অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিদ্রষ্টৃ নিত্যমবিক্রিয়ম্।
চৈতন্যং যত্তদাত্মেতি বুদ্ধ্যা বুধ্যস্ব সূক্ষ্ময়া॥ ৪৫৮

অন্বয়। অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিদ্রষ্টৃ (অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণের বৃত্তি অর্থাৎ পরিণামের দ্রষ্টা—সাক্ষী) নিত্যং (হ্রাসবৃদ্ধিরহিত) অবিক্রিয়ং (বিকার-শূন্য) যৎ (যে) চৈতন্যং (চেতনাশক্তি) তৎ (সেই) আত্মা (স্বরূপ) ইতি (ইহা)

সূক্ষ্ময়া (সরু, গূঢ় বিষয় বুঝিতে সমর্থ) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা—মনের দ্বারা) বুধ্যস্ব (জান) ॥ ৪৫৮

অনুবাদ। অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণবৃত্তির দ্রষ্টা (সাক্ষী) নিত্য বিকার-শূন্য চৈতন্যই আত্মা, তাঁহাকে সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা অবগত হও ॥ ৪৫৮

এষ প্রত্যক্ স্বপ্রকাশো নিরংশো-
ঽসঙ্গঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বদৈকস্বভাবঃ।
নিত্যাখণ্ডানন্দরূপো নিরীহঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ৪৫৯

অন্বয়। এষঃ (এই) প্রত্যক্ (আত্মা) স্বপ্রকাশঃ (অন্যের প্রকাশ অপেক্ষা না করিয়া প্রকাশস্বরূপ, স্বয়ং প্রকাশশীল) নিরংশঃ (অংশবিহীন) অসঙ্গঃ (সঙ্গরাহিত) শুদ্ধঃ (দোষশূন্য) সর্ব্বদৈকস্বভাবঃ (সকল সময় একরূপ) নিত্যা-খণ্ডানন্দরূপঃ (সর্ব্বদা অখণ্ডসুখস্বরূপ) নিরীহঃ (চেষ্টাশূন্য, ক্রিয়ারহিত) সাক্ষী (উদাসীন দ্রষ্টা) চেতা (জ্ঞানরূপ) কেবলঃ (শুদ্ধ—দেহান্তঃকরণাদি-সঙ্গশূন্য) চ (এবং) নির্গুণঃ (গুণরহিত) ॥ ৪৫৯

অনুবাদ। এই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, অংশরহিত, সঙ্গশূন্য (আসক্তিহীন), শুদ্ধ, সর্ব্বদা একরূপ, অবিনশ্বর—অখণ্ড আনন্দস্বরূপ, ক্রিয়াশূন্য, সাক্ষী (দ্রষ্টা), জ্ঞান-স্বরূপ, কেবল (শুদ্ধ) এবং নির্গুণ ॥ ৪৫৯

নৈব প্রত্যগ্ জায়তে বর্দ্ধতে নো
কিঞ্চিন্নাপক্ষীয়তে নৈব নাশম্।
আত্মা নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
নাসৌ হন্যো হন্যমানে শরীরে ॥ ৪৬০

অন্বয়। প্রত্যক্ (প্রত্যগাত্মা—জীবাত্মা) নৈব জায়তে (নিশ্চয়ই জন্ম-গ্রহণ করে না) নো বর্দ্ধতে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না) কিঞ্চিৎ (কিছুমাত্র) ন অপক্ষীয়তে (হ্রাস হয় না) নৈব নাশম্ [এতি] (নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না) অয়ম্ (এই) আত্মা (স্বরূপ, আত্মা) নিত্যঃ (অবিনাশী) শাশ্বতঃ (সদা বিদ্যমান) পুরাণঃ (পুরাতন); শরীরে (দেহে) হন্যমানে (বিনাশিত হইলে) অসৌ (এই আত্মা) ন হন্যঃ (বধ্য নহে) ॥ ৪৬০

অনুবাদ। প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা) জন্মগ্রহণ করে না, বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, এবং ইহার বিনাশ নাই, এই আত্মা নিত্য, সর্ব্বদা বর্ত্তমান এবং পুরাণ; শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না ॥ ৪৬০

জন্মাস্তিত্ববিবৃদ্ধয়ঃ পরিণতিশ্চাপক্ষিতির্নাশনং
দৃশ্যস্যৈব ভবন্তি ষড়্ বিকৃতয়ো নানাবিধা ব্যাধয়ঃ।

স্থূলত্বাদি চ নীলতাদ্যপি মিতির্বর্ণাশ্রমাদিপ্রথা
দৃশ্যন্তে বপুষো নচাত্মন ইমে তদ্‌বিক্রিয়াসাক্ষিণঃ ॥ ৪৬১

অন্বয়। জন্মাস্তিত্ববিবৃদ্ধয়ঃ (উৎপত্তি, স্থিতি বা অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি) পরিনতিঃ (পরিণাম) অপক্ষিতিঃ (অপক্ষয়—হ্রাস) নাশনঞ্চ (এবং বিনাশ) [এতাঃ—এই সকল] ষট্ (ছয়টি) বিকৃতয়ঃ (বিকার) নানাবিধাঃ (অনেকপ্রকার) ব্যাধয়শ্চ (এবং রোগ) দৃশ্যস্যৈব (দেহাদিদৃশ্যপদার্থেরই) ভবন্তি (হইয়া থাকে); স্থূলত্বাদি (স্থূলত্ব প্রভৃতি) নীলত্বাদি চ অপি (এবং নীলতা, কৃষ্ণত্ব প্রভৃতিও) মিতিঃ (পরিমাণ) বর্ণাশ্রমাদিপ্রথা (বর্ণাশ্রমপদ্ধতি) ইমে (এই সমস্ত) [ধর্ম্মাঃ—ধর্ম্ম] বপুষঃ (শরীরের) দৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হয়) তদ্‌বিক্রিয়াসাক্ষিণঃ (দেহাদির বিকারের সাক্ষী—দ্রষ্টা) আত্মনশ্চ ন (পরন্তু আত্মার হয় না) ॥ ৪৬১

অনুবাদ। জন্ম. অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় (হ্রাস), বিনাশ—এই ছয়টি [ভাব পদার্থের] বিকার এবং নানাপ্রকার ব্যাধি দেহাদি দৃশ্যেরই ঘটিয়া থাকে। স্থূলত্ব কৃষ্ণত্ব প্রভৃতি পরিমাণ এবং বর্ণাশ্রমাদি প্রথা শরীরে পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এইগুলি দেহাদি পরিণামের সাক্ষীভূত আত্মার ধর্ম্ম নহে ॥ ৪৬১

অস্মিন্নাত্মন্যনাত্মত্বমনাত্মন্যাত্মতাং পুনঃ।
বিপরীততয়াধ্যস্য সংসরন্তি বিমোহতঃ ॥ ৪৬২

অন্বয়। [জনাঃ—লোক সকল] বিমোহতঃ (ভ্রান্তিবশতঃ) অস্মিন্ (এই) আত্মনি (আত্মায়) অনাত্মত্বং (দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মার ধর্ম্মকে) পুনঃ (আবার) বিপরীততয়া (বিপরীতভাবে) অনাত্মনি (দেহেন্দ্রিয়াদিতে) আত্মতাম্ (আত্মাকে) অধ্যস্য (আরোপ করিয়া) সংসরন্তি (সংসার অর্থাৎ জন্মমরণ লাভ করে) ॥ ৪৬২

অনুবাদ। লোক সকল মোহবশতঃ আত্মায় দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মাকে এবং আবার বিপরীতভাবে অনাত্মায় আত্মাকে আরোপ করিয়া জন্ম-মরণ-প্রবাহে নিপতিত হয় ॥ ৪৬২

ভ্রান্ত্যা মনুষ্যোঽহমহং দ্বিজোঽহং
তজ্জ্ঞোঽহমজ্ঞোঽহমতীব পাপী।
ভ্রষ্টোঽস্মি শিষ্টোঽস্মি সুখী চ দুঃখী-
ত্যেবং বিমুহ্যাত্মনি কল্পয়ন্তি ॥ ৪৬৩

অন্বয়। [মূঢ়াঃ=মূঢ়গণ] ভ্রান্ত্যা (মোহবশতঃ) অহম্ (আমি) মনুষ্যঃ (মানুষ) অহম্ (আমি) দ্বিজঃ (দ্বিজাতি) অহম্ (আমি) তজ্জ্ঞঃ (সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ) অহম্ (আমি) অজ্ঞঃ (জ্ঞানহীন) অহম্ (আমি) অতীব (অত্যন্ত) পাপী (পাপযুক্ত) অস্মি (হই) ভ্রষ্টঃ (পতিত, অশিষ্ট) অস্মি (হই)

শিষ্টঃ (সাধু, সজ্জন) সুখী (সুখযুক্ত) দুঃখী চ (এবং দুঃখযুক্ত) ইতি (ইহা) এবম্ (এরূপ) বিমুহ্য (মোহপ্রাপ্ত হইয়া) আত্মনি (আত্মায়) কল্পয়ন্তি (কল্পনা করে—আরোপ করে) ॥ ৪৬৩

অনুবাদ। মূঢ়গণ ভ্রান্তিবশতঃ আমি মনুষ্য, আমি দ্বিজ, আমি জ্ঞানী, আমি অজ্ঞ, আমি ভ্রষ্ট, আমি শিষ্ট, আমি সুখী, আমি দুঃখী—আত্মাতে এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ৪৬৩

অনাত্মনো জন্মজরামৃতিক্ষুধা-
তৃষ্ণাসুখক্লেশভয়াদিধর্ম্মান্।
বিপর্য্যয়েণ হ্যতথাবিধেঽস্মি-
ন্নারোপয়ন্ত্যাত্মনি বুদ্ধিদোষাৎ ॥ ৪৬৪

অন্বয়। [জনাঃ—লোক সকল] বুদ্ধিদোষাৎ (বুদ্ধির দোষবশতঃ—ভ্রমবশতঃ) অতথাবিধে (সেইরূপ নহে—জন্মাদিধৰ্ম্মবান্ নহে এইরূপ) অস্মিন্ (এই) আত্মনি (আত্মায়) অনাত্মনঃ (অনাত্মার—দেহেন্দ্রিয়াদির) জন্মজরামৃতিক্ষুধা-তৃষ্ণাসুখ-ক্লেশভয়াদিধৰ্ম্মান্ (উৎপত্তি, বার্দ্ধক্য, মরন, ক্ষুধা, পিপাসা, সুখ, কষ্ট, ভীতি প্রভৃতি ধৰ্ম্মসমূহকে) বিপর্য্যয়েণ (বিপরীত ভাবে) আরোপয়ন্তি হি (নিশ্চয়ই আরোপ করে) ॥ ৪৬৪

অনুবাদ। জীবগণ ভ্রমবশতঃ জন্মাদিরহিত আত্মাতে জন্ম, জরা, মরণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লেশ প্রভৃতি অনাত্মার ধৰ্ম্মসমূহকে বিপরীত ভাবে আরোপ করিয়া থাকে ॥ ৪৬৪

ভ্রান্ত্যা যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন গুণেন বা।
দোষেণাপ্যণুমাত্রেণ স ন সম্বধ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৪৬৫

অন্বয়। ভ্রান্ত্যা (ভ্রমবশতঃ) যত্র (যাহাতে—রজ্জু প্রভৃতিতে) যদধ্যাসঃ (যাহার—সর্পাদির অধ্যাস—আরোপ) তৎকৃতেন (অধ্যাস-কৃত) গুণেন (গুণদ্বারা) বা (কিংবা) দোষেণাপি (দোষ দ্বারাও) অণুমাত্রেণ (স্বল্পপরিমাণে) সঃ (সেই পদার্থ—রজ্জু প্রভৃতি) ক্বচিৎ (কোথায়ও) ন সম্বধ্যতে (যুক্ত হয় না) ॥ ৪৬৫

অনুবাদ। ভ্রান্তিবশতঃ যাহাতে (রজ্জু প্রভৃতিতে) যাহার (সর্পাদির) অধ্যাস হয়, সেই অধ্যাসকৃত গুণ বা দোষের দ্বারা সেই বস্তু (রজ্জু প্রভৃতি) অণুমাত্রও যুক্ত হয় না ॥ ৪৬৫

কিং মরুন্মৃগতৃষ্ণাম্বুপূরেণার্দ্রত্বমৃচ্ছতি।
দৃষ্টিসংস্থিতপীতেন শঙ্খঃ পীতায়তে কিমু ॥ ৪৬৬

অন্বয়। মরুৎ (বায়ু) মৃগতৃষ্ণাম্বুপূরেণ (মরীচিকার জলরাশি দ্বারা)

আর্দ্রত্বং (সিক্তত্ব—ভিজান অবস্থা) ঋচ্ছতি কিং (প্রাপ্ত হয় কি ?) শঙ্খঃ (শাঁখ) দৃষ্টিসংস্থিতপীতেন (চক্ষুতে স্থিত পীতের দ্বারা) পীতায়তে কিমু ? (পীতবর্ণ হয় কি ?) ॥ ৪৬৬

অনুবাদ। মরীচিকার জলরাশি দ্বারা বায়ু কি [কখন] আর্দ্র হয় ? নেত্র-স্থিত পীত দ্বারা শঙ্খ কি পীতবর্ণ ধারণ করে ? ॥ ৪৬৬

বালকল্পিতনৈল্যেন ব্যোম কিং মলিনায়তে।

শিষ্যঃ

প্রত্যগাত্মন্যবিষয়েঽনাত্মাধ্যাসঃ কথং প্রভো ॥ ৪৬৭

অন্বয়। ব্যোম (আকাশ) বালকল্পিতনৈল্যেন (অজ্ঞ কর্তৃক কল্পিত নীলবর্ণ দ্বারা) মলিনায়তে কিং (মলিনতা প্রাপ্ত হয় কি ?)

শিষ্যঃ (শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন)

হে প্রভো ! অবিষয়ে (বিষয়-রহিত) প্রত্যগাত্মনি (ব্যাপক আত্মায়, জীবাত্মায়) অনাত্মাধ্যাসঃ (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মার আরোপ) কথং (কিরূপে) [ভবতি = হয়] ? ॥ ৪৬৭

অনুবাদ। অজ্ঞ-কর্তৃক কল্পিত নীলবর্ণের দ্বারা আকাশ কি মলিনতা ধারণ করে ?

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রভো ! অবিষয় ব্যাপক আত্মায় (জীবাত্মায়) দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মার আরোপ কিরূপে সম্ভব হয় ? ॥ ৪৬৭

পুরো দৃষ্টে হি বিষয়েঽধ্যস্যন্তি বিষয়ান্তরম্।

তদ্দৃষ্টং শুক্তিরজ্জ্বাদৌ সাদৃশ্যাদ্যনুবন্ধতঃ ॥ ৪৬৮

অন্বয়। হি (যেহেতু) [লোকাঃ=লোকসমূহ] পুরঃ (পুরোভাগে—অগ্রে) দৃষ্টে (চক্ষুর গোচর) বিষয়ে (শুক্তি-রজ্জু প্রভৃতিতে) বিষয়ান্তরম্ (অন্য বিষয়, রজত-সর্পাদি) অধ্যস্যন্তি (আরোপ করে); তৎ (তাহা) সাদৃশ্যাদ্যনুবন্ধতঃ (সাদৃশ্যাদি-হেতু) শুক্তিরজ্জ্বাদৌ (ঝিনুক, দড়ি প্রভৃতিতে) দৃষ্টম্ (দেখা গিয়া থাকে) ॥ ৪৬৮

অনুবাদ। লোক সম্মুখে পরিদৃষ্ট বিষয়ে (শুক্তিরজ্জু প্রভৃতিতে) অন্য বিষয়ের (রজত-সর্পাদির) আরোপ করিয়া থাকে, ইহা সাদৃশ্যহেতু শুক্তিরজ্জু-প্রভৃতি স্থলে পরিদৃষ্ট হয় ॥ ৪৬৮

পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টস্যাবভাসঃ স্মৃতিলক্ষণঃ।

অধ্যাসঃ স কথং স্বামিন্ ভবেদাত্মন্যগোচরে ॥ ৪৬৯

অন্বয়। স্বামিন্ (হে প্রভো) পরত্র (অন্য পদার্থে) পূর্ব্বদৃষ্টস্য (পূর্ব্বে দৃষ্ট বস্তুর) অবভাসঃ (জ্ঞান) স্মৃতিলক্ষণঃ (স্মৃতির লক্ষণ), সঃ (সেই) অধ্যাসঃ

(আরোপ) অগোচরে (অবিষয়ে, যাহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে এমন) আত্মনি (আত্মায়) কথং (কিরূপে) ভবেৎ (হয়) ? ॥ ৪৬৯

অনুবাদ। প্রভো! অপর পদার্থে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর অবভাসকে (জ্ঞানকে) স্মৃতির লক্ষণ বলা যাইতে পারে, অবিষয় (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) আত্মায় অধ্যাস (আরোপ) কিরূপে সম্ভব হয় ? ॥ ৪৬৯

নানুভূতঃ কদাপ্যাত্মানন্নুভূতস্য বস্তুনঃ।
সাদৃশ্যং সিধ্যতি কথমনাত্মনি বিলক্ষণে ॥ ৪৭০

অন্বয়। আত্মা (আত্মা) কদাপি (কখনও) ন অনুভূতঃ (জ্ঞাত হয় না), বিলক্ষণে (ভিন্নরূপ, বিপরীত—আত্মা শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপ তাহার বিপরীত অনাত্মা দেহাদি তাহাতে) সাদৃশ্যং (তুল্যতা) কথং (কিরূপে) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়) ? ॥ ৪৭০

অনুবাদ। আত্মা কখন অনুভূত নহে, আত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত অনাত্মা অর্থাৎ দেহাদিতে অজ্ঞাত বস্তুর (আত্মার) সাদৃশ্য কিরূপে নিরূপিত হয় ? ॥ ৪৭০

অনাত্মন্যাত্মতাধ্যাসঃ কথমেষ সমাগতঃ।
নিবৃত্তিঃ কথমেতস্য কেনোপায়েন সিধ্যতি ॥ ৪৭১

অন্বয়। এষঃ (এই) অনাত্মনি (অনাত্মা অর্থাৎ দেহাদিতে) আত্মতাধ্যাসঃ (আত্মার আরোপ) কথং (কিরূপে) সমাগতঃ (আসিল); এতস্য (ইহার—আরোপের) নিবৃত্তিঃ (হানি, নিবৃত্তি) কেন উপায়েন (কি উপায়ে) কথং (কিরূপে) সিধ্যতি (সম্পন্ন হয়) ? ॥ ৪৭১

অনুবাদ। অনাত্মা দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মার আরোপ কিরূপে আসিল, কি উপায়ে কিরূপে ইহার নিবৃত্তি হয় ? ॥ ৪৭১

উপাধিযোগ উভয়োঃ সম এবেশজীবয়োঃ।
জীবস্যৈব কথং বন্ধো নেশ্বরস্যাস্তি তৎ কথম্ ॥ ৪৭২

অন্বয়। ঈশজীবয়োঃ (ঈশ্বর এবং জীবের) উভয়োঃ (দুয়ের) উপাধিযোগঃ (উপাধি সম্বন্ধ—ঈশ্বরের উপাধি মায়া, জীবের উপাধি অবিদ্যা) সমঃ এব (নিশ্চয়ই তুল্য) জীবস্যৈব (জীবেরই) বন্ধঃ (বন্ধন) কথং (কেন ?); ঈশ্বরস্য (ঈশ্বরের) তৎ (তাহা—বন্ধন) কথং (কেন) নাস্তি (নাই) ? ॥ ৪৭২

অনুবাদ। ঈশ্বর এবং জীবের উপাধিসম্বন্ধ তুল্যই, [তন্মধ্যে] জীবেরই বন্ধন কেন, ঈশ্বরের বা বন্ধন নাই কেন ? ॥ ৪৭২

এতৎ সর্ব্বং দয়াদৃষ্ট্যা করামলকবৎ স্ফুটম্।
প্রতিপাদয় সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরো করুণানিধে ॥ ৪৭৩

অন্বয়। সর্ব্বজ্ঞ (হে সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন) করুণানিধে (হে দয়ার সাগর) শ্রীগুরো (হে গুরো) দয়াদৃষ্ট্যা (কৃপাদৃষ্টি দ্বারা) এতৎ (এই) সর্ব্বং (সমুদয়) করামলকবৎ (হস্তস্থিত আমলক ফলের ন্যায়—অনায়াসে—সহজে) স্ফুটং (বিশদরূপে) প্রতিপাদয় (প্রতিপাদন করুন, বুঝাইয়া দিন)॥ ৪৭৩

অনুবাদ। হে সর্ব্বজ্ঞ! হে 'শ্রীগুরো'! হে দয়াপারাবার! কৃপাদৃষ্টিপাতে এই সমুদয় বিষয় হস্তস্থিত আমলকফলের ন্যায় (সহজেই) বিশদরূপে প্রতিপাদন করুন (বুঝাইয়া দিন)॥ ৪৭৩

শ্রীগুরুঃ—

ন সাবয়ব একস্য নাত্মা বিষয় ইষ্যতে।
অস্যাস্মৎপ্রত্যয়ার্থত্বাদপরোক্ষাচ্চ সর্ব্বশঃ॥ ৪৭৪

অন্বয়। শ্রীগুরুঃ (গুরু বলিলেন)—আত্মা (আত্মা) সাবয়বঃ (অবয়ব-বিশিষ্ট) ন (নহে); একস্য (এক—অদ্বিতীয়) অস্য (এই আত্মার) অস্মৎ-প্রত্যয়ার্থত্বাৎ (অস্মৎজ্ঞানের বিষয়ত্বহেতু) সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব প্রকারে) অপরোক্ষাচ্চ (এবং প্রত্যক্ষ বলিয়া) [আত্মা] বিষয়ঃ (জ্ঞানের বিষয় বলিয়া) ন ইষ্যতে (ইষ্ট হয় না)॥ ৪৭৪

অনুবাদ। শিষ্যের বাক্যশ্রবণে গুরু বলিলেন :—

আত্মা অবয়ববিশিষ্ট নহে, এবং কাহারও জ্ঞানের বিষয় হয় না; কেননা এই আত্মা কেবল অহং জ্ঞানের বিষয় এবং ইহা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে॥ ৪৭৪

প্রসিদ্ধিরাত্মনোঽস্ত্যেব ন কস্যাপি চ দৃশ্যতে।
প্রত্যয়ো নাহমস্মীতি ন হ্যস্তি প্রত্যগাত্মনি॥ ৪৭৫

অন্বয়। আত্মনঃ (আত্মার) প্রসিদ্ধিঃ (প্রসিদ্ধি, সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান) অস্তি এব (নিশ্চয়ই আছে) অহম্ (আমি) নাস্মি (নাই) ইতি (এইরূপ) প্রত্যয়ঃ (জ্ঞান) কস্যাপি (কাহারও) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না); হি (যেহেতু) প্রত্যগাত্মনি (ব্যাপক আত্মায়, জীবাত্মায়) [তাদৃশ জ্ঞান] নাস্তি (নাই)॥ ৪৭৫

অনুবাদ। সকলেরই আত্মবিষয়ক জ্ঞান আছে, আমি নাই—এরূপ জ্ঞান কাহারও দেখা যায় না—কারণ আত্মাতে এরূপ জ্ঞান হইতেই পারে না॥ ৪৭৫

ন কস্যাপি স্বসদ্ভাবে প্রমাণমভিকাঙ্ক্ষ্যতে।
প্রমাণানাঞ্চ প্রামাণ্যং যন্মূলং কিন্তু বোধয়েৎ॥ ৪৭৬

অন্বয়। স্বসদ্ভাবে (নিজের অস্তিত্বে) কস্যাপি (কাহারও) প্রমাণং (প্রমাণ) ন অভিকাঙ্ক্ষ্যতে (প্রার্থিত হয় না) যন্মূলং (যন্মূলক, যাহাকে

অবলম্বন করিয়া) প্রমাণানাঞ্চ (প্রমাণসমূহেরও) প্রামাণ্যং (প্রমাণতা) কিন্তু (পরন্তু) [প্রমাণং=প্রমাণকে] বোধয়েৎ (জানাইয়া দেয়) ॥ ৪৭৬

অনুবাদ। নিজের অস্তিত্ববিষয়ে কাহারও কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না,—যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রমাণগুলি প্রামাণ্য লাভ করে [তাহার জ্ঞানের জন্য প্রমাণের আবশ্যক কি ?] পরন্তু প্রমাণ কেবল বস্তু অববোধিত করিয়া দেয় ॥ ৪৭৬

মায়াকার্য্যৈস্তিরোভূতো নৈষ আত্মানুভূয়তে।
মেঘবৃন্দৈর্যথা ভানুস্তথায়মহমাদিভিঃ ॥ ৪৭৭

অন্বয়। যথা (যেমন) মেঘবৃন্দৈঃ (মেঘসমূহের দ্বারা) ভানুঃ (সূর্য্য) তিরোভূতঃ (আবৃত) তথা (সেইরূপ) মায়াকার্য্যৈঃ (মায়ার কার্য্য) অহমাদিভিঃ (অহঙ্কারাদির দ্বারা) তিরোভূতঃ (আবৃতঃ) এষঃ (এই) আত্মা (আত্মা) ন অনুভূয়তে (অনুভূত হয় না) ॥ ৪৭৭

অনুবাদ। যেমন মেঘসমূহের দ্বারা আবৃত সূর্য্যকে দেখা যায় না, তদ্রূপ মায়াকার্য্য অহঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা আবৃত আত্মা অনুভূত হয় না ॥ ৪৭৭

পুরঃস্থ এব বিষয়ে বস্তুন্যধ্যস্যতামিতি।
নিয়মো ন কৃতঃ সদ্ভি র্ভ্রান্তিরেবাত্র কারণম্ ॥ ৪৭৮

অন্বয়। সদ্ভিঃ (সজ্জনগণ কর্ত্তৃক) পুরঃস্থে (সম্মুখস্থিত) বিষয়ে (শুক্তি-রজ্জু প্রভৃতি) বস্তুনি (বস্তুতে) অধ্যস্যতাং (রজত-সর্প প্রভৃতির আরোপ হউক) ইতি (এরূপ) নিয়মঃ (রীতি) ন কৃতঃ (করা হয় নাই) অত্র (এই আরোপ বিষয়ে) ভ্রান্তিঃ এব (ভ্রমই) কারণং (হেতু) ॥ ৪৭৮

অনুবাদ। কেবলমাত্র সম্মুখস্থিত বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপ হইবে এরূপ নিয়ম শাস্ত্রদর্শী সাধুগণ করেন নাই, এই আরোপ বিষয়ে ভ্রান্তিই কারণ ॥ ৪৭৮

দৃগাদ্যবিষয়ে ব্যোম্নি নীলতাদি যথা বুধাঃ।
অধ্যস্যন্তি তথৈবাস্মিন্নাত্মন্যপি মতিভ্রমাৎ ॥ ৪৭৯

অন্বয়। অবুধাঃ (অজ্ঞান ব্যক্তিগণ) যথা (যেরূপ) দৃগাদ্যবিষয়ে (চক্ষুর অগোচরে—অপ্রত্যক্ষে) ব্যোম্নি (আকাশে) নীলতাদি (নীলবর্ণ ইত্যাদি) অধ্যস্যন্তি (আরোপ করে) তথা (সেইরূপ) মতিভ্রমাৎ (বুদ্ধিদোষবশতঃ) অস্মিন্ (এই) আত্মনি অপি (আত্মারও) [অধ্যস্যন্তি—আরোপ করে] ॥ ৪৭৯

অনুবাদ। অজ্ঞব্যক্তিরা যেরূপ চক্ষুর অগোচর অর্থাৎ অদৃশ্য আকাশে নীলবর্ণের আরোপ করে, তদ্রূপ ভ্রান্তিবশতঃ আত্মাতেও আরোপ করিয়া থাকে ॥ ৪৭৯

অনাত্মন্যাত্মতাধ্যাসে ন সাদৃশ্যমপেক্ষতে।
পীতোঽয়ং শঙ্খ ইত্যাদৌ সাদৃশ্যং কিমপেক্ষিতম্ ॥ ৪৮০

অন্বয়। অনাত্মনি (দেহাদি অনাত্মবস্তুতে) আত্মতাধ্যাসে (আত্মার আরোপে) সাদৃশ্যং (সদৃশত্ব, তুল্যত্ব) ন অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে না) অয়ম্ (এই) শঙ্খঃ (শাঁখ) পীতঃ (পীতবর্ণ) ইত্যাদৌ (ইত্যাদিতে) সাদৃশ্যম্ (তুল্যত্ব) অপেক্ষিতং কিম্ (অপেক্ষা করে কি) ? [অপেক্ষা করে না] ॥ ৪৮০

অনুবাদ। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মার আত্মার আরোপে কোনরূপ সাদৃশ্য অপেক্ষা করে না, শঙ্খ পীতবর্ণ ইত্যাদি স্থলে কি সাদৃশ্যকে অপেক্ষা করে ?॥ ৪৮০

নিরুপাধিভ্রমেষ্বস্মিন্নৈবাপেক্ষা প্রদৃশ্যতে।
সোপাধিষ্বেব তদ্দৃষ্টং রজ্জুসর্পভ্রমাদিষু ॥ ৪৮১

অন্বয়। অস্মিন্ (এই সংসারে) নিরুপাধিভ্রমেষু (উপাধিবিহীন ভ্রান্তি স্থলে) [সাদৃশ্যস্য=সাদৃশ্যের] অপেক্ষা (প্রয়োজন) নৈব প্রদৃশ্যতে (নিশ্চয়ই দৃষ্ট হয় না), সোপাধিষু (উপাধিযুক্ত) রজ্জু-সর্পাদিষু এব (রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি স্থলেই) তৎ (সাদৃশ্য) দৃষ্টম্ (দেখা গিয়া থাকে) ॥ ৪৮১

অনুবাদ। উপাধিহীন (অন্য হইতে পৃথক্‌কারী ধর্ম্মরহিত বস্তু বিষয়ে) ভ্রম স্থলে কদাচ সাদৃশ্যের অপেক্ষা দেখা যায় না ; রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি প্রভৃতি উপাধি-বিশিষ্ট ভ্রমস্থলেই সাদৃশ্যের অপেক্ষা পরিদৃষ্ট হয় * ॥ ৪৮১

তথাপি কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি সাদৃশ্যং শৃণু তৎপরঃ।
অত্যন্তনির্ম্মলঃ সূক্ষ্ম আত্মায়মতিভাস্বরঃ ॥ ৪৮২

অন্বয়। তথাপি (নিরুপাধিভ্রমে সাদৃশ্যের অপেক্ষা যদ্যপি নাই, তবুও) কিঞ্চিৎ (কিছু) সাদৃশ্যং (সদৃশতা) বক্ষ্যামি (বলিব), তৎপরঃ (একাগ্রচিত্ত) [সন্= হইয়া] শৃণু (শ্রবণ কর) ;—অয়ম্ (এই) আত্মা (আত্মা) অত্যন্তনির্ম্মলঃ (অতি স্বচ্ছ) সূক্ষ্মঃ (গূঢ়, দুর্জ্ঞেয়) অতিভাস্বরঃ (অতিশয় দীপ্তিমান্) ॥ ৪৮২

অনুবাদ। [যদ্যপি নিরুপাধি ভ্রমে সাদৃশ্যের অপেক্ষা নাই], তথাপি কিয়ৎ-পরিমাণে সাদৃশ্য বিবৃত করিব, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ;—আত্মা অতিশয় স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম এবং অত্যন্ত দীপ্তিমান্ ॥ ৪৮২

বুদ্ধিস্তথৈব সত্ত্বাত্মা সাভাসা ভাস্বরামলা।
সান্নিধ্যাদাত্মবদ্ভাতি সূর্য্যবৎ স্ফটিকো যথা ॥ ৪৮৩

অন্বয়। তথৈব (সেইরূপই) বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণ) সত্ত্বাত্মা (সত্ত্বস্বভাবা)

---

* তাৎপর্য্য—ভ্রম দুই প্রকার,—সোপাধিক (উপাধিযুক্ত) ও নিরুপাধিক (উপাধিরহিত)। শুক্তিরজত, রজ্জুসর্প প্রভৃতি সোপাধিক ভ্রম ; ব্রহ্মে জগদধ্যাসকে নিরুপাধিক ভ্রম বলে। শুক্তি-রজতস্থলে চাকচক্যাদির জন্য অধ্যাস হয়, এস্থলে চাকচক্যাদিই উপাধি। কিন্তু সাদৃশ্যই সর্ব্বত্র অধ্যাসের কারণ ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, শঙ্খে যখন পীতত্ব-ভ্রান্তি হয়, তখন কোন-রূপ সাদৃশ্য নাই। সুতরাং ভ্রান্তিই অধ্যাসের কারণ। ভ্রমবশতঃই ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস হয়।

সাভাসা (চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্তা) ভাস্বরা (তেজঃসম্পন্না) অমলা (স্বচ্ছা) যথা (যেমন) স্ফটিকঃ (কাচ) সূর্য্যবৎ (তপনের ন্যায়) ভাতি (প্রকাশ পায়), সান্নিধ্যাৎ (আত্মার অত্যন্ত নৈকট্য প্রযুক্ত) [তদ্বৎ ইয়ং বুদ্ধিরপি=সেইরূপ এই বুদ্ধিও] আত্মবৎ (আত্মার ন্যায়) ভাতি (দীপ্তি পায়) ॥ ৪৮৩

অনুবাদ। সেইরূপ বুদ্ধিও সত্ত্বগুণস্বভাব, চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত, দীপ্ত, এবং মলিনতা-রহিত, স্ফটিক যেমন সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ আত্মার নিকটতা-বশতঃ বুদ্ধিও আত্মার ন্যায় প্রকাশ পায়॥ ৪৮৩

আত্মাভাসা ততো বুদ্ধির্বুদ্ধ্যাভাসং ততো মনঃ।
অক্ষাণি মনআভাসান্যক্ষাভাসমিদং বপুঃ।
অতএবাত্মতাবুদ্ধির্দেহাক্ষাদাবনাত্মনি ॥ ৪৮৪

অন্বয়। ততঃ (অনন্তর) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) আত্মাভাসা (আত্মার প্রতিবিম্ব দ্বারা আত্মার ন্যায় প্রকাশ পায়) ততঃ (তার পর) মনঃ (মন) বুদ্ধ্যাভাসম্ (আত্মপ্রতি-বিম্বিত বুদ্ধির ন্যায় প্রকাশ পায়) অক্ষাণি (ইন্দ্রিয় সকল) মন-আভাসানি (তাদৃশ মনের ন্যায় প্রকাশ পায়) ইদম্ (এই—দৃশ্যমান) বপুঃ (শরীর) অক্ষাভাসম্ (ইন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রকাশ পায়) অতএব (এইজন্যই) অনাত্মনি (আত্মা হইতে ভিন্ন) দেহাক্ষাদৌ (শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে) আত্মতাবুদ্ধিঃ (আত্মত্বজ্ঞান) [ভবতি =হয়] ॥ ৩৮৪

অনুবাদ। [অতিসান্নিধ্যবশতঃ এবং স্বচ্ছতা-প্রযুক্ত বুদ্ধিদর্পণে আত্মার প্রতি-বিম্ব প্রতিফলিত হইলে] বুদ্ধি আত্মার ন্যায় প্রকাশ পায়, মনঃ বুদ্ধির ন্যায়, ইন্দ্রিয়-গণ মনের ন্যায় এবং শরীর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে; অতএব [এইরূপে] দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে আত্মস্বরূপের অধ্যাস হইয়া থাকে ॥ ৪৮৪

মূঢ়ানাং প্রতিবিম্বাদৌ বালানামিব দৃশ্যতে।
সাদৃশ্যং বিদ্যতে বুদ্ধাবাত্মনোঽধ্যাসকারণম্ ॥ ৪৮৫

অন্বয়। বালানাং (বালকদিগের) প্রতিবিম্বাদৌ (প্রতিবিম্ব প্রভৃতিতে) ইব (যথা) মূঢ়ানাম্ (অজ্ঞদিগের) [অধ্যাস] দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), বুদ্ধৌ (বুদ্ধিতে) অধ্যাসকারণম্ (আরোপহেতু) আত্মনঃ (আত্মার) সাদৃশ্যং (সদৃশতা) বিদ্যতে (আছে) ॥ ৪৮৫

অনুবাদ। প্রতিবিম্ব প্রভৃতিতে যেমন বালকদিগের বস্তুর সাদৃশ্যবোধ দেখা যায়, তেমনই অজ্ঞদিগেরও অনাত্মা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি দৃষ্ট হয়; বুদ্ধিতে আরোপের কারণীভূত আত্মার সাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে ॥ ৪৮৫

অনাত্মন্যহমিত্যেব যোঽয়মধ্যাস ঈরিতঃ।
স্যাদুত্তরোত্তরাধ্যাসে পূর্ব্বপূর্ব্বস্তু কারণম্ ॥ ৪৮৬

অন্বয়। অনাত্মনি (অনাত্মা—দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে) অহম্ (আমি স্থূল, আমি চক্ষুষ্মান্, আমি সুখী) ইত্যেব (এই প্রকারই) যঃ (যে) অয়ম্ (এই) অধ্যাসঃ (আরোপ) ঈরিতঃ (কথিত হইল), উত্তরোত্তরাধ্যাসে (পর পর অধ্যাসে) পূর্ব্বপূর্ব্বস্তু (পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুই) কারণং (হেতু) স্যাৎ (হয়) ॥ ৪৮৬

অনুবাদ। অনাত্মা-দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে যে 'আমি স্থূল' এইরূপ অধ্যাস কথিত হইয়াছে, তাহা পর পর অধ্যাসের প্রতি পূর্ব্বপূর্ব্ব অধ্যাস কারণ বলিয়া জানিবে। [ইহার দ্বারা অধ্যাসের অনাদিত্ব সিদ্ধ হইল] ॥ ৪৮৬

সুপ্তিমূর্চ্ছোত্থিতেষ্বেব দৃষ্টঃ সংসারলক্ষণঃ।
অনাদিরেষাবিদ্যাতঃ সংস্কারোঽপি চ তাদৃশঃ ॥ ৪৮৭

অন্বয়। সুপ্তিমূর্চ্ছোত্থিতেষু এব (নিদ্রা এবং মূর্চ্ছা হইতে উত্থিত লোকে-তেই) সংসারলক্ষণঃ (সংসার লক্ষণ) দৃষ্টঃ (দৃষ্ট হয়), অতঃ (এইজন্য) এষা (এই) অবিদ্যা (অজ্ঞান) অনাদিঃ (আদিশূন্য) সংস্কারোঽপি (বাসনাও) চ (পাদপূরণে) তাদৃশঃ (অনাদি) ॥ ৪৮৭

অনুবাদ। নিদ্রা ও মূর্চ্ছা হইতে উত্থিত ব্যক্তিতেই সংসারলক্ষণ অধ্যাস পরিদৃষ্ট হয়, অতএব এই অবিদ্যা অনাদি এবং তাহার সংস্কার অর্থাৎ বাসনাও অনাদি ॥ ৪৮৭

অধ্যাসবাধাগমনস্য কারণং
শৃণু প্রবক্ষ্যামি সমাহিতাত্মা।
যস্মাদিদং প্রাপ্তমনর্থজাতং
জন্মাপ্যয়ব্যাধিজরাদিদুঃখম্ ॥ ৪৮৮

অন্বয়। অধ্যাসবাধাগমনস্য (অধ্যাসজনিত বাধ অর্থাৎ সংসারদুঃখের আগমনের) কারণং (হেতু) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), [ত্বং=তুমি] সমাহিতাত্মা (একাগ্রচিত্ত) [সন্=হইয়া] শৃণু (শ্রবণ কর); যস্মাৎ (যাহা হইতে—যে অধ্যাস হইতে) ইদম্ (এই) জন্মাপ্যয়ব্যাধিজরাদিদুঃখম্ (জন্ম, মৃত্যু, রোগ, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি দুঃখরূপ) অনর্থজাতং (অনিষ্টসমূহ—দুঃখপরম্পরা) প্রাপ্তম্ (লোকে প্রাপ্ত হয়) ॥ ৪৮৮

অনুবাদ। আমি তোমাকে অধ্যাসজনিত সংসারদুঃখপ্রাপ্তির কারণ বলি-তেছি, তুমি তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। এই অধ্যাস হইতে মানব জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি, জরা প্রভৃতি দুঃখরূপ অনর্থপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৮৮

আত্মোপাধেরবিদ্যায়া অস্তি শক্তিদ্বয়ং মহৎ।
বিক্ষেপ আবৃতিশ্চেতি যাভ্যাং সংসার আত্মনঃ ৪৮৯

অন্বয়। আত্মোপাধেঃ (আত্মার উপাধি) অবিদ্যায়াঃ (অজ্ঞানের) বিক্ষেপঃ (বিক্ষেপশক্তি) আবৃতিশ্চ (এবং আবরণশক্তি) ইতি (এইরূপ) মহৎ (শ্রেষ্ঠ)

শক্তিদ্বয়ম্ (দুইটি শক্তি) অস্তি (আছে), যাভ্যাং (যে শক্তি দুইটি দ্বারা) আত্মনঃ (আত্মার) সংসারঃ (সংসার, গতাগতি) [ভবতি=হয়]॥ ৪৮৯

অনুবাদ। আত্মার উপাধি—অবিদ্যার বিক্ষেপ ও আবরণ নামক দুইটি মহতী শক্তি আছে, যাহাদের দ্বারা আত্মার সংসারে যাতায়াত হইয়া থাকে॥ ৪৮৯

আবৃতিস্তমসঃ শক্তিস্তদ্ধ্যাবরণকারণম্।
মূলাবিদ্যেতি সা প্রোক্তা যয়া সংমোহিতং জগৎ॥ ৪৯০

অন্বয়। আবৃতিঃ (আবরণ) তমসঃ (তমোগুণের) শক্তিঃ (ধর্ম্ম) হি (কারণ) তৎ (আবরণশক্তি) আবরণকারণম্ (আবরণের হেতু হইয়া থাকে); সা (তাহা) মূলাবিদ্যা (মূলাবিদ্যা এই সংজ্ঞা) * ইতি (ইহা) প্রোক্তা [পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত হয়] যয়া (যে মূলাবিদ্যা কর্ত্তৃক) জগৎ (সমস্ত সংসার) সংমোহিতম্ (মোহ প্রাপ্ত)॥ ৪৯০

অনুবাদ। [অবিদ্যায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি শক্তি আছে, তন্মধ্যে] তমোগুণের শক্তির নাম আবৃতি, সেইটি আবরণের (জ্ঞানাচ্ছাদনের) হেতু হইয়া থাকে; তাহাকে মূলাবিদ্যা বলা যায়, যদ্দ্বারা এই সংসার মোহিত হইয়াছে॥ ৪৯০

বিবেকবানপ্যতিযৌক্তিকোঽপি
শ্রুতাত্মতত্ত্বোঽপি চ পণ্ডিতোঽপি।
শক্ত্যা যয়া সংবৃতবোধদৃষ্টি-
রাত্মানমাত্মস্থমিমং ন বেদ॥ ৪৯১

অন্বয়। বিবেকবানপি (আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞানযুক্ত হইলেও) অতিযৌক্তিকঃ অপি (অতিশয় যুক্তিপরায়ণ হইলেও) শ্রুতাত্মতত্ত্বঃ অপি (আত্মার যাথার্থ্য উত্তমরূপে শ্রুত হইলেও) চ (পাদপূরণে) পণ্ডিতঃ অপি (আপাততঃ জ্ঞানবান্ও) যয়া (যে) শক্ত্যা (শক্তি কর্ত্তৃক) সংবৃতবোধদৃষ্টিঃ (যাহার জ্ঞানচক্ষুঃ আচ্ছাদিত হইয়াছে এবংবিধ হইয়া) আত্মস্থম্ (আত্মায় স্থিত, নিজের মধ্যে অবস্থিত) ইমম্ (এই) আত্মানম্ (আত্মাকে) ন বেদ (জানেন না)॥ ৪৯১

অনুবাদ। বিবেকী হউন, অতিশয় যুক্তিপরায়ণ হউন, কিংবা আত্মতত্ত্ব উত্তমরূপে শ্রবণ করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তি হউন, অথবা পণ্ডিত হউন না কেন, আবরণশক্তি কর্ত্তৃক জ্ঞানচক্ষুঃ আবৃত হওয়ায় ইঁহাদের কেহই নিজের ভিতরে অবস্থিত আত্মাকে জানিতে পারেন না॥ ৪৯১

---

* তাৎপর্য্য—অবিদ্যা দুই প্রকার,—মূলাবিদ্যা ও তুলাবিদ্যা। সমষ্টি অবিদ্যাকে মূলাবিদ্যা এবং প্রত্যেক জীবগত অবিদ্যাকে তুলাবিদ্যা বলে। যে ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার সেই অবিদ্যা নষ্ট হয়, সুতরাং একের মুক্তিতে সর্ব্বমুক্তিপ্রসক্তি হয় না।

বিক্ষেপনাম্নী রজসস্তু শক্তিঃ
প্রবৃত্তিহেতুঃ পুরুষস্য নিত্যম্।
স্থূলাদিলিঙ্গান্তমশেষমেতদ্
যয়া সদাত্মন্যসদেব সূয়তে ॥ ৪৯২

অন্বয়। রজসঃ (রজোগুণের) বিক্ষেপনাম্নী (বিক্ষেপ-নামিকা) শক্তিস্তু (সামর্থ্যই) পুরুষস্য (লোকের) নিত্যং (সতত) প্রবৃত্তিহেতুঃ (প্রবৃত্তির কারণ) [ভবতি=হয়] যয়া (যে শক্তি কর্ত্তৃক) আত্মনি (আত্মায়) অশেষম্ (যাবতীয়) এতৎ (এই) স্থূলাদিলিঙ্গান্তং (স্থূল ঘটপট দেহ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি পর্য্যন্ত) অসদেব (মিথ্যাবস্তুই) সদা (সর্ব্বদা) সূয়তে (উৎপাদিত হয়)॥ ৪৯২

অনুবাদ। রজোগুণের বিক্ষেপ-নামিকা শক্তি পুরুষের সর্ব্বদা প্রবৃত্তির (কার্য্যে চেষ্টার) কারণ হইয়া থাকে। যে শক্তি সর্ব্বদা আত্মাতে দেহাদি স্থূল বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি পর্য্যন্ত যাবতীয় মিথ্যা বস্তু অধ্যারোপিত করে॥ ৪৯২

নিদ্রা যথা পুরুষমপ্রমত্তং
সমাবৃণোতীয়মপি প্রতীচম্।
তথাবৃণোত্যাবৃতিশক্তিরন্ত-
র্বিক্ষেপশক্তিং পরিজৃম্ভয়ন্তী ॥ ৪৯৩

অন্বয়। নিদ্রা (সুষুপ্তি) যথা (যেমন) অপ্রমত্তং (সাবধান) পুরুষং (জনকে) সমাবৃণোতি (আবরণ করে) তথা (সেইরূপ) বিক্ষেপশক্তিং (বিক্ষেপ-শক্তিকে) অন্তঃ (মধ্যে) পরিজৃম্ভয়ন্তী (বর্দ্ধিত করে যে এমন) ইয়ম্ (এই) আবৃতিশক্তিরপি (আবরণশক্তিও) প্রতীচম্ (জীবাত্মাকে) আবৃণোতি (আবরণ করে)॥ ৪৯৩

অনুবাদ। নিদ্রা যেরূপ অতি সাবধান পুরুষকেও আবৃত (জ্ঞানশূন্য) করে, সেইরূপ এই আবরণশক্তি অন্তঃকরণে বিক্ষেপশক্তিকে বর্দ্ধিত করিয়া আত্মাকেও আবৃত করে॥ ৪৯৩

শক্ত্যা মহত্যাবরণাভিধানয়া
সমাবৃতে সত্যমলস্বরূপে।
পুমাননাত্মন্যহমেষ এবে-
ত্যাত্মত্ববুদ্ধিং বিদধাতি মোহাৎ॥ ৪৯৪

অন্বয়। মহত্যা (প্রবল) আবরণাভিধানয়া (আবরণনাম্নী) শক্ত্যা (শক্তিকর্ত্তৃক) অমলস্বরূপে (স্বচ্ছস্বভাব) [আত্মনি=আত্মা] সমাবৃতে (আবৃত

হইলে) পুমান্ (পুরুষ) মোহাৎ (অজ্ঞানবশতঃ) অনাত্মনি (অনাত্মাতে— দেহ প্রভৃতিতে) এবঃ (এই দেহাদি) অহমেব (আমিই) ইতি (এইরূপ) আত্মত্ববুদ্ধিম্ (আত্মত্বজ্ঞান) বিদধাতি (স্থাপন করে)॥ ৪৯৪

অনুবাদ। মহতী আবরণশক্তি দ্বারা স্বচ্ছস্বভাব আত্মা সমাবৃত হইলে, পুরুষ অজ্ঞানবশতঃ অনাত্মা দেহ প্রভৃতিতে 'ইহা আমিই' এইরূপ আত্মত্ব-জ্ঞান স্থাপন করিয়া থাকে॥ ৪৯৪

যথা প্রসুপ্তিপ্রতিভাসদেহে
স্বাত্মত্বধীরেষ তথা হ্যনাত্মনঃ।
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্‌ভয়তৃট্‌শ্রমাদী-
নারোপয়ত্যাত্মনি তস্য ধর্ম্মান্॥ ৪৯৫

অন্বয়। যথা (যেমন) প্রসুপ্তিপ্রতিভাসদেহে (গভীর নিদ্রার সময়ে যে দেহ প্রকাশিত হয়, তাহাতে) তথা (সেইরূপ) এবঃ (এই—পুরুষ) হি (যেহেতু) আত্মনি (আত্মাতে) তস্য (সেই) অনাত্মনঃ (অনাত্মা—দেহাদির) জন্মাপ্যয়-ক্ষুদ্‌ভয়তৃট্‌শ্রমাদীন্ (জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা, শ্রম প্রভৃতি) ধর্ম্মান্ (ধর্ম্মসমূহকে) আরোপয়তি (আরোপ করে)॥ ৪৯৫

অনুবাদ। যেরূপ গভীর নিদ্রার সময়ে (স্বপ্নে) প্রকাশিত দেহে নিজত্ববোধ হয়, সেইরূপ পুরুষ আত্মাতে জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা, শ্রম প্রভৃতি অনাত্মার ধর্ম্মসমূহ আরোপ করিয়া থাকে॥ ৪৯৫

বিক্ষেপশক্ত্যা পরিচোদ্যমানঃ
করোতি কর্ম্মাণ্যুভয়াত্মকানি।
ভুঞ্জান এতৎফলমপ্যুপাত্তং
পরিভ্রমত্যেব ভবাম্বুরাশৌ॥ ৪৯৬

অন্বয়। [আত্মা] বিক্ষেপশক্ত্যা (বিক্ষেপশক্তিকর্ত্তৃক) পরিচোদ্যমানঃ (প্রেরিত হইয়া) উভয়াত্মকানি (উভয়বিধ—সাধু ও অসাধু) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সমুদায়) করোতি (অনুষ্ঠান করে), উপাত্তং (গৃহীত) এতৎ (এই) ফলমপি (কর্ম্মের ফলও) ভুঞ্জানঃ (ভোগ করিয়া) ভবাম্বুরাশৌ (সংসার-সমুদ্রে) পরি-ভ্রমত্যেব (নিশ্চয়ই পরিভ্রমণ করে)॥ ৪৯৬

অনুবাদ। আত্মা বিক্ষেপশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া সাধু ও অসাধু এই দুইপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এবং কর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত ফল ভোগ করিয়া সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করে॥ ৪৯৬

অধ্যাসদোষাৎ সমুপাগতোঽয়ং
সংসারবন্ধঃ প্রবলপ্রতীচঃ।

যদ্‌যোগতঃ ক্লিশ্যতি গর্ভবাস-
জন্মাপ্যয়ক্লেশভয়ৈরজস্রম্ ॥ ৪৯৭

অন্বয়। অধ্যাসদোষাৎ (অধ্যাসদোষবশতঃ, অর্থাৎ অনাত্মায় আত্মার ধর্ম্ম আরোপের ফলে) প্রবলপ্রতীচঃ (বলবান্ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার) অয়ম্ (এই) সংসারবন্ধঃ (ভববন্ধন) সমুপাগতঃ (উপস্থিত হইয়াছে), [আত্মা] যদ্‌যোগতঃ (যাহার—অধ্যাসের সম্বন্ধবশতঃ) গর্ভবাসজন্মাপ্যয়ক্লেশভয়ৈঃ (মাতৃগর্ভে স্থিতি, জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ ও ভয় দ্বারা) অজস্রং (সর্ব্বদা) ক্লিশ্যতি (কষ্ট পায়) ॥ ৪৯৭

অনুবাদ। অধ্যাসদোষবশতঃ বলবান্ অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ আত্মার এই সংসারবন্ধন ঘটিয়াছে, যাহার সম্বন্ধবশতঃ [আত্মা] জন্ম, নাশ, দুঃখ ও ভয়ের দ্বারা সর্ব্বদা ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৪৯৭

অধ্যাসো নাম খল্বেষ বস্তুনো যোঽন্যথাগ্রহঃ।
স্বাভাবিকভ্রান্তিমূলং সংস্থতেরাদিকারণম্ ॥ ৪৯৮

অন্বয়। বস্তুনঃ (বস্তুর—রজ্জু প্রভৃতির) যঃ (যে) অন্যথাগ্রহঃ (অন্যরূপে—সর্পরূপে জ্ঞান) এবঃ (ইহা) খলু (নিশ্চিত) অধ্যাসো নাম (অধ্যারোপ নামক) স্বাভাবিকভ্রান্তিমূলম্ (অনাদি ভ্রম ইহার কারণ) সংস্থতেঃ (সংসারের) আদি কারণং (মূলকারণ) ॥ ৪৯৮

অনুবাদ। রজ্জু প্রভৃতি বস্তুর সর্পাদিরূপে জানাকে অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞানকে অধ্যাস বলে, অনাদি ভ্রমই ইহার হেতু এবং ইহাই সংসারের মূল কারণ ॥ ৪৯৮

সর্ব্বানর্থস্য তদ্‌বীজং যোঽন্যথাগ্রহ আত্মনঃ।
ততঃ সংসারসম্পাতঃ সততক্লেশলক্ষণঃ ॥ ৪৯৯

অন্বয়। আত্মনঃ (আত্মার) যঃ (যে) অন্যথাগ্রহঃ (অন্য প্রকারে জ্ঞান) তৎ (সেইটি) সর্ব্বানর্থস্য (সমস্ত অনিষ্টের) বীজং (কারণ), ততঃ (তাহা হইতে) সততক্লেশলক্ষণঃ (সর্ব্বদা ক্লেশরূপ) সংসারসম্পাতঃ (সংসারপ্রাপ্তি) ॥ ৪৯৯

অনুবাদ। আত্মাকে অন্যপ্রকারে (সুখী, দুঃখী এইরূপে) জানাই সমস্ত অনর্থের কারণ; এই আত্মার অন্যথাজ্ঞান হইতে সর্ব্বদা ক্লেশরূপ সংসারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৪৯৯

অধ্যাসাদেব সংসারো নষ্টেঽধ্যাসে ন দৃশ্যতে।
তদেতদুভয়ং স্পষ্টং পশ্য ত্বং বদ্ধমুক্তয়োঃ ॥ ৫০০

অন্বয়। অধ্যাসাৎ এব (আরোপবশতঃই) সংসারঃ (জন্মমরণপ্রবাহ), অধ্যাসে (আরোপ, অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান) নষ্টে (নাশপ্রাপ্ত হইলে) [সংসার] ন দৃশ্যতে (দেখা যায় না), ত্বং (তুমি) বদ্ধমুক্তয়োঃ (বদ্ধ ও মুক্তের) তৎ (সেই)

এতৎ (এই) উভয়ং (দুইটি—বদ্ধের সংসার, মুক্তের অসংসার) স্পষ্টং (বিশদ-ভাবে) পশ্য (দেখ) ॥ ৫০০

অনুবাদ। অধ্যাসবশতঃ (মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ) সংসার, অধ্যাস নষ্ট হইলে সংসার দেখা যায় না। তুমি বদ্ধ এবং মুক্তের এই উভয়বিধ অবস্থা (বদ্ধের সংসার, মুক্তের অসংসার) স্পষ্টরূপে দেখ ॥ ৫০০

বদ্ধং প্রবৃত্তিতো বিদ্ধি মুক্তং বিদ্ধি নিবৃত্তিতঃ।
প্রবৃত্তিরেব সংসারো নিবৃত্তির্মুক্তিরিষ্যতে ॥ ৫০১

অন্বয়। [ত্বং=তুমি] প্রবৃত্তিতঃ (প্রবৃত্তিমার্গ দ্বারা) বদ্ধং (বন্ধনযুক্ত) বিদ্ধি (জানিও) নিবৃত্তিতঃ (নিবৃত্তি দ্বারা) মুক্তং (মুক্তকে) বিদ্ধি (জানিও); প্রবৃত্তিরেব (কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তিই—ইচ্ছাই) সংসারঃ (সংসার—গতাগতি), নিবৃত্তিঃ (কর্ম্মাদি হইতে নিবৃত্তি) মুক্তিঃ (মোক্ষ) ইষ্যতে (ইষ্ট হয়) ॥ ৫০১

অনুবাদ। তুমি জানিও,—প্রবৃত্তি দ্বারা জীব বন্ধন প্রাপ্ত হয় এবং নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তিলাভ করে; পণ্ডিতেরা প্রবৃত্তিকেই সংসার এবং নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন ॥ ৫০১

আত্মনঃ সোঽয়মধ্যাসো মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ।
অসৎকল্পোঽপি সংসারং তনুতে রজ্জুসর্পবৎ ॥ ৫০২

অন্বয়। মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ (মিথ্যাজ্ঞানপূর্ব্বক) সঃ (সেই) অয়ম্ (এই) অধ্যাসঃ (আরোপ) রজ্জুসর্পবৎ (রজ্জুতে সর্প যেরূপ মিথ্যা, তদ্রূপ) অসৎ-কল্পঃ অপি (মিথ্যা হইলেও) আত্মনঃ (আত্মার) সংসারং (সংসার—গতাগতি) তনুতে (বিস্তার করে) ॥ ৫০২

অনুবাদ। অধ্যাসের কারণ মিথ্যাজ্ঞান; সেই অধ্যাস রজ্জুতে প্রতিভাস-মান সর্পের ন্যায় মিথ্যা হইলেও, আত্মার সংসার সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৫০২

উপাধিযোগসাম্যেঽপি জীববৎ পরমাত্মনঃ।
উপাধিভেদান্নো বন্ধস্তৎকার্য্যমপি কিঞ্চন ॥ ৫০৩

অন্বয়। জীববৎ (জীবের ন্যায়) পরমাত্মনঃ (পরমাত্মার) উপাধিযোগ-সাম্যেঽপি (উপাধিসম্বন্ধ তুল্য হইলেও) উপাধিভেদাৎ (উপাধির ভিন্নত্ব হেতু—ঈশ্বরের উপাধি শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়া, জীবের উপাধি মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যা) বন্ধঃ (বন্ধন) নো (নাই), তৎকার্য্যমপি (বন্ধের কার্য্যও) কিঞ্চন (কিছু) [ন=নাই] ॥ ৫০৩

অনুবাদ। জীবের ন্যায় পরমাত্মার উপাধি-সম্বন্ধ তুল্য হইলেও, উপাধির ভিন্নত্ব হেতু (শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়া পরমেশ্বরের উপাধি, মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যা জীবের উপাধি, এইরূপ উপাধির ভেদবশতঃ) পরমাত্মার বন্ধন, [কিংবা] বন্ধের কার্য্য দুঃখাদি কিছুই নাই ॥ ৫০৩

অস্যোপাধিঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা
মায়া যত্র ত্বস্য নাস্ত্যল্পভাবঃ।
সত্ত্বস্যৈবোৎকৃষ্টতা তেন বন্ধো
নো বিক্ষেপস্তৎকৃতো লেশমাত্রঃ॥ ৫০৪

অন্বয়। শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা (যাহাতে রজঃ ও তমোগুণবিহীন সত্ত্বগুণই প্রধান এরূপ) মায়া (সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপা প্রকৃতি) উপাধিঃ (ভেদক, অন্য হইতে পৃথক্‌কারী ধর্ম্ম), যত্র তু (যাহাতে) অস্য (ঈশ্বরের) অল্পভাবঃ (অল্পত্ব—পরিচ্ছিন্নত্ব) নাস্তি (নাই); সত্ত্বস্যৈব (সত্ত্বগুণেরই) উৎকৃষ্টতা (উৎকর্ষ) বিক্ষেপঃ (বিক্ষেপশক্তি), তেন (তজ্জন্য) তৎকৃতঃ (বিক্ষেপজনিত) লেশমাত্রঃ (স্বল্প পরিমাণে) বন্ধঃ (বন্ধন) নো (নাই)॥ ৫০৪

অনুবাদ। [জীব ও ঈশ্বরের উপাধি-সম্বন্ধ তুল্য হইলেও, জীবেরই বন্ধ, ঈশ্বরের কেন বন্ধ নাই, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—] কেবলমাত্র সত্ত্বগুণপ্রধান মায়াই যাঁহার উপাধি, যাহাতে ঈশ্বরের পরিচ্ছিন্ন-ভাব নাই, এবং যাহাতে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ [দৃষ্ট হয়], তজ্জন্য বিক্ষেপ কিংবা তজ্জনিত কিঞ্চিন্মাত্র বন্ধনও তাঁহার নাই॥ ৫০৪

সর্ব্বজ্ঞোঽপ্রতিবদ্ধবোধবিভবস্তেনৈব দেবঃ স্বয়ং
মায়াং স্বামবলম্ব্য নিশ্চলতয়া স্বচ্ছন্দবৃত্তিঃ প্রভুঃ।
সৃষ্টিস্থিত্যদনপ্রবেশযমনব্যাপারমাত্রেচ্ছয়া
কুর্ব্বন্ ক্রীড়তি তদ্রজস্তম উভে সংস্তভ্য শক্ত্যা স্বয়া॥ ৫০৫

অন্বয়। সর্ব্বজ্ঞঃ (সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্) অপ্রতিবদ্ধবোধবিভবঃ (যাঁহার জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্য বাধা প্রাপ্ত হয় না এরূপ) দেবঃ (ঈশ্বর) তেনৈব (সেই হেতুই —সর্ব্বজ্ঞত্বাদি হেতুই) স্বয়ং (নিজে) নিশ্চলতয়া (ব্যাপারশূন্যত্ব হেতু, ক্রিয়াহীন বলিয়া) স্বাং (স্বকীয়) মায়াং (মায়াকে) অবলম্ব্য (অবলম্বন করিয়া) স্বচ্ছন্দবৃত্তিঃ (নিজের অভিপ্রায়মত স্থিতিলাভ করিয়া) প্রভুঃ (সর্ব্বকর্তৃত্বযুক্ত) [সন্= হইয়া) সৃষ্টিস্থিত্যদনপ্রবেশযমনব্যাপারমাত্রেচ্ছয়া (সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ, প্রবেশ, নিয়মন-ব্যাপার মাত্র যাঁহার ইচ্ছা এরূপ) স্বয়া (স্বকীয়) শক্ত্যা (শক্তিদ্বারা) তৎ (সেই) রজঃ (রজোগুণ) তমঃ (তমোগুণ) উভে (এই দুইটিকে) সংস্তভ্য (স্তম্ভিত করিয়া—হ্রাস করিয়া) কুর্ব্বন্ (জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া) ক্রীড়তি (ক্রীড়া করিতেছেন—আছেন)॥ ৫০৫

অনুবাদ। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহার বোধরূপ ঐশ্বর্য্য অক্ষুণ্ণ, সেই পরমেশ্বর স্বয়ং ব্যাপাররহিত (ক্রিয়াশূন্য) হইলেও, নিজ মায়াকে অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে বিরাজমান থাকেন ও প্রভু হন। এবং সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ, প্রবেশ, নিয়মন-

ব্যাপার মাত্র অভিলাষে নিজের শক্তি দ্বারা রজঃ ও তমঃ এই উভয় গুণকে তিরোভূত করিয়া সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া লীলা করিতে থাকেন॥ ৫০৫

তস্মাদাবৃতিবিক্ষেপৌ কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন শক্নুতঃ।
স্বয়মেব স্বতন্ত্রোঽসৌ তৎপ্রবৃত্তিনিরোধয়োঃ॥ ৫০৬

অন্বয়। তস্মাৎ (তজ্জন্য) আবৃতিবিক্ষেপৌ (আবরণশক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তি) কিঞ্চিৎ (কিছু) কর্ত্তুং (কার্য্য করিতে) ন শক্নুতঃ (সমর্থ হয় না), অসৌ (এই—ঈশ্বর) স্বয়মেব (নিজেই) তৎপ্রবৃত্তিনিরোধয়েঃ (আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিদ্বয়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে) স্বতন্ত্রঃ (স্বাধীন)॥ ৫০৬

অনুবাদ। অতএব আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি ঈশ্বরে কিছুই ফল সম্পাদনে সমর্থ হয় না, তিনিই উক্ত শক্তিদ্বয়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে স্বাধীন॥ ৫০৬

তমেব সা ধীকর্ম্মেতি শ্রুতির্বক্তি মহেশিতুঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তিরাবৃতিক্ষেপয়োর্যতঃ॥ ৫০৭

অন্বয়। সা (প্রসিদ্ধা) শ্রুতিঃ (বেদ) তমেব (ঈশ্বরকেই) ধীকর্ম্মা (বুদ্ধিকর্ম্মা) ইতি ইহা বক্তি (বলিয়া থাকেন), যতঃ (যেহেতু) মহেশিতুঃ (মহেশ্বরের) আবৃতিক্ষেপয়োঃ (আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তির) নিগ্রহানু-গ্রহে (নিরোধ ও প্রবৃত্তি বিষয়ে) শক্তিঃ (সামর্থ্য) [অস্তি=আছে]॥ ৫০৭

অনুবাদ। যেহেতু মহেশ্বরের আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির নিরোধ ও প্রবৃত্তি বিষয়ে সামর্থ্য বিদ্যমান আছে, অতএব শ্রুতি তাঁহাকে "ধীকর্ম্মা" এই সংজ্ঞা দিয়া থাকেন॥ ৫০৭

রজসস্তমসশ্চৈব প্রাবল্যং সত্ত্বহানতঃ।
জীবোপাধৌ তথা জীবে তৎকার্য্যং বলবত্তরম্॥ ৫০৮

অন্বয়। জীবোপাধৌ (জীবের উপাধিতে—মলিনসত্ত্বপ্রধান অবিদ্যায়) তথা (তদ্বৎ, সেইরূপ) জীবে (দেহাদিতে অভিমানী পুরুষে) সত্ত্বহানতঃ (সত্ত্বগুণের অভাববশতঃ) রজসঃ (রজোগুণের) তমসশ্চ এব (এবং তমো-গুণেরই) প্রাবল্যম্ (আধিক্য) তৎকার্য্যং (রজস্তমোগুণের ফল) বলবত্তরম্ (অধিকতর [দৃষ্ট হয়])॥ ৫০৮

অনুবাদ। জীবের উপাধিতে (মলিনসত্ত্বপ্রধান অবিদ্যায়) এবং জীবে সত্ত্বগুণের অভাববশতঃ রজোগুণ ও তমোগুণের আধিক্য থাকে এবং তাহাদের ফলও অধিকতরভাবে পরিদৃষ্ট হয়॥ ৫০৮

তেন বন্ধোঽস্য জীবস্য সংসারোঽপি চ তৎকৃতঃ।
সংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বদা যত্র দুঃখং ভূয়ঃ স ঈক্ষতে॥ ৫০৯

অন্বয়। তেন (তজ্জন্য) অস্য (এই) জীবস্য (জীবের) বন্ধঃ (বন্ধন) তৎকৃতঃ (বন্ধনজনিত) সংসারোঽপি (গতাগতিও) চ (পাদপূরণার্থক) সর্ব্বদা (সকল সময়ে) সংপ্রাপ্তঃ (লব্ধ হইয়া থাকে) যত্র (যে অবস্থায়) সঃ (জীব) ভূয়ঃ (পুনঃপুনঃ) দুঃখং (ক্লেশ) ঈক্ষতে (দেখে—অনুভব করে)॥ ৫০৯

অনুবাদ। সেই হেতু (জীবে রজস্তমোগুণের প্রাবল্যহেতু) জীবের বন্ধন ও সর্ব্বদা বন্ধনজনিত সংসারপ্রাপ্তি হয়, এবং যে অবস্থায় জীব পুনঃপুনঃ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে॥ ৫০৯

এতস্য সংসৃতের্হেতুরধ্যাসোঽর্থবিপর্য্যয়ঃ।
অধ্যাসমূলমজ্ঞানমাহুরাবৃতিলক্ষণম্॥ ৫১০

অন্বয়। অর্থবিপর্য্যয়ঃ (পদার্থের অন্যথাকরণরূপ) অধ্যাসঃ (আরোপ) এতস্য (জীবের) সংসৃতেঃ (সংসারের) হেতুঃ (কারণ), [পণ্ডিতাঃ=পণ্ডিতেরা] আবৃতিলক্ষণম্ (আবরণরূপ) অজ্ঞানম্ (অবিদ্যাকে) অধ্যাসমূলম্ (অধ্যাসের কারণ) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)॥ ৫১০

অনুবাদ। পদার্থের বৈপরীত্যরূপ (রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিরূপ বিপর্য্যয়) অধ্যাসই আত্মার সংসারের কারণ; পণ্ডিতেরা আবরণশক্তিরূপ অজ্ঞানকে অধ্যাসের হেতু বলিয়া থাকেন॥ ৫১০

অজ্ঞান-নিবর্ত্তকম্।

অজ্ঞানস্য নিবৃত্তিস্তু জ্ঞানেনৈব ন কর্ম্মণা।
অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নৈবাজ্ঞানস্য বাধকম্॥ ৫১১

অন্বয়। জ্ঞানেনৈব (জ্ঞান দ্বারাই) অজ্ঞানস্য (অবিদ্যার) নিবৃত্তিঃ (বিনাশ), তু (কিন্তু) কর্ম্মণা (কর্ম্ম দ্বারা) ন (নহে—নিবৃত্তি হয় না); কর্ম্ম (যজ্ঞাদি কার্য্য) অবিরোধিতয়া (অজ্ঞানের সহিত বিরোধ না থাকায়) অজ্ঞানস্য (অবিদ্যার) বাধকং (নাশক) নৈব (কদাচ হয় না)॥ ৫১১

অনুবাদ। জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, কর্ম্মের দ্বারা হয় না; [কারণ] অজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের কিছুমাত্র বিরোধ না থাকায়, কর্ম্ম অজ্ঞানের নাশক হইতে পারে না॥ ৫১১

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
কর্ম্মণঃ কার্য্যমেবৈষা জন্মমৃত্যুপরম্পরা॥ ৫১২

অন্বয়। জন্তুঃ (প্রাণী) কর্ম্মণা (কর্ম্মের দ্বারা) জায়তে (জন্মগ্রহণ করে কর্ম্মণৈব (কর্ম্ম দ্বারাই) প্রলীয়তে (নাশপ্রাপ্ত হয়), এষা (এই, দৃশ্যমান)

জন্মমৃত্যুপরম্পরা (জন্মমৃত্যু-প্রবাহ) কর্ম্মণএব (যজ্ঞাদি কর্ম্মেরই) কার্য্যম্ (ফল)॥ ৫১২

অনুবাদ। জীব কর্ম্ম দ্বারা জন্মলাভ করে [এবং] কর্ম্ম দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; এই জন্মমৃত্যু-প্রবাহ কর্ম্মেরই ফল॥ ৫১২

নৈতস্মাৎ কর্ম্মণঃ কার্য্যমন্যদস্তি বিলক্ষণম্।
অজ্ঞানকার্য্যং তৎ কর্ম্ম যতোঽজ্ঞানেন বর্দ্ধতে॥ ৫১৩

অন্বয়। কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) এতস্মাৎ (ইহা অপেক্ষা—জন্মমরণপ্রবাহ ব্যতীত) অন্যৎ (অপর) বিলক্ষণং (বিশিষ্ট) কার্য্যং (ফল) ন অস্তি (নাই), যতঃ (যেহেতু) তৎ (সেই) কর্ম্ম (যজ্ঞাদি) অজ্ঞানকার্য্যম্ (অজ্ঞানের ফল—অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন) অজ্ঞানেন (অজ্ঞানের দ্বারা) বর্দ্ধতে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়)॥ ৫১৩

অনুবাদ। জন্মমরণ-প্রবাহ ব্যতীত কর্ম্মের অন্য কোন বিশিষ্ট (মুক্তি) ফল নাই। কারণ, কর্ম্ম অজ্ঞানের কার্য্য এবং অজ্ঞানের দ্বারাই বর্দ্ধিত হয়॥ ৫১৩

যদ্‌যেন বর্দ্ধতে তেন নাশস্তস্য ন সিধ্যতি।
যেন যস্য সহাবস্থা নিরোধায় ন কল্পতে॥ ৫১৪

অন্বয়। যৎ (যে বস্তু) যেন (যাহার দ্বারা) বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়) তেন (তাহার দ্বারা) তস্য (তাহার) নাশঃ (বিনাশ) ন সিধ্যতি (সম্পাদিত হয় না); যেন (যাহার সহিত) যস্য (যাহার) সহাবস্থা (একত্রাবস্থান) [তৎ তস্য=তাহা তাহার] নিরোধায় (নিবৃত্তির নিমিত্ত) ন কল্পতে (সিদ্ধ হয় না)॥ ৫১৪

অনুবাদ। যে বস্তু যাহার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তাহার দ্বারা সে কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না; যাহার সহিত যে একত্র অবস্থান করে, সে তাহার নিবর্ত্তক (নিবৃত্তিকারক) হয় না॥ ৫১৪ *

নাশকত্বং তদুভয়োঃ কো নু কল্পয়িতুং ক্ষমঃ।
সর্ব্বং কর্ম্মাবিরোধ্যেব সদাজ্ঞানস্য সর্ব্বদা॥ ৫১৫

অন্বয়। কঃ নু (কে বা) তদুভয়োঃ (সেই উভয়ের—অজ্ঞান ও কর্ম্মের)

---

* তাৎপর্য্য—অজ্ঞান হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বরূপ আত্মায় ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম আরোপ করিয়া পুরুষ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন, সুতরাং অজ্ঞানই কর্ম্মের কারণ। অজ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কর্ম্ম যখন অজ্ঞান জন্য এবং অজ্ঞান হইতে বর্দ্ধিত হয়, তখন কর্ম্ম কিরূপে অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে? লোকে দেখা যায়, যে, যাহা হইতে জন্মে কিংবা বর্দ্ধিত হয়, সে তাহার নাশক হয় না। আরও এক কথা, যে যাহার সহিত একত্র অবস্থান করে সে তাহার নাশ্য বা নাশক হইতে পারে না। আলোক অন্ধকারের বিনাশক, সুতরাং উভয়ে একত্র অবস্থিতি করে না; কিন্তু কর্ম্ম ও অজ্ঞান একত্র অবস্থান করে, অতএব কর্ম্ম ও অজ্ঞানের নাশকত্ব বা নাশ্যভাব নাই, একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক।

নাশকত্বং (নাশকতা—নাশ্য-নাশক-ভাব) কল্পয়িতুং (কল্পনা করিতে) ক্ষমঃ (সমর্থঃ)? সর্ব্বং (সমস্ত) কর্ম্ম (যজ্ঞাদি ক্রিয়া) সদা (সকল সময়ে) অজ্ঞানস্য (অজ্ঞানের) সর্ব্বদা (নিয়ত) অবিরোধি এব (বিরোধরহিতই)॥ ৫১৫

অনুবাদ। কর্ম্ম ও অজ্ঞানের মধ্যে কর্ম্মের অজ্ঞাননাশকত্ব কল্পনা করিতে কে সমর্থ হয়? সকল সময়ই অজ্ঞানের সহিত সমস্ত কর্ম্মেরই অবিরোধ বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ৫১৫

ততোঽজ্ঞানস্য বিচ্ছিত্তিঃ কর্ম্মণা নৈব সিধ্যতি।
যস্য প্রধ্বস্তজনকো যৎ সংযোগোঽস্তি তৎক্ষণে॥ ৫১৬
তয়োরেব বিরোধিত্বং যুক্তং ভিন্নস্বভাবয়োঃ।
তমঃপ্রকাশয়োর্যদ্বৎ পরস্পর-বিরোধিতা॥ ৫১৭

অন্বয়। ততঃ (সেইজন্য) কর্ম্মণা (কর্ম্ম দ্বারা) অজ্ঞানস্য (অজ্ঞানের) বিচ্ছিত্তিঃ (বিয়োগ—বিনাশ) নৈব সিধ্যতি (কখনও সিদ্ধ হয় না), তৎক্ষণে (সেই মুহূর্ত্তে) যৎসংযোগঃ (যাহার সম্বন্ধ অর্থাৎ জ্ঞানের সংযোগ) যস্য (যাহার —কর্ম্মের) প্রধ্বস্তজনকঃ (নাশের হেতু) অস্তি (আছে) ভিন্নস্বভাবয়োঃ (বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট) তয়োরেব (তাহাদের উভয়েরই অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মেরই) বিরোধিত্বং (বিরোধ) যুক্তম্ (উচিত) যদ্বৎ (যেমন) তমঃপ্রকাশয়োঃ (অন্ধকার ও আলোকের) পরস্পর-বিরোধিতা (পরস্পর বিরোধ) [বর্ত্ততে= থাকে]॥ ৫১৬—৫১৭

অনুবাদ। অতএব কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না। যাহার সংযোগ তৎকালেই যাহার নাশের হেতু, বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন তাহাদের বিরোধ হওয়া উচিত; যেরূপ অন্ধকার ও আলোকের পরস্পর বিরোধ দেখা যায়॥ ৫১৬—৫১৭ *

অজ্ঞানজ্ঞানয়োস্তদ্বদুভয়োরেব দৃশ্যতে।
ন জ্ঞানেন বিনা নাশস্তস্য কেনাপি সিধ্যতি॥ ৫১৮

অন্বয়। তদবৎ (সেইরূপ—অন্ধকার ও আলোর ন্যায়) উভয়োঃ (দুই) অজ্ঞানজ্ঞানয়োরেব (অজ্ঞান এবং জ্ঞানেরই) [বিরুদ্ধত্বং=বিরোধ] দৃশ্যতে (পরিদৃষ্ট হয়), জ্ঞানেন বিনা (জ্ঞান ব্যতীত) তস্য (তাহার—অজ্ঞানের) নাশঃ (ধ্বংস) কেনাপি (কাহারও দ্বারা) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না)॥ ৫১৮

---

* তাৎপর্য্য—এরূপ একটি সামান্য ব্যাপ্তি (নিয়ম) পরিদৃষ্ট হয়—সমকালে যৎসংযোগ যাহার ধ্বংসের কারণ, তাহাদের পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, যেমন আলোক ও অন্ধকার। আলোক ও অন্ধকার পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ; যৎকালে আলোকের সংযোগ, তৎকালে অন্ধকারের ধ্বংস হইয়া থাকে। সুতরাং আলোক অন্ধকারের ধ্বংসের কারণ। তজ্জন্য আলোক ও অন্ধকারের পরস্পর বিরুদ্ধতা বিদ্যমান আছে। সেইরূপ প্রকৃত স্থলে যখন জ্ঞানের সম্বন্ধ তখনই অজ্ঞানের নাশ; সুতরাং জ্ঞান অজ্ঞানের ধ্বংসের হেতু।

অনুবাদ। অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় অজ্ঞান ও জ্ঞান উভয়ের পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানের নাশ অন্য কাহারও দ্বারা হইতে পারে না॥ ৫১৮

তস্মাদজ্ঞানবিচ্ছিত্ত্যৈ জ্ঞানং সম্পাদয়েৎ সুধীঃ।
আত্মানাত্মবিবেকেন জ্ঞানং সিধ্যতি নান্যথা॥ ৫১৯

অন্বয়। তস্মাৎ (অতএব) সুধীঃ (বুদ্ধিমান্) অজ্ঞানবিচ্ছিত্ত্যৈ (অবিদ্যার বিনাশের নিমিত্ত) জ্ঞানং (বোধ) সম্পাদয়েৎ (সম্পাদন করিবে), আত্মানাত্ম-বিবেকেন (আত্মা ও অনাত্মা দেহাদির বিবেক অর্থাৎ পার্থক্যবোধের দ্বারা) জ্ঞানং (বোধ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়) ন (না) অন্যথা (অন্যপ্রকারে)॥ ৫১৯

অনুবাদ। অতএব বুদ্ধিমান্ লোক অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত জ্ঞান সম্পাদন করিবে, সেই জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হয়, অন্য প্রকারে হয় না॥ ৫১৯

যুক্ত্যাত্মানাত্মনোস্তস্মাৎ করণীয়ং বিবেচনম্।
অনাত্মন্যাত্মতাবুদ্ধিগ্রন্থির্যেন বিদীর্য্যতে॥ ৫২০

অন্বয়। তস্মাৎ (সেইজন্য—জ্ঞানের নিমিত্ত) যুক্ত্যা (তর্কের দ্বারা) আত্মানাত্মনোঃ (আত্মা ও অনাত্মার—দেহাদির) বিবেচনং (বিবেক, পার্থক্য-বোধ) করণীয়ং (করা উচিত); যেন (যাহার দ্বারা—যে বিবেকের দ্বারা) অনাত্মনি (অনাত্মা—দেহাদিতে) আত্মতাবুদ্ধিগ্রন্থিঃ (আত্মজ্ঞানরূপ গাঁইট) বিদীর্য্যতে (বিদীর্ণ হয়)॥ ৫২০

অনুবাদ। সেই নিমিত্ত (তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য) যুক্তি দ্বারা আত্মা ও অনাত্মার পৃথক্ত্ব বোধ লাভ করা কর্ত্তব্য, যাহা দ্বারা অনাত্মাতে আত্মত্ববুদ্ধিরূপ গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়॥ ৫২০

আত্মানাত্মবিবেকার্থং বিবাদোঽয়ং নিরূপ্যতে।
যেনাত্মানাত্মনোস্তত্ত্বং বিবিক্তং প্রস্ফুটায়তে॥ ৫২১

অন্বয়। আত্মানাত্মবিবেকার্থম্ (আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য জ্ঞানের নিমিত্ত) অয়ম্ (এই) বিবাদঃ (কলহ) নিরূপ্যতে (নিরূপিত হইতেছে), যেন (যাহার দ্বারা) আত্মানাত্মনোঃ (আত্মা এবং অনাত্মার—দেহাদির) তত্ত্বং (যথার্থস্বরূপ) বিবিক্তং (পৃথক্ হইয়া) প্রস্ফুটায়তে (বিশদ হয়)॥ ৫২১

অনুবাদ। আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্যবোধের নিমিত্ত বাদিপ্রতিবাদিগণের বিবাদ নিরূপিত হইতেছে, যাহা দ্বারা আত্মা ও অনাত্মার প্রকৃতস্বরূপ পৃথগ্-ভাবে প্রকাশিত হয়॥ ৫২১

অর্হতি (যোগ্য হয়) অন্যত্র (পুত্র ভিন্ন বস্তু) ক্ষেত্রপাত্রধনাদিষু অপি (ভূমি, পাত্র ও ধন প্রভৃতিতেও) প্রীতিঃ (প্রীতি, আদর) ঈক্ষ্যতে (দেখা যায়) ॥ ৫২৮

অনুবাদ। পুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসা যায় বলিয়া কিরূপে পুত্র আত্মা হইতে পারে? পুত্র ভিন্ন ভূমি, পাত্র এবং ধন প্রভৃতিতেও প্রীতি দেখা যায় ॥ ৫২৮

পুত্রাদ্‌বিশিষ্টা দেহেঽস্মিন্ প্রাণিনাং প্রীতিরিষ্যতে।
প্রদীপ্তে ভবনে পুত্রং ত্যক্ত্বা জন্তুঃ পলায়তে ॥ ৫২৯

অন্বয়। অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) প্রাণিনাং (জীবসমূহের) পুত্রাৎ (পুত্র অপেক্ষা) বিশিষ্টা (বিশেষরূপ) প্রীতিঃ (প্রেম, ভালবাসা) ইষ্যতে (ইষ্ট হয়); [কারণ] ভবনে (গৃহে) প্রদীপ্তে (আগুন লাগিলে) জন্তুঃ (প্রাণী—লোক) পুত্রং (সুতকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) পলায়তে (পলায়ন করে) ॥ ৫২৯

অনুবাদ। এই দেহে পুত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রীতি দেখা যায়; [কারণ] গৃহে অগ্নি সংযুক্ত হইলে জীব পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে ॥ ৫২৯

তং বিক্রীণাতি দেহার্থং প্রতিকূলং নিহন্তি চ।
তস্মাদাত্মা তু তনয়ো ন ভবেচ্চ কদাচন ॥ ৫৩০

অন্বয়। [জনঃ=লোক] দেহার্থং (নিজ শরীর রক্ষার নিমিত্ত) তং (তাহাকে—পুত্রকে) বিক্রীণাতি (বিক্রয় করে) প্রতিকূলং চ (এবং অনিষ্টকারী পুত্রকে) নিহন্তি (হনন করে,—বধ করে) তস্মাচ্চ (অতএব এই কারণ বশতঃ) তু (কিন্তু) তনয়ঃ (পুত্র) কদাচন (কখনও) আত্মা (স্বস্বরূপ) ন ভবেৎ (হয় না) ॥ ৫৩০

অনুবাদ। শরীর রক্ষার নিমিত্ত লোক পুত্রকে বিক্রয় করে; পুত্র বিরোধী হইলে তাহাকে বিনাশ করে; অতএব পুত্র কখনও আত্মা হইতে পারে না ॥ ৫৩০

গুণরূপাদিসাদৃশ্যং দীপবন্ন সুতে পিতুঃ।
অব্যঙ্গাজ্জায়তে ব্যঙ্গঃ সুগুণাদপি দুর্গুণঃ ॥ ৫৩১

অন্বয়। সুতে (পুত্রে) দীপবৎ (দীপের ন্যায়—একটি দীপের গুণ যেমন অপর দীপের হইয়া থাকে, সেইরূপ) পিতুঃ (পিতার) গুণরূপাদিসাদৃশ্যং (গুণ ও রূপ প্রভৃতির তুল্যতা) ন (নাই), [কথম্?=কেন নাই?] অব্যঙ্গাৎ (অবিকলাঙ্গ পিতা হইতে) ব্যঙ্গঃ (বিকলাঙ্গ পুত্র) [এবং] সুগুণাৎ (গুণবান্ পিতা হইতে) দুর্গুণঃ (গুণহীন পুত্র) জায়তে (জন্মে) ॥ ৫৩১

অনুবাদ। একটি দীপ হইতে উৎপন্ন অন্য দীপ যেমন পূর্ব্বদীপের সদৃশ রূপগুণাদিযুক্ত হয়, সেইরূপে পুত্রে পিতার রূপগুণাদির সাদৃশ্য নাই; [কারণ] অবিকলাঙ্গ পিতা হইতে বিকলাঙ্গ পুত্র এবং গুণবান্ পিতা হইতে নির্গুণ পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ৫৩১

আভাসমাত্রাস্তাঃ সর্ব্বা যুক্তয়োঽপ্যুক্তয়োঽপি চ।
পুত্রস্য পিতৃবদ্‌গেহে সর্ব্বকার্য্যেষু বস্তুষু ॥ ৫৩২
স্বামিত্বদ্যোতনায়াস্মিন্নাত্মত্বমুপচর্য্যতে।
শ্রুত্যা তু মুখ্যয়া বৃত্ত্যা পুত্র আত্মেতি নোচ্যতে ॥ ৫৩৩

অন্বয়। সর্ব্বাঃ (সমস্ত) তাঃ (সেই) যুক্তয়ঃ অপি (তর্কসমূহও) উক্তয়ঃ অপি (এবং বাক্যগুলিও) আভাসমাত্রাঃ (প্রকৃত যুক্তি নহে কিন্তু, যুক্ত্যাভাস, বস্তুতঃ উক্তি নহে কিন্তু বাক্যাভাস) পিতৃবৎ (পিতার ন্যায়) গেহে (গৃহে) সর্ব্বকার্য্যেষু (সকল কার্য্যে) বস্তুষু (সমস্ত বস্তুতে) পুত্রস্য (তনয়ের) স্বামিত্বদ্যোতনায় (প্রভুত্ব সূচনার নিমিত্ত) অস্মিন্ (পুত্রে) আত্মত্বং (স্বরূপত্ব) উপচর্য্যতে (আরোপ করা হয়, গৌণভাবে প্রযুক্ত হয়), তু (কিন্তু) শ্রুত্যা (শ্রুতিকর্ত্তৃক) মুখ্যয়া বৃত্ত্যা (অভিধা শক্তি দ্বারা) পুত্রঃ (তনয়) আত্মা (স্বরূপ) ইতি (ইহা) ন উচ্যতে (কথিত হয় না) ॥ ৫৩২—৫৩৩

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যুক্তি ও উক্তি আভাসমাত্র, [প্রকৃত যুক্তি নহে, যুক্তির ন্যায় প্রতিভাসমান হয়, সুতরাং যুক্তিগুলি যুক্ত্যাভাস, এবং বাক্যগুলি বাক্যাভাস]। পিতার যেমন গৃহে সমস্ত কার্য্যে এবং সকল বস্তুতে প্রভুত্ব আছে, পুত্রে সেইরূপ প্রভুত্ব সূচনার নিমিত্ত পুত্রে আত্মশব্দের উপচার (গৌণপ্রয়োগ) করা হয়, শ্রুতি কোথায়ও মুখ্য অর্থ (অভিধা শক্তি) দ্বারা পুত্রকে আত্মা বলেন না ॥ ৫৩২—৫৩৩

ঔপচারিকমাত্মত্বং পুত্রে তস্মান্ন মুখ্যতঃ।
অহংপদপ্রত্যয়ার্থো দেহ এব ন চেতরঃ ॥ ৫৩৪

অন্বয়। তস্মাৎ (তজ্জন্য) পুত্রে (তনয়ে) ঔপচারিক (গৌণ) আত্মত্ব (স্বস্বরূপ) মুখ্যতঃ (মুখ্যভাবে) ন (নহে), দেহ এব (শরীরই) অহংপদপ্রত্যয়ার্থঃ (অহংশব্দের জ্ঞানের বিষয়) ন চ ইতরঃ (পুত্রাদি নহে—অহং পদ প্রত্যয়ার্থ নহে) ॥ ৫৩৪

অনুবাদ। অতএব পুত্রে যে আত্মত্ব, তাহা গৌণ, মুখ্যরূপে নহে; একমাত্র দেহই অহংজ্ঞানের বিষয়, পুত্রাদি নহে ॥ ৫৩৪

প্রত্যক্ষঃ সর্ব্বজন্তূনাং দেহোঽহমিতি নিশ্চয়ঃ।
এষ পুরুষোঽন্নরসময় ইত্যপি চ শ্রুতিঃ ॥ ৫৩৫

অন্বয়। অহম্ (আমি) দেহঃ (শরীর) ইতি (এইরূপ) সর্ব্বজন্তূনাং (সকল প্রাণীর) নিশ্চয়ঃ (অবধারণ, নিশ্চিত বোধ) প্রত্যক্ষঃ (অপরোক্ষ), এষঃ (এই) পুরুষঃ (দেহরূপ পুরুষ) অন্নরসময়ঃ (অন্নরসের বিকার) ইত্যপি চ (ইহাও) শ্রুতিঃ (বেদবাক্য) [অস্তি=আছে] ॥ ৫৩৫

অনুবাদ। "দেহই আমি" (অহংপদবাচ্য) এরূপ সমস্ত প্রাণীর প্রত্যক্ষভাবে নিশ্চয়জ্ঞান আছে ; এই পুরুষ [দেহ] অন্নের সারাংশের বিকারভূত, ইহা শ্রুতি বলিয়া থাকেন ॥ ৫৩৫

পুরুষত্বং বদত্যস্য স্বাত্মা হি পুরুষস্ততঃ।
আত্মায়ং দেহ এবেতি চার্ব্বাকেণ বিনিশ্চিতম্ ॥ ৫৩৬

অন্বয়। [শ্রুতিঃ=শ্রুতি] অস্য (এই দেহের) পুরুষত্বং (পুরুষত্ব) বদতি (বলিয়া থাকেন) ততঃ (সেইজন্য) পুরুষঃ (দেহ) স্বাত্মা (স্বস্বরূপ) হি (অবশ্যই) অয়ম্ (এই—দৃশ্যমান) দেহএব (শরীরই) আত্মা (স্বস্বরূপ) ইতি (ইহা) চার্ব্বাকেণ (চার্ব্বাক কর্ত্তৃক—বৃহস্পতি কর্ত্তৃক) বিনিশ্চিতম্ (স্থিরীকৃত হইয়াছে) ॥ ৫৩৬

অনুবাদ। শ্রুতি এই শরীরকে পুরুষ বলিয়া থাকেন, অতএব পুরুষই আত্মা; এই দৃশ্যমান শরীরই আত্মা—ইহা চার্ব্বাক কর্ত্তৃক অবধারিত হইয়াছে ॥ ৫৩৬

ইন্দ্রিয়াত্মবাদঃ।

তন্মতং দূষয়ত্যন্যোঽসহমানঃ পৃথগ্‌জনঃ।
দেহ আত্মা কথং নু স্যাৎ পরতন্ত্রো হ্যচেতনঃ ॥ ৫৩৭

অন্বয়। অসহমানঃ (দেহাত্মবাদে অসহিষ্ণু) অন্যঃ (অপর) পৃথগ্‌জনঃ (সাধারণ লোক—মূর্খ—বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি) তন্মতং (দেহাত্মবাদীর মতকে) দূষয়তি (দূষিত করে), নু (ভো !) হি (যেহেতু) পরতন্ত্রঃ (পরাধীন) অচেতনঃ (জড়) দেহঃ (শরীর) কথং (কিরূপে) আত্মা (স্বস্বরূপ) স্যাৎ (হয়) ॥ ৫৩৭

অনুবাদ। অপর অজ্ঞ দেহাত্মবাদীর মত সহ্য করিতে না পারিয়া সেই মতে দোষ প্রদান করে, [ইন্দ্রিয়ের] অধীন, জড় দেহ কিরূপে আত্মা হইতে পারে ? ॥ ৫৩৭

ইন্দ্রিয়ৈশ্চাল্যমানোঽয়ং চেষ্টতে ন স্বতঃ ক্বচিৎ।
আশ্রয়শ্চক্ষুরাদীনাং গৃহবদ্‌গৃহমেধিনাম্ ॥ ৫৩৮

অন্বয়। অয়ম্ (এই—দেহ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক) চাল্যমানঃ (পরিচালিত হইয়া) চেষ্টতে (কাজ করে) ক্বচিৎ (কোথায়ও) স্বতঃ (আপনা হইতে) ন [চেষ্টতে=কিছু করে না] [অয়ম্=এই দেহ] গৃহমেধিনাং (গৃহস্থগণের) গৃহবৎ (ঘরের ন্যায়) চক্ষুরাদীনাং (নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের) আশ্রয়ঃ (অবলম্বন) ॥ ৫৩৮

অনুবাদ। এই দেহ ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ক্রিয়া করে, নিজে

হইতে কিছু করে না; গৃহ যেমন গৃহস্থগণের আশ্রয়, তদ্রূপ দেহ ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় ॥ ৫৩৮

বাল্যাদিনানাবস্থাবান্ শুক্রশোণিতসম্ভবঃ।
অতঃ কদাপি দেহস্য নাত্মত্বমুপপদ্যতে ॥ ৫৩৯

অন্বয়। [অয়ং দেহঃ=এই দেহ] বাল্যাদিনানাবস্থাবান্ (বাল্যযৌবন প্রভৃতি অনেক অবস্থাযুক্ত) [এবং] শুক্রশোণিতসম্ভবঃ (পিতৃবীর্য্য ও মাতৃরক্ত হইতে জাত) অতঃ (এই জন্য) কদাপি (কখনও) দেহস্য (শরীরের) আত্মত্ব (স্বস্বরূপতা) ন উপপদ্যতে (উপপন্ন হয় না—যুক্তিযুক্ত হয় না) ॥ ৫৩৯

অনুবাদ। এই শরীর বাল্য-যৌবনাদি বিবিধ অবস্থাযুক্ত এবং পিতৃবীর্য্য ও মাতৃশোণিত হইতে উৎপন্ন; অতএব কখনও দেহ আত্মা হইতে পারে না ॥ ৫৩৯

বধিরোঽহং চ কাণোঽহং মূক ইত্যনুভূতিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মা যেষামস্ত্যর্থবেদনম্ ॥ ৫৪০

অন্বয়। অহম্ (আমি) বধিরঃ (শ্রবণশক্তিহীন—কালা) অহম্ (আমি) চ (এবং) কাণঃ (চক্ষুহীন) [অহম্=আমি] মূকঃ (বাকৃশক্তিবিহীন—বোবা) ইতি (এইরূপ) অনুভূতিতঃ (অনুভবহেতু) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুঃ প্রভৃতি) আত্মা (স্বস্বরূপ) ভবন্তি (হয়) যেষাং (যাহাদের—চক্ষুঃ প্রভৃতির) অর্থবেদনং (বিষয়জ্ঞান, বিষয়ের অনুভূতি) অস্তি (আছে) ॥ ৫৪০

অনুবাদ। আমি বধির (শ্রবণশক্তিবিহীন), আমি কাণ (দৃষ্টিশক্তিহীন), আমি মূক (বাকৃশক্তিবিহীন), এইরূপ অনুভববশতঃ ইন্দ্রিয়গণ আত্মা হইতে পারে; [কারণ] ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-জ্ঞান বিদ্যমান আছে ॥ ৫৪০

ইন্দ্রিয়াণাং চেতনত্বং দেহে প্রাণাঃ প্রজাপতিম্।
এতমেত্যেত্যূচুরিতি শ্রুত্যৈব প্রতিপাদ্যতে ॥ ৫৪১

অন্বয়। দেহে (শরীরে) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়গণ) এতম্ (এই) প্রজাপতিম্ (প্রজাপতিকে) এত্য (পাইয়া) ইতি (এইরূপ) ঊচুঃ (বলিয়াছিল) ইতি (এই) শ্রুত্যা এব (শ্রুতি কর্তৃকই) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়সমূহের) চেতনত্ব (চৈতন্য) প্রতিপাদ্যতে (প্রতিপাদিত অর্থাৎ প্রমাণিত হইতেছে) ॥ ৫৪১

অনুবাদ। "শরীরস্থিত ইন্দ্রিয়গণ প্রজাপতির সমীপে গমন করিয়া এই-রূপ বাক্য বলিয়াছিল"—এই শ্রুতিদ্বারাও ইন্দ্রিয়দিগের চৈতন্য প্রতিপাদিত (প্রমাণিত) হইতেছে ॥ ৫৪১

যতস্তস্মাদিন্দ্রিয়াণাং যুক্তমাত্মত্বমিত্যমুম্।
নিশ্চয়ং দূষয়ত্যন্যোঽসহমানঃ পৃথগ্‌জনঃ ॥ ৫৪২

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু—শ্রুতি এরূপ বলেন) তস্মাৎ (সেইজন্য) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়দিগের) আত্মত্বং (স্বস্বরূপত্ব) যুক্তম্ (উচিত) ইতি (এইরূপ) অমুম্ (এই) নিশ্চয়ম্ (অবধারণকে, নিশ্চিত জ্ঞানকে) অসহমানঃ (অসহিষ্ণু) অন্যঃ (অপর) পৃথগ্জনঃ (পামর, মূর্খ) দূষয়তি (দূষিত করে, দোষ দেয়)॥ ৫৪২

অনুবাদ। [যেহেতু শ্রুতি এইরূপ প্রতিপাদন করেন] অতএব ইন্দ্রিয়-গণের আত্মত্বই যুক্তিযুক্ত, অন্য মূর্খ এইরূপ নিশ্চয়ে অসহিষ্ণু হইয়া তাহাতে দোষ প্রদান করে॥ ৫৪২

প্রাণাত্মবাদঃ।

ইন্দ্রিয়াণি কথং ত্বাত্মা করণানি কুঠারবৎ।
করণস্য কুঠারাদেশ্চেতনত্বং ন হীক্ষ্যতে॥ ৫৪৩

অন্বয়। তু (কিন্তু) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) কথং (কিরূপে) আত্মা (স্বস্বরূপ) [ভবেৎ=হয়], [যতঃ=কারণ] করণানি (করণগুলি, ইন্দ্রিয়গুলি) কুঠারবৎ (কুঠারের—পরশুর ন্যায় অচেতন হইয়া থাকে) কুঠারাদেঃ (পরশু প্রভৃতি) করণস্য (করণসমূহের, কার্য্যসাধনের যন্ত্রগুলির) চেতনত্বং (চৈতন্য) ন (না) হি (যেহেতু) ঈক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয়)॥ ৫৪৩

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়সমূহ কিরূপে আত্মা হইবে? করণগুলি কুঠারের ন্যায় (জড়) হইয়া থাকে; কুঠার প্রভৃতি করণের (যন্ত্রের) চৈতন্য [কুত্রাপি] দেখা যায় না॥ ৫৪৩

শ্রুত্যাধিদেবতাবাদ ইন্দ্রিয়েষূপচর্য্যতে *।
ন তু সাক্ষাদিন্দ্রিয়াণাং চেতনত্বমুদীর্য্যতে॥ ৫৪৪

অন্বয়। শ্রুত্যা (শ্রুতি কর্ত্তৃক) অধিদেববাদঃ (ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-দের কথন) ইন্দ্রিয়েষু (সেই সেই দেবতা দ্বারা অধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়সমূহে) উপচর্য্যতে (গৌণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে), তু (কিন্তু) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষভাবে) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) চেতনত্বং (চৈতন্য) ন উদীর্য্যতে (শ্রুতি কর্ত্তৃক কথিত হয় না)॥ ৫৪৪

অনুবাদ। শ্রুতিতে যে ইন্দ্রিয়গণের উক্তি-প্রত্যুক্তির বিষয় দেখা যায়, তাহা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়দিগের নহে, কিন্তু সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের উক্তি-প্রত্যুক্তি ইন্দ্রিয়সমূহে আরোপ করা হয় মাত্র; শ্রুতি সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়দিগের চেতনত্ব বলেন নাই॥ ৫৪৪

---

* শ্রুত্যাধিদেবতামেবেন্দ্রিয়েষূপচর্য্যতে—ইতি পাঠান্তরম্।

অচেতনস্য দীপাদেরর্থাভাসকতা যথা।
তথৈব চক্ষুরাদীনাং জড়ানামপি সিধ্যতি ॥ ৫৪৫

অন্বয়। অচেতনস্য (চৈতন্যবিহীন) দীপাদেঃ (প্রদীপ প্রভৃতির) যথা (যেরূপ) অর্থাভাসকতা (বিষয়-প্রকাশকত্ব) তথা এব (সেইরূপই) জড়ানাম্ (অচেতন) চক্ষুরাদীনামপি (চক্ষুঃ প্রভৃতিরও) [অর্থাভাসকতা=বিষয়-প্রকাশকতা] সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়) ॥ ৫৪৫

অনুবাদ। [বিষয়-বিজ্ঞান থাকায় ইন্দ্রিয় আত্মা হইতে পারে—এইরূপ যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ব্যভিচার অর্থাৎ ব্যতিক্রম প্রদর্শিত হইতেছে —] অচেতন প্রদীপ প্রভৃতি যেমন বিষয় প্রকাশ করে, তদ্রূপ জড় (অচেতন) চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণেরও বিষয়-প্রকাশকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৫৪৫

ইন্দ্রিয়াণাং চেষ্টয়িতা প্রাণোঽয়ং পঞ্চবৃত্তিকঃ।
সর্ব্বাবস্থাস্ববস্থাবান্ সোঽয়মাত্মত্বমর্হতি।
অহং ক্ষুধাবান্ তৃষ্ণাবান্ ইত্যাদ্যনুভবাদপি ॥ ৫৪৬

অন্বয়। অয়ম্ (এই) পঞ্চবৃত্তিকঃ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই পাঁচটি বৃত্তি—অবস্থাবিশিষ্ট) প্রাণঃ (মুখ্য প্রাণ) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) চেষ্টয়িতা (ব্যাপার-কারক, কার্য্যে প্রবর্ত্তক) সর্ব্বাবস্থাসু (সমস্ত অবস্থাতে) অবস্থাবান্ (অবস্থাযুক্ত) সঃ (সেই) অয়ম্ (এই প্রাণ) আত্মত্বং (স্বস্বরূপতা) অর্হতি (প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়), অহম্ (আমি) ক্ষুধাবান্ (ক্ষুধাযুক্ত) তৃষ্ণাবান্ (পিপাসাতুর) ইত্যাদ্যনুভবাদপি (এইরূপ অনুভূতিবশতঃ ও) [প্রাণ আত্মা হইবে] ॥ ৫৪৬

অনুবাদ। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচটি বৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপারের হেতু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে ; বাল্য যৌবন প্রভৃতি সমস্ত অবস্থাতে অবস্থাবিশিষ্ট এই প্রাণই আত্মা হইতে পারে। আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমি পিপাসাতুর—এইরূপ অনুভব বলেও প্রাণকে আত্মা বলা যায় ॥ ৫৪৬

শ্রুত্যান্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময় ইতীর্য্যতে যস্মাৎ।
তস্মাৎ প্রাণস্যাত্মত্বং যুক্তং নো করণসংজ্ঞানাং ক্বাপি ॥ ৫৪৭

অন্বয়। যস্মাৎ (যেহেতু) শ্রুত্যা (শ্রুতি কর্তৃক) অন্যঃ (অপর) অন্তরঃ (অভ্যন্তরস্থ) আত্মা (স্বরূপ) প্রাণময়ঃ (প্রাণ-প্রচুর) ইতি (এইরূপ) ঈর্য্যতে (কথিত হয়), তস্মাৎ (সেইজন্য) প্রাণস্য (প্রাণের) আত্মত্বং (স্বস্বরূপত্ব) যুক্তম্ (উচিত), করণসংজ্ঞানাং (চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির) ক্বাপি (কোথাও) নো (না, অর্থাৎ আত্মত্ব নহে) ॥ ৫৪৭

অনুবাদ। অন্নময় কোশ হইতে আরও অন্তরস্থিত প্রাণময়=কোশই আত্মা—একথা শ্রুতি বলিয়াছেন, অতএব প্রাণই আত্মা, ইন্দ্রিয়সমূহ আত্মা নহে ॥ ৫৪৭

মন-আত্মবাদঃ।

ইতি নিশ্চয়মেতস্য দূষয়ত্যপরো জড়ঃ।
ভবত্যাত্মা কথং প্রাণো বায়ুরেবৈষ আত্মনঃ * ॥ ৫৪৮

অন্বয়। অপরঃ (অন্য) জড়ঃ (মূর্খ) এতস্য (ইহার—প্রাণাত্মবাদীর) ইতি (এইরূপ) নিশ্চয়ং (নিশ্চিত ধারণাকে) দূষয়তি (দূষিত করে, দোষ দেয়), প্রাণঃ (প্রাণবায়ু) কথং (কিরূপে) আত্মা (স্বস্বরূপ) ভবতি (হয়) এবং (এই প্রাণ), আত্মনঃ (আত্মার) বায়ুঃ এব (পবনই) ॥ ৫৪৮

অনুবাদ। অন্য অজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণাত্মবাদীর এইরূপ নিশ্চয়ে (ধারণায়, মতবাদে) দোষ দিয়া থাকে, [তাহারা বলে—] প্রাণ কিরূপে আত্মা হইবে? ইহা আত্মার (আত্মা হইতে জাত) বায়ু মাত্র ॥ ৫০৮

বহির্যাত্যন্তরায়াতি ভস্ত্রিকাবায়ুবন্মুহুঃ।
ন হিতং বাহিতং বা স্বমন্যদ্ বা বেদ কিঞ্চন ॥ ৫৪৯

অন্বয়। [এষ বায়ুঃ=এই বায়ু] ভস্ত্রিকাবায়ুবৎ (কর্ম্মকারের হাপর অর্থাৎ ভস্ত্রা বা যাঁতার বায়ুর ন্যায়) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) বহিঃ (বাহিরে) যাতি (যায়) [এবং] অন্তঃ (দেহের মধ্যে) আয়াতি (আসে), হিতম্ (ইষ্ট) বা (কিংবা) অহিতম্ (অনিষ্ট) বা (অথবা) স্বম্ (আপনাকে) অন্যৎ (অন্যকে) বা (অথবা) কিঞ্চন (কিছু) ন বেদ (জানে না) ॥ ৫৪৯

অনুবাদ। [কামারের] ভস্ত্রার (হাপরের) বায়ু যেমন পুনঃ পুনঃ বাহিরে যায় এবং ভিতরে আসে, সেইরূপ এই বায়ুও একবার দেহের বাহিরে যায় এবং আবার দেহের অভ্যন্তরে আসিয়া থাকে ; ইহা ভালমন্দ, আত্মপর কিছুই জানে না ॥ ৫৪৯

জড়স্বভাবশ্চপলঃ কর্ম্মযুক্তশ্চ সর্ব্বদা।
প্রাণস্য ভানং মনসি স্থিতে সুপ্তে ন দৃশ্যতে ॥ ৫৫০

অন্বয়। [এষ বায়ুঃ=এই বায়ু] জড়স্বভাবঃ (অচেতন) চপলঃ (চঞ্চল) সর্ব্বদা (সকল সময়ে) কর্ম্মযুক্তশ্চ (এবং ক্রিয়াবিশিষ্ট)—সুপ্তে (সুষুপ্ত পুরুষে) মনসি (মনঃ) স্থিতে (বর্ত্তমান থাকিতে) প্রাণস্য (প্রাণের) ভানং (ভান—জ্ঞান, প্রকাশ) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না) ॥ ৫৫০

অনুবাদ। প্রাণ অচেতন, চঞ্চল এবং সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল, গাঢ়নিদ্রায় মগ্ন ব্যক্তিতে মনঃই বর্ত্তমান থাকে, প্রাণের জ্ঞানশক্তি পরিলক্ষিত হয় না [অথবা— সুপ্ত ব্যক্তিতে মনঃ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু প্রাণের অনুভব হয় না] ॥ ৫৫০

---

* আন্তরঃ ইতি বা পাঠঃ।

মনস্তু সর্ব্বং জানাতি সর্ব্ববেদনকারণম্।
যৎ তস্মান্মন এবাত্মা প্রাণস্তু ন কদাচন ॥ ৫৫১

অন্বয়। তু (কিন্তু) যৎ (যেহেতু), মনঃ (মন) সর্ব্বং (সমস্ত) জানাতি (জানে) সর্ব্ববেদনকারণং (সকল বিষয়ের জ্ঞানের হেতু) তস্মাৎ (সেইজন্য) মন এব (মনই) আত্মা (স্বস্বরূপ) তু (কিন্তু) প্রাণঃ (মুখ্যপ্রাণ) কদাচন (কদাচিৎ) ন (আত্মা নহে)॥ ৫৫১

অনুবাদ। যেহেতু মনঃ সকল বিষয় জানে এবং সমস্ত বিষয়জ্ঞানের কারণ, অতএব মনঃই আত্মা, প্রাণ কখনও আত্মা হইতে পারে না॥ ৫৫১

সঙ্কল্পবানহং চিন্তাবানহঞ্চ বিকল্পবান্।
ইত্যাদ্যনুভবাদন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ ॥ ৫৫২
ইত্যাদিশ্রুতিসদ্ভাবাদ্ যুক্তা মনস আত্মতা।
ইতি নিশ্চয়মেতস্য দূষয়ত্যপরো জড়ঃ ॥ ৫৫৩

অন্বয়। অহম্ (আমি) সঙ্কল্পবান্ (সঙ্কল্প করিতেছি) চিন্তাবান্ (চিন্তা করিতেছি) অহম্ (আমি) বিকল্পবান্ (এইটি ঠিক বা ঠিক নহে—এই বিকল্প করিতেছি) চ (এবং) ইত্যাদ্যনুভবাৎ (এইরূপ অনুভূতিবশতঃ) অন্যঃ (অপর) অন্তরঃ (অভ্যন্তরস্থ) মনোময়ঃ (মনোময়) আত্মা (স্বরূপ) ইত্যাদিশ্রুতি-সদ্ভাবাৎ (এই প্রকার বেদবাক্য থাকায়) মনসঃ (মনের) আত্মতা (স্বস্বরূপতা) যুক্তা (উচিত); অপরঃ (অন্য) জড়ঃ (অজ্ঞ) ইতি (এইরূপ) এতস্য (মন-আত্মবাদীর) নিশ্চয়ম্ (অবধারণকে, মতবাদকে) দূষয়তি (দোষ দেয়)॥ ৫৫২—৫৫৩

অনুবাদ। 'আমি এইরূপ সঙ্কল্প করিতেছি, আমি এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছি, আমি এইরূপ বিকল্প (ইহা ঠিক বা ঠিক নহে) করিতেছি'—এইরূপ অনুভববশতঃ এবং 'প্রাণময় কোশ হইতে মনোময় কোশ অন্তর-আত্মা' এইরূপ শ্রুতি থাকায়—মনকে আত্মা বলা যুক্তিসঙ্গত—অপর অজ্ঞ ব্যক্তি মন-আত্মবাদীর এইরূপ সিদ্ধান্তে দোষ দিয়া থাকে॥ ৫৫২—৫৫৩

বুদ্ধ্যাত্মবাদঃ।

কথং মনস আত্মত্বং করণস্য দৃগাদিবৎ।
কর্ত্তৃপ্রযোজ্যং করণং ন স্বয়ং তু প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৫৪

অন্বয়। করণস্য (ক্রিয়াসাধন, ইন্দ্রিয়) মনসঃ (মনের) দৃগাদিবৎ (চক্ষুঃ প্রভৃতির ন্যায়) আত্মত্বং (স্বরূপত্ব) কথং (কিরূপে)? করণং (ইন্দ্রিয়, যাহা

দ্বারা কর্ত্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে) কর্তৃপ্রযোজ্যং (কর্ত্তা কর্ত্তৃক কার্য্যে ব্যাপৃত হয়) স্বয়ং (নিজে) তু (কিন্তু) ন প্রবর্ত্তেত (প্রবৃত্ত হয় না।) ॥ ৫৫৪

অনুবাদ। মনঃ, চক্ষুঃ প্রভৃতির ন্যায় ইন্দ্রিয় অর্থাৎ করণ, তাহার আত্মত্ব কিরূপে হইবে? করণ কর্ত্তা কর্ত্তৃক কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া থাকে, নিজে প্রবৃত্ত হয় না। ॥ ৫৫৪

করণপ্রযোক্তা কর্ত্তা তস্যৈবাত্মত্বমর্হতি।

আত্মা স্বতন্ত্রঃ পুরুষো ন প্রযোজ্যঃ কদাচন ॥ ৫৫৫

অন্বয়। [যঃ=যে] করণপ্রযোক্তা (করণের প্রয়োগ করে, করণকে ক্রিয়া-সাধনে নিযুক্ত করে) কর্ত্তা (কর্তৃত্ববিশিষ্ট) তস্য এব (তাহারই) আত্মত্বম্ (স্বস্বরূপত্ব) অর্হতি (যোগ্য হয়). আত্মা (স্বরূপ) স্বতন্ত্রঃ (স্বাধীন) পুরুষঃ (আত্মাকে পুরুষ বলা যায়) কদাচন (কখন) প্রযোজ্যঃ (প্রয়োগের বিষয়ীভূত, অন্যের দ্বারা নিয়োগের যোগ্য) ন (নহে) ॥ ৫৫৫

অনুবাদ। যে করণের প্রযোজক এবং কর্ত্তা, তাহাকে আত্মা বলা উচিত। আত্মা স্বতন্ত্র, তাহাকেও পুরুষ বলা হইয়া থাকে, তিনি কখনও অন্যের দ্বারা নিয়োগের যোগ্য হন না ॥ ৫৫৫

অহং কর্ত্তাস্ম্যহং ভোক্তা সুখীত্যনুভবাদপি।

বুদ্ধিরাত্মা ভবত্যেব বুদ্ধিধর্ম্মো হ্যহঙ্কৃতিঃ ॥ ৫৫৬

অন্বয়। অহম্ (আমি) কর্ত্তা (কর্তৃত্ববান্) অস্মি (হই) অহম্ (আমি) ভোক্তা (ভোগী) সুখী (সুখযুক্ত) ইতি (এইরূপ) অনুভবাদপি (অনুভূতি-বশতঃও) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) আত্মা (স্বস্বরূপ) ভবতি (হয়), হি (যেহেতু) অহঙ্কৃতিঃ (অহঙ্কার) বুদ্ধিধর্ম্ম (বুদ্ধির ধর্ম্ম=অবস্থা-বিশেষ) ॥ ৫৫৬

অনুবাদ। আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী—এইরূপ অনুভববশতঃ বুদ্ধিকে আত্মা বলা যাইতে পারে, কারণ অহঙ্কার বুদ্ধিরই ধর্ম্ম ॥ ৫৫৬

অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময় ইতি বদতি নিগমঃ।

মনসোঽপি চ ভিন্নং বিজ্ঞানময়ং কর্ত্তৃরূপমাত্মানম্ ॥ ৫৫৭

অন্বয়। অন্যঃ (অপর—মনোময় হইতে ভিন্ন) অন্তরঃ (অভ্যন্তরস্থ) আত্মা (স্বরূপ) বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানময়) ইতি (এই) নিগমঃ (শ্রুতি) মনসশ্চাপি (এবং মনঃ হইতেও) ভিন্নং (পৃথক্) কর্ত্তৃরূপং (কর্ত্তৃস্বরূপ) বিজ্ঞানময়ম্ (বিজ্ঞানময় কোশকে) আত্মানম্ (আত্মা) বদতি (বলিয়া থাকেন) ॥ ৫৫৭

অনুবাদ। "মনোময় কোশ হইতে ভিন্ন অভ্যন্তরস্থ আত্মা বিজ্ঞানময়" এইরূপ শ্রুতি মনঃ হইতে পৃথক কর্ত্তৃস্বরূপ বিজ্ঞানময় কোশকে আত্মা বলিয়া থাকেন ॥ ৫৫৭

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।
ইত্যস্য কর্ত্তৃতা শ্রুত্যা মুখতঃ প্রতিপাদ্যতে।
তস্মাদ্যুক্তাত্মতা বুদ্ধেরিতি বৌদ্ধেন নিশ্চিতম্ ॥ ৫৫৮

অন্বয়। অপিচ (আরও) বিজ্ঞানং (বিজ্ঞানময়কোশ—বুদ্ধি) যজ্ঞং (সঙ্কল্প) তনুতে (বিস্তার করে) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সকলকে) তনুতে (অনুষ্ঠান করে) ইতি (এই) শ্রুত্যা (শ্রুতি কর্ত্তৃক) অস্য (বিজ্ঞানের) কর্ত্তৃতা (কর্ত্তৃত্ব) মুখতঃ (কণ্ঠরবের দ্বারা—স্পষ্ট) প্রতিপাদ্যতে (প্রতিপাদিত হইতেছে), তস্মাৎ (সেইজন্য) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) আত্মতা (আত্মস্বরূপতা) যুক্তা (উচিত) ইতি (ইহা) বৌদ্ধেন (বৌদ্ধ কর্ত্তৃক) নিশ্চিতম্ (স্থিরীকৃত হইয়াছে) ॥ ৫৫৮

অনুবাদ। 'বুদ্ধি সঙ্কল্প করে, এবং কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করে'—এই শ্রুতি কণ্ঠরবের দ্বারা (অর্থাৎ অতি স্পষ্টরূপে) বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন; সেইজন্য বুদ্ধির আত্মত্ব যুক্তিসঙ্গত—ইহা বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত ॥ ৫৫৮

অজ্ঞানাত্মবাদঃ।

প্রাভাকরস্তার্কিকশ্চ তাবুভাবপ্যমর্ষয়া।
তন্নিশ্চয়ং দূষয়তো বুদ্ধিরাত্মা কথং ন্বিতি ॥ ৫৫৯

অন্বয়। প্রাভাকরঃ (প্রভাকরমতাবলম্বী) তার্কিকশ্চ (এবং নৈয়ায়িক) তৌ (তাঁহারা) উভৌ অপি (উভয়েই) অমর্ষয়া (ক্রোধবশতঃ) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) কথং নু (কিরূপে) আত্মা (স্বরূপ) ইতি (এইরূপে) তন্নিশ্চয়ং (বুদ্ধ্যাত্মবাদীর সিদ্ধান্তকে) দূষয়তঃ (দোষ দিয়া থাকেন) ॥ ৫৫৯

অনুবাদ। প্রভাকরমতাবলম্বী এবং নৈয়ায়িক এই উভয়ে অসহিষ্ণুতাবশতঃ—বুদ্ধি আত্মা কিরূপে হইতে পারে—এই বলিয়া বুদ্ধ্যাত্মবাদীর সিদ্ধান্তে দোষ দিয়া থাকেন ॥ ৫৫৯

বুদ্ধেরজ্ঞানকার্য্যত্বাদ্বিনাশিত্বাৎ প্রতিক্ষণম্।
বুদ্ধ্যাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষামজ্ঞানে লয়দর্শনাৎ ॥ ৫৬০
অজ্ঞোঽহমিত্যনুভবাদাস্ত্রীবালাদিগোচরাৎ।
ভবত্যজ্ঞানমেবাত্মা ন তু বুদ্ধিঃ কদাচন ॥ ৫৬১

অন্বয়। বুদ্ধেঃ (জ্ঞানের) অজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ (অজ্ঞানের কার্য্যত্ববশতঃ, অজ্ঞানের ফল বলিয়া) প্রতিক্ষণং (প্রতি ক্ষণে) বিনাশিত্বাৎ (বিনাশপ্রাপ্ত হয় বলিয়া) বুদ্ধ্যা-

দীনাং (চ এবং বুদ্ধি প্রভৃতি) সর্ব্বেষাং (সকল বস্তুর) অজ্ঞানে (জ্ঞানাভাবে) লয়দর্শনাৎ (নাশ দেখা যায় বলিয়া) অহম্ (আমি) অজ্ঞঃ (জ্ঞানহীন) ইতি (এইরূপ) আস্ত্রীবালাদিগোচরাৎ (স্ত্রী হইতে বালক পর্য্যন্ত বিষয়ক) অনুভবাৎ (অনুভূতিবশতঃ) অজ্ঞানমেব (জ্ঞানাভাবই) আত্মা (স্বরূপ) বুদ্ধিস্তু (কিন্তু জ্ঞান) কদাচন (কখনও) ন (নহে—আত্মা হইতে পারে না)॥ ৫৬০—৫৬১

অনুবাদ। [বুদ্ধি কেন আত্মা নহে, তদ্বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে —] বুদ্ধি অজ্ঞানের কার্য্য বা ফল, প্রতিক্ষণে সে বিনাশী, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর অজ্ঞানে লয় দৃষ্ট হয় বলিয়া এবং "আমি অজ্ঞ" এইরূপ স্ত্রী হইতে বালক পর্য্যন্ত [সকলেরই] অনুভব থাকায়, অজ্ঞানই আত্মা হইবে, বুদ্ধি কখনও আত্মা হইতে পারে না ॥ ৫৬০—৫৬১

বিজ্ঞানময়াদন্যং ত্বানন্দময়ং পরং তথাত্মানম্।
অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময় ইতি বদতি বেদোঽপি ॥ ৫৬২

অন্বয়। তু (কিন্তু) অন্যঃ (বিজ্ঞানময়-কোশ হইতে ভিন্ন) অন্তরঃ (অভ্যন্তরস্থ) আত্মা (স্বরূপ) আনন্দময়ঃ (আনন্দময়-কোশ) ইতি (এইরূপ) বেদোঽপি (শ্রুতিও) বিজ্ঞানময়াৎ (বিজ্ঞানময় কোশ হইতে) অন্যং (ভিন্ন) আনন্দময়ং (আনন্দময় কোশকে) তথা (সেইরূপ) পরম্ (প্রকৃষ্ট) আত্মানং (পরমাত্মা) বদতি (বলিয়া থাকেন)॥ ৫৬২

অনুবাদ। "অন্য অন্তর (অভ্যন্তরবর্ত্তী) আত্মা আনন্দময়"—এই শ্রুতি বিজ্ঞানময়-কোশ হইতে ভিন্ন আনন্দময়-কোশকে পরমাত্মা বলেন ॥ ৫৬২

দুঃখপ্রত্যয়শূন্যত্বাদানন্দময়তা মতা।*
অজ্ঞানে সকলং সুপ্তৌ বুদ্ধ্যাদি প্রবিলীয়তে ॥ ৫৬৩

অন্বয়। দুঃখপ্রত্যয়শূন্যত্বাৎ (দুঃখবিষয়ক জ্ঞানের অভাববশতঃ) আনন্দময়তা (আনন্দরূপতা বা আনন্দপ্রচুরতা) মতা (যুক্তা) সুপ্তৌ (নিদ্রাকালে) বুদ্ধ্যাদি (বুদ্ধি প্রভৃতি) সকলং (সমস্ত বস্তু) অজ্ঞানে (জ্ঞানাভাবে) প্রবিলীয়তে (লীন হইয়া যায়)॥ ৫৬৩

অনুবাদ। দুঃখজ্ঞানের অভাববশতঃ আনন্দরূপতা বলা যাইতে পারে না। [কারণ] গভীর নিদ্রার সময়ে বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত বস্তু অজ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৬৩

---

* তাৎপর্য্য—"অজ্ঞান"-শব্দের অর্থ জ্ঞানাভাব, কিন্তু শ্রুতিতে আত্মার 'আনন্দময়তা' বলিয়াছেন। অজ্ঞান ও আনন্দময়ত্ব কিরূপে এক হইতে পারে? অজ্ঞানাত্মবাদীর মতে তাহার উত্তর এই যে, শ্রুতিতে যে আনন্দের কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ দুঃখাভাব। প্রকৃত পক্ষে মোক্ষ বা সুষুপ্তিতে আনন্দ থাকে না, দুঃখ না থাকায় আনন্দ শব্দের প্রয়োগ হয়—লোকেও এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়—"ভারাদ্যপগমে সুখ্যহং সংবৃত্তঃ" ভারাদির ত্যাগে আমি সুখী হইয়াছি। বস্তুতঃ ভার দূর হওয়ায় দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহাতেই সুখ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব আনন্দ শব্দের অর্থ দুঃখজ্ঞানের অভাব।

দুঃখিনোঽপি সুষুপ্তৌ তু আনন্দময়তা ততঃ।
সুপ্তৌ কিঞ্চিন্ন জানামীত্যনুভূতিশ্চ দৃশ্যতে॥ ৫৬৪

অন্বয়। ততঃ (সেইজন্য) দুঃখিনঃ অপি (দুঃখী পুরুষেরও) সুষুপ্তৌ (গভীর নিদ্রার সময়ে) আনন্দময়তা (আনন্দরূপতা), সুপ্তৌ (নিদ্রাকালে) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন জানামি (জানি না) ইতি (এইরূপ) অনুভূতিশ্চ (অনুভবও) দৃশ্যতে (দেখা যায়)॥ ৫৬৪

অনুবাদ। সেই নিমিত্ত গভীর নিদ্রাকালে, দুঃখী লোকেরও আনন্দময়তা থাকে, আমি কিছুই জানি না—এইরূপ অনুভবও গভীর নিদ্রাকালে দেখা যায়॥ ৫৬৪

যত এবমতো যুক্তা হ্যজ্ঞানস্যাত্মতা ধ্রুবম্!
ইতি তন্নিশ্চয়ং ভাট্টা দূষয়ন্তি স্বযুক্তিভিঃ॥ ৫৬৫

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু) এবম্ (এইরূপ) অতঃ (এজন্য) অজ্ঞানস্য (অজ্ঞানের) আত্মতা (স্বরূপতা) ধ্রুবং (নিশ্চিত) যুক্তা (যুক্তিসঙ্গত) হি (পাদপূরণার্থক) ইতি (এইরূপ) তন্নিশ্চয়ং (তাহাদিগের সিদ্ধান্ত) ভাট্টাঃ (ভট্টমতাবলম্বিগণ) স্বযুক্তিভিঃ (নিজের যুক্তি দ্বারা) দূষয়ন্তি (দূষিত করেন)॥ ৫৬৫

অনুবাদ। উক্তরূপ কারণবশতঃ পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমূহ দ্বারা অজ্ঞানের আত্মত্বই যুক্তিসঙ্গত; তাঁহাদিগের এইরূপ সিদ্ধান্তে ভট্টমতাবলম্বীরা দোষ দিয়া থাকেন॥ ৫৬৫

জ্ঞানাজ্ঞানাত্মবাদঃ।

কথমজ্ঞানমেবাত্মা জ্ঞানং চাপ্যুপলভ্যতে।
জ্ঞানাভাবে কথং বিদ্যুরজ্ঞোঽহমিতি চাজ্ঞতাম্।
অস্বাপ্সং সুখমেবাহং ন জানাম্যত্র কিঞ্চন॥ ৫৬৬
ইত্যজ্ঞানমপি জ্ঞানং প্রবুদ্ধেষু প্রদৃশ্যতে।
প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময় ইত্যপি চ শ্রুতিঃ॥ ৫৬৭
প্রব্রবীত্যুভয়াত্মত্বমাত্মনঃ স্বয়মেব সা।
আত্মাতশ্চিজ্জড়তনুঃ খদ্যোত ইব সম্মতঃ॥ ৫৬৮

অন্বয়। অজ্ঞানং (জ্ঞানাভাব) কথং (কিরূপে) আত্মা (স্বরূপ) [ভবেৎ—হইতে পারে], জ্ঞানং চাপি (এবং জ্ঞান ও) উপলভ্যতে (উপলব্ধি হইতেছে) [জনাঃ=লোকসমূহ] জ্ঞানাভাবে (জ্ঞানের অভাবে) অহম্ (আমি) অজ্ঞঃ

(জ্ঞানহীন) ইতি চ (এইরূপ) কথং (কিরূপে) বিদ্যুঃ (জানে) ? অহম্ (আমি) সুখমেব (ভালরূপেই) অস্বাপ্সম্ (নিদ্রা গিয়াছিলাম) অত্র (এই বিষয়ে) কিঞ্চন (কিছুই) ন জানামি (জানিতে পারি না) ইতি (এইরূপ) অজ্ঞানমপি (জ্ঞানাভাব-বিষয়ক ও) জ্ঞানং (বোধ) প্রবুদ্ধেষু (জাগরিত ব্যক্তিতে) প্রদৃশ্যতে (দেখা যায়) প্রজ্ঞানঘনঃ (জ্ঞানমূর্ত্তি, বিজ্ঞান-স্বরূপ আত্মা) আনন্দময়ঃ এব (আনন্দময়ই) ইত্যপি (এইরূপ ও) শ্রুতিঃ (বেদ) স্বয়মেব (নিজেই) আত্মনঃ (আত্মার) উভয়াত্মত্বং (জ্ঞান, অজ্ঞান এই উভয়রূপতা) প্রব্রবীতি (বলিতেছেন), অতঃ (এই নিমিত্ত) আত্মা (স্বরূপ) খদ্যোতঃ ইব (জোনাকি পোকার ন্যায়, জোনাকি পোকা যেমন ক্ষণিক আলোক দেয় বলিয়া চেতনস্বভাব বলা যায় এবং পরক্ষণে আলোক থাকে না বলিয়া জড়স্বভাব বলা যায়, তদ্রূপ) চিজ্জড়তনুঃ (চৈতন্য ও জড়স্বভাব) সম্মতঃ (অভিমত) ॥ ৫৬৬—৫৬৭—৫৬৮

অনুবাদ। [জ্ঞানাজ্ঞানই আত্মা, এ পক্ষে ভট্টমতাবলম্বীরা এবংবিধ যুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন—] * যখন জ্ঞানও উপলব্ধ হইতেছে তখন কেবল অজ্ঞানকেই কিরূপে আত্মা বলা যায় ? জ্ঞানাভাব বিষয়ে—'আমি অজ্ঞ' এই-রূপ অজ্ঞতা কিরূপে লোক জানিতে পারে ? আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, আমি কিছুই জানিতে পারি নাই—এইরূপ অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান জাগরিত ব্যক্তিতে দেখা যায়। 'প্রজ্ঞানঘনই—আনন্দময়' এই শ্রুতি স্বয়ং আত্মার উভয়রূপতা (জ্ঞানাজ্ঞান-স্বরূপতা) বলিতেছেন। অতএব আত্মা খদ্যোতের † (জোনাকি পোকার) ন্যায় চৈতন্য ও জড়স্বভাব বলিয়া অভিপ্রেত ॥ ৫৬৬—৫৬৭—৫৬৮

শূন্যাত্মবাদঃ।

ন কেবলাজ্ঞানময়ঃ ঘটকুড্যাদিবজ্জড়ঃ।
ইতি নিশ্চয়মেতেষাং দূষয়ত্যপরো জড়ঃ ॥ ৫৬৯

অন্বয়। [আত্মা=আত্মা] ঘটকুড্যাদিবৎ (ঘট দেওয়াল প্রভৃতির ন্যায়) জড়ঃ (অচেতন) কেবলাজ্ঞানময়ঃ (কেবলমাত্র অজ্ঞানরূপ) ন (নহে), অপরঃ (অন্য) জড়ঃ (অজ্ঞ) ইতি (এইরূপ) এতেষাং (ভাট্টদিগের) নিশ্চয়ং (সিদ্ধান্তকে) দূষয়তি (দূষিত করে, দোষ দেয়) ॥ ৫৬৯

---

* তাৎপর্য্য।—যদি কেবলমাত্র অজ্ঞানই আত্মা হয়, তাহা হইলে, আমি অজ্ঞ, আমি জানি না—এইরূপ অজ্ঞানের জ্ঞান কিরূপে হইবে ? যখন অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান হয়, তখন কেবল অজ্ঞান আত্মা নহে, জ্ঞানাজ্ঞানকেই আত্মা বলা উচিত।

† খদ্যোত অর্থাৎ জোনাকি পোকা যেমন কিয়ৎক্ষণ আলোক প্রদান করে, পরক্ষণে তাহা থাকে না, তাহাতে যেমন চৈতন্য ও জড়ভাব পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান ও অজ্ঞান অনুভূত হওয়ায়, জ্ঞানাজ্ঞানকেই আত্মা বলা উচিত।

অনুবাদ। জড় ঘট কুড্য (ভিত্তি, দেওয়াল) প্রভৃতির ন্যায় কেবলমাত্র অজ্ঞান আত্মা হইতে পারে না, অন্য অজ্ঞ ব্যক্তি ভাটগণের এইরূপ সিদ্ধান্তে দোষ প্রদান করিয়া থাকে॥ ৫৬৯

জ্ঞানাজ্ঞানময়স্ত্বাত্মা কথং ভবিতুমর্হতি।
পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ তেজস্তিমিরবৎ তয়োঃ॥ ৫৭০

অন্বয়। তু (কিন্তু) তেজস্তিমিরবৎ (আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায়) তয়োঃ (জ্ঞান ও অজ্ঞানের) পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ (পরস্পরবিরোধবশতঃ) জ্ঞানাজ্ঞানময়ঃ (জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপ) আত্মা (স্বরূপ) কথং (কিরূপে) ভবিতুম্ (হইতে) অর্হতি (পারে)॥ ৫৭০

অনুবাদ। পরন্তু আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধপদার্থ; সুতরাং আত্মা কিরূপে জ্ঞানাজ্ঞানময় হইবে?॥ ৫৭০

সামান্যাধিকরণ্যং বা সংযোগো বা সমাশ্রয়ঃ।
তমঃপ্রকাশবজ্জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্ন হি সিধ্যতি॥ ৫৭১

অন্বয়। হি (যেহেতু) তমঃপ্রকাশবৎ (অন্ধকার এবং আলোকের ন্যায়) জ্ঞানাজ্ঞানয়োঃ (জ্ঞান এবং অজ্ঞানের) সামান্যাধিকরণ্যং (একাধিকরণে বর্ত্তমানতা অর্থাৎ যাহাতে অন্ধকার থাকে, তাহাতেই আলোক থাকে) বা (কিংবা) সংযোগঃ (সংযোগ-সম্বন্ধ) বা (কিংবা) সমাশ্রয়ঃ (তুল্যাশ্রয়—অধিকরণ অথবা সমবায়-সম্বন্ধ) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না)॥ ৫৭১

অনুবাদ। অন্ধকার এবং আলোকের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান এক অধিকরণে (আধারে) থাকে না; কিংবা তাহাদের সহযোগ নাই অথবা তাহাদের আশ্রয়ও তুল্য নহে॥ ৫৭১

অজ্ঞানমপি বিজ্ঞানং বুদ্ধির্বাপি চ তদ্‌গুণাঃ।
সুষুপ্তৌ নোপলভ্যন্তে যৎকিঞ্চিদপি চাপরম্॥ ৫৭২
মাত্রাদিলক্ষণং কিং নু শূন্যমেবোপলভ্যতে।
সুষুপ্তৌ নান্যদস্ত্যেব নাহমপ্যাসমিত্যনু॥ ৫৭৩
সুপ্তোত্থিতজনৈঃ সর্ব্বৈঃ শূন্যমেবানুস্মর্য্যতে।
যৎ ততঃ শূন্যমেবাত্মা ন জ্ঞানাজ্ঞানলক্ষণঃ॥ ৫৭৪

অন্বয়। অজ্ঞানং (জ্ঞানাভাববিষয়ক) বিজ্ঞানমপি (জ্ঞানও) বুদ্ধির্বাপি চ (অথবা বুদ্ধি ও) তদ্‌গুণাঃ (জ্ঞান ও অজ্ঞানের গুণ—ধর্ম্ম, জ্ঞানের ধর্ম্ম—প্রকাশকত্ব, অজ্ঞানের ধর্ম্ম—আবরণ) সুষুপ্তৌ (গভীর নিদ্রাকালে) ন উপলভ্যন্তে (উপলব্ধ হয় না) অপরম্ (অন্য) যৎকিঞ্চিদপি চ (অথবা যাহা কিছু) মাত্রাদিলক্ষণং (প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমিতি-স্বরূপ) কিং নু শূন্যমেব (কিংবা অভাবই)

উপলভ্যতে (জ্ঞাত হয়) সুষুপ্তৌ (গভীর নিদ্রাকালে) অন্যৎ (অন্যবস্তু) নাস্ত্যেব (কদাচ নাই) অহমপি (আমিও) ন আসম্ (ছিলাম না), ইতি (এইরূপ) অনু (পশ্চাৎ) সর্ব্বৈঃ (সমস্ত) সুপ্তোত্থিতজনৈঃ (নিদ্রা হইতে উত্থিত লোকগণ কর্তৃক) শূন্যমেব (কেবল ফাঁকা, অভাব, কিছুই না) অনুস্মর্য্যতে (স্মৃত হয়) যৎ (যেহেতু) ততঃ (এইজন্য) শূন্যমেব (অভাবই) আত্মা (স্বরূপ) জ্ঞানাজ্ঞানালক্ষণঃ (জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপ) ন (নহে) [আত্মা ইতি শেষঃ] ॥ ৫৭২—৫৭৩—৫৭৪

অনুবাদ। 'আমি জানি না'—এইরূপ অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান, [ভাববিষয়ক] জ্ঞান এবং তাহাদের ধর্ম্ম [জ্ঞানের ধর্ম্ম—প্রকাশ, অজ্ঞানের ধর্ম্ম—আবরণ] গভীর নিদ্রাকালে উপলব্ধ হয় না, অন্য যাহা কিছু প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমিতি প্রভৃতি, তাহা শূন্য বলিয়াই প্রতীতি হয় ; কারণ, গভীর নিদ্রাকালে অন্য কোন বস্তু নাই, আমিও ছিলাম না—এইরূপ গভীর নিদ্রা হইতে উত্থিত সকলই স্মরণ করিয়া থাকে ; অতএব শূন্যই আত্মা, জ্ঞানাজ্ঞান আত্মা হইতে পারে না ॥ ৫৭২—৫৭৩—৫৭৪

বেদেনাপ্যসদেবেদমগ্র আসীদিতি স্ফুটম্।
নিরূপ্যতে যতস্তস্মাৎ শূন্যস্যৈবাত্মতা মতা ॥ ৫৭৫

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু) বেদেন (শ্রুতি কর্তৃক) ইদম্ (এই জগৎ) অগ্রে (পূর্ব্বে—উৎপত্তির আগে) অসৎ এব (শূন্যই) আসীৎ (ছিল) ইতি (এইরূপ) স্ফুটং (স্পষ্টরূপে) নিরূপ্যতে (নিরূপিত হইতেছে), তস্মাৎ (তজ্জন্য) শূন্যস্য (অসতের) আত্মতা (স্বস্বরূপতা) মতা (যুক্তা) ॥ ৫৭৫

অনুবাদ। [কেবল যে যুক্তি দ্বারা শূন্যের আত্মত্ব নিরূপিত হইতেছে, তাহা নহে, শূন্যের আত্মত্বপক্ষে শ্রুতিও আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—] এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ (শূন্য) ছিল—এইরূপ বেদবাক্য দ্বারাও শূন্যের আত্মত্ব বিশদভাবে নিরূপিত হইতেছে, অতএব শূন্যকেই আত্মা বলা উচিত ॥ ৫৭৫

অসন্নেব ঘটঃ পূর্ব্বং জায়মানঃ প্রদৃশ্যতে।
ন হি কুম্ভঃ পুরৈবান্তঃ স্থিত্বোদেতি বহির্মুখঃ ॥ ৫৭৬

অন্বয়। পূর্ব্বম্ (অগ্রে) অসন্ এব (না থাকিয়াই) ঘটঃ (কুম্ভ) জায়মানঃ (জন্মলাভ করিয়া) প্রদৃশ্যতে (প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়); হি (যেহেতু), পুরা এব (উৎপত্তির পূর্ব্বেই) কুম্ভঃ (ঘট) অন্তঃ (মৃত্তিকার মধ্যে) স্থিত্বা (থাকিয়া) বহির্মুখঃ (বহির্গত হইয়া) ন উদেতি (উদিত হয় না) ॥ ৫৭৬

অনুবাদ। পূর্ব্বে ঘট ছিল না, উৎপন্ন হইলে লোকের দৃষ্টিগোচর হয় ; উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকিয়া পরে বাহিরে প্রকাশিত হয়, ইহা হইতে পারে না ॥ ৫৭৬

যৎ তস্মাদসতঃ সর্ব্বং সদিদং সমজায়ত।
ততঃ সর্ব্বাত্মনা শূন্যস্যৈবাত্মত্বং সমর্হতি * ॥ ৫৭৭

অন্বয়। যৎ (যেহেতু ঘট মৃত্তিকার মধ্যে থাকিয়া পরে প্রকাশিত হয় না) তস্মাৎ (অতএব) অসতঃ (অসৎ—শূন্য হইতে) ইদম্ (এই) সর্ব্বং (সমস্ত) সৎ (সদ্বস্তু—ঘটপটাদি) সমজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছে) ততঃ (তজ্জন্য) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বতোভাবে) শূন্যস্যৈব (অসৎ শূন্যেরই) আত্মত্বং (স্বরূপত্বম্) সমর্হতি (হইতে পারে) ॥ ৫৭৭

অনুবাদ। যেহেতু ঘট মৃত্তিকার মধ্যে থাকিয়া পরে প্রকাশিত হয় না, অতএব শূন্য হইতে এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান ঘটপটাদি সদ্বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে শূন্যই আত্মা হইতে পারে ॥ ৫৭৭

ইত্যেবং পণ্ডিতম্মন্যৈঃ পরস্পর-বিরোধিভিঃ।
তত্তন্মতানুরূপাল্পশ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভিঃ ॥ ৫৭৮
নির্ণীতমতজাতানি খণ্ডিতান্যেব পণ্ডিতৈঃ।
শ্রুতিভিশ্চাপ্যনুভবৈর্বাধকৈঃ প্রতিবাদিনাম্ ॥ ৫৭৯
যতস্তস্মাৎ তু পুত্রাদেঃ শূন্যান্তস্য বিশেষতঃ।
সুসাধিতমনাত্মত্বং শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভিঃ ॥ ৫৮০

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু), ইতি (এই) এবং (এই প্রকার) পরস্পরবিরোধিভিঃ (পরস্পরবিরুদ্ধ) পণ্ডিতম্মন্যৈঃ (নিজকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এইরূপ ব্যক্তিগণ কর্তৃক) তত্তন্মতানুরূপাল্পশ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভিঃ (সেই সেই মতের অনুকূলে অল্প শ্রুতি, তর্ক এবং অনুভবের দ্বারা) প্রতিবাদিনাং (প্রতিবাদীদিগের) নির্ণীতমতজাতানি (নির্ণীত মতসমূহ) পণ্ডিতৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) শ্রুতিভিশ্চাপি (এবং বেদপ্রমাণের দ্বারাও) অনুভবৈঃ (অনুভূতি দ্বারা) বাধকৈঃ (অন্য বাধক তর্কের দ্বারা) খণ্ডিতানি এব (নিরাকৃতই হইয়াছে) তস্মাত্ত্‌ (তজ্জন্য) শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভিঃ (বেদ, তর্ক ও অনুভবের দ্বারা) পুত্রাদেঃ (পুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া) শূন্যান্তস্য (শূন্য পর্য্যন্ত) বিশেষতঃ (বিশেষরূপে) অনাত্মত্বম্ (আত্মভিন্নত্ব) সুসাধিতম্ (উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে) ॥ ৫৭৮—৫৭৯—৫৮০

অনুবাদ। এই প্রকারে পরস্পর-কলহকারী পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ সেই সেই মতের অনুকূলে অল্প শ্রুতিযুক্তি ও অনুভবের দ্বারা যে সমস্ত মত-নির্ণয় (সিদ্ধান্ত) করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ শ্রুতি, যুক্তি, অনুভব ও বাধকতর্ক-বলে প্রতিবাদিগণের সেই সমস্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন ; তজ্জন্য শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবের দ্বারা পুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শূন্য পর্য্যন্ত পদার্থের অনাত্মত্ব (আত্মভিন্নত্ব) বিশেষরূপে সাধিত হইয়াছে ॥ ৫৭৮—৫৭৯—৫৮০

---

* শূন্যমেবাত্মত্বম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

নহি প্রমাণান্তর-বাধিতস্য
যাথার্থ্যমঙ্গীক্রিয়তে মহদ্ভিঃ।
পুত্রাদিশূন্যান্তমনাত্মতত্ত্ব-
মিত্যেব বিস্পষ্টমতঃ সুজাতম্ ॥ ৫৮১

অন্বয়। মহদ্ভিঃ (সাধুগণ কর্তৃক) প্রমাণান্তরবাধিতস্য (অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত বস্তুর) যাথার্থ্যং (তত্ত্ব, সত্যতা) ন হি অঙ্গীক্রিয়তে (নিশ্চয়ই স্বীকৃত হয় না) অতঃ (এই নিমিত্ত) পুত্রাদিশূন্যান্তং (পুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শূন্য পর্য্যন্ত) অনাত্মতত্ত্বম্ (আত্মভিন্ন বস্তু) ইত্যেব (ইহাই) বিস্পষ্টং (স্পষ্টরূপে) সুজাতম্ (সম্পন্ন অর্থাৎ নির্ণীত হইল) ॥ ৫৮১

অনুবাদ। মহাপুরুষেরা অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধিত বস্তুর সত্যতা স্বীকার করেন না, অতএব পুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শূন্য পর্য্যন্ত [সমস্তই যে] অনাত্ম-পদার্থ, ইহা স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইল ॥ ৫৮১

শিষ্যঃ—

সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
শূন্যং বিনা নান্যদিহোপলভ্যতে।
শূন্যং ত্বনাত্মা ন ততঃ পরঃ কো-
ঽপ্যাত্মাভিধানস্ত্বনুভূয়তেঽর্থঃ ॥ ৫৮২

অন্বয়। শিষ্যঃ (বিদ্যার্থী) [পৃচ্ছতি=জিজ্ঞাসা করিলেন]—সুষুপ্তিকালে (গভীরনিদ্রাসময়ে) সকলে (সমস্ত) বিলীনে (লয়প্রাপ্ত হইলে) ইহ (এ সংসারে) শূন্যম্ (অসৎ,—অভাব) বিনা (ব্যতীত) অন্যৎ (অন্যবস্তু) ন উপলভ্যতে (জ্ঞাত হওয়া যায় না), তু (কিন্তু) শূন্যম্ (অসৎ) অনাত্মা (আত্মা নহে) ততঃ (তাহার) পরঃ (পর) আত্মাভিধানঃ (আত্মা এই নাম-ধারী) কোঽপি (কোনও) অর্থঃ (পদার্থ) তু (পাদপূরণার্থক) ন অনুভূয়তে (উপলব্ধ হয় না) ॥ ৫৮২

অনুবাদ। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—গভীর নিদ্রার সময়ে সমস্ত পদার্থ [কারণে] লয়প্রাপ্ত হইলে, এ জগতে শূন্য ব্যতীত আর কোন বস্তু উপলব্ধ হয় না; যদি শূন্যই আত্মা না হইল, তদপেক্ষা অন্য 'আত্মা' এই নামধারী কোন পদার্থ ই অনুভূত হয় না ॥ ৫৮২

যদ্যস্তি চাত্মা কিমু নোপলভ্যতে
সুপ্তৌ যথা তিষ্ঠতি কিং প্রমাণম্।
কিংলক্ষণোঽসৌ স কথং ন বাধ্যতে
প্রবাধ্যমানেষ্বহমাদিষু স্বয়ম্ ॥ ৫৮৩

অন্বয়। যদি চ (যদ্যপি) আত্মা (স্বরূপ) অস্তি (আছে) [তর্হি=তবে] কিমু (কেন) ন উপলভ্যতে (জানা যায় না)? সুপ্তৌ (নিদ্রাকালে) যথা (যেরূপে) তিষ্ঠতি (বিদ্যমান থাকে) [তত্র=তাহাতে] কিং (কি) প্রমাণম্ (প্রমাণ)? অসৌ (এই আত্মা) কিংলক্ষণঃ (কিরূপ লক্ষণবিশিষ্ট)? অহমাদিষু (অহঙ্কার প্রভৃতি) প্রবাধ্যমানেষু (বাধিত হইলে) সঃ (সেই আত্মা) স্বয়ং (নিজে) কথং (কিরূপে) ন বাধ্যতে (বাধিত হয় না)? ॥ ৫৮৩

অনুবাদ। যদি আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তবে কেন উহা উপলব্ধ হয় না? গভীর নিদ্রাকালেও যে আত্মা থাকে, তাহার প্রমাণ কি? আত্মার লক্ষণ কি? অহঙ্কার প্রভৃতি বাধিত হইলেও আত্মা স্বয়ং কেন বাধিত (যুক্তিদ্বারা নিরাকৃত) হয় না? ৫৮৩

এতৎ সংশয়জাতং মে হৃদয়গ্রন্থিলক্ষণম্।
ছিন্ধি যুক্তিমহাখড়্গধারয়া কৃপয়া গুরো * ॥ ৫৮৪

অন্বয়। গুরো! (হে গুরো!) মে (আমার) হৃদয়-গ্রন্থিলক্ষণং (অন্তঃকরণের গাঁইটরূপ) এতৎ সংশয়জাতম্ (এই সন্দেহগুলি) কৃপয়া (দয়া-পরবশ হইয়া) যুক্তিমহাখড়্গধারয়া (সিদ্ধান্তরূপ মহাখড়্গের ধারের দ্বারা) ছিন্ধি (ছেদন করুন, দূর করুন) ॥ ৫৮৪

অনুবাদ। হে গুরো! আপনি দয়া করিয়া, আমার অন্তঃকরণের গ্রন্থি (গাঁইট)-রূপ এই সন্দেহ-সমুদায় যুক্তিরূপ মহাখড়্গের ধার দিয়া ছেদন করুন। [যুক্তি দ্বারা আমার হৃদয়ের সংশয় দূর করুন] ॥ ৫৮৪

গুরুঃ—

অতিসূক্ষ্মতরঃ প্রশ্নস্তবায়ং সদৃশো মতঃ।
সূক্ষ্মার্থদর্শনং সূক্ষ্মবুদ্ধিষ্বেব প্রদৃশ্যতে ॥ ৫৮৫

অন্বয়। অয়ম্ (এই) অতিসূক্ষ্মতরঃ (অত্যন্ত গভীর) প্রশ্নঃ (জিজ্ঞাসা) তব (তোমার) সদৃশঃ (তুল্য, যোগ্য) মতঃ (সম্মত); [কারণ] সূক্ষ্মবুদ্ধিষু এব (তীক্ষ্ণবুদ্ধিব্যক্তিগণেই) সূক্ষ্মার্থদর্শনং (সূক্ষ্ম পদার্থের জ্ঞান) প্রদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) ॥ ৫৮৫

অনুবাদ। এই অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রশ্ন তোমার যোগ্যই বটে, [কারণ] সূক্ষ্ম-পদার্থের জ্ঞান সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তিগণেতেই দেখা যায় ॥ ৫৮৫

শৃণু বক্ষ্যামি সকলং যদ্যৎ † পৃষ্টং ত্বয়াধুনা।
রহস্যং পরমং সূক্ষ্মং জ্ঞাতব্যঞ্চ মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৫৮৬

অন্বয়। ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) অধুনা (এখন) সূক্ষ্মং (দুরবগাহ, নিগূঢ়) মুমুক্ষুভিশ্চ (এবং মোক্ষকামিগণ কর্ত্তৃক) জ্ঞাতব্যং (বোদ্ধব্য, জানিবার যোগ্য) চ (এবং) পরমং (শ্রেষ্ঠ) রহস্যং (গুহ্য বিষয়) যদ্ যদ্ (যাহা যাহা) পৃষ্টং

---

* মহাশস্ত্রধারয়া ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† যদ্যদ্যৎ পৃষ্টস্ত্বয়ানা ইতি সত্যপাঠঃ।

(জিজ্ঞাসিত হইয়াছে), সকলং (তাহা সমস্তই) বক্ষ্যামি (বলিব), শৃণু (তুমি শ্রবণ কর)॥ ৫৮৬

অনুবাদ। তুমি এখন সূক্ষ্ম, মুক্তিকামীদিগেরও জ্ঞাতব্য যে সমুদায় অতীব গুহ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই সমস্ত আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর॥ ৫৮৬

শূন্যবাদ-নিরাসঃ।

বুদ্ধ্যাদি সকলং সুপ্তাবনুলীনং স্বকারণে।
অব্যক্তে বটবদ্‌বীজে তিষ্ঠত্যবিকৃতাত্মনা॥ ৫৮৭

অন্বয়। সুপ্তৌ (নিদ্রাকালে) বীজে, বটবৎ (বটবৃক্ষের ন্যায়) স্বকারণে (নিজের উপাদান কারণে) অব্যক্তে (মায়ায়) অনুলীনং (লয়প্রাপ্ত) বুদ্ধ্যাদি (বুদ্ধি প্রভৃতি) সকলম্ (সমস্ত পদার্থ) অবিকৃতাত্মনা (অবিকৃতভাবে) তিষ্ঠতি (থাকে)॥ ৫৮৭

অনুবাদ। বীজে যেমন বটবৃক্ষ অব্যক্তভাবে (অপ্রকাশিত অবস্থায়) নিহিত আছে, সেইরূপ নিদ্রাকালে বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ স্বকীয় উপাদানকারণ মায়ায় লীন হইয়া অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে॥ ৫৮৭

তিষ্ঠত্যেব স্বরূপেণ ন তু শূন্যায়তে জগৎ।
ক্বচিদঙ্কুররূপেণ ক্বচিদ্‌বীজাত্মনা বটঃ।
কার্য্যকারণরূপেণ যথা তিষ্ঠত্যদস্তথা॥ ৫৮৮

অন্বয়। জগৎ (জগৎ) স্বরূপেণ (নিজরূপে) তিষ্ঠত্যেব (নিশ্চয়ই আছে) ন তু শূন্যায়তে (পরন্তু অসৎপ্রতিভাস হয় না), যথা (যেমন) বটঃ (বটবৃক্ষ) ক্বচিৎ (কোন স্থানে) অঙ্কুররূপেণ (অঙ্কুরভাবে) ক্বচিৎ (কোথায়ও) বীজাত্মনা (বীজরূপে), তথা (সেইরূপ) অদঃ (এই—জগৎ) কার্য্যকারণরূপেণ (কার্য্যরূপে এবং কারণরূপে) তিষ্ঠতি (থাকে)॥ ৫৮৮

অনুবাদ। জগৎ নিজরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, [কখনও] ইহা শূন্যরূপে প্রতীয়মান হয় না ; যেমন বটবৃক্ষ কোথায়ও অঙ্কুররূপে, কোথায়ও বা বীজরূপে অবস্থান করে, সেইরূপ এই জগৎ [কখনও] কার্য্যরূপে (ব্যক্তরূপে) [কখনও বা] কারণরূপে (অব্যক্তভাবে) বিদ্যমান থাকে॥ ৫৮৮

অব্যাকৃতাত্মনাবস্থাং জগতো বদতি শ্রুতিঃ।
সুষুপ্ত্যাদিষু তদ্বেদং তর্হ্যব্যাকৃতমিত্যসৌ॥ ৫৮৯

অন্বয়। তর্হি (তবে—উৎপত্তির পূর্ব্বে) [জগৎ] অব্যাকৃতম্ (নাম ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত ছিল না, অব্যক্ত) ইতি (ইহা) অসৌ (সেই) শ্রুতিঃ (বেদ)

অব্যাকৃতাত্মনা (অনভিব্যক্তভাবে) জগতঃ (জগতের) অবস্থাং (পরিণাম-বিশেষ) সুষুপ্ত্যাদিষু (নিদ্রা প্রভৃতির সময়ে) তদ্ভেদম্ (অবস্থা-বিশেষ) বদতি (বলেন) ॥ ৫৮৯

অনুবাদ। 'এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে নাম ও রূপের দ্বারা অনভিব্যক্ত ছিল'—এই শ্রুতি অব্যাকৃতভাবে জগতের অবস্থা এবং নিদ্রা প্রভৃতি সময়ে তাহার ভেদ বলিয়া থাকেন ॥ ৫৮৯

ইমমর্থমবিজ্ঞায় নির্ণীতং শ্রুতিযুক্তিভিঃ।
জগতো দর্শনং শূন্যমিতি প্রাহুরতদ্বিদঃ ॥ ৫৯০

অন্বয়। অতদ্বিদঃ (জগতের অব্যক্ত অবস্থা যাহারা জানে না, তাহারা) ইমম্ (এই) অর্থম্ (অভিধেয়, অর্থ) অবিজ্ঞায় (না জানিয়া) শ্রুতিযুক্তিভিঃ (বেদ ও তর্কের দ্বারা) নির্ণীতং (স্থিরীকৃত), জগতঃ (জগতের) দর্শনং (জ্ঞানকে) শূন্যম্ (অসৎ) ইতি (ইহা) প্রাহুঃ (বলেন) ॥ ৫৯০

অনুবাদ। অনভিজ্ঞগণ এইরূপ অর্থ না জানিয়া শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা নিরূপিত [এই] জগতের দর্শন (প্রত্যক্ষ)-কে শূন্য বলিয়া থাকে ॥ ৫৯০

নাসতঃ সত উৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে।
উদেতি নরশৃঙ্গাৎ কিং খপুষ্পাৎ কিং ভবিষ্যতি ॥ ৫৯১

অন্বয়। অসতঃ (শূন্য হইতে) সতঃ (সদ্বস্তুর) উৎপত্তিঃ (জন্ম) ন শ্রূয়তে (শোনা যায় না) ন চ দৃশ্যতে (এবং দেখা যায় না), নরশৃঙ্গাৎ (মনুষ্যের শৃঙ্গ হইতে) কিং (কি) উদেতি (জন্মিয়া থাকে)? খ-পুষ্পাৎ (আকাশ-কুসুম হইতে) কিং (কি) ভবিষ্যতি (হইয়া থাকে)? ॥ ৫৯১

অনুবাদ। অসৎ (অবস্তু) হইতে সতের (বস্তুর) উৎপত্তি শুনিতে পাওয়া যায় না অথবা দেখিতে পাওয়া যায় না। নরশৃঙ্গ (মানুষের শিং) ও আকাশ-কুসুম হইতে কোন্ বস্তু জন্মিয়া থাকে? ॥ ৫৯১

প্রভবতি নহি কুম্ভোঽবিদ্যমানো মৃদশ্চেৎ
প্রভবতু সিকতায়া বাথবা বারিণো বা।
ন হি ভবতি চ তাভ্যাং সর্ব্বথা ক্বাপি তস্মাদ্
যত উদয়তি যোঽর্থোঽস্ত্যত্র তস্য স্বভাবঃ ॥ ৫৯২

অন্বয়। হি (নিশ্চিত) অবিদ্যমানঃ (পূর্ব্বে থাকে না এরূপ) কুম্ভঃ (ঘট) মৃদঃ (মৃত্তিকা হইতে) ন প্রভবতি (উৎপন্ন হয় না) চেৎ (যদি—যদি অবিদ্যমান ঘট মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়, তবে) সিকতায়াঃ (বালুকা হইতে) বা (বা) অথবা (কিংবা) বারিণঃ (জল হইতে) বা (বা) প্রভবতু (উৎপন্ন হউক), তাভ্যাঞ্চ (বালুকা ও জল হইতে) সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে) ক্বাপি (কোথায়ও) ন ভবতি (হয় না) হি (নিশ্চিত), তস্মাৎ (অতএব) যঃ (যে)

অর্থঃ (বস্তু) যতঃ (যাহা হইতে) উদ্‌য়তি (উৎপন্ন হয়) অত্র (ইহাতে) তস্য (তাহার) স্বভাবঃ (শক্তি) অস্তি (আছে) ॥ ৫৯২

অনুবাদ। ঘট যদি মৃত্তিকার অব্যক্তভাবে না থাকে, তাহা হইলে কখনই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয় না; যদি না থাকিয়াই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে বালুকা কিংবা জল হইতে ঘট উৎপন্ন হউক; বালুকা এবং জল হইতে ঘটের উৎপত্তি কোথায়ও ত দেখা যায় না, অতএব যে বস্তু (ঘটাদি) যাহা (মৃত্তিকা) হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতে তাহার স্বভাব (শক্তি, অনাগতাবস্থা) বিদ্যমান আছে ॥ ৫৯২

অন্যথা বিপরীতং স্যাৎ কার্য্যকারণলক্ষণম্।
নিয়তং সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বতঃ ॥ ৫৯৩

অন্বয়। অন্যথা (ইহা ভিন্ন যদি অন্যরূপ বলা হয়, অর্থাৎ যাহাতে যে বস্তুর স্বভাব থাকে, সে তথা হইতে উৎপন্ন হয়—একথা যদি স্বীকার না কর, তাহা হইলে) বিপরীতং (বিপর্য্যয় অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে দধি এবং দুগ্ধ হইতে ঘট উৎপত্তি) স্যাৎ (হয়), সর্ব্বতঃ (সকল সময়) সর্ব্বশাস্ত্রেষু (সমস্ত শাস্ত্রে) [চ= এবং] সর্ব্বলোকেষু (সমস্ত লোকের মধ্যে) কার্য্যকারণলক্ষণং (কার্য্য এবং কারণ) নিয়তম্ (যাহার ব্যতিক্রম হয় না—অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হইবে, দুগ্ধ হইতে নহে; দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হইবে, মৃত্তিকা হইতে নহে—এইরূপ বাঁধাবাঁধি আছে) ॥ ৫৯৩

অনুবাদ। যাহাতে যে বস্তুর স্বভাব বিদ্যমান আছে, সে তাহা হইতে উৎপন্ন হয়—ইহা অস্বীকার করিলে বিপরীত হইবে অর্থাৎ দুগ্ধ হইতে ঘট এবং মৃত্তিকা হইতে দধি উৎপন্ন হইবে; সকল সময়ে সমস্ত শাস্ত্রে এবং সমস্ত লোকে কার্য্য ও কারণ নিয়ত (=নির্দ্দিষ্ট) রহিয়াছে ॥ ৫৯৩

কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি শ্রুত্যা নিষিধ্যতে।
অসতঃ সজ্জননং নো ঘটতে মিথ্যৈব শূন্যশব্দার্থঃ ॥ ৫৯৪

অন্বয়। অসতঃ (শূন্য হইতে) সৎ (বস্তু) কথং (কিরূপে) জায়েত (জন্মে) [অর্থাৎ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতেই পারে না) ইতি (ইহা) শ্রুত্যা (শ্রুতি কর্ত্তৃক) নিষিধ্যতে (অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইতেছে) [তস্মাৎ=সেই জন্য] অসতঃ এব (শূন্য হইতেই) সজ্জননং (সদ্বস্তুর উৎপত্তি) নো ঘটতে (হয় না) শূন্যপদার্থঃ (শূন্য নামক যে পদার্থ) মিথ্যা (কিছুই নহে) ॥ ৫৯৪

অনুবাদ। "অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে" এই শ্রুতি অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি নিষেধ করিতেছেন, অতএব অসৎ হইতে সদ্‌বস্তুর উৎপত্তি হয় না, শূন্যনামক পদার্থ মিথ্যাই ॥ ৫৯৪

অব্যক্তশব্দিতে প্রাজ্ঞে সত্যাত্মন্যত্র জাগ্রতি।
কথং সিধ্যতি শূন্যত্বং তস্য ভ্রান্তশিরোমণে॥ ৫৯৫

অন্বয়। ভ্রান্তশিরোমণে (হে অজ্ঞান-শিরোমণে) অন্যত্র (অন্য সময়ে—গভীর নিদ্রাকালে) অব্যক্তশব্দিতে (অব্যক্তসংজ্ঞক) প্রাজ্ঞে (জীব, আত্মা) জাগ্রতি সতি (বিদ্যমান থাকিলে, জাগরিত থাকিলে) তস্য (তাহার—প্রাজ্ঞের) শূন্যত্বম্ (অসত্তা) কথং (কিরূপে) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়)॥ ৫৯৫

অনুবাদ। হে অজ্ঞানশিরোমণে! গভীর নিদ্রা-সময়ে অব্যক্তসংজ্ঞক প্রাজ্ঞ জাগরিত থাকিতে তাহার শূন্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে?॥ ৫৯৫

সুষুপ্তৌ শূন্যমেবেতি কেন পুংসা তবেরিতম্।
হেতুনানুমিতং কেন কথং জ্ঞাতং ত্বয়োচ্যতাম্॥ ৫৯৬

অন্বয়। সুষুপ্তৌ (গাঢ় নিদ্রাসময়ে) শূন্যমেব (নিশ্চয়ই কিছু থাকে না) ইতি (ইহা) কেন পুংসা (কোন্ পুরুষ কর্ত্তৃক) তব (তোমার সম্বন্ধে) ঈরিতম্ (কথিত হইয়াছে), কেন হেতুনা (কোন্ হেতুদ্বারা) অনুমিতম্ (অনুমান করা হইয়াছে) কথং (কিরূপে) জ্ঞাতং (বিদিত) ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) উচ্যতাম্ (কথিত হউক)॥ ৫৯৬

অনুবাদ। গাঢ় নিদ্রাকালে কেবল শূন্য থাকে এ কথা কে তোমাকে বলিয়াছে? তুমি কোন্ হেতুদ্বারা অনুমান করিলে এবং কিরূপে বা জানিলে, তাই আমাকে বল॥ ৫৯৬

ইতি পৃষ্টো মূঢ়তমো বদিষ্যতি কিমুত্তরম্।
নৈবানুরূপকং লিঙ্গং বক্তা বা নাস্তি কশ্চন।
সুষুপ্তিস্থিতশূন্যস্য বোদ্ধা কোঽন্বাত্মনঃ পরঃ॥ ৫৯৭

অন্বয়। ইতি (এইরূপ—পূর্ব্বোক্তরূপ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিত) মূঢ়তমঃ (অত্যন্ত অজ্ঞ) কিং (কি) উত্তরং (প্রত্যুত্তর, জবাব) বদিষ্যতি (বলিবে), অনুরূপকং (অনুরূপ—সদৃশ) লিঙ্গং (হেতু) নৈব (কথনই নাই) কশ্চন (কোন) বক্তা (যে বলিবে, বাচক) বা (কিংবা) নাস্তি (নাই), সুষুপ্তিস্থিতশূন্যস্য (গভীর নিদ্রাকালে বিদ্যমান শূন্যের) বোদ্ধা (জ্ঞাতা) আত্মনঃ (আত্মা হইতে) পরঃ (অন্য) কঃ (কে) অনু (অনুগত আছে?)॥ ৫৯৭

অনুবাদ। এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া অত্যন্ত মোহান্ধ ব্যক্তি কি উত্তর প্রদান করিবে? অনুরূপ কোন হেতু নাই কিংবা সেইরূপ কোন বক্তাও নাই, গভীর নিদ্রাকালে বিদ্যমান শূন্যের জ্ঞাতা আত্মা হইতে অন্য কে হইতে পারে?॥ ৫৯৭

স্বেনাত্মভূতং স্বয়মেব বক্তি
স্বসুপ্তিকালে স্থিতশূন্যভাবম্।

তত্র স্বসত্তামনবেক্ষ্য মূঢ়ঃ
স্বস্যাপি শূন্যত্বময়ং ব্রবীতি ॥ ৫৯৮

অন্বয়। [জনঃ=লোক] স্বসুপ্তিকালে (নিজের নিদ্রার সময়ে) স্বেন (নিজ কর্ত্তৃক) অনুভূতং (জ্ঞাত) স্থিতশূন্যভাবং (বিদ্যমান শূন্যত্ব) স্বয়মেব (নিজেই) বক্তি (বলে), তত্র (সেই সময়ে—নিদ্রাকালে) অয়ম্ (এই) মূঢ়ঃ (অজ্ঞ) স্বস্যাপি (নিজেরও) সত্তাম্ (অস্তিত্ব) অনবেক্ষ্য (না জানিয়া) শূন্যত্বম্ (অভাব-রূপত্ব—অসত্ত্ব) ব্রবীতি (বলে) ॥ ৫৯৮

অনুবাদ। লোকে স্বয়ং নিজের নিদ্রার সময়ে নিজে যাহা অনুভব করে, তাহাকেই বিদ্যমান শূন্যভাবই বলিয়া থাকে। তৎকালে অজ্ঞলোক নিজের অস্তিত্বকে জানিতে না পারিয়া কেবল শূন্যত্বের কথাই বলে * ॥ ৫৯৮

অবেদ্যমানঃ স্বয়মন্যলোকৈঃ
সৌষুপ্তিকং ধর্ম্মমবৈতি সাক্ষাৎ।
বুদ্ধ্যাদ্যভাবস্য চ যোঽত্র বোদ্ধা
স এব আত্মা খলু নির্ব্বিকারঃ ॥ ৫৯৯

অন্বয়। অন্যলোকৈঃ (অপর লোকসমূহ কর্ত্তৃক) অবেদ্যমানঃ (অজ্ঞায়মান—জ্ঞাত নহে) [আত্মা] স্বয়ং (নিজেই) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ ভাবে) সৌষুপ্তিকং (গভীর নিদ্রাসম্বন্ধীয়) ধর্ম্মম্ (অবস্থা) অবৈতি (জানেন), অত্র (এই সময়ে—নিদ্রাকালে) যঃ (যে) চ (এবং) বুদ্ধ্যাদ্যভাবস্য (বুদ্ধি প্রভৃতির শূন্যত্বের) বোদ্ধা (জ্ঞাতা) সঃ এব (তিনিই) নির্ব্বিকারঃ (বিকার-রহিত, একরূপে অবস্থিত) আত্মা (স্বস্বরূপ) খলু (নিশ্চিত) ॥ ৫৯৯

অনুবাদ। অপর লোক তাঁহাকে (আত্মাকে) জানিতে পারে না; কিন্তু তিনি নিদ্রাকালীন ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারেন, যিনি নিদ্রাসময়ে বুদ্ধি প্রভৃতির অভাব অবগত আছেন, তিনিই বিকারশূন্য আত্মা ॥ ৫৯৯

যস্যেদং সকলং বিভাতি মহসা তস্য স্বয়ংজ্যোতিষঃ
সূর্য্যস্যেব কিমস্তি ভাসকমিহ প্রজ্ঞাদি সর্ব্বং জড়ম্।

---

* তাৎপর্য্য—শূন্যাত্মবাদী বলিয়া থাকেন—গভীর নিদ্রার সময়ে কেবল শূন্যই থাকে; সুতরাং শূন্যই আত্মা। কিন্তু নিদ্রাকালে শূন্যই থাকে অর্থাৎ আর কিছুই থাকে না—ইহা যে অনুভব করিতেছে, তাহা শূন্য হইতে ভিন্ন। তাহা হইলে, শূন্যের অনুভবকারীকে আত্মা বলা যায়। মূঢ়ব্যক্তি বুদ্ধি প্রভৃতির অভাবকে জানিয়া 'কেবল শূন্য থাকে' এই কথা বলে; কিন্তু তাহাদের অনুভবিতাকে জানিতে পারে না। অতএব এই শূন্যকে যে অনুভব করে, সেই আত্মা।

ন হ্যর্কস্য বিভাসকং ক্ষিতিতলে দৃষ্টং তথৈবাত্মনো
নান্যঃ কোঽপ্যনুভাসকোঽনুভবিতা নাতঃ পরঃ কশ্চন ॥ ৬০০

অন্বয়। যস্য (যাঁহার) মহসা (তেজের দ্বারা) ইদম্ (এই—দৃশ্যমান) সকলং (সমস্ত বস্তু) বিভাতি (প্রকাশিত হইতেছে) স্বয়ংজ্যোতিষঃ (স্বপ্রকাশ) তস্য (তাঁহার—আত্মার) সূর্য্যস্য ইব (সূর্য্যের ন্যায়) ইহ (এই সংসারে) কিং (কি) ভাসকম্ (প্রকাশক) অস্তি (আছে) প্রজ্ঞাদি (জ্ঞান প্রভৃতি) সর্ব্বং (সমস্তপদার্থ) জড়ম্ (অচেতন); হি (যেহেতু) ক্ষিতিতলে (পৃথিবীতে) অর্কস্য (সূর্য্যের) বিভাসকং (প্রকাশক) ন দৃষ্টং (দেখা যায় না) তথা এব (সেইরূপই) আত্মনঃ (আত্মার) অন্যঃ (অপর) কোঽপি (কোনও) অনুভাসকঃ (প্রকাশক) ন (নাই), অতঃ (আত্মা হইতে) পরঃ (অপর) কশ্চন (কোন) অনুভবিতা (অনুভবকারী, বোদ্ধা) ন (নাই)॥ ৬০০

অনুবাদ। যাঁহার তেজঃ দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইতেছে, সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ংপ্রকাশ সেই আত্মার কি অন্য প্রকাশক থাকিতে পারে? বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই জড় [তাহাদের প্রকাশক একমাত্র আত্মা], পৃথিবীতে যেমন সূর্য্যের কোন প্রকাশক দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ আত্মার কেহ প্রকাশক নাই, এবং আত্মা ভিন্ন অনুভবকারীও আর কেহ নাই॥ ৬০০

যেনানুভূয়তে সর্ব্বং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
বিজ্ঞাতারমিমং কো নু কথং বেদিতুমর্হতি ॥ ৬০১

অন্বয়। যেন (যে আত্মা কর্ত্তৃক) জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু (জাগরণ, স্বপ্ন ও গভীর নিদ্রাকালে) সর্ব্বম্ (সমস্ত) অনুভূয়তে (জ্ঞাত হয়) কঃ (কে) নু (প্রশ্নে) ইমম্ (এই) বিজ্ঞাতারং (জ্ঞাতাকে) কথং (কিরূপে) বেদিতুম্ (জানিতে) অর্হতি (পারে)॥ ৬০১

অনুবাদ। যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন (অগভীর নিদ্রা) এবং গভীর নিদ্রাসময়ে সমস্ত বস্তু অনুভব করিয়া থাকেন, কে কিরূপে এই জ্ঞাতাকে জানিতে পারে?॥ ৬০১

সর্ব্বস্য দাহকো বহ্নির্বহ্নের্নান্যোঽস্তি দাহকঃ।
যথা তথাত্মনো জ্ঞাতুর্জ্ঞাতা কোঽপি ন দৃশ্যতে ॥ ৬০২

অন্বয়। যথা (যেমন) বহ্নিঃ (অগ্নি) সর্ব্বস্য (সমস্ত বস্তুর) দাহকঃ (দাহকর্ত্তা), [পরন্তু] বহ্নেঃ (অগ্নির) অন্যঃ (অপর) দাহকঃ (দাহকারী) নাস্তি (নাই), তথা (সেইরূপ) জ্ঞাতুঃ (সমস্ত বিষয়ের বোদ্ধা) আত্মনঃ (আত্মার) জ্ঞাতা (বোদ্ধা) [অন্যঃ=অপর] কোঽপি (কেহও) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না)॥ ৬০২

অনুবাদ। যেমন অগ্নি সমস্ত বস্তুকে দগ্ধ করে, কিন্তু অগ্নির দাহক অন্য কেহ নাই, সেইরূপ আত্মা সকলের জ্ঞাতা, আত্মার জ্ঞাতা আর কেহ নাই ॥ ৬০২

উপলভ্যেত কেনায়ং হ্যুপলব্ধা স্বয়ং ততঃ।
উপলব্ধ্যন্তরাভাবান্নায়মাত্মোপলভ্যতে ॥ ৬০৩

অন্বয়। অয়ম্ (এই আত্মা) কেন (কোন্ পুরুষ কর্ত্তৃক) উপলভ্যেত (জ্ঞাত হন) হি (যেহেতু) স্বয়ং (নিজে) উপলব্ধা (জ্ঞাতা), ততঃ (সেই জন্য) অয়ম্ (এই) আত্মা (স্বরূপ) উপলব্ধ্যন্তরাভাবাৎ (অন্য উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের অভাববশতঃ) ন উপলভ্যতে (জ্ঞাত হন না)॥ ৬০৩

অনুবাদ। এই আত্মাকে কে উপলব্ধি করিবে? কারণ আত্মা স্বয়ংই বোদ্ধা, অতএব অন্য উপলব্ধির (উপলব্ধার) অভাববশতঃ আত্মা কাহারও জ্ঞানের বিষয় হন না ॥ ৬০৩

বুদ্ধ্যাদিবেদ্যবিলয়াদয়মেক এব
সুপ্তৌ ন পশ্যতি শৃণোতি ন বেত্তি কিঞ্চিৎ।
সৌষুপ্তিকস্য তমসঃ স্বয়মেব সাক্ষী
ভূত্বাত্র তিষ্ঠতি সুখেন চ নির্ব্বিকল্পঃ ॥ ৬০৪

অন্বয়। অয়ম্ (এই আত্মা) এক এব (অদ্বিতীয়ই) বুদ্ধ্যাদিবেদ্য-বিলয়াৎ (বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতি জ্ঞেয় বস্তুর কারণে লয়বশতঃ) সুপ্তৌ (গভীর নিদ্রাকালে) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন পশ্যতি (দেখেন না) [ন চ] শৃণোতি (শ্রবণও করেন না) ন বেত্তি (জানেন না), অত্র (এই অবস্থায়) সৌষুপ্তিকস্য (গভীর নিদ্রা-সম্বন্ধীয়) তমসঃ (অজ্ঞানের) সাক্ষী (দ্রষ্টা) ভূত্বা (হইয়া) নির্ব্বিকল্পশ্চ (এবং সংকল্প-বিকল্প-বিহীন হইয়া) সুখেন (দুঃখহীন অবস্থায়) তিষ্ঠতি (বিদ্যমান থাকেন)॥ ৬০৪

অনুবাদ। গভীর নিদ্রাকালে বুদ্ধি, মনঃ, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কারণে (যাহা হইতে উৎপন্ন তাহাতে) বিলীন হওয়ায়, একমাত্র আত্মা কিছুই দেখেন না, শ্রবণ করেন না এবং জানেন না। এই অবস্থায় আত্মা স্বয়ং গভীর নিদ্রাকালীন অজ্ঞানের সাক্ষী থাকিয়া বিকল্পশূন্য হইয়া সুখে অবস্থান করেন ॥ ৬০৪

সুষুপ্তাবাত্মসদ্‌ভাবে প্রমাণং পণ্ডিতোত্তমাঃ।
বিদুঃ স্বপ্রত্যভিজ্ঞানমাবালবৃদ্ধসম্মতম্ ॥ ৬০৫

অন্বয়। পণ্ডিতোত্তমাঃ (শ্রেষ্ঠপণ্ডিতগণ) সুষুপ্তৌ (গভীর নিদ্রাকালে) আত্ম-সদ্ভাবে (আত্মার অস্তিত্বে) আবালবৃদ্ধসম্মতং (বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের

অভিমত) স্বপ্রত্যভিজ্ঞানং (নিজের প্রত্যভিজ্ঞা—অর্থাৎ যে আমি দেখিয়াছি সেই আমি স্পর্শ করিতেছি, এইরূপ স্বকীয় অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞানে) প্রমাণং (প্রমিতিকরণ, প্রমাণ বলিয়া) বিদুঃ (জানেন) ॥ ৬০৫

অনুবাদ। প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা গভীর নিদ্রার সময়ে আত্মার অস্তিত্বে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের অভিমত (জ্ঞাত) নিজের প্রত্যভিজ্ঞাকে প্রমাণ বলিয়া থাকেন ॥ ৬০৫

প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাল্লিঙ্গমাত্রানুমাপকম্।
স্মর্য্যমাণস্য সদ্‌ভাবঃ সুখমস্বাপ্সমিত্যয়ম্ ॥ ৬০৬

অন্বয়। [আত্মনঃ=আত্মার] প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ (যে আমি দেখিয়াছিলাম, সেই আমি স্পর্শ করিতেছি,—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ) [আত্মতত্ত্বম্=আত্মস্বরূপ] লিঙ্গমাত্রানুমাপকং (হেতুমাত্রদ্বারা বোধক হয়) [অহম্=আমি] সুখং (সুখে) অস্বাপ্সং (নিদ্রা গিয়াছিলাম) ইতি (এইরূপ) স্মর্য্যমাণস্য (স্মৃতি-বিষয়ীভূত বস্তুর) অয়ম্ (এই) সদ্‌ভাবঃ (অস্তিত্ব) [জ্ঞায়তে=জানা যায়] ॥ ৬০৬

অনুবাদ। আত্মার প্রত্যভিজ্ঞা হয়, এবং হেতু দ্বারা আত্মার অনুমান হয়; আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম,—এইরূপে স্মর্য্যমাণ (যাহা স্মরণ করা হইতেছে এমন) বস্তুর অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় ॥ ৬০৬

পুরানুভূতো নোচেৎ তু স্মৃতেরনুদয়ো ভবেৎ।
ইত্যাদিতর্কযুক্তিশ্চ সদ্ভাবে মানমাত্মনঃ ॥ ৬০৭

অন্বয়। চেৎ (যদি) তু (কিন্তু) পুরা (পূর্ব্বে) নো অনুভূতঃ (অজ্ঞাত) [তর্হি=তাহা হইলে।] স্মৃতেঃ (স্মরণের) অনুদয়ঃ (অনুপস্থিতি) ভবেৎ (হইত), ইত্যাদিতর্ক-যুক্তিশ্চ (এইরূপ তর্কের যোজনাও) আত্মনঃ (আত্মার) সদ্‌ভাবে (অস্তিত্বে) মানম্ (প্রমাণ) ॥ ৬০৭

অনুবাদ। পূর্ব্বে যদি আত্মার অনুভব না থাকিত, তাহা হইলে কখনই তদ্বিষয়ে স্মৃতি হইতে পারিত না [পূর্ব্বে অনুভূত বিষয়ই পরে স্মরণ করা যায়] —এইরূপ তর্কযুক্তিও আত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ ॥ ৬০৭

যত্রাত্মনোঽকাময়িতৃত্ববুদ্ধিঃ
স্বপ্নানপেক্ষাপি চ তৎ সুষুপ্তম্।
ইত্যাত্মসদ্‌ভাব উদীর্য্যতেঽত্র
শ্রুত্যাপি তস্মাচ্ছ্রুতিরত্র মানম্ ॥ ৬০৮

অন্বয়। যত্র (যে অবস্থায়) আত্মনঃ (আত্মার) অকাময়িতৃত্ববুদ্ধিঃ (আমি কামনাবান ইত্যাদিরূপজ্ঞান থাকে না) অপিচ স্বপ্নানপেক্ষা (এবং

স্বপ্নকে অপেক্ষাও করে না) তৎ (সেই) সুষুপ্তম্ (সুষুপ্তি, গভীর নিদ্রা), ইতি (এইরূপ) শ্রুত্যা অপি (শ্রুতি কর্ত্তৃকও) অত্র (গভীর নিদ্রার অবস্থায়) আত্মসভাবঃ (আত্মার অস্তিত্ব) উদীর্য্যতে (কথিত হয়) তস্মাৎ (সেইজন্য) অত্র (আত্মার অস্তিত্বে) শ্রুতিঃ (বেদ) মানম্ (প্রমাণ) ॥ ৬০৮

অনুবাদ। যে অবস্থায় আত্মার 'আমি কামনাবান্' এইরূপ জ্ঞান থাকে না এবং স্বপ্নের অপেক্ষা করে না, তাহাকে সুষুপ্তি (গাঢ় নিদ্রা) বলে। এইরূপ শ্রুতিও গভীর নিদ্রার অবস্থায় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং আত্মার অস্তিত্বে শ্রুতিও প্রমাণ ॥ ৬০৮

অকাময়িতৃতা স্বপ্নাদর্শনং * ঘটতে কথম্।
অবিদ্যমানস্য তত আত্মাস্তিত্বং প্রতীয়তে ॥ ৬০৯

অন্বয়। অবিদ্যমানস্য (যে বস্তু না থাকে তাহার) অকাময়িতৃতা (কামনা-শূন্যত্ব) স্বপ্নাদর্শনং (স্বপ্ন না দেখা) কথং (কিরূপে) ঘটতে (হয়)? ততঃ (অতএব) আত্মাস্তিত্বম্ (আত্মার অস্তিত্ব) প্রতীয়তে (জ্ঞাত হওয়া যায়) ॥ ৬০৯

অনুবাদ। যদি গভীর নিদ্রাকালে আত্মা না থাকেন, তবে অকাময়িতৃতা এবং স্বপ্নের অদর্শন † কিরূপে সম্ভব হইবে? অতএব আত্মার অস্তিত্ব জানা যায় ॥ ৬০৯

এতৈঃ প্রমাণৈরস্তীতি জ্ঞাতঃ স্বাক্ষিতয়া বুধৈঃ।
আত্মায়ং কেবলঃ শুদ্ধঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ॥ ৬১০

অন্বয়। বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) এতৈঃ (এই সমস্ত—পূর্ব্বোক্ত) প্রমাণৈঃ (প্রমাণের দ্বারা) কেবলঃ (অদ্বিতীয়) শুদ্ধঃ (দোষরহিত, নির্ম্মল) সচ্চিদানন্দ-লক্ষণঃ (নিত্যত্বজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ) অয়ম্ (এই) আত্মা (স্বরূপ) অস্তি (আছেন) ইতি (ইহা) সাক্ষিতয়া (সকলের সাক্ষিরূপে) জ্ঞাতঃ (বিদিত) ॥ ৬১০

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা কেবল, শুদ্ধ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব অবগত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষিরূপে জানেন ॥ ৬১০

সত্ত্বচিত্ত্বানন্দতাদিলক্ষণং প্রত্যগাত্মনঃ।
কালত্রয়েঽপ্যবাধ্যত্বং সত্যং নিত্যস্বরূপতঃ ॥ ৬১১

---

* স্বপ্নাদ্দর্শনং বা পাঠঃ।

† তাৎপর্য্য—গভীর নিদ্রার সময়ে যদি আত্মা বিদ্যমান না থাকেন, তবে শ্রুতিতে অকাময়িতৃত্ব এবং স্বপ্নের অদর্শন প্রভৃতি সঙ্গত হইতে পারে না। অবিদ্যমান বস্তুতে নিষেধ হইতে পারে না। সুতরাং তখনও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

শুদ্ধচৈতন্যরূপত্বং চিত্ত্বং জ্ঞানস্বরূপতঃ।
অখণ্ডসুখরূপত্বাদানন্দত্বমিতীর্য্যতে ॥ ৬১২

অন্বয়। প্রত্যগাত্মনঃ (ব্যাপক আত্মার, জীবাত্মার) সত্ত্বচিত্ত্বানন্দতাদিলক্ষণং (সৎস্বরূপতা, চিৎস্বরূপতা ও আনন্দস্বরূপতা-লক্ষণ) নিত্যস্বরূপতঃ (সকল সময়ে স্বরূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়া) কালত্রয়েঽপি (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেও) অবাধ্যত্বং (বাধারহিতত্ব) সত্যং (সত্যস্বরূপতা), জ্ঞানস্বরূপতঃ (জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া) শুদ্ধচৈতন্যরূপত্বং (কেবলচেতনারূপত্ব) চিত্ত্বং (চৈতন্যরূপত্ব) অখণ্ডসুখরূপত্বাৎ (অসীম সুখস্বরূপতা হেতু) আনন্দত্বম্ (আনন্দরূপত্ব) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৬১১—৬১২

অনুবাদ। কিন্তু আত্মার সৎস্বরূপতা ও জ্ঞানরূপতা ও আনন্দ-রূপতাই লক্ষণ; তিনি সর্ব্বদা স্বরূপে অবস্থিত থাকায়—তিনকালেও স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না—এজন্য তাঁহাকে সত্য বলা যায়, জ্ঞানরূপে অবস্থিত থাকায় শুদ্ধচৈতন্যলক্ষণ চিৎস্বরূপতা বলা যায় এবং অখণ্ড-সুখরূপে অবস্থিত থাকেন বলিয়া আনন্দরূপতা কথিত হয় ॥ ৬১১—৬১২

অনুস্যূতাত্মনঃ সত্তা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
অহমস্মীত্যতো নিত্যো ভবত্যাত্মায়মব্যয়ঃ ॥ ৬১৩

অন্বয়। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু (জাগ্রৎ, স্বপ্ন অর্থাৎ অগভীর ও সুষুপ্তি অর্থাৎ গভীর নিদ্রার সময়ে) অহম্ (আমি) অস্মি (আছি) ইতি (এইরূপ) আত্মনঃ (আত্মার) সত্তা (অস্তিত্ব) অনুস্যূতা (অনুগতা), অতঃ (এই নিমিত্ত) অয়ম্ (এই) নিত্যঃ (অবিনাশী) আত্মা (স্বরূপ) অব্যয়ঃ (ক্ষয়রহিত) ভবতি (হন) ॥ ৬১৩

অনুবাদ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিসময়ে 'আমি আছি' এইরূপে আত্মার অস্তিত্ব অনুস্যূত (অর্থাৎ ওতপ্রোত অবস্থায়) রহিয়াছে, অতএব এই নিত্য আত্মার বিনাশ নাই ॥ ৬১৩

সর্ব্বদাপ্যাসমিত্যেবাভিন্নপ্রত্যয় ঈক্ষ্যতে।
কদাপি নাসমিত্যস্মাদাত্মনো নিত্যতা মতা ॥ ৬১৪

অন্বয়। সর্ব্বদা অপি (সকল সময়েও) আসম্ (আমি ছিলাম) ইতি (এইরূপ) অভিন্নপ্রত্যয়ঃ (অভিন্ন জ্ঞান) ঈক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয়), কদাপি (কখনও) ন আসম্ (ছিলাম না) ইতি (এইরূপ) [প্রত্যয়ঃ—জ্ঞান, ন ঈক্ষ্যতে—দৃষ্ট হয় না] অস্মাৎ (এই নিমিত্ত) আত্মনঃ (আত্মার) নিত্যতা (অবিনশ্বরত্ব) মতা (অভিমত—স্বীকৃত হইয়াছে) ॥ ৬১৪

অনুবাদ। 'আমি ছিলাম'—এই অভিন্নজ্ঞান সর্ব্বদাই দেখা যায়, 'আমি ছিলাম না'—এইরূপ জ্ঞান কখনও দেখা যায় না; অতএব আত্মার নিত্যত্ব যুক্তিযুক্ত ॥ ৬১৪

আয়াতাস্থ গতাস্থ শৈশবমুখাবস্থাস্থ জাগ্রন্মুখা-
স্বন্যাস্বপ্যখিলাস্থ বৃত্তিষু ধিয়ো দুষ্টাস্বদুষ্টাস্বপি।
গঙ্গাভঙ্গপরম্পরাস্থ জলবৎ সত্তানুবৃত্তাত্মন-
স্তিষ্ঠত্যেব সদা স্থিরায়মহমিত্যেকাত্মতা সাক্ষিণঃ॥ ৬১৫

অন্বয়। আয়াতাস্থ (আগত) গতাস্থ (গত) শৈশবমুখাবস্থাস্থ (বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য অবস্থাতে) অন্যাস্থ (অপর) জাগ্রন্মুখাস্থ অপি (জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থায়ও) দুষ্টাস্থ (মন্দ) অদুষ্টাস্থ (উৎকৃষ্ট) ধিয়ঃ অপি (বুদ্ধিরও) অখিলাস্থ (সমস্ত) বৃত্তিষু (অবস্থাতে) গঙ্গাভঙ্গপরম্পরাস্থ (গঙ্গার তরঙ্গ-শ্রেণীতে) জলবৎ (জলের ন্যায়) আত্মনঃ (আত্মার) অনুবৃত্তা (অনুগতা) সত্তা (অস্তিত্ব) তিষ্ঠতি এব (নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে) অয়ম্ (এই) অহম্ (আমি) ইতি (এইরূপ) সাক্ষিণঃ (সাক্ষীর) একাত্মতা (অভিন্নতা) স্থিরা (একরূপে অবস্থিত)॥ ৬১৫

অনুবাদ। গঙ্গার তরঙ্গপরম্পরায় (পরপর প্রত্যেক তরঙ্গে) যেমন জল অনুবৃত্ত আছে, সেইরূপ ক্রমে আগত এবং গত বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য অবস্থায়, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্বষুপ্তি অবস্থায় এবং দুষ্ট ও অদুষ্ট বুদ্ধির বৃত্তিসমূহে আত্মার অস্তিত্ব অনুগত রহিয়াছে, 'এই আমি'—[ইহার অনুষ্ঠান করি] 'এই আমি'—[ইহা দেখি] এইরূপে সাক্ষীর এক-রূপত্ব সর্ব্বদা অব্যাহত রহিয়াছে॥ ৬১৫

প্রতিপদমহমাদয়ো বিভিন্নাঃ
ক্ষণপরিণামিতয়া বিকারিণস্তে।
ন পরিণতিরমুষ্য নিষ্কলত্বা-
দয়মবিকার্য্যত এব নিত্য আত্মা॥ ৬১৬

অন্বয়। অহমাদয়ঃ (অহং প্রভৃতি) প্রতিপদং (প্রত্যেক বস্তুতে—বিষয়ে) বিভিন্নাঃ (পৃথক্); তে (তাহারা) ক্ষণপরিণামিতয়া (ক্ষণে ক্ষণে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় বলিয়া) বিকারিণঃ (বিকারশীল); নিষ্কলত্বাৎ (নিরংশত্ব হেতু, অংশহীন বলিয়া) অমুষ্য (আত্মার) পরিণতিঃ (পরিণাম) ন (নাই); অতএব (এই কারণেই—অপরিণামিত্ব হেতু) অয়ম্ (এই) আত্মা (স্বরূপ) অবিকারী (বিকারপ্রাপ্ত হয় না) নিত্যঃ (বৃদ্ধিক্ষয়-রহিত)॥ ৬১৬

অনুবাদ। প্রত্যেক বস্তুতে অহঙ্কার (আমিত্ববোধ) প্রভৃতি পৃথক্ (অর্থাৎ বিষয়ভেদে অহঙ্কার প্রভৃতি ভিন্ন হইয়া থাকে), তাহারা প্রতিক্ষণে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় বলিয়া বিকারশীল, আত্মার কোনরূপ অংশ নাই বলিয়া অপরিণামী; অতএব আত্মা অবিকারী [স্বতরাং] নিত্য॥ ৬১৬

যঃ স্বপ্নমদ্রাক্ষমহং সুখং যো-
ঽস্বাপ্সং স এবাস্ম্যথ জাগরূকঃ।

ইত্যেবমচ্ছিন্নতয়ানুভূয়তে
সত্তাত্মনো নাস্তি হি সংশয়োঽত্র ॥ ৬১৭

অন্বয়। যঃ (যে) অহম্ (আমি) স্বপ্নম্ (স্বপ্নকে) অদ্রাক্ষম্ (দেখিয়াছিলাম) যঃ (যে) [অহং=আমি] সুখম্ (সুখে) অস্বাপ্সম্ (নিদ্রা গিয়াছিলাম) অথ (অনন্তর) স এব (সেই) অস্মি (আমি) জাগরূকঃ (জাগরণশীল) ইত্যেবম্ (এইরূপ) অচ্ছিন্নতয়া (অক্ষুণ্ণভাবে) আত্মনঃ (আত্মার) সত্তা (অস্তিত্ব) অনুভূয়তে (অনুভব করা যায়) হি (যেহেতু) অত্র (এবিষয়ে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) নাস্তি (নাই)॥ ৬১৭

অনুবাদ। যে আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, যে আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, পরক্ষণে সেই আমি জাগরিত হইয়াছি—এইরূপ অক্ষুণ্ণ-ভাবে আত্মার সত্তা অনুভূত হইতেছে, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই॥ ৬১৭

শ্রুত্যুক্তাঃ ষোড়শকলাশ্চিদাভাসস্য নাত্মনঃ।
নিষ্কলত্বান্নাস্য লয়স্তস্মান্নিত্যত্বমাত্মনঃ ॥ ৬১৮

অন্বয়। শ্রুত্যুক্তাঃ (শ্রুতিতে কথিত) ষোড়শকলাঃ (প্রাণ মনঃ প্রভৃতি ষোড়শ অংশ) চিদাভাসস্য (চিৎপ্রতিবিম্বের) আত্মনঃ (আত্মার), ন (নহে) অস্য (আত্মার) নিষ্কলত্বাৎ (নিরংশত্ব হেতু, অংশ নাই বলিয়া) লয়ঃ (লীনতা) ন (নাই) তস্মাৎ (সেইজন্য) আত্মনঃ (আত্মার) নিত্যত্বম্ (সনাতনত্ব)॥ ৬১৮

অনুবাদ। [যদি আত্মা অংশহীন, অতএব নিত্য হন, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে আত্মার ষোড়শটি অংশের কথা বলিয়াছেন, তাহার উপায় কি? তাহার উত্তর বলা হইতেছে—] শ্রুতিতে যে প্রাণ, মনঃ প্রভৃতি ষোড়শকলার (ষোলটি অংশের) কথা বলিয়াছেন, তাহা চিদাভাসের (প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের); আত্মার নহে;—আত্মা কিন্তু অংশবিহীন বলিয়া কখনই লয় প্রাপ্ত হন না, অতএব আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইল॥ ৬১৮

জড়প্রকাশকঃ সূর্য্যঃ প্রকাশাত্মৈব নো জড়ঃ।
বুদ্ধ্যাদিভাসকস্তস্মাচ্চিৎস্বরূপস্তথা মতঃ ॥ ৬১৯

অন্বয়। জড়প্রকাশকঃ (ঘটাদি জড় পদার্থের প্রকাশকর্ত্তা) সূর্য্যঃ (তপন) প্রকাশাত্মা এব (প্রকাশস্বরূপই বটে); জড়ঃ (অচেতন) নো (না); তস্মাৎ (সেইজন্য) বুদ্ধ্যাদিভাসকঃ (বুদ্ধিপ্রভৃতির প্রকাশক) চিৎস্বরূপঃ (চৈতন্যস্বরূপ) [আত্মা] তথা (সেইরূপ) মতঃ (অভিমত)॥ ৬১৯

অনুবাদ। ঘটাদি জড়বস্তুর প্রকাশক সূর্য্য প্রকাশস্বরূপ; অচেতন নহে; অতএব বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশক চৈতন্যস্বরূপ আত্মা জড় নহে॥ ৬১৯

কুড্যাদেস্তু জড়স্য নৈব ঘটতে ভানং স্বতঃ সর্ব্বদা
সূর্য্যাদিপ্রভয়া বিনা ক্বচিদপি প্রত্যক্ষমেতৎ তথা।
বুদ্ধ্যাদেরপি ন স্বতোঽস্ত্যণুরপি স্ফূর্ত্তির্বিনৈবাত্মনা
সোঽয়ং কেবলচিন্ময়শ্রুতিমতো ভানুর্যথা রুঙ্‌ময়ঃ ॥ ৬২০

অন্বয়। তু (কিন্তু) কুড্যাদেঃ (দেওয়াল, ভিত্তি প্রভৃতি) জড়স্য (অচেতন বস্তুর) স্বতঃ (স্বাভাবিক—অন্যের অপেক্ষা ব্যতীত) ভানং (প্রকাশ) নৈব ঘটতে (কদাচ হয় না), [যথা=যেমন] এতৎ (কুড্যাদি) সর্ব্বদা (সকল সময়ে) সূর্য্যাদিপ্রভয়া (সূর্য্যাদির কিরণ) বিনা (ব্যতীত) ক্বচিৎ অপি (কোথায়ও) প্রত্যক্ষং (সাক্ষাৎকার) [ন=নাই] তথা (সেইরূপ) আত্মনা (আত্মা) বিনা (ছাড়া) এব (ই) বুদ্ধ্যাদেঃ অপি (বুদ্ধি প্রভৃতিরও) অণুরপি (অল্প-পরিমাণেও) স্বতঃ (স্বাভাবিক) স্ফূর্ত্তিঃ (প্রকাশ) ন (নাই), যথা (যেমন) ভানুঃ (সূর্য্য) রুঙ্‌ময়ঃ (কান্তিময়) [তথা=সেইরূপ] সঃ (সেই) অয়ম্ (এই) কেবলচিন্ময়শ্রুতিমতঃ (কেবল জ্ঞানরূপ শ্রুতি দ্বারা অভিমত)॥ ৬২০

অনুবাদ। যেমন কুড্য (ভিত্তি, দেওয়াল) প্রভৃতি অচেতন পদার্থের স্বভাবতঃ প্রকাশ নাই, সকল সময়ে সূর্য্যাদির কিরণব্যতীত কোথায়ও প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মা ভিন্ন স্বভাবতঃ অণুমাত্রও প্রকাশ পায় না; যেমন সূর্য্য প্রকাশস্বরূপ, সেইরূপ শ্রুতি সেই আত্মাকে কেবল জ্ঞানরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন॥ ৬২০

স্বভাসনে বান্যপদার্থভাসনে
নার্কঃ প্রকাশান্তরমীষদিচ্ছতি।
স্ববোধনে বাপ্যহমাদিবোধনে
তথৈব চিদ্ধাতুরয়ং পরাত্মা॥ ৬২১

অন্বয়। অর্কঃ (সূর্য্য) স্বভাসনে (স্বীয় প্রকাশে) বা (অথবা) অন্য-পদার্থভাসনে (অন্য পদার্থ-প্রকাশে) ঈষৎ (অল্প) প্রকাশান্তরম্ (অন্য প্রকাশ) ন ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে না); অয়ম্ (এই) চিদ্ধাতুঃ (জ্ঞানস্বরূপ) পরাত্মা (পরমাত্মা) স্ববোধনে (নিজের বোধন-বিষয়ে) বা (কিংবা) অহমাদিবোধনেঽপি (অহঙ্কারাদির জ্ঞাপনেও) তথা এব (সেইরূপই)॥ ৬২১

অনুবাদ। সূর্য্য যেরূপ নিজের প্রকাশে বা অপরপদার্থপ্রকাশে অন্য কোন প্রকাশান্তরের অণুমাত্রও ইচ্ছা (অপেক্ষা) করে না, সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ পরাত্মা নিজের বোধনে (জ্ঞানজননে) কিংবা অহঙ্কার প্রভৃতির বোধনে অপর কাহারও অপেক্ষা করেন না॥ ৬২১

অন্যপ্রকাশং ন কিমপ্যপেক্ষ্য
যতোঽয়মাভাতি নিজাত্মনৈব।
ততঃ স্বয়ংজ্যোতিরয়ং চিদাত্মা
ন হ্যাত্মভানে পরদীপ্ত্যপেক্ষা ॥ ৬২২

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু) অয়ম্ (এই আত্মা) কিমপি (অনিশ্চিত) অন্য-প্রকাশং (পরপ্রকাশকে) ন অপেক্ষ্য (অপেক্ষা না করিয়া) নিজাত্মনা এব (নিজস্বরূপেই) আভাতি (প্রকাশ পায়), ততঃ (সেইজন্য) অয়ম্ (এই) চিদাত্মা (জ্ঞানস্বরূপ আত্মা) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বয়ংপ্রকাশ) হি (নিশ্চিত) আত্মভানে (নিজজ্ঞানে) পরদীপ্ত্যপেক্ষা (অন্যের প্রকাশের অপেক্ষা) ন (না—করে না)॥ ৬২২

অনুবাদ। যেহেতু আত্মা অপর কোন প্রকাশকে অপেক্ষা না করিয়া নিজস্বরূপে প্রকাশ পান, সেইজন্য স্বয়ংপ্রকাশ এই চিদাত্মা নিজের জ্ঞানের নিমিত্ত পর প্রকাশের অপেক্ষা করেন না॥ ৬২২

যং ন প্রকাশয়তি কিঞ্চিদিনোঽপি চন্দ্রো
নো বিদ্যুতঃ কিমুত বহ্নিরয়ং মিতাভঃ।
যং ভান্তমেতমনুভাতি জগৎ সমস্তং
সোঽয়ং স্বয়ং স্ফুরতি সর্ব্বদশাসু চাত্মা ॥ ৬২৩

অন্বয়। ইনঃ (সূর্য্য) যং (যাঁহাকে) কিঞ্চিৎ (অল্পমাত্র) ন প্রকাশয়তি (প্রকাশিত করে না) চন্দ্রঃ অপি (চন্দ্রও) [যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না] বিদ্যুতঃ (তড়িৎ) নো (না—প্রকাশিত করিতে পারে না) মিতাভঃ (অল্পদীপ্তিমান্) অয়ম্ (এই) বহ্নিঃ (অগ্নি) কিমুত (কথাই নাই); ভান্তং (দীপ্তিমান্) যং (যাঁহাকে) অনু (লক্ষ্য করিয়া) এতৎ (এই) সমস্তং (সম্পূর্ণ) জগৎ (পৃথিবী) ভাতি (প্রকাশ পায়) সঃ (সেই) অয়ম্ (এই) আত্মা (আত্মা) সর্ব্বদশাসু (সমস্ত অবস্থায়) স্ফুরতি (প্রকাশ পায়)॥ ৬২৩

অনুবাদ। সূর্য্য, চন্দ্র এবং বিদ্যুৎ যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, স্বল্প-তেজঃসম্পন্ন অগ্নির কথা আর কি বলিব? যে প্রকাশস্বরূপ আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত রহিয়াছে, সকল অবস্থায় সেই আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন (বিরাজমান রহিয়াছেন)॥ ৬২৩

———

আত্মন আনন্দত্ব-নিরূপণম্।

আত্মনঃ সুখরূপত্বাদানন্দত্বং স্বলক্ষণম্।

পরপ্রেমাস্পদত্বেন সুখরূপত্বমাত্মনঃ॥ ৬২৪

অন্বয়। সুখরূপত্বাৎ (সুখস্বরূপতাবশতঃ) আত্মনঃ (আত্মার) স্বলক্ষণম্ (নিজস্বরূপ) আনন্দত্বং (সুখরূপত্ব), পরপ্রেমাস্পদত্বেন (অত্যন্ত প্রীতির পাত্রত্ব-বশতঃ) আত্মনঃ (আত্মার) সুখরূপত্বম্ (সুখস্বরূপতা)॥ ৬২৪

অনুবাদ। আত্মা সুখস্বরূপ বলিয়া আনন্দরূপত্ব তাঁহার স্বরূপ; অত্যন্ত প্রীতির আস্পদ (পাত্র, স্থান) বলিয়া আত্মাকে সুখস্বরূপ বলা যায়॥ ৬২৪

সুখহেতুষু সর্ব্বেষাং প্রীতিঃ সাবধিরীক্ষ্যতে।

কদাপি নাবধিঃ প্রীতেঃ স্বাত্মনি প্রাণিনাং ক্বচিৎ॥ ৬২৫

অন্বয়। সর্ব্বেষাং (সমস্ত প্রাণীর) সুখহেতুষু (সুখকারণীভূত বস্তুসমূহে) সাবধিঃ (অবধিবিশিষ্ট, সসীম) প্রীতিঃ (প্রেম) ঈক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয়), কদাপি (কোন সময়েও) ক্বচিৎ (কোথায়) স্বাত্মনি (নিজেতে) প্রাণিনাং (জীবগণের) প্রীতেঃ (সুখের) অবধিঃ (সীমা) ন (নাই)॥ ৬২৫

অনুবাদ। [পুত্রকলত্র প্রভৃতি] সুখের কারণীভূত বস্তুসমূহে সকল প্রাণীর সসীম প্রীতি দেখা যায়, কোন সময়ে কোথায়ও প্রাণিগণের আত্মাতে সসীম প্রীতি দেখা যায় না॥ ৬২৫

ক্ষীণেন্দ্রিয়স্য জীর্ণস্য সংপ্রাপ্তোৎক্রমণস্য বা।

অস্তি জীবিতুমেবাশা স্বাত্মা প্রিয়তমো যতঃ॥ ৬২৬

অন্বয়। ক্ষীণেন্দ্রিয়স্য (যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হইয়াছে এমন লোকের) জীর্ণস্য (বৃদ্ধের) বা (অথবা) সংপ্রাপ্তোৎক্রমণস্য (উৎক্রমণ—ঊর্দ্ধগমন বা মৃত্যুকে প্রাপ্ত অর্থাৎ মরণোন্মুখ ব্যক্তির) জীবিতুম্ এব (বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই) আশা (বাসনা) অস্তি (আছে) যতঃ (যেহেতু) স্বাত্মা (নিজ আত্মা) প্রিয়তমঃ (সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়)॥ ৬২৬

অনুবাদ। যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ ক্ষীণ হইয়াছে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ, অথবা যে মৃত্যু-মুখে নিপতিত—সকলেরই বাঁচিয়া থাকিবার আশা আছে, কারণ আত্মা সর্ব্বা-পেক্ষা প্রিয়॥ ৬২৬

আত্মাতঃ পরমপ্রেমাস্পদং সর্ব্বশরীরিণাম্।

যস্য শেষতয়া সর্ব্বমুপাদেয়ত্বমৃচ্ছতি॥ ৬২৭

অন্বয়। অতঃ (এইজন্য) আত্মা (স্বস্বরূপ, আত্মা) সর্ব্বশরীরিণাং (সমস্ত

প্রাণীর) পরমপ্রেমাস্পদম্ (অতিশয় প্রীতির পাত্র), যস্য (যাঁহার) শেষতয়া (অঙ্গ বলিয়া) সর্ব্বং (সমস্ত বস্তু) উপাদেয়ত্বম্ (উপাদেয়তা, গ্রাহ্যতা) ঋচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৬২৭

অনুবাদ। এই নিমিত্ত আত্মা সকল প্রাণীরই নিরতিশয় প্রীতির আস্পদ; যাঁহার অঙ্গত্ব-হেতু সমস্ত বস্তু উপাদেয়ত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৬২৭

এষ এব প্রিয়তমঃ পুত্রাদপি ধনাদপি।
অন্যস্মাদপি সর্ব্বস্মাদাত্মায়ং পরমান্তরঃ ॥ ৬২৮

অন্বয়। এষঃ এব (এই আত্মাই) পুত্রাদপি (পুত্র হইতেও) ধনাদপি (ধন হইতেও) অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অপি (অন্য গো, স্বর্ণ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ হইতেও) প্রিয়তমঃ (অত্যন্ত প্রিয়) অয়ম্ (এই) আত্মা (আত্মা) পরমান্তরঃ (সর্ব্বাপেক্ষা আন্তর বস্তু—ভিতরকার জিনিস) ॥ ৬২৮

অনুবাদ। এই আত্মা পুত্র ধন এবং অন্য যাবতীয় বস্তু হইতে প্রিয়তম, [সুতরাং] আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা আন্তর (ভিতরকার) বস্তু ॥ ৬২৮

প্রিয়ত্বেন মতং যত্তু তৎ সদা নাপ্রিয়ং নৃণাম্।
বিপত্তাবপি সম্পত্তৌ যথাত্মা ন তথাপরঃ ॥ ৬২৯

অন্বয়। তু (কিন্তু) যৎ (যে বস্তু) প্রিয়ত্বেন (প্রীতিকরত্বরূপে) মতম্ (অভিমত, স্বীকৃত) তৎ (তাহা) সদা (সর্ব্বদা) নৃণাং (মনুষ্যগণের) অপ্রিয়ম্ (অপ্রীতিকর) ন (নহে), বিপত্তৌ (বিপদে) সম্পত্তৌ অপি (সম্পদেও) আত্মা (আত্মা, স্বরূপ) যথা (যেমন) তথা (সেইরূপ) পরঃ (অন্যবস্তু) ন (নহে) ॥ ৬২৯

অনুবাদ। যে বস্তু প্রিয় বলিয়া অভিমত (স্বীকৃত), তাহা কখনও মনুষ্য-গণের অপ্রিয় হয় না, বিপৎকালে কিংবা সম্পৎসময়ে যেমন আত্মা প্রিয়, সেইরূপ অপর কোন বস্তু প্রিয় নহে ॥ ৬২৯

আত্মা খলু প্রিয়তমোঽসুভৃতাং যদর্থা
ভার্য্যাত্মজাপ্তগৃহবিত্তমুখাঃ পদার্থাঃ।
বাণিজ্যকর্ষণগবাবনরাজসেবা-
ভৈষজ্যকপ্রভৃতয়ো বিবিধাঃ ক্রিয়াশ্চ ॥ ৬৩০

অন্বয়। আত্মা (আত্মা, স্বরূপ) অসুভৃতাং (প্রাণিগণের) প্রিয়তমঃ (অত্যন্ত প্রিয়) খলু (নিশ্চিত) ভার্য্যাত্মজাপ্তগৃহবিত্তমুখাঃ (স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, গৃহ, অর্থ প্রভৃতি) পদার্থাঃ (বস্তু সমুদায়) যদর্থাঃ (যাঁহার নিমিত্ত); বাণিজ্যকর্ষণ-গবাবনরাজসেবাভৈষজ্যকপ্রভৃতয়শ্চ (এবং বণিগ্‌বৃত্তি, কৃষিকার্য্য, গোরক্ষণ,

রাজসেবা, চিকিৎসা ইত্যাদি) বিবিধাঃ (নানাবিধ) ক্রিয়াঃ (কার্য্য) [যদর্থাঃ= যাহার—আত্মার নিমিত্ত] ॥ ৬৩০

অনুবাদ। আত্মা প্রাণিগণের অত্যন্ত প্রিয়, [কারণ] স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, গৃহ, ধন প্রভৃতি পদার্থসমূহ এবং বাণিজ্য, কৃষি, গোরক্ষণ, রাজসেবা, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ আত্মারই নিমিত্ত ॥ ৬৩০

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ যচ্চ যাবচ্চ চেষ্টিতম্ ।
আত্মার্থমেব নান্যার্থং নাতঃ প্রিয়তমঃ পরঃ ॥ ৬৩১

অন্বয়। প্রবৃত্তিঃ (প্রবর্ত্তন, কার্য্যে চেষ্টা) নিবৃত্তিশ্চ (এবং নিবর্ত্তন, কার্য্য হইতে বিরতি) যচ্চ (এবং যাহা) যাবচ্চ (এবং যে সমস্ত) চেষ্টিতম্ (চেষ্টা) আত্মার্থমেব (আত্মার নিমিত্তই) ন অন্যার্থম্ (অন্যের নিমিত্ত নহে) অতঃ (এই জন্য) [আত্মা] পরঃ (নিরতিশয়, অতীব) প্রিয়তমঃ (সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়) ॥ ৬৩১

অনুবাদ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এবং যাহা কিছু ও যৎ-পরিমাণ চেষ্টা, তাহা সমস্ত আত্মারই নিমিত্ত, অন্যের জন্য নহে; অতএব আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ॥ ৬৩১

তস্মাদাত্মা কেবলানন্দরূপো
যঃ সর্ব্বস্মাদ্‌বস্তুনঃ প্রেষ্ঠ উক্তঃ।
যো বা অস্মান্মন্যতেঽন্যং প্রিয়ং যং
সোঽয়ং তস্মাচ্ছোকমেবানুভুঙ্‌ক্তে ॥ ৬৩২

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই জন্য) আত্মা (আত্মা, স্বরূপ) কেবলানন্দরূপঃ (কেবল সুখস্বরূপ) যঃ (যে আত্মা) সর্ব্বস্মাৎ (সমস্ত) বস্তুনঃ (পদার্থ হইতে) প্রেষ্ঠঃ (প্রিয়তম) উক্তঃ (কথিত হইয়াছে); যঃ (যে) বা (ই) অস্মাৎ (ইহা হইতে—আত্মা হইতে) যং (যে) অন্যম্ (অপর) প্রিয়ং (প্রীতিকর) মন্যতে (মনে করে) সঃ (সেই) অয়ম্ (এই—পুরুষ) তস্মাৎ (তজ্জন্য অথবা তাহা হইতে) শোকমেব (দুঃখই) অনুভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে) ॥ ৬৩২

অনুবাদ। সেই কারণে আত্মা কেবলমাত্র আনন্দস্বরূপ, শাস্ত্রে যাঁহাকে সর্ব্ববস্তু অপেক্ষা প্রিয় বলিয়াছেন, যে এই আত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় বলিয়া মনে করে, সে তাহা হইতে দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৬৩২

শিষ্যঃ—

অপরঃ ক্রিয়তে প্রশ্নো ময়ায়ং ক্ষম্যতাং প্রভো।
অজ্ঞবাগপরাধায় কল্পতে ন মহাত্মনাম্ ॥ ৬৩৩

অন্বয়। শিষ্যঃ (বিদ্যার্থী) [বলিলেন]—প্রভো (হে স্বামিন্) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) অয়ম্ (এই) অপরঃ (অন্য) প্রশ্নঃ (জিজ্ঞাসা) ক্রিয়তে (করা হই-

তেছে); [ভবতা] ক্ষম্যতাম্ (আপনি ক্ষমা করুন) অজ্ঞবাক্ (মূর্খদিগের বাক্য) মহাত্মনাং (সাধুগণ সম্বন্ধে) অপরাধায় (দোষের নিমিত্ত) ন কল্পতে (হয় না)॥ ৬৩৩

অনুবাদ। শিষ্য কহিলেন,—হে প্রভো! আমি আপনাকে অপর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন, কারণ মহাত্মগণ মূর্খদিগের উক্তির দোষ গ্রহণ করেন না॥ ৬৩৩

আত্মান্যঃ সুখমন্যচ্চ নাত্মনঃ সুখরূপতা।
আত্মনঃ সুখমাশাস্যং যততে সকলো জনঃ॥ ৬৩৪

অন্বয়। আত্মা (আত্মা, স্বস্বরূপ) অন্যঃ (ভিন্ন) সুখং চ (এবং সুখ) অন্যৎ (ভিন্ন) আত্মনঃ (আত্মার) সুখরূপতা (আনন্দস্বরূপতা) ন (নাই), সকলঃ (সমস্ত) জনঃ (লোক) আত্মনঃ (আত্মার নিকট হইতে) আশাস্যম্ (অভি-লষণীয়) সুখং (সুখ) যততে (চেষ্টা করে—প্রার্থনা করে)॥ ৬৩৪

অনুবাদ। আত্মা ভিন্ন বস্তু, সুখও ভিন্ন বস্তু; সুতরাং আত্মা সুখ-স্বরূপ হইতে পারেন না, [কারণ] সকল লোক আত্মার নিকট হইতে বাঞ্ছনীয় সুখ পাইবার জন্য যত্ন করিয়া থাকে॥ ৬৩৪

আত্মনঃ সুখরূপত্বে প্রযত্নঃ কিমু দেহিনাম্।
এষ মে সংশয়ঃ স্বামিন্ কৃপয়ৈব নিরস্যতাম্॥ ৬৩৫.

অন্বয়। স্বামিন্ (হে প্রভো) আত্মনঃ (আত্মার) সুখরূপত্বে (আনন্দ স্বরূপত্বে) দেহিনাং (প্রাণিগণের) প্রযত্নঃ (বিশেষ চেষ্টা) কিমু (কেন?) মে (আমার) এষঃ (এই) সংশয়ঃ (সন্দেহ) কৃপয়া এব (দয়াপূর্ব্বকই) নিরস্যতাম্ (দূর করা হউক)॥ ৬৩৫

অনুবাদ। হে প্রভো! যদি আত্মা সুখস্বরূপই হইলেন তবে সুখ পাইবার জন্য লোকের এরূপ চেষ্টা কেন? [কারণ আত্মা থাকায় সুখ ত সর্ব্বদাই রহিয়াছে] আমার এই সন্দেহ কৃপাপূর্ব্বক দূর করুন॥ ৬৩৫

আত্মান্যস্ত সুখরূপত্ব-নিরাসঃ।

শ্রীগুরুঃ—

আনন্দরূপমাত্মানমজ্ঞাত্বৈব পৃথগ্‌জনঃ।
বহিঃসুখায় যততে ন তু কশ্চিদ্ বিদন্ বুধঃ॥ ৬৩৬

অন্বয়। শ্রীগুরুঃ (গুরুদেব) [বলিলেন]—
পৃথগ্‌জনঃ (অজ্ঞ, মূর্খ) আনন্দরূপং (সুখস্বরূপ) আত্মানম্ (আত্মাকে, স্বরূপকে)

অজ্ঞাত্বা এব (না জানিয়াই) বহিঃসুখায় (বাহিরের সুখের জন্য) যততে (যত্ন করে); তু (কিন্তু) কশ্চিৎ (কোন) বুধঃ (পণ্ডিত) [আনন্দরূপং=সুখস্বরূপ, আত্মানম্=আত্মাকে] বিদন্ (জানিয়া) ন যততে (চেষ্টা করে না) ॥ ৬৩৬

অনুবাদ। গুরু কহিলেন,—অজ্ঞলোক সুখস্বরূপ আত্মাকে না জানিয়াই বাহ্যসুখের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকে, কিন্তু কোন পণ্ডিত সুখস্বরূপ আত্মাকে জানিয়া বাহ্যসুখের জন্য চেষ্টা করেন না ॥ ৬৩৬

অজ্ঞাত্বৈব হি নিক্ষেপং ভিক্ষামটতি দুর্ম্মতিঃ।
স্ববেশ্মনি নিধিং জ্ঞাত্বা কো নু ভিক্ষামটেৎ সুধীঃ ॥ ৬৩৭

অন্বয়। দুর্ম্মতিঃ (মন্দবুদ্ধি) নিক্ষেপং (গচ্ছিত ধন) অজ্ঞাত্বা এব (না জানিয়াই) ভিক্ষাং (ভিক্ষা অর্থাৎ ভিক্ষালাভার্থ) অটতি (ভ্রমণ করে) হি (নিশ্চিত) নু (প্রশ্নে) কঃ (কোন্) সুধীঃ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) স্ববেশ্মনি (নিজগৃহে) নিধিম্ (অর্থ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভিক্ষাং (যাচ্ঞা) অটেৎ (গমন করে) ॥ ৬৩৭

অনুবাদ। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি গচ্ছিত ধন জানিতে না পারিয়া ভিক্ষার জন্য [ইতস্ততঃ] ভ্রমণ করে, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজবাটীতে ধন আছে ইহা জানিয়া ভিক্ষায় বাহির হয় ? ॥ ৬৩৭

স্থূলঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ বপুঃ স্বভাবতঃ
দুঃখাত্মকং স্বাত্মতয়া গৃহীত্বা।
বিস্মৃত্য চ স্বং সুখরূপমাত্মনো-
দুঃখপ্রদেভ্যঃ সুখমজ্ঞ ইচ্ছতি ॥ ৬৩৮

অন্বয়। অজ্ঞঃ (মূর্খ) স্বভাবতঃ (স্বাভাবিক) দুঃখাত্মকং (দুঃখস্বভাব) স্থূলং (দৃশ্যমান, ষট্‌-কৌশিক) চ (এবং) সূক্ষ্মং চ (লিঙ্গ দেহও) স্বাত্মতয়া (আত্মস্বরূপে) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) আত্মনঃ (আত্মার) স্বয়ং (নিজ) সুখরূপং (সুখস্বরূপতাকে) বিস্মৃত্য (ভুলিয়া) চ (এবং) দুঃখপ্রদেভ্যঃ (দুঃখ-দানকারী) [বিষয়সমূহ হইতে] সুখং (সুখ) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে) ॥ ৬৩৮

অনুবাদ। মূঢ়লোক স্বাভাবিক দুঃখস্বরূপ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া আত্মার সুখস্বরূপতা বিস্মৃত হইয়া দুঃখপ্রদ বিষয়সমূহ হইতে সুখ ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥ ৬৩৮

ন হি দুঃখপ্রদং বস্তু সুখং দাতুং সমর্হতি।
কিং বিষং পিবতো জন্তোরমৃতত্বং প্রযচ্ছতি ॥ ৬৩৯

অন্বয়। দুঃখপ্রদং (ক্লেশকর) বস্তু (দ্রব্য) সুখং (সুখ, আনন্দ) দাতুং (দিতে) ন সমর্হতি (সম্যক্‌রূপে যোগ্য হয় না) হি (নিশ্চিত), বিষং (হলাহল)

পিবতঃ (পানকারী) জন্তোঃ (প্রাণীর) কিং (কি) অমৃতত্বম্ (অমরত্ব) প্রযচ্ছতি (প্রদান করে) ॥ ৬৩৯

অনুবাদ। দুঃখপ্রদ বস্তু সুখ প্রদান করিতে পারে না, বিষ কখনও বিষপান-কারী প্রাণীকে অমরত্ব প্রদান করে না ॥ ৬৩৯

আত্মান্যং সুখমন্যচ্চেত্যেবং নিশ্চিত্য পামরঃ।
বহিঃসুখায় যততে সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৪০

অন্বয়। পামরঃ (মূর্খ, মূঢ়) আত্মা (স্বরূপ) অন্যঃ (ভিন্ন) সুখং (সুখ) অন্যচ্চ (এবং অপর বস্তু) ইতি (ইহা) এবম্ (এইরূপে) নিশ্চিত্য (স্থির করিয়া) সত্যমেব (যথার্থই) বহিঃ-সুখায় (বাহিরের বস্তু হইতে সুখলালসায়) যততে (চেষ্টা করে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন (নাই) ॥ ৬৪০

অনুবাদ। আত্মা ভিন্ন বস্তু এবং সুখও ভিন্ন বস্তু এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মূঢ় ব্যক্তি যথার্থই বাহ্যসুখের নিমিত্ত চেষ্টা করে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৬৪০

ইষ্টস্য বস্তুনো ধ্যানদর্শনাদ্যুপভুক্তিষু।
প্রতীয়তে য আনন্দঃ সর্ব্বেষামিহ দেহিনাম্ ॥ ৬৪১
স বস্তুধর্ম্মো নো যস্মান্মনস্যেবোপলভ্যতে।
বস্তুধর্ম্মস্য মনসি কথং স্যাদুপলম্ভনম্ ॥ ৬৪২

অন্বয়। ইহ (এই সংসারে) সর্ব্বেষাং (সমস্ত) দেহিনাং (প্রাণীর) ইষ্টস্য (প্রিয়) বস্তুনঃ (পদার্থের) ধ্যানদর্শনাদ্যুপভুক্তিষু (চিন্তা, দর্শন, উপভোগ প্রভৃতিতে) যঃ (যে) আনন্দঃ (সুখ) প্রতীয়তে (অনুভূত হয়) সঃ (সেই আনন্দ) বস্তুধর্ম্মঃ (পদার্থের ধর্ম্ম) নো (নহে), যস্মাৎ (যেহেতু) মনসি এব (মনেই) উপলভ্যতে (উপলব্ধি হয়) মনসি (মনে) বস্তুধর্ম্মস্য (পদার্থ ধর্ম্মের) উপলম্ভনং (জ্ঞান) কথং (কিরূপে) স্যাৎ (হয়) ॥ ৬৪১—৬৪২

অনুবাদ। এই জগতে প্রিয়বস্তুর ধ্যান, দর্শন, উপভোগ প্রভৃতিতে সমস্ত প্রাণীর যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা বস্তুর ধর্ম্ম নহে ; কারণ, মনেই উপলব্ধি হয়, বস্তুর ধর্ম্ম কিরূপে মনে উপলব্ধি হইবে ? ॥ * ৬৪১—৬৪২

অন্যত্র ত্বন্যধর্ম্মাণামুপলম্ভো ন দৃশ্যতে।
তস্মান্ন বস্তুধর্ম্মোঽয়মানন্দস্তু কদাচন ॥ ৬৪৩

---

* তাৎপর্য্য—স্ত্রী, পুত্র, চন্দন প্রভৃতির দর্শন ও উপভোগে মনে যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহা বস্তুর ধর্ম্ম অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, চন্দন প্রভৃতির ধর্ম্ম নহে। আনন্দ বস্তুধর্ম্ম হইলে, শীতকালেও চন্দন সুখকর হইত। বিশেষতঃ বস্তুর ধর্ম্ম মনে কেবল উপলব্ধ হয়, অতএব আনন্দ বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম্ম নহে।

অন্বয়। তু (কিন্তু) অন্যত্র (অন্য পদার্থে) অন্যধর্ম্মাণাম্ (অপরের ধর্ম্মের) উপলম্ভঃ (জ্ঞান, বোধ) ন দৃশ্যতে (দেখা যায় না); তস্মাৎ (সেই নিমিত্ত) অয়ম্ (এই) আনন্দঃ (সুখ) কদাচন তু (কখনই) বস্তুধর্ম্মঃ (ঘটপটাদির ধর্ম্ম) ন (নহে)॥ ৬৪৩

অনুবাদ। অন্যবস্তুতে অন্য ধর্ম্মের উপলব্ধি দেখা যায় না; সেই নিমিত্ত আনন্দ কখনও বস্তুর ধর্ম্ম হইতে পারে না॥ ৬৪৩

নাপ্যেষ ধর্ম্মো মনসোঽসত্যর্থে তদদর্শনাৎ।

অসতি ব্যঞ্জকে ব্যঙ্গ্যং নোদেতীতি ন মন্যতাম্॥ ৬৪৪

অন্বয়। এষঃ (এই আনন্দ) মনসঃ (মনের) ধর্ম্মঃ (অবস্থাবিশেষ, স্বভাব) ন (না) অপি (ও) অর্থে (বিষয়) অসতি (না থাকিলে) তদদর্শনাৎ (আনন্দ দেখা যায় না) ব্যঞ্জকে (প্রকাশক) অসতি (না থাকিলে) ব্যঙ্গ্যং (প্রকাশ্য) ন উদেতি (উৎপন্ন হয় না) ইতি (ইহা) ন মন্যতাম্ (মনে করিও না)॥ ৬৪৪

অনুবাদ। এই আনন্দ মনেরও ধর্ম্ম নহে, [কারণ] বিষয় না থাকিলে আনন্দ দেখা যায় না, ব্যঞ্জক (প্রকাশক) না থাকিলে যে ব্যঙ্গ্য (প্রকাশ্য) আবির্ভূত হয় না—ইহা মনে করিও না॥ ৬৪৪

সত্যর্থেঽপি চ নোদেতি হ্যানন্দস্তূক্তলক্ষণঃ।

সত্যপি ব্যঞ্জকে ব্যঙ্গ্যানুদয়ো নৈব সম্মতঃ॥ ৬৪৫

অন্বয়। অর্থে (বিষয়) সতি (থাকিলে) অপি (ও) চ (পাদপূরণার্থক) উক্তলক্ষণঃ (যাহার লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে) আনন্দঃ (সুখ) তু (ই) ন উদেতি (উদিত হয় না) হি (নিশ্চিত), ব্যঞ্জকে (প্রকাশক) সতি (থাকিলে) অপি (ও) ব্যঙ্গ্যানুদয়ঃ (ব্যঙ্গ্যের—প্রকাশ্যের, অনুদয়—অনভি-ব্যক্তি) ন (না) এব (ই) সম্মতঃ (অভিমত)॥ ৬৪৫

অনুবাদ। বিষয় বিদ্যমান থাকিলেও পূর্ব্বোক্তলক্ষণযুক্ত আনন্দ উদিত হয় না, ব্যঞ্জক (প্রকাশক) থাকিলে ব্যঙ্গ্যের (প্রকাশ্যের) অনুদয় (অপ্রকাশ) কখনও যুক্তিযুক্ত নহে॥ ৬৪৫

দুরদৃষ্টাদিকং নাত্র প্রতিবন্ধঃ প্রকল্প্যতাম্।

প্রিয়স্য বস্তুনো লাভে দুরদৃষ্টং ন সিধ্যতি॥ ৬৪৬

অন্বয়। অত্র (এ বিষয়ে) দুরদৃষ্টাদিকম্ (অশুভ অদৃষ্ট প্রভৃতি) প্রতিবন্ধঃ (বাধক) ন প্রকল্প্যতাম্ (কল্পনা করিতে পার না) [কারণ] প্রিয়স্য (ইষ্ট) বস্তুনঃ (পদার্থের) লাভে (প্রাপ্তিতে) দুরদৃষ্টম্ (অশুভ অদৃষ্ট) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না)॥ ৬৪৬

অনুবাদ। [যদি বল—আনন্দ বিষয়ের ধর্ম্ম, তবে অশুভ অদৃষ্ট প্রভৃতি প্রতিবন্ধক থাকায় অনুভূত হয় না, তাহা বলিতে পার না] ইহাতে অশুভ অদৃষ্ট প্রভৃতি প্রতিবন্ধক কল্পনা করিতে পার না; [কারণ] প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিবিষয়ে অশুভ অদৃষ্ট সিদ্ধ হয় না (অদৃষ্ট শুভ হইলেই প্রিয়বস্তু লব্ধ হয়) ॥ ৬৪৬

তস্মান্ন মানসো ধর্ম্মো নির্গুণত্বান্ন চাত্মনঃ।
কিন্তু পুণ্যস্য সান্নিধ্যাদিষ্টস্যাপি চ বস্তুনঃ ॥ ৬৪৭
সত্ত্বপ্রধানে চিত্তেঽস্মিংস্ত্বাত্মৈব প্রতিবিম্বতি।
আনন্দলক্ষণঃ স্বচ্ছে পয়সীব সুধাকরঃ ॥ ৬৪৮

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই নিমিত্ত) [আনন্দ] মানসঃ (মনঃসম্বন্ধীয়) ধর্ম্মঃ (অবস্থাবিশেষ) ন (নহে), নির্গুণত্বাৎ (গুণশূন্যত্ববশতঃ) আত্মনঃ (আত্মার) চ (ও) ন (ধর্ম্ম নহে), কিন্তু (পরন্তু) পুণ্যস্য (শুভ অদৃষ্টের) সান্নিধ্যাৎ (নৈকট্যবশতঃ) ইষ্টস্য (প্রিয়) বস্তুনঃ (পদার্থের) চ (এবং) [সান্নিধ্যবশতঃ] সত্ত্বপ্রধানে (সত্ত্বগুণপ্রবল) অস্মিন্ (এই) চিত্তে (অন্তঃকরণে) পয়সি (জলে) সুধাকরঃ (চন্দ্র) ইব (ন্যায়) আনন্দলক্ষণঃ (আনন্দস্বরূপ) তু (কিন্তু) আত্মা (আত্মা, স্বস্বরূপ) এব (ই) প্রতিবিম্বতি (প্রতিবিম্বিত হয়—প্রতিফলিত হয়) ॥ ৬৪৭—৬৪৮ ॥

অনুবাদ। তজ্জন্য আনন্দ মনের ধর্ম্ম নহে, নির্গুণত্ববশতঃ আত্মারও ধর্ম্ম নহে; কিন্তু পুণ্য এবং ইষ্ট বস্তুর সান্নিধ্যবশতঃ সত্ত্ব-গুণপ্রধান এই চিত্তে নির্ম্মল জলে চন্দ্রমার ন্যায় আত্মা প্রতিবিম্বিত হন ॥ ৬৪৭—৪৬৮

সোঽয়মাভাস আনন্দশ্চিত্তে য প্রতিবিম্বিতঃ।
পুণ্যোৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং ভবত্যুচ্চাবচঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৪৯

অন্বয়। সঃ (সেই) অয়ম্ (এই) আভাসঃ (প্রতিফলিত) আনন্দঃ (সুখ) যঃ (যে) চিত্তে (অন্তঃকরণে) প্রতিবিম্বিতঃ (প্রতিফলিত) [সন্=হইয়া] পুণ্যোৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং (পুণ্যের আধিক্য ও অল্পতাহেতু) স্বয়ং (নিজে) উচ্চাবচঃ (ভাল মন্দ নানাপ্রকার) ভবতি (হইয়া থাকে) ॥ ৬৪৯

অনুবাদ। সেই এই আভাস (প্রতিফলিত) আনন্দ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া পুণ্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-হেতু স্বয়ং ভাল মন্দ নানাপ্রকার হইয়া থাকে ॥ ৬৪৯

সার্ব্বভৌমাদিব্রহ্মান্তং শ্রুত্যা যঃ প্রতিপাদিতঃ।
স ক্ষয়িষ্ণুঃ সাতিশয়ঃ প্রক্ষীণে কারণে লয়ম্ ॥ ৬৫০

যাত্যেষ বিষয়ানন্দো যস্তু পুণ্যৈকসাধনঃ।
যে তু বৈষয়িকানন্দং ভুঞ্জতে পুণ্যকারিণঃ ॥ ৬৫১
দুঃখঞ্চ ভোগকালেঽপি তেষামন্তে মহত্তরম্।
সুখং বিষয়সংপৃক্তং বিষসংপৃক্তভক্তবৎ ॥ ৬৫২

অন্বয়। শ্রুত্যা (বেদকর্ত্তৃক) সার্ব্বভৌমাদিব্রহ্মান্তং (সর্ব্বভূমির অধিপতি রাজা হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত) যঃ (যে আনন্দ) প্রতিপাদিতঃ (স্থিরীকৃত হইয়াছে) সঃ (সেই আনন্দ) ক্ষয়িষ্ণুঃ (ক্ষয়শীল) সাতিশয়ঃ (তারতম্যযুক্ত) যঃ (যে) তু (কিন্তু) পুণ্যৈকসাধনঃ (পুণ্যই একমাত্র যাহার উপায়) এষঃ (এই) বিষয়ানন্দঃ (বিষয়জনিত সুখ) কারণে (হেতু) প্রক্ষীণে (ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে) লয়ং (নাশ) যাতি (প্রাপ্ত হয়) তু (কিন্তু) যে (যাঁহারা) পুণ্যকারিণঃ (পুণ্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা) বৈষায়িকানন্দং (বিষয়জনিত সুখ) ভুঞ্জতে (ভোগ করে) ভোগকালে (বিষয়সুখভোগের সময়) অপি (ও) সুখম্ (আনন্দ) তেষাং (তাহাদের) অন্তে (পরিণামে) মহত্তরম্ (অত্যধিক) [দুঃখ] বিষয়সংপৃক্তম্ (বিষয়সম্বন্ধীয়) সুখম্ (আনন্দ) বিষসংপৃক্তভক্তবৎ (বিষসংমিশ্র ভাতের ন্যায়) ॥ ৬৫০—৬৫১—৬৫২

অনুবাদ। শ্রুতিতে সার্ব্বভৌম নরপতি হইতে হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্ম) পর্য্যন্ত যে আনন্দ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা ক্ষয়শীল এবং তারতম্যযুক্ত; সুখের কারণ নাশপ্রাপ্ত হইলে, পুণ্যবলে প্রাপ্ত বিষয়জনিত আনন্দ লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যে পুণ্যকর্ম্মকারী লোকগণ বিষয়-জনিত সুখভোগ করে, তাহাদের ভোগসময়ে অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিণামেও অত্যন্ত দুঃখ ঘটিয়া থাকে। বিষয়-সম্পর্কজনিত সুখ বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় দুঃখদায়ক ॥ ৬৫০—৬৫১—৬৫২

ভোগকালেঽপি ভোগান্তে দুঃখমেব প্রযচ্ছতি।
সুখমুচ্চাবচত্বেন ক্ষয়িষ্ণুত্বভয়েন চ ॥ ৬৫৩

অন্বয়। সুখং (বৈষয়িক আনন্দ) উচ্চাবচত্বেন (ভাল, মন্দ নানাপ্রকার বলিয়া) ক্ষয়িষ্ণুত্বভয়েন (ক্ষয়শীলত্ব ভয় থাকায়) চ (এবং) ভোগকালে (ভোগের সময়ে) অপি (ও) ভোগান্তে (ভোগের পর) দুঃখং (ক্লেশ) এব (ই) প্রযচ্ছতি (প্রদান করে) ॥ ৬৫৩

অনুবাদ। বিষয়জনিত সুখ ভাল, মন্দ নানাপ্রকার থাকায় এবং ক্ষয় হইয়া যায়—এই ভয় থাকায়, ভোগের সময় এবং ভোগের শেষে দুঃখই প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৬৫৩

ভোগকালে ভবেন্নৃণাং ব্রহ্মাদিপদভাজিনাম্।
রাজস্থানপ্রবিষ্টানাং তারতম্যং মতং যথা ॥ ৬৫৪

তথৈব দুঃখং জন্তূনাং ব্রহ্মাদিপদভাজিনাম্।
ন কাঙ্ক্ষণীয়ং বিদুষা তস্মাদ্ বৈষয়িকং সুখম্ ॥ ৬৫৫

অন্বয়। যথা (যেমন) ভোগকালে (ভোগসময়ে) ব্রহ্মাদিপদভাজিনাং (হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি স্থানকে ভজনা করে) রাজস্থানপ্রবিষ্টানাং (রাজার স্থানে উপবিষ্ট) নৃণাং (মনুষ্যগণের) তারতম্যং (তরতমতার) মতম্ (অভিমত, স্বীকৃত) ভবেৎ (হয়), তথা (সেইরূপ) এব (ই) ব্রহ্মাদিপদভাজিনাং (হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রভৃতি পদভাগী) জন্তূনাং (প্রাণিগণের) দুঃখং (ক্লেশ), তস্মাৎ (সেইজন্য) বিদুষা (পণ্ডিতলোক কর্ত্তৃক) বৈষয়িকং (বিষয়-সম্বন্ধীয়) সুখম্ (আনন্দ) ন (না) কাঙ্ক্ষণীয়ং (প্রার্থনীয়) ॥ ৬৫৪—৬৫৫

অনুবাদ। সুখভোগ-সময়ে ব্রহ্মাদি-পদভাগী মনুষ্যগণের এবং রাজপদলাভকারী মনুষ্যদিগের যেমন তারতম্য দেখা যায়, তদ্রূপ হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) প্রভৃতি পদভাগী প্রাণিগণের দুঃখ তরতমভাবে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং বিদ্বান্ লোকের বৈষয়িক সুখ প্রার্থনা করা উচিত নহে ॥ ৬৫৪—৬৫৫

যো বিম্বভূত আনন্দঃ স আত্মানন্দলক্ষণঃ।
শাশ্বতো নির্দ্বয়ঃ পূর্ণো নিত্য একোঽপি নির্ভয়ঃ ॥ ৬৫৬

অন্বয়। যঃ (যে) বিম্বভূতঃ (বিম্বরূপ) আনন্দঃ (সুখ) সঃ (সেই) আনন্দলক্ষণঃ (সুখস্বরূপ) আত্মা, শাশ্বতঃ (ক্ষয়-রহিত), নির্দ্বয়ঃ (দ্বৈতশূন্য) পূর্ণঃ (পরিপূর্ণ) নিত্যঃ (সর্ব্বদা একরূপে অবস্থিত) একঃ (অদ্বিতীয়) অপি (ও) নির্ভয়ঃ (ভীতিশূন্য) ॥ ৬৫৬

অনুবাদ। যাহা বিম্বরূপ আনন্দ, তাহাই সুখস্বরূপ আত্মা, তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি দ্বৈতশূন্য, পূর্ণ, নিত্য এবং এক হইয়াও সর্ব্বদা ভয়শূন্য ॥ ৬৫৬

লক্ষ্যতে প্রতিবিম্বেনাভাসানন্দেন বিম্ববৎ।
প্রতিবিম্বো বিম্বমূলো বিনা বিম্বং ন সিধ্যতি ॥ ৬৫৭

অন্বয়। বিম্ববৎ (বিম্বস্বরূপ) [আনন্দঃ] প্রতিবিম্বেন (বিম্বের প্রতিরূপ) আভাসানন্দেন (প্রতিফলিত আনন্দের দ্বারা) লক্ষ্যতে (লক্ষিত হয়) বিম্বমূলঃ (বিম্ব অর্থাৎ যথার্থবস্তু যাহার মূল) প্রতিবিম্বঃ (প্রতিরূপ) বিম্বং (যথার্থবস্তু) বিনা (ব্যতীত) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না) ॥ ৬৫৭

অনুবাদ। সেই বিম্বভূত অর্থাৎ যথার্থ আনন্দ আভাসানন্দরূপ প্রতিবিম্বের দ্বারা লক্ষিত হয়; প্রতিবিম্ব বিম্বমূলক, বিম্বব্যতীত প্রতিবিম্ব হইতে পারে না ॥ ৬৫৭

যৎ ততো বিম্ব আনন্দঃ প্রতিবিম্বেন লক্ষ্যতে।
যুক্ত্যৈব পণ্ডিতজনৈর্ন কদাপ্যনুভূয়তে ॥ ৬৫৮

অন্বয়। ততঃ (সেইজন্য) যৎ (যে) বিম্বঃ (বিম্বভূত, যথার্থ) আনন্দঃ (সুখ) প্রতিবিম্বেন (প্রতিবিম্বরূপে) লক্ষ্যতে (লক্ষিত হয়) পণ্ডিতজনৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) যুক্ত্যা (যুক্তিদ্বারা) এব (ই) কদা (কখন) অপি (ও) ন অনুভূয়তে (অনুভূত হয় না)॥ ৬৫৮

অনুবাদ। অতএব যে বিম্বভূত অর্থাৎ যথার্থ আনন্দ প্রতিবিম্বরূপে লক্ষিত হয়, তাহা পণ্ডিতগণ যুক্তিদ্বারা অনুভব করিতে পারেন না॥ ৬৫৮

অবিদ্যাকার্য্যকরণসংঘাতেষু পুরোদিতঃ।
আত্মা জাগ্রত্যপি স্বপ্নে ন ভবত্যেষ গোচরঃ॥ ৬৫৯

অন্বয়। অবিদ্যাকার্য্যকরণসংঘাতেষু (অজ্ঞান তাহার কার্য্য দেহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহে) পুরোদিতঃ (সম্মুখে আবির্ভূত কিংবা অগ্রে উদিত) এষঃ (এই) আত্মা (স্বরূপ, আত্মা) জাগ্রতি (জাগ্রদবস্থায়) অপি (ও) স্বপ্নে (স্বপ্নসময়ে) গোচরঃ (জ্ঞানবিষয়) ন ভবতি (হয় না)॥ ৬৫৯

অনুবাদ। জাগ্রৎকালে এবং স্বপ্নাবস্থায় অবিদ্যা, দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্যমান থাকায়, সকলের পূর্ব্বে বর্ত্তমান আত্মা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন না॥ ৬৫৯

স্থূলস্যাপি চ সূক্ষ্মস্য দুঃখরূপস্য বর্ষ্মণঃ।
লয়ে সুষুপ্তৌ স্ফুরতি প্রত্যগানন্দলক্ষণঃ॥ ৬৬০

অন্বয়। সুষুপ্তৌ (গভীর নিদ্রাকালে) দুঃখরূপস্য (দুঃখস্বরূপ) স্থূলস্য (দৃশ্যমান) অপি (ও) চ (এবং) সূক্ষ্মস্য (লিঙ্গ, সূক্ষ্ম) বর্ষ্মণঃ (দেহের) লয়ে (কারণে লীন হইলে) আনন্দলক্ষণঃ (সুখস্বরূপ) প্রত্যক্ (আত্মা) স্ফুরতি (প্রকাশ পান)॥ ৬৬০

অনুবাদ। গভীর নিদ্রাকালে দুঃখময় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কারণে লয় হইলে, আনন্দস্বরূপ আত্মা প্রকাশ পান॥ ৬৬০

ন হ্যত্র বিষয়ঃ কশ্চিন্নাপি বুদ্ধ্যাদি কিঞ্চন।
আত্মৈব কেবলানন্দমাত্রস্তিষ্ঠতি নির্দ্বয়ঃ॥ ৬৬১

অন্বয়। হি (যেহেতু) অত্র (এই সময়ে—গভীর নিদ্রাকালে) কশ্চিৎ (কোন) বিষয়ঃ (বিষয়, অর্থ) ন (নাই) বুদ্ধ্যাদি (বুদ্ধি প্রভৃতি) কিঞ্চন (কিছু) অপি (ই) ন (নাই), কেবলানন্দমাত্রঃ (শুদ্ধ আনন্দরূপ) নির্দ্বয়ঃ (দ্বৈতশূন্য) আত্মা (স্বরূপ) এব (ই) তিষ্ঠতি (বিদ্যমান থাকেন)॥ ৬৬১

অনুবাদ। কারণ, গভীর নিদ্রাকালে কোন বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দস্পর্শাদি থাকে না, বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই থাকে না, কেবলমাত্র আনন্দস্বরূপ অদ্বয় আত্মাই বিদ্যমান থাকেন॥ ৬৬১

প্রত্যভিজ্ঞায়তে সর্ব্বৈরেষ সুপ্তোত্থিতৈর্জনৈঃ।
সুখমাত্রতয়া নাত্র সংশয়ং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৬৬২

অন্বয়। সর্ব্বৈঃ (সমস্ত) সুপ্তোত্থিতৈঃ (নিদ্রা হইতে উত্থিত) জনৈঃ (লোকসমূহ কর্ত্তৃক) এষঃ (এই আত্মা) সুখমাত্রতয়া (আনন্দস্বরূপত্বরূপে) প্রত্যভিজ্ঞায়তে (প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে, অর্থাৎ যে আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, সে আমি এখন জাগরিত হইয়াছি এই বোধ হইতেছে) অত্র (এ বিষয়ে) সংশয়ং (সন্দেহ) কর্ত্তুং (করিতে) ন অর্হসি (পার না)॥ ৬৬২

অনুবাদ। গভীর নিদ্রা হইতে উত্থিত সমস্ত লোক সুখস্বরূপত্বরূপে আত্মার প্রত্যভিজ্ঞা করিয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ করিও না॥ ৬৬২

ত্বয়াপি প্রত্যভিজ্ঞাতং সুখমাত্রত্বমাত্মনঃ।
সুষুপ্তাদুত্থিতবতা সুখমস্বাপ্সমিত্যনু॥ ৬৬৩

অন্বয়। সুষুপ্তাৎ (সুষুপ্তি অর্থাৎ গভীর নিদ্রা হইতে) উত্থিতবতা (যে জাগরিত হইয়াছে এমন ব্যক্তি) ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) অপি (ও) সুখং (সুখে) অস্বাপ্সম্ (নিদ্রা গিয়াছিলাম) ইতি (এইরূপ) অনু (পশ্চাৎ অথবা অনুভব-বশতঃ) আত্মনঃ (আত্মার) সুখমাত্রত্বং (কেবল সুখরূপত্ব) প্রত্যভিজ্ঞাতম্ (প্রত্যভিজ্ঞা করা হইয়াছে)॥ ৬৬৩

অনুবাদ। (কেবল যে অন্য লোকেরা আত্মার সুখরূপত্ব অনুভব করে, তাহা নহে, তুমিও করিয়া থাক—তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—) তুমিও সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া অর্থাৎ জাগিয়া 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম'—এইরূপ অনুভববশতঃ আত্মার সুখস্বরূপত্ব প্রত্যভিজ্ঞা করিয়া থাক॥ ৬৬৩

দুঃখাভাবঃ সুখমিতি যদুক্তং পূর্ব্ববাদিনা।
অনাঘ্রাতোপনিষদা তদসারং মৃষা বচঃ॥ ৬৬৪

অন্বয়। অনাঘ্রাতোপনিষদা (যে উপনিষদের গন্ধ অল্পও গ্রহণ করে নাই—যে কিছুমাত্র উপনিষৎ জানে না) পূর্ব্ববাদিনা (পূর্ব্বপক্ষকারী কর্ত্তৃক) দুঃখাভাবঃ (দুঃখের অভাব) সুখম্ (আনন্দ) ইতি (এইরূপ) যৎ (যাহা) উক্তং (কথিত হইয়াছে) তৎ (সেই) বচঃ (বাক্য) অসারং (সারহীন—যুক্তি-বিহীন) মৃষা (মিথ্যা)॥ ৬৬৪

অনুবাদ। পূর্ব্বপক্ষবাদী উপনিষদের কিঞ্চিন্মাত্র ঘ্রাণ না লইয়া (কিছুমাত্র উপনিষৎ না জানিয়া) সুখশব্দের অর্থ দুঃখাভাব বলিয়াছেন, তাহা অসার এবং মিথ্যা॥ ৬৬৪

দুঃখাভাবস্তু লোষ্টাদৌ বিদ্যতে নানুভূয়তে।
সুখলেশোঽপি সর্ব্বেষাং প্রত্যক্ষং তদিদং খলু॥ ৬৬৫

অন্বয়। তু (কিন্তু) লোষ্টাদৌ (ডেলা প্রভৃতিতে) দুঃখাভাবঃ (ক্লেশের অভাব) বিদ্যতে (আছে) ন অনুভূয়তে (অনুভূত হইতেছে না), সুখলেশঃ

(সুখের কণামাত্র) অপি (ও) সর্ব্বেষাং (সকল লোকের) তৎ (সেই) ইদম্ (ইহা) প্রত্যক্ষং (দৃষ্ট) খলু (নিশ্চিত) ॥ ৬৬৫

অনুবাদ। লোষ্ট (ডেলা বা ঢিল) প্রভৃতিতে দুঃখের অভাব বিদ্যমান আছে, [কিন্তু তাহা] অনুভূত হয় না। সুখের কণামাত্রও সকলের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬৬৫

সদয়ং হ্যেষ এবেতি প্রস্তুত্য বদতি শ্রুতিঃ।
সদ্‌ঘনোঽয়ং চিদ্‌ঘনোঽয়ং আনন্দঘন ইত্যপি ॥ ৬৬৬
আনন্দঘনতামস্য স্বরূপং প্রত্যগাত্মনঃ।
ধন্যৈর্মহাত্মভির্ধীরৈ র্ব্রহ্মবিদ্ভিঃ সদুত্তমৈঃ ॥ ৬৬৭
অপরোক্ষতয়ৈবাত্মা সমাধাবনুভূয়তে।
কেবলানন্দমাত্রত্বেনৈবমত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৬৬৮

অন্বয়। অয়ম্ (এই আত্মা) সৎ (সৎস্বরূপ) হি (যেহেতু) এষঃ (এই—আত্মা) এব (ই) [সৎ] ইতি (এইরূপ) প্রস্তুত্য (উপক্রম করিয়া) শ্রুতিঃ (বেদ) বদতি (বলেন) অয়ম্ (এই আত্মা) সদ্‌ঘনঃ (সন্মূর্ত্তি—সৎস্বরূপ) চিদ্‌ঘনঃ (জ্ঞানস্বরূপ) আনন্দঘনঃ (আনন্দস্বরূপ) ইতি (এইরূপ) অপি (ও) [শ্রুতি] অস্য (এই) প্রত্যগাত্মনঃ (ব্যাপক আত্মার, জীবাত্মার) আনন্দঘনতাং (সুখস্বরূপতা) স্বরূপং (নিজরূপ) [বদতি=বলেন] ধন্যৈঃ (পুণ্যবান্) ধীরৈঃ (পণ্ডিত) সদুত্তমৈঃ (সাধুশ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মবিদ্ভিঃ (ব্রহ্মজ্ঞানবান্) মহাত্মভিঃ (মহাত্মগণ কর্ত্তৃক) সমাধৌ (সমাধিকালে) আত্মা (স্বরূপ) অপরোক্ষতয়া (প্রত্যক্ষ-ভাবে) কেবলানন্দমাত্রত্বেন (কেবল আনন্দস্বরূপত্বরূপে) এব (ই) অনুভূয়তে (অনুভূত হয়) অত্র (এ বিষয়ে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন (নাই) ॥ ৬৬৬—৬৬৭—৬৬৮

অনুবাদ। এই আত্মা সৎস্বরূপ—এইরূপ উপক্রম করিয়া শ্রুতি আত্মাকে সৎস্বরূপ বলিয়া থাকেন, এই আত্মা সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ—এইরূপ শ্রুতি আনন্দরূপতাকে আত্মার স্বরূপ বলেন; ধন্য, পণ্ডিত, সাধুশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মারা সমাধিকালে প্রত্যক্ষভাবে কেবল মাত্র আনন্দস্বরূপত্বরূপে আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৬৬৬—৬৬৭—৬৬৮

স্বস্বোপাধ্যনুরূপেণ ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বজন্তবঃ।
উপজীবন্ত্যমুষ্যৈব মাত্রামানন্দলক্ষণাম্ ॥ ৬৬৯

অন্বয়। ব্রহ্মাদ্যাঃ (ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া) সর্ব্বজন্তবঃ (সমস্ত প্রাণী) স্বস্বোপাধ্যনুরূপেণ (নিজ নিজ উপাধি অনুসারে) অমুষ্য (ইঁহার) এব (ই) আনন্দলক্ষণাং (সুখস্বরূপ) মাত্রাম্ (অংশ) উপজীবন্তি (আশ্রয় করে) ॥ ৬৬৯

অনুবাদ। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ উপাধির অনুরূপ এই আত্মার আনন্দের অংশ অবলম্বন করিয়া থাকে ॥ ৬৬৯

আস্বাদ্যতে যো ভক্ষ্যেষু সুখকৃন্মধুরো রসঃ।
স গুড়স্যৈব নো তেষাং মাধুর্য্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৬৭০

অন্বয়। ভক্ষ্যেষু (খাদ্যদ্রব্যে) যঃ (যে) সুখকৃৎ (আনন্দজনক) মধুরঃ (মিষ্ট) রসঃ আস্বাদ্যতে (স্বাদ গ্রহণ করা হয়) সঃ (সেইটি) গুড়স্য (গুড়ের) এব (ই) [রস]; তেষাং (সেই সমস্ত পদার্থের) ক্বচিৎ (কথনও) মাধুর্য্যং (মধুরতা) নো বিদ্যতে (থাকে না)॥ ৬৭০

অনুবাদ। লোক ভক্ষ্যদ্রব্যসমূহে যে সুখজনক মধুর রস আস্বাদন করিয়া থাকে, তাহা গুড়েরই মাধুর্য্য, সেই সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্যের কথনও মাধুর্য্য থাকে না॥ ৬৭০

তদ্বদ্ বিষয়সান্নিধ্যাদানন্দো যঃ প্রতীয়তে।
বিম্বানন্দাংশ-বিস্ফূর্ত্তিরেবাসৌ ন জড়াত্মনাম্ ॥ ৬৭১

অন্বয়। তদ্বৎ (সেইরূপ) বিষয়সান্নিধ্যাৎ (ভোগ্য বিষয়ের নৈকট্যবশতঃ) যঃ (যে) আনন্দঃ (সুখ) প্রতীয়তে (প্রতীত হয়), অসৌ (তাহা) বিম্বানন্দাংশ-বিস্ফূর্ত্তিঃ (বিম্বভূত অর্থাৎ যথার্থ সুখের অংশের স্ফুরণ) এব (ই) জড়াত্মনাং (অচেতন বস্তুসমূহের) ন (না)॥ ৬৭১

অনুবাদ। সেইরূপ ভোগ্য বিষয়ের সান্নিধ্যবশতঃ যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা বিম্বভূত অর্থাৎ যথার্থ আনন্দের অংশের স্ফুরণমাত্র; অচেতন বস্তুর নহে॥ ৬৭১

যস্য কস্যাপি যোগেন যত্র কুত্রাপি দৃশ্যতে।
আনন্দঃ স পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্ফূর্ত্তিলক্ষণঃ ॥ ৬৭২

অন্বয়। যত্র (যেখানে) কুত্র (কোথায়) অপি (ও) যস্য (যাহার) কস্য (কাহার) অপি (ও) যোগেন (সংযোগে) আনন্দঃ (সুখ) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) সঃ (তাহা) পরস্য ব্রহ্মণঃ (পরব্রহ্মের) এব (ই) স্ফূর্ত্তিলক্ষণঃ (স্ফুরণস্বরূপ)॥ ৬৭২

অনুবাদ। যে কোন স্থানে যে কোন বস্তুর সংযোগে যে আনন্দ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা পরব্রহ্মেরই স্ফূর্ত্তিরূপ আনন্দ॥ ৬৭২

যথা কুবলয়োল্লাসশ্চন্দ্রস্যৈব প্রসাদতঃ।
তথানন্দোদয়োঽপ্যেষাং স্ফুরণাদেব বস্তুনঃ ॥ ৬৭৩

অন্বয়। যথা (যেমন) কুবলয়োল্লাসঃ (নীলপদ্মের আনন্দ) চন্দ্রস্য (শশাঙ্কের, চন্দ্রের) এব (ই) প্রসাদতঃ (অনুগ্রহে) তথা (সেইরূপ) বস্তুনঃ (বস্তুর, আত্মার) স্ফুরণাৎ (স্ফূর্ত্তিবশতঃ) এব (ই) এষাম্ (এই সমস্ত বস্তুর) অপি (ও) আনন্দোদয়ঃ (সুখের আবির্ভাব) [হয়]॥ ৬৭৩

অনুবাদ। যেমন চন্দ্রের অনুগ্রহবশতঃ নীলপদ্মের আনন্দ হয়, তদ্রূপ আত্মার স্ফুরণপ্রযুক্ত এই সমস্ত জড়বস্তুর আনন্দের আবির্ভাব হয়॥ ৬৭৩

আত্মনোঽদ্বিতীয়ত্বম্ ।

সত্ত্বং চিত্ত্বং তথানন্দঃ স্বরূপং পরমাত্মনঃ ।
নির্গুণস্য গুণাযোগাদ্ গুণাস্তু ন ভবন্তি তে ॥ ৬৭৪

অন্বয় । পরমাত্মনঃ (পরব্রহ্মের) সত্ত্বং (সতের ভাব, সদ্ভাব) চিত্ত্বং (জ্ঞানত্ব) তথা (সেইরূপ) আনন্দঃ (সুখ) স্বরূপং (রূপ) তু (কিন্তু) নির্গুণস্য (গুণহীন বস্তুর—আত্মার) গুণাযোগাৎ (গুণের সম্বন্ধ না থাকিতে পারায়) তে (তাহারা —সত্ত্ব, চিত্ত্ব, আনন্দ) গুণাঃ (গুণ) ন ভবন্তি (হয় না) ॥ ৬৭৪

অনুবাদ । সত্ত্ব (নিত্য বিদ্যমানতা), চিত্ত্ব (জ্ঞানত্ব) এবং আনন্দ পরমাত্মার স্বরূপ । নির্গুণ আত্মার গুণসম্বন্ধ থাকিতে পারে না বলিয়া সত্ত্ব, চিত্ত্ব ও আনন্দ আত্মার গুণ নহে ॥ ৬৭৪

বিশেষণন্তু ব্যাবৃত্ত্যৈ * ভবেদ্ দ্রব্যান্তরে সতি ।
পরমাত্মাদ্বিতীয়োঽয়ং প্রপঞ্চস্য মৃষাত্বতঃ ॥ ৬৭৫

অন্বয় । দ্রব্যান্তরে (অন্য দ্রব্য অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন অন্য দ্রব্য) সতি (থাকিলে) বিশেষণং (বিশেষণ) ব্যাবৃত্ত্যৈ (নিবৃত্তির জন্য) ভবেৎ (হয়), প্রপঞ্চস্য (জগতের) মৃষাত্বতঃ (মিথ্যাত্ব-হেতু) অয়ম্ (এই) পরমাত্মা (পরব্রহ্ম) অদ্বিতীয়ঃ (দ্বৈতশূন্য) ॥ ৬৭৫

অনুবাদ । [সত্ত্ব, চিত্ত্ব, আনন্দ যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে বিশেষণ হইল ; বিশেষণ অন্যের নিষেধক হইয়া থাকে, যদি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য পদার্থ থাকিত, তবে তাহারই নিষেধ করিত ।] যদি পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বস্তু থাকিত, তবে পরমাত্মার বিশেষণ অন্য বস্তুর নিবৃত্তির জন্য হইত । জগতের মিথ্যাত্ব-হেতু ব্রহ্মই অদ্বিতীয় বস্তু ॥ ৬৭৫

বস্ত্বন্তরস্যাভাবেন ন ব্যাবৃত্ত্যঃ কদাচন ।
কেবলো নির্গুণশ্চেতি নির্গুণত্বং নিরুচ্যতে ॥ ৬৭৬

অন্বয় । বস্ত্বন্তরস্য (ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থের) অভাবেন (না থাকা হেতু) কদাচন (কখনও) ন (না) ব্যাবৃত্ত্যঃ (নিষেধ্য), কেবলঃ (শুদ্ধ) নির্গুণঃ (গুণহীন) চ (এবং) ইতি (এইরূপ) [শ্রুত্যা=শ্রুতি কর্ত্তৃক] [আত্মার] নির্গুণত্বং (গুণহীনত্ব) নিরুচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৬৭৬

অনুবাদ । আত্মা ব্যতীত বস্তুর অভাববশতঃ অন্য বস্তু কখনও নিষেধ্য (নিষেধের বিষয়) হইতে পারে না ; [কারণ] কেবল, নির্গুণ ইত্যাদি শ্রুতি আত্মার নির্গুণত্ব নিরূপণ করিয়া থাকেন ॥ ৬৭৬

---

* থিলে দ্রব্যান্তরে সতি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

শ্রুত্যৈব ন ততস্তেষাং গুণত্বমুপপদ্যতে।
উষ্ণত্বঞ্চ প্রকাশশ্চ যথা বহ্নেস্তথাত্মনঃ॥ ৬৭৭
সত্বচিত্বানন্দতাদিস্বরূপমিতি নিশ্চিতম্।
অতএব সজাতীয়বিজাতীয়াদিলক্ষণঃ॥ ৬৭৮
ভেদো ন বিদ্যতে বস্তুন্যদ্বিতীয়ে পরাত্মনি।
প্রপঞ্চস্যাপবাদেন বিজাতীয়কৃতা ভিদা॥ ৬৭৯
নেষ্যতে তৎ প্রকারং তে বক্ষ্যামি শৃণু সাদরম্।
অহেগু´ণবিবর্ত্তস্য গুণমাত্রস্য বস্তুতঃ॥ ৬৮০
বিবর্ত্তস্যাস্য জগতঃ সন্মাত্রত্বেন দর্শনম্।
অপবাদ ইতি প্রাহুরদ্বৈতব্রহ্মদর্শিনঃ॥ ৬৮১

অন্বয়। ততঃ (অতএব) শ্রুত্যা (বেদের দ্বারা) এব (ই) তেষাং (তাহাদের—সত্ব, চিত্ব ও আনন্দের) গুণত্বং (গুণত্ব) ন উপপদ্যতে (যুক্তিসিদ্ধ হয় না) যথা (যেরূপ) বহ্নেঃ (অগ্নির) উষ্ণত্বম্ (উষ্ণতা) চ (ও) প্রকাশঃ (দীপ্তি) চ (ও) তথা (সেইরূপ) সত্বচিত্বানন্দতাদি (সত্ব, জ্ঞানত্ব ও সুখত্ব প্রভৃতি) আত্মনঃ (আত্মার) স্বরূপং (স্বরূপ) ইতি (ইহা) নিশ্চিতম্ (অবধারিত) অতএব (এই নিমিত্ত) অদ্বিতীয়ে (দ্বৈতশূন্য) পরাত্মনি (পরব্রহ্ম-রূপ) বস্তুনি (যথার্থ বস্তুতে) সজাতীয়বিজাতীয়াদিলক্ষণঃ (সমানজাতীয়, বিরুদ্ধজাতীয় প্রভৃতিরূপ) ভেদঃ (দ্বৈত) ন (না) বিদ্যতে (আছে) প্রপঞ্চস্য (জগতের) অপবাদেন (অপবাদদ্বারা) বিজাতীয়কৃতা (ভিন্নজাতীয় পদার্থকৃত) ভিদা (ভেদ) ন ইষ্যতে (অভিপ্রেত হয় নাই), তৎপ্রকারং (তাহার প্রণালী) তে (তোমাকে) বক্ষ্যামি (বলিব) সাদরম্ (আদরের সহিত) শৃণু (শ্রবণ কর) [যথা—যেমন] গুণবিবর্ত্তস্য (রজ্জুর বিবর্ত্ত) অহেঃ (সর্পের) বস্তুতঃ (যথার্থতঃ) গুণমাত্রস্য (রজ্জুমাত্রের) দর্শনম্ (জ্ঞান), অস্য (এই) বিবর্ত্তস্য (বস্তুতে মিথ্যাবস্তুর আরোপ) জগতঃ (প্রপঞ্চের) সন্মাত্রত্বেন (ব্রহ্মমাত্রভাবে) দর্শনম্ (জ্ঞান) অদ্বৈতব্রহ্মদর্শিনঃ (অদ্বিতীয়ব্রহ্মদর্শী মহাত্মগণ) অপবাদঃ (বাধ, অপবাদ) ইতি (ইহা) প্রাহুঃ (বলেন)॥ ৬৭৭—৬৭৮—৬৭৯—৬৮০—৬৮১

অনুবাদ। শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারাও সত্ব, চিত্ব ও আনন্দের গুণত্ব যুক্তিসিদ্ধ হয় না। যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নির স্বরূপ, সেইরূপ সত্ব, চিত্ব ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ—ইহাই নিশ্চিত; অতএব অদ্বিতীয় বস্তু পরমাত্মায় সজাতীয়, বিজাতীয় প্রভৃতি ভেদ নাই। প্রপঞ্চের (জগতের) অপবাদ (বাধ) বশতঃ বিরুদ্ধজাতীয় বস্তুজনিত ভেদ স্বীকার করা যায় না; তাহার প্রণালী তোমাকে বলিতেছি, তুমি আদর সহকারে শ্রবণ কর।—রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প; তাহাকে বাস্তবিক রজ্জুরূপে দর্শনের ন্যায় এই ব্রহ্মের বিবর্ত্ত

জগৎকে সন্মাত্রস্বরূপে দর্শনকে অদ্বৈত-ব্রহ্মদর্শী মহাত্মগণ অপবাদ বলিয়া থাকেন ॥ ৬৭৭—৬৭৮—৬৭৯—৬৮০—৬৮১

ব্যুৎক্রমেণ তদুৎপত্তের্দ্রষ্টব্যং সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ।
প্রতীতস্যাস্য জগতঃ সন্মাত্রত্বং সুযুক্তিভিঃ ॥ ৬৮২

অন্বয়। সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ (সূক্ষ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক) সুযুক্তিভিঃ (ভাল ভাল যুক্তিসমূহ দ্বারা) তদুৎপত্তেঃ (জগতের উৎপত্তিহেতু) ব্যুৎক্রমেণ (বিপরীত-ক্রমে) প্রতীতস্য (অনুভূত) অস্য (এই) জগতঃ (জগতের) সন্মাত্রত্বং (ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব) দ্রষ্টব্যম্ (দেখিবে, অর্থাৎ জানিবে)॥ ৬৮২

অনুবাদ। সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সারগর্ভ যুক্তিসমূহ দ্বারা ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হয় বলিয়া বিপরীতভাবে অনুভূত জগতের ব্রহ্মস্বরূপতা দর্শন করিবে ॥ ৬৮২

চতুর্ব্বিধং স্থূলশরীরজাতং
তদ্ভোজ্যমন্নাদি তদাশ্রয়াদি।
ব্রহ্মাণ্ডমেতৎ সকলং স্থবিষ্ঠ-
মীক্ষেত পঞ্চীকৃতভূতমাত্রম্ ॥ ৬৮৩

অন্বয়। চতুর্ব্বিধং (চারিপ্রকার—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ) স্থূল-শরীরজাতং (স্থূলদেহসমূহ) তদ্ভোজ্যং (তাহাদের খাদ্য অন্ন প্রভৃতি) তদাশ্রয়াদি (সেই অন্নের আধার) এতৎ (এই) সকলং (সমস্ত) স্থবিষ্ঠং (স্থূলতম) ব্রহ্মাণ্ডং (চরাচর) পঞ্চীকৃতভূতমাত্রং (পঞ্চীকরণবিশিষ্ট ভূত) ঈক্ষেত (দেখিবে)॥ ৬৮৩

অনুবাদ। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার স্থূল শরীর, তাহার ভোজ্য (খাদ্য) অন্ন প্রভৃতি, তাহার আশ্রয় এই সমস্ত স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে পঞ্চীকৃত ভূতমাত্র বলিয়া দেখিবে (জানিবে)॥ ৬৮৩

যৎকার্য্যরূপেণ যদীক্ষ্যতে তৎ
তন্মাত্রমেবাত্র বিচার্য্যমাণে।
মৃৎকার্য্যভূতং কলসাদি সম্যগ্
বিচারিতং সন্ন মৃদো বিভিদ্যতে ॥ ৬৮৪

অন্বয়। যৎ (যে বস্তু—ঘটাদি) যৎকার্য্যরূপেণ (যাহার—মৃত্তিকার কার্য্য-রূপে) ঈক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয়) অত্র (এ বিষয়ে) বিচার্য্যমাণে (বিচার করিলে), তৎ (তাহা) তন্মাত্রং (সেইটি) এব (ই), মৃৎকার্য্যভূতং (মৃত্তিকার কার্য্য অর্থাৎ পরিণামস্বরূপ) কলসাদি (কুম্ভ প্রভৃতি) সম্যক্ (ভালরূপে) বিচারিতং (মীমাংসিত) সৎ (হইলে) মৃদঃ (মৃত্তিকা হইতে) ন বিভিদ্যতে (ভিন্ন হয় না)॥ ৬৮৪

অনুবাদ। যে বস্তু (ঘটাদি) যাহার (মৃত্তিকার) কার্য্য অর্থাৎ পরিণামরূপে দৃষ্ট হয়, বিচার করিলে, তাহাই (মৃত্তিকাই) [প্রতীত হয়], ভালরূপ বিচার করিলে, মৃত্তিকার কার্য্য কুম্ভ প্রভৃতি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে॥ ৬৮৪

অন্তর্বহিশ্চাপি মৃদেব দৃশ্যতে
মৃদো ন ভিন্নং কলসাদি কিঞ্চন।
গ্রীবাদিমদ্ যৎ কলসং তদিত্থং
ন বাচ্যমেতচ্চ মৃদেব নান্যৎ॥ ৬৮৫

অন্বয়। [কলসের] অন্তঃ (মধ্যে) বহিঃ (বাহিরে) চ (এবং) অপি (ও) মৃৎ (মৃত্তিকা) এব (ই) দৃশ্যতে (দেখা যায়) কলসাদি (কুম্ভ প্রভৃতি) কিঞ্চন (কোন বস্তু) মৃদঃ (মৃত্তিকা হইতে) ন ভিন্নং (পৃথক্ নহে); গ্রীবাদিমৎ (গলাদিযুক্ত) যৎ (যে) কলসং (কুম্ভ) তৎ (তাহা) এতৎ (ইহা) চ (এবং) মৃৎ (মৃত্তিকা) এব (ই) ন (না) অন্যৎ (অপর বস্তু) ইত্থম্ (এইরূপ) ন বাচ্যম্ (বক্তব্য নহে)॥ ৬৮৫

অনুবাদ। [কলস প্রভৃতি মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে]—কলসের ভিতরে এবং বাহিরেও মৃত্তিকাই দৃষ্ট হইতেছে, কলস প্রভৃতি কোন বস্তু মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে; গ্রীবাদিবিশিষ্ট কলস বলিয়া যাহা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা মৃত্তিকা নহে, অন্য বস্তু—এরূপ বলিতে পার না॥ ৬৮৫

স্বরূপতস্তৎ কলসাদিনাম্না
মৃদেব মূঢ়ৈরভিধীয়তে ততঃ।
নাম্নো হি ভেদো ন তু বস্তুভেদঃ
প্রদৃশ্যতে তত্র বিচার্য্যমাণে॥ ৬৮৬

অন্বয়। ততঃ (তার পর) মূঢ়ৈঃ (অজ্ঞগণ কর্ত্তৃক) স্বরূপতঃ (বস্তুতঃ) মৃৎ (মৃত্তিকা) এব (ই) তৎ (তাহা) কলসাদিনাম্না (কলস—ইত্যাদি নাম দ্বারা) অভিধীয়তে (কথিত হয়); তত্র (তাহাতে—কলসে) বিচার্য্যমাণে (বিচার করিলে) নাম্নঃ (সংজ্ঞার) ভেদঃ (ভিন্নতা) হি (নিশ্চিত), তু (কিন্তু) বস্তুভেদঃ (পদার্থের ভিন্নতা) ন প্রদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না)॥ ৬৮৬

অনুবাদ। মূঢ়গণ বস্তুতঃ মৃত্তিকাকে কলস প্রভৃতি নাম দ্বারা ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু কলসটির বিচার করিলে নামেরই ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, বস্তুর ভেদ দৃষ্ট হয় না॥ ৬৮৬

তস্মাদ্ধি কার্য্যং ন কদাপি ভিন্নং
স্বকারণাদস্তি যতস্ততোঽঙ্গ।

যদ্ভৌতিকং সর্ব্বমিদং তথৈব
তদ্ভূতমাত্রং ন ততোঽপি ভিন্নম্ ॥ ৬৮৭

অন্বয়। অঙ্গ (ভোঃ!) তস্মাৎ (সেই হেতু) কার্য্যং (কার্য্য, পরিণাম), যতঃ (যেহেতু) স্বকারণাৎ (নিজের কারণ হইতে) কদা (কখন) অপি (ও) ভিন্নং (পৃথক্) ন (না) অস্তি (আছে) হি (নিশ্চিত) ততঃ (সেইজন্য) যৎ (যে) ভৌতিকম্ (ভূতের কার্য্য) ইদম্ (এই) সর্ব্বং (সমস্ত) তথা (সেইরূপ) এব (ই) তৎ (তাহা) ভূতমাত্রং (ভূতই), ততঃ (ভূত হইতে) অপি (ও) ভিন্নং (পৃথক্) ন (না)॥ ৬৮৭

অনুবাদ। হে শিষ্য! যেহেতু কার্য্য কখনও নিজ কারণ হইতে ভিন্ন নহে, অতএব পঞ্চভূতের কার্য্য এই সমস্তই সেইরূপ ভূতমাত্র; সুতরাং পঞ্চভূত হইতে ভিন্ন নহে॥ ৬৮৭

তচ্চাপি পঞ্চীকৃতভূতজাতং
শব্দাদিভিঃ স্বস্বগুণৈশ্চ সার্দ্ধম্।
বপূংষি সূক্ষ্মাণি চ সর্ব্বমেতদ্
ভবত্যপঞ্চীকৃতভূতমাত্রম্ ॥ ৬৮৮

অন্বয়। স্বস্বগুণৈঃ (আকাশাদির নিজ নিজ গুণ) শব্দাদিভিঃ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের) চ (এবং) সার্দ্ধং (সহিত) তৎ (সেই) চ (সমুচ্চয়ে) অপি (ও) পঞ্চীকৃতভূতজাতং (পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ) সূক্ষ্মাণি (লিঙ্গ, সূক্ষ্ম) বপূংষি (শরীরসমূহ) চ (এবং) এতৎ (এই) সর্ব্বম্ (সমুদায়) অপঞ্চীকৃতভূতমাত্রং (কেবলমাত্র অপঞ্চীকৃত ভূত) ভবতি (হইয়া থাকে)॥ ৬৮৮

অনুবাদ। [আকাশাদি ভূতের] নিজ নিজ গুণের সহিত পঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, সূক্ষ্মশরীর এই সমস্তই কেবলমাত্র অপঞ্চীকৃত ভূত [বলিয়া জানিবে]॥ ৬৮৮

তদপ্যপঞ্চীকৃতভূতজাতং
রজস্তমঃসত্ত্বগুণৈশ্চ সার্দ্ধম্।
অব্যক্তমাত্রং ভবতি স্বরূপতঃ
সাভাসমব্যক্তমিদং স্বয়ং চ ॥ ৬৮৯

অন্বয়। রজস্তমঃসত্ত্বগুণৈঃ (রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণের) চ (ও) সার্দ্ধং (সহিত) তৎ (সেই) অপি (ও) অপঞ্চীকৃতভূতজাতম্ (অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহ) স্বরূপতঃ (স্বরূপে) অব্যক্তমাত্রং (প্রকৃতিমাত্র, মায়ামাত্র) ভবতি (হয়), ইদম্ (এই) অব্যক্তং (প্রকৃতি) স্বয়ং (নিজে) চ (ই) সাভাসং (চিদাভাসযুক্ত)॥ ৬৮৯

অনুবাদ। রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণের সহিত অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহ বাস্তবিক মায়ামাত্র, এবং এই মায়া চিদাভাসযুক্ত॥ ৬৮৯

আধারভূতং যদখণ্ডমাদ্যং
শুদ্ধং পরং ব্রহ্ম সদৈকরূপম্।
সন্মাত্রমেবাস্ত্যথ নো বিকল্পঃ
সতঃ পরং কেবলমেব বস্তু॥ ৬৯০

অন্বয়। যৎ (যাহা) আধারভূতম্ (আশ্রয়স্বরূপ) অখণ্ডম্ (খণ্ডরহিত) আদ্যং (প্রথম) শুদ্ধং (দোষরহিত) সদা (সর্ব্বদা) একরূপম্ (একরূপ) সন্মাত্রং (সৎস্বরূপ) পরং ব্রহ্ম (পরমাত্মা) এব (ই) অস্তি (আছে) সতঃ (সদ্বস্তুর) পরম্ (অন্য) কেবলং (শুদ্ধ) বস্তু (পদার্থ) এব (ও) [অস্তি=আছে] [ইতি =ইহা] বিকল্পঃ (কল্পনা) নো (হয় না)॥ ৬৯০

অনুবাদ। সকলের আশ্রয়, অখণ্ড, প্রথম, শুদ্ধ, সর্ব্বদা একরূপ, সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন, সদ্বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তু আছে—ইহা কল্পনা করিতে পার না॥ ৬৯০

একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়ো যথা স্যাদ্
দৃষ্টের্দ্দোষাদেব পুংসস্তথৈকম্।
ব্রহ্মাস্ত্যেতদ্‌বুদ্ধিদোষেণ নানা
দোষে নষ্টে ভাতি বস্ত্বেকমেব॥ ৬৯১

অন্বয়। যথা (যেমন) পুংসঃ (পুরুষের) দৃষ্টেঃ (চক্ষুর) দোষাৎ (দোষবশতঃ) এব (ই) একঃ (অভিন্ন) চন্দ্রঃ (শশাঙ্ক) সদ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয়যুক্ত) স্যাৎ (হয়), তথা (সেইরূপ) এতৎ (এই) একম্ (এক) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) বুদ্ধিদোষেণ (বুদ্ধির দোষে অর্থাৎ ভ্রমবশতঃ) নানা (অনেকপ্রকার) অস্তি (হয়); দোষে (দোষ) নষ্টে (নষ্ট হইলে) একম্ (অদ্বিতীয়) বস্তু (পদার্থ) এব (ই) ভাতি (শোভা পায়)॥ ৬৯১

অনুবাদ। যেমন পুরুষের চক্ষুর দোষে এক চন্দ্র দ্বিতীয়-বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ একই ব্রহ্ম বুদ্ধিদোষে (ভ্রম হেতু) নানা বলিয়া প্রতীত হন; দোষ নষ্ট হইলে একই বস্তু প্রকাশ পান॥ ৬৯১

রজ্জোঃ স্বরূপাধিগমে ন সর্পধী-
রজ্জ্বাং বিলীনা তু যথা তথৈব।
ব্রহ্মাবগত্যা তু জগৎপ্রতীতি-
স্তত্রৈব লীনা তু সহ ভ্রমেণ॥ ৬৯২

অন্বয়। যথা (যেমন) রজ্জোঃ (দড়ির) স্বরূপাধিগমে (স্বরূপজ্ঞানে, যথার্থ-জ্ঞানে) সর্পধীঃ (সর্প বলিয়া বোধ) ন (থাকে না) তু (কিন্তু) রজ্জ্বাং (দড়িতে) বিলীনা (লয়প্রাপ্ত হয়), তথা (সেইরূপ) এব (ই) ব্রহ্মাবগত্যা (ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা) তু (কিন্তু) জগৎপ্রতীতিঃ (জগতের বোধজ্ঞান) ভ্রমেণ (ভ্রান্তির) সহ (সহিত) তু (বাক্যালঙ্কারে) তত্র (তাহাতে—ব্রহ্মে) লীনা (লয়প্রাপ্ত হয়)॥ ৬৯২

অনুবাদ। যেমন রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান হইলে আর সর্পবুদ্ধি থাকে না, রজ্জুতেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎরূপে জ্ঞান আর থাকে না, ভ্রান্তির সহিত ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হয়॥ ৬৯২

ভ্রান্ত্যোদিতদ্বৈতমতিপ্রশান্ত্যা
সদৈকমেবাস্তি সদাদ্বিতীয়ম্।
ততো বিজাতীয়কৃতোঽত্র ভেদো
ন বিদ্যতে ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে॥ ৬৯৩

অন্বয়। সদা (সর্ব্বদা) অদ্বিতীয়ং (দ্বিতীয়রহিত ব্রহ্ম) ভ্রান্ত্যোদিতদ্বৈতমতি-প্রশান্ত্যা (ভ্রান্তির দ্বারা সঞ্জাত দ্বৈতজ্ঞান দূর হইলে) সদা (সর্ব্বদা) একম্ (অভিন্ন) এব (ই) অস্তি (আছে), ততঃ (অনন্তর) অত্র (এই) নির্ব্বিকল্পে (বিকল্প-রহিত) ব্রহ্মণি (পরমাত্মায়) বিজাতীয়কৃতঃ (বিজাতীয় দ্বৈতজনিত) ভেদঃ (ভিন্নতা) ন বিদ্যতে (নাই)॥ ৬৯৩

অনুবাদ। ভ্রান্তিজনিত দ্বৈতবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে, এক—অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অবস্থিত থাকেন; অতএব এই বিকল্পশূন্য ব্রহ্মে বিরুদ্ধজাতীয় পদার্থকৃত ভেদ নাই॥ ৬৯৩

যদাস্ত্যুপাধিস্তদভিন্ন আত্মা
তদা সজাতীয় ইবাবভাতি।
স্বপ্নার্থতস্তস্য মৃষাত্মকত্বাৎ
তদপ্রতীতৌ স্বয়মেষ আত্মা।
ব্রহ্মৈকতামেতি পৃথঙ্ ন ভাতি
ততঃ সজাতীয়কৃতো ন ভেদঃ॥ ৬৯৪

অন্বয়। যদা (যখন) উপাধিঃ (বুদ্ধি প্রভৃতি ভেদক ধর্ম্ম) অস্তি (থাকে) তদভিন্নঃ (উপাধিতাদাত্ম্যাপন্ন, উপাধি হইতে অভিন্ন) আত্মা (স্বস্বরূপ, আত্মা) তদা (তখন) সজাতীয়ঃ (সমানজাতীয়) ইব (মত) অবভাতি (প্রকাশ পায়) স্বপ্নার্থতঃ (স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের) [ইব=ন্যায়] তস্য (উপাধির) মৃষাত্মকত্বাৎ (মিথ্যাত্ব-হেতু) তদপ্রতীতৌ (উপাধির অদর্শন হইলে) স্বয়ং (নিজে) এষঃ (এই আত্মা) ব্রহ্মৈকতাং (ব্রহ্মের সহিত অভেদ) এতি (প্রাপ্ত হয়) পৃথক্ (ভিন্ন)

ন ভাতি (প্রকাশ পায় না) ততঃ (অনন্তর) সজাতীয়কৃতঃ (সজাতীয়-জনিত) ভেদঃ (ভিন্নতা) ন (নাই)॥ ৬৯৪

অনুবাদ। যখন [বুদ্ধি প্রভৃতি] উপাধি (ভেদক ধর্ম্ম) থাকে এবং উপাধির সহিত আত্মা অভিন্ন প্রতীত হন, তখন আত্মা সজাতীয় ভেদবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়; স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া উপাধির অপ্রতীতি হইলে, আত্মা স্বয়ং ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন, তখন আর পৃথগ্‌রূপে প্রকাশ পান না, অতএব সজাতীয়-কৃত ভেদও নাই॥ ৬৯৪

ঘটাভাবে ঘটাকাশো মহাকাশো যথা তথা।
উপাধ্যভাবে ত্বাত্মৈষ স্বয়ং ব্রহ্মৈব কেবলম্॥ ৬৯৫

অন্বয়। যথা (যেমন) ঘটাভাবে (ঘটের অভাব হইলে) ঘটাকাশঃ (ঘটস্থ আকাশ) মহাকাশঃ (অখণ্ড আকাশ), তথা (সেইরূপ) উপাধ্যভাবে (উপাধির অর্থাৎ ভেদক ধর্ম্মের অভাব হইলে) তু (কিন্তু) এষঃ (এই) আত্মা (স্বরূপ) স্বয়ং (নিজে) কেবলং (শুদ্ধ) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) এব (ই)॥ ৬৯৫

অনুবাদ। যেমন ঘটের অভাব হইলে ঘটমধ্যস্থ আকাশ, মহাকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ উপাধির অর্থাৎ ভেদক ধর্ম্মের অভাব হইলে এই আত্মা শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপই॥ ৬৯৫

পূর্ণ এব সদাকাশো ঘটে সত্যপ্যসত্যপি।
নিত্যপূর্ণস্য মহতো বিচ্ছেদঃ কেন সিধ্যতি॥ ৬৯৬

অন্বয়। ঘটে (কলস) সতি (থাকিলে) অপি (ও) অসতি (না থাকিলে) অপি (ও) সদা (সর্ব্বদা) আকাশঃ (গগন) পূর্ণঃ (পরিপূর্ণ, অসীম) এব (ই), নিত্যপূর্ণস্য (সর্ব্বদা পরিপূর্ণ) মহতঃ (মহদ্বস্তুর) বিচ্ছেদঃ (বিয়োগ) কেন (কাহার দ্বারা) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়?)॥ ৬৯৬

অনুবাদ। ঘট থাকুক বা নাই থাকুক, আকাশ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ (অসীম) রহিয়াছে; [কারণ] সর্ব্বদা পরিপূর্ণ-স্বভাব মহদ্বস্তুর বিয়োগ কাহার দ্বারা সম্পাদিত হইবে?॥ ৬৯৬

অচ্ছিন্নশ্ছিন্নবদ্ ভাতি পামরাণাং ঘটাদিনা।
গ্রামক্ষেত্রাদ্যবধিভির্ভিন্নেব বসুধা যথা॥ ৬৯৭
তথৈব পরমং ব্রহ্ম মহতাঞ্চ মহত্তমম্।
পরিচ্ছিন্নমিবাভাতি ভ্রান্ত্যা কল্পিতবস্তুনা॥ ৬৯৮

অন্বয়। যথা (যেমন) অচ্ছিন্নঃ (অপরিচ্ছিন্ন, বিভু, অসীম) [আকাশ] পামরাণাম্ (বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদিগের নিকট) ঘটাদিনা (ঘট প্রভৃতি দ্বারা) ছিন্নবৎ (পরিছিন্নের ন্যায়) ভাতি (প্রকাশ পায়), বসুধা (পৃথিবী) গ্রামক্ষেত্রাদ্যবধিভিঃ (গ্রাম,

ভূমি প্রভৃতি সীমা দ্বারা) ভিন্না (পৃথক্) ইব (মত) [প্রকাশ পায়], তথা (সেইরূপ) এব (ই) মহতাং (মহৎ বস্তুর) চ (ও) মহত্তমম্ (অত্যন্ত মহৎ) পরমং ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ভ্রান্ত্যা (ভ্রমবশতঃ) কল্পিতবস্তুনা (আরোপিত পদার্থের দ্বারা) পরিচ্ছিন্নম্ (সসীম, সীমাবদ্ধ) ইব (মত) আভাতি (প্রকাশ পায়)॥ ৬৯৭—৬৯৮

অনুবাদ। যেমন অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) আকাশ বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের নিকট পরিচ্ছিন্ন (সসীম) বলিয়া বোধ হয়, [এবং] গ্রাম, ক্ষেত্র প্রভৃতি সীমা দ্বারা পৃথিবী ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় সেইরূপ মহৎ বস্তু সকলের মধ্যে অতি মহৎ পরব্রহ্ম ভ্রমবশতঃ আরোপিত বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্নের (সসীমের) ন্যায় প্রকাশ পান॥ ৬৯৭—৬৯৮

তস্মাদ্‌ব্রহ্মাত্মনোর্ভেদঃ কল্পিতো ন তু বাস্তবঃ।
অতএব মুহুঃ শ্রুত্যাপ্যেকত্বং প্রতিপাদ্যতে॥ ৬৯৯

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই নিমিত্ত) ব্রহ্মাত্মনোঃ (ব্রহ্ম ও আত্মার) ভেদঃ (ভিন্নতা) কল্পিতঃ (আরোপিত) তু (কিন্তু) বাস্তবঃ (যথার্থ, সত্য) ন (নহে), অতএব (এই হেতু) শ্রুত্যা (বেদ কর্ত্তৃক) অপি (ও) মুহুঃ (বারংবার) একত্বম্ (অভিন্নত্ব) প্রতিপাদ্যতে (নিরূপিত হয়)॥ ৬৯৯

অনুবাদ। সেইজন্য ব্রহ্ম এবং আত্মার ভেদ কল্পিত, বাস্তবিক (সত্য) নহে, শ্রুতিও বারংবার আত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন॥ ৬৯৯

ব্রহ্মাত্মনোস্তত্ত্বমসীত্যদ্বয়ত্বোপপত্তয়ে।
প্রত্যক্ষাদিবিরোধেন বাচ্যয়োর্নোপযুজ্যতে।
তত্ত্বংপদার্থয়োরৈক্যং লক্ষ্যয়োরেব সিধ্যতি॥ ৭০০

অন্বয়। ত্বং (তুমি) তৎ (সেই ব্রহ্ম) অসি (হও) ইতি (এই) ব্রহ্মাত্মনোঃ (ব্রহ্ম এবং আত্মার) অদ্বয়ত্বোপপত্তয়ে (অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের জন্য) প্রত্যক্ষাদিবিরোধেন (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সহিত বিরোধ হওয়ায়) বাচ্যয়োঃ (অভিধাশক্তিলভ্য অর্থে) ন (না) উপযুজ্যতে (উপযুক্ত হয়) লক্ষ্যয়োঃ (লক্ষণাবৃত্তিলভ্য) তত্ত্বংপদার্থয়োঃ (তৎপদার্থ এবং ত্বংপদার্থের) এব (ই) ঐক্যম্ (অভিন্নত্ব) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়)॥ ৭০০

অনুবাদ। তত্ত্বমসি—অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম—এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম এবং আত্মার অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতে গেলে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সহিত বিরোধ ঘটে ; তজ্জন্য বাচ্যার্থের (অভিধালভ্য অর্থের, মুখ্য অর্থের) উপযোগিতা নাই ; তৎপদার্থ এবং ত্বংপদার্থের লক্ষ্যার্থ (লক্ষণাবৃত্তিলভ্য অর্থ, গৌণ অর্থ) দ্বারা একত্ব স্থাপিত হয়॥ ৭০০

শিষ্যঃ—

স্যাৎ তত্ত্বংপদয়োঃ স্বামিন্ অর্থঃ কতিবিধো মতঃ।
পদয়োঃ কো নু বাচ্যার্থো লক্ষ্যার্থ উভয়োশ্চ কঃ॥ ১০১

অন্বয়। শিষ্যঃ (বিদ্যার্থী) [বলিলেন—] স্বামিন্ (হে প্রভো) তত্ত্বং-পদয়োঃ (তৎপদের এবং ত্বংপদের) কতিবিধঃ (কয় প্রকার) অর্থঃ (অভিধেয়) মতঃ (সম্মত, স্বীকৃত) স্যাৎ (হয়), নু (সম্বোধনে) উভয়োঃ (দুইটি) পদয়োঃ (পদের) বাচ্যার্থঃ (অভিধালভ্য অর্থ, মুখ্য অর্থ) কঃ (কি) লক্ষ্যার্থঃ (লক্ষণালভ্য অর্থ, গৌণ অর্থ) চ (ও) কঃ (কি)? ॥ ১০১

অনুবাদ। শিষ্য বলিলেন—হে প্রভো! ত্বংপদ এবং তৎপদের অর্থ কয় প্রকার, উভয় পদের বাচ্যার্থ কি এবং লক্ষ্যার্থ ই বা কি? ॥ ১০১

বাচ্যৈকত্ববিবক্ষায়াং বিরোধঃ কঃ প্রতীয়তে।
লক্ষ্যার্থয়োরভিন্নত্বে স কথং বিনিবর্ত্ততে॥ ১০২

অন্বয়। বাচ্যৈকত্ববিবক্ষায়াং (বাচ্যার্থদ্বয়ের অর্থাৎ দুইটির মুখ্য অর্থের অভিন্নত্ব বক্তার ইচ্ছা হইলে) কঃ (কি) বিরোধঃ (বিরুদ্ধতা) প্রতীয়তে (প্রতীত হয়), লক্ষ্যার্থয়োঃ (লক্ষণাবৃত্তিলভ্য অর্থদ্বয়ের, দুইটির গৌণ অর্থের) অভিন্নত্বে (একত্বে) সঃ (সেই বিরোধ) কথং (কিরূপে) বিনিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয়)? ॥ ১০২

অনুবাদ। বাচ্য অর্থদ্বয়ের অভিন্নত্ব বক্তার ইচ্ছা হইলে, কিরূপে বিরোধ প্রতীত হয়? লক্ষ্যার্থদ্বয়ের ঐক্য হইলে সেই বিরোধ বা কিরূপে নিবৃত্ত হয়? ॥ ১০২

একত্বকথনে কা বা লক্ষণাত্রোররীকৃতা।
এতৎ সর্ব্বং করুণয়া সম্যক্ ত্বং প্রতিপাদয়॥ ১০৩

অন্বয়। অত্র (এখানে—তত্ত্বমসি স্থলে) একত্বকথনে (অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে) কা (কি) বা (বা) লক্ষণা (লক্ষণাশক্তি) উররীকৃতা (অঙ্গীকৃত হইয়াছে) ত্বম্ (আপনি) এতৎ (এই) সর্ব্বং (সমস্ত) করুণয়া (কৃপাপূর্ব্বক) সম্যক্-(ভালরূপে) প্রতিপাদয় (বুঝাইয়া দিন)॥ ১০৩

অনুবাদ। তত্ত্বমসিস্থলে অভিন্নত্ব-প্রতিপাদন-বিষয়ে কিরূপ লক্ষণা স্বীকার করা হইয়াছে, আপনি দয়া করিয়া এই সমস্ত বুঝাইয়া দিন॥ ১০৩

———

তত্ত্বংপদার্থঃ।

শ্রীগুরুঃ—

শৃণুষ্বাবহিতো বিদ্বন্ অদ্য তে ফলিতং তপঃ।
বাক্যার্থশ্রুতিমাত্রেণ সম্যগ্জ্ঞানং ভবিষ্যতি॥ ৭০৪

অন্বয়। শ্রীগুরুঃ (গুরুদেব) [কহিলেন—] বিদ্বন্ (হে পণ্ডিত!) অবহিতঃ (মনোযোগী) [সন্=হইয়া] শৃণুষ্ব (শ্রবণ কর), অদ্য (আজ) তে (তোমার) তপঃ (তপস্যা) ফলিতং (সফল হইয়াছে), বাক্যার্থশ্রুতিমাত্রেণ (বাক্যার্থ শ্রবণমাত্রেই) সম্যক্ (ভালরূপ) জ্ঞানং (তত্ত্বজ্ঞান) ভবিষ্যতি (হইবে)॥ ৭০৪

অনুবাদ। [শিষ্যের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া] গুরুদেব কহিলেন—হে বিদ্বন্! তুমি মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর, আজ তোমার তপস্যা ফলবতী হইয়াছে, তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ শ্রবণমাত্রই তোমার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবে॥ ৭০৪

যাবন্ন তত্ত্বংপদয়োরর্থঃ সম্যগ্বিচার্য্যতে।
তাবদেব নৃণাং বন্ধো মৃত্যুসংসারলক্ষণঃ॥ ৭০৫

অন্বয়। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) তত্ত্বংপদয়োঃ (ত্বংপদ এবং তৎপদের) অর্থঃ (অভিধেয়, অর্থ) সম্যক্ (ভালরূপে) ন বিচার্য্যতে (বিচারিত হয় না, মীমাংসিত হয় না) তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) এব (ই) নৃণাং (মনুষ্যগণের) মৃত্যুসংসারলক্ষণঃ (মরণ এবং পুনঃ পুনঃ গতাগতি-রূপ) বন্ধঃ (বন্ধন) [থাকে]॥ ৭০৫

অনুবাদ। যে পর্য্যন্ত ত্বংপদ ও তৎপদের অর্থ সম্যগ্রূপে বিচার করা না যায়, তত কাল মানবগণের মরণ এবং সংসারে আগমন-রূপ বন্ধন হয়॥ ৭০৫

অবস্থা সচ্চিদানন্দাখণ্ডৈকরসরূপিণী।
মোক্ষঃ সিধ্যতি বাক্যার্থাপরোক্ষজ্ঞানতঃ সতাম্॥ ৭০৬

অন্বয়। সতাং (সাধুদিগের) বাক্যার্থাপরোক্ষজ্ঞানতঃ (তত্ত্বমসি বাক্যার্থের প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা) সচ্চিদানন্দাখণ্ডৈকরসরূপিণী (সৎ, জ্ঞান ও আনন্দরূপ অখণ্ড-একরসস্বরূপ) অবস্থা (দশা) মোক্ষঃ (মুক্তি) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়)॥ ৭০৬

অনুবাদ। তত্ত্বমসি বাক্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা সাধুগণের সচ্চিদানন্দ অখণ্ড-একরস (একরূপ)-স্বরূপ মোক্ষ-অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটে॥ ৭০৬

বাক্যার্থ এব জ্ঞাতব্যো মুমুক্ষোর্ভবমুক্তয়ে।
তস্মাদবহিতো ভূত্বা শৃণু বক্ষ্যে সমাসতঃ॥ ৭০৭

অন্বয়। মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকামী পুরুষের) ভবমুক্তয়ে (সংসার হইতে মোক্ষ-লাভের জন্য) বাক্যার্থঃ (তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ) এব (ই) জ্ঞাতব্যঃ (জানা

উচিত), তস্মাৎ (সেইজন্য) অবহিতঃ (সাবধান, মনোযোগী) ভূত্বা (হইয়া) শৃণু (শ্রবণ কর), [অহম্=আমি] সমাসতঃ (সংক্ষেপে) বক্ষ্যে (বলিব) ॥ ৭০৭

অনুবাদ। মুক্তিকামী পুরুষের সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ জানা উচিত। অতএব আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব, তুমি মনোযোগ দিয়া শোন ॥ ৭০৭

অর্থা বহুবিধাঃ প্রোক্তা বাক্যানাং পণ্ডিতোত্তমৈঃ।
বাচ্যলক্ষ্যাদিভেদেন প্রস্তুতং শ্রূয়তাং ত্বয়া ॥ ৭০৮

অন্বয়। পণ্ডিতোত্তমৈঃ (প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) বাচ্যলক্ষ্যাদি-ভেদেন (বাচ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থভেদে) বাক্যানাং (বাক্যসমূহের) বহুবিধাঃ (নানাপ্রকার) অর্থাঃ (অর্থ) প্রোক্তাঃ (কথিত হইয়াছে), প্রস্তুতং (প্রক্রান্ত, প্রসঙ্গপ্রাপ্ত) [অর্থ] ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) শ্রূয়তাং (শ্রুত হউক) ॥ ৭০৮

অনুবাদ। প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ বাক্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থ-ভেদে বাক্য-সমূহের নানাপ্রকার অর্থ করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি প্রসঙ্গ-প্রাপ্ত অর্থ শ্রবণ কর ॥ ৭০৮

তৎপদার্থঃ।

বাক্যে তত্ত্বমসীত্যত্র বিদ্যতে যৎ পদত্রয়ম্।
তত্রাদৌ বিদ্যমানস্য তৎপদস্য নিগদ্যতে ॥ ৭০৯

অন্বয়। তত্ত্বমসি (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইতি (এইরূপ) অত্র (এই) বাক্যে (ক্রিয়াকারকান্বিত পদসমুদায়ে) যৎ (যে) পদত্রয়ম্ (তৎ, ত্বম্, অসি—এই তিনটি পদ) বিদ্যতে (আছে) তত্র (সেই বাক্যে) আদৌ (প্রথমে) বিদ্যমানস্য (বর্ত্তমান) তৎপদস্য (তৎপদের) [অর্থ] নিগদ্যতে (বলা হইতেছে) ॥ ৭০৯

অনুবাদ। তত্ত্বমসি—এই বাক্যে [তৎ, ত্বম্, অসি] তিনটি পদ বিদ্যমান আছে; তাহার মধ্যে প্রথমে স্থিত 'তৎ'পদের অর্থ বলা হইতেছে ॥ ৭০৯

বাচ্যার্থ-বিরোধঃ।

শাস্ত্রার্থকোবিদৈরর্থো বাচ্যো লক্ষ্য ইতি দ্বিধা।
বাচ্যার্থং তে প্রবক্ষ্যামি পণ্ডিতৈর্য উদীরিতঃ ॥ ৭১০

অন্বয়। শাস্ত্রার্থকোবিদৈঃ (শাস্ত্রার্থজ্ঞানসম্পন্ন) পণ্ডিতৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) বাচ্যঃ (অভিধালভ্য, মুখ্য) লক্ষ্যঃ (লক্ষণালভ্য, গৌণ) ইতি (এইরূপ) দ্বিধা (দুই প্রকার)

যঃ (যে) অর্থঃ (অর্থ) উদীরিতঃ (কথিত হইয়াছে); তে (তোমাকে) বাচ্যার্থম্ (অভিধালভ্য মুখ্য অর্থ) প্রবক্ষ্যামি (বলিব)॥ ৭১০

অনুবাদ। শাস্ত্রার্থজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরা বাচ্য এবং লক্ষ্য এই দুই প্রকার অর্থ বলিয়াছেন; আমি তোমাকে বাচ্যার্থ বলিতেছি—॥ ৭১০

সমষ্টিরূপমজ্ঞানং সাভাসং সত্ত্ববৃংহিতম্।
বিয়দাদিবিরাড়ন্তং স্বকার্য্যেণ সমন্বিতম্॥ ৭১১

চৈতন্যং তদবচ্ছিন্নং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণম্।
সর্ব্বজ্ঞত্বেশ্বরত্বান্তর্য্যামিত্বাদিগুণৈর্যুতম্॥ ৭১২

জগৎস্রষ্টৃত্বপাতৃত্বসংহর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মকম্।
সর্ব্বাত্মনা ভাসমানং যদমেয়ং গুণৈশ্চ তৎ॥ ৭১৩

অব্যক্তমপরং ব্রহ্ম বাচ্যার্থ ইতি কথ্যতে।
নীলমুৎপলমিত্যত্র যথা বাক্যার্থসঙ্গতিঃ॥ ৭১৪

তথা তত্ত্বমসীত্যত্র নাস্তি বাক্যার্থসঙ্গতিঃ।
পটাদ্ব্যাবর্ত্ততে নীল উৎপলেন বিশেষিতঃ॥ ৭১৫

শৌক্লাদ্ব্যাবর্ত্ততে নীলেনোৎপলং তু বিশেষিতম্।
ইত্থমন্যোহন্যভেদস্য ব্যাবর্ত্তকতয়া তয়োঃ॥ ৭১৬

বিশেষণবিশেষ্যত্বসংসর্গস্যেতরস্য বা।
বাক্যার্থত্বে প্রমাণান্তরবিরোধো ন বিদ্যতে॥ ৭১৭

অন্বয়। সমষ্টিরূপং (মিলিতরূপ, সমূহরূপ) অজ্ঞানম্ (অবিদ্যা) সাভাসং (চিদাভাসযুক্ত) সত্ত্ববৃংহিতম্ (সত্ত্বগুণদ্বারা বর্দ্ধিত) স্বকার্য্যেণ (অজ্ঞানের কার্য্যের সহিত) সমন্বিতম্ (যুক্ত) বিয়দাদি-বিরাড়ন্তম্ (আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট্ পর্য্যন্ত) তদবচ্ছিন্নং (অজ্ঞানবিশিষ্ট, অজ্ঞান দ্বারা সসীম) সত্য-জ্ঞানাদিলক্ষণং (সত্যজ্ঞান-আনন্দস্বরূপ) চৈতন্যং (চেতনাশক্তি) সর্ব্বজ্ঞত্বেশ্বর-ত্বান্তর্য্যামিত্বাদিগুণৈঃ (সর্ব্বজ্ঞানবিশিষ্টত্ব, ঈশ্বরত্ব, নিয়মনকর্ত্তৃত্বাদি গুণসমূহের দ্বারা) যুক্তং (যুক্ত) জগৎস্রষ্টৃত্ব-পাতৃত্ব-সংহর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মকম্ (জগতের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব, পালনকর্ত্তৃত্ব, নাশকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বস্বরূপে) ভাসমানং (প্রকাশমান) গুণৈঃ (গুণসমূহের দ্বারা) চ (ও) যৎ (যাহা) অমেয়ং (পরিমাণ করা যায় না) তৎ (সেই) অব্যক্তম্ (ব্যক্তভিন্ন) অপরম্ (পরভিন্ন) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) বাচ্যার্থঃ (অভিধালভ্য অর্থ) কথ্যতে (কথিত হয়), যথা (যেমন) নীলম্ (কৃষ্ণ) উৎপলম্ (পদ্ম) ইতি (এরূপ) অত্র (এই বাক্যে)

বাক্যার্থসঙ্গতিঃ (বাক্যার্থ-সম্বন্ধ, বাক্যার্থ-বোধ) [ভবতি=হয়] তথা (সেইরূপ) তত্ত্বমসি (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইত্যত্র (এই স্থলে) বাক্যার্থসঙ্গতিঃ (বাক্যার্থসম্বন্ধ) নাস্তি (হয় না) নীলঃ (নীলপদার্থ) উৎপলেন (পদ্ম দ্বারা) বিশেষিতঃ (বিশেষণযুক্ত) [সন্=হইলে] পটাৎ (বস্ত্র হইতে) ব্যাবর্ত্ততে (ব্যাবৃত্ত—পৃথক্ হয়) তু (কিন্তু) উৎপলং (পদ্ম) নীলেন (নীলের দ্বারা) বিশেষিতং (বিশেষণযুক্ত) [সৎ=হইলে] শৌক্ল্যাৎ (শুক্লবর্ণ হইতে) ব্যাবর্ত্ততে (ব্যাবৃত্ত হয়) ইত্থম্ (এইরূপ) তয়োঃ (নীল ও উৎপলের) অন্যোঽন্যভেদস্য (পরস্পর ভেদের) ব্যাবর্ত্তকতয়া (নিবর্ত্তকত্বহেতু) বিশেষণ-বিশেষ্যত্ব-সংসর্গস্য (বিশেষণ-বিশেষ্যভাব এবং সংসর্গ) বা (কিংবা) ইতরস্য (অপর কাহার) বাক্যার্থত্বে (বাক্যের অর্থত্ব হইলে) প্রমাণান্তরবিরোধঃ (অন্য প্রমাণের সহিত বিরুদ্ধতা) ন বিদ্যতে (থাকে না)॥৭১১—৭১২—৭১৩—৭১৪—৭১৫—৭১৬—৭১৭

অনুবাদ। নিজ কার্য্যের সহিত যুক্ত চিদাভাসসমন্বিত আকাশ হইতে বিরাট্ পর্য্যন্ত স্থিত সমষ্টিরূপ অজ্ঞান বর্ত্তমান আছে; সেই অজ্ঞানদ্বারা সত্য, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপ চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞত্ব, ঈশ্বরত্ব ও অন্তর্য্যামিত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ সমন্বিত, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব স্থিতিকর্ত্তৃত্ব ও প্রলয়কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম বিশিষ্ট, এবং অপরিমিত গুণসমূহের দ্বারা সমন্বিত ও সর্ব্বাত্মভাবে প্রকাশমান হইয়া অপর ব্রহ্ম নাম ধারণ করেন, তিনিই বাচ্যার্থ বলিয়া কথিত হন; নীল উৎপল— এইস্থলে যেরূপ বাক্যার্থসঙ্গতি হয়, তত্ত্বমসি স্থলে সেইরূপ বাক্যার্থসঙ্গতি হয় না; নীল পদার্থ উৎপলের দ্বারা বিশেষিত হইয়া পট (বস্ত্র) হইতে ব্যাবৃত্ত (নিবৃত্ত) হয়—এবং উৎপল নীলের দ্বারা বিশেষিত হইয়া শুক্ল হইতে ব্যাবৃত্ত (নিবৃত্ত) হয়; এইরূপে নীল ও উৎপল এই দুইটি পদার্থ পরস্পরের ভেদের (অভাবের) ব্যাবর্ত্তকত্ব (নিবারকত্ব) বিধান করে, সুতরাং বিশেষণবিশেষ্যভাব, সংসর্গ কিংবা অন্যও বাক্যার্থ হইলে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিত কোন বিরোধ থাকে না॥ ৭১১—৭১২—৭১৩—৭১৪—৭১৫—৭১৬—৭১৭

অতঃ সঙ্গচ্ছতে সম্যগ্‌বাক্যার্থো বাধবর্জ্জিতঃ।
এবং তত্ত্বমসীত্যত্র বাক্যার্থো ন সমঞ্জসঃ॥ ৭১৮

অন্বয়। অতঃ (এই নিমিত্ত) বাধবর্জ্জিতঃ (বাধাবিহীন, অবাধিত) বাক্যার্থঃ (বাক্যের অর্থ) সম্যক্ (সমীচীন ভাবে) সঙ্গচ্ছতে (সঙ্গত হয়), এবম্ (এইরূপ) তত্ত্বমসি (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইত্যত্র (এইস্থলে) বাক্যার্থঃ (বাক্যের অর্থ) সমঞ্জসঃ (সমীচীন) ন (নহে)॥ ৭১৮

অনুবাদ। অতএব 'নীলমুৎপলন্' এইস্থলে অবাধিত বাক্যার্থ উত্তমরূপে সঙ্গত হয়, এইরূপ 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতি-বাক্যস্থলে বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না॥ ৭১৮

তদর্থস্য পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচিতেরপি।
ত্বমর্থস্যাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচিতেরপি॥ ৭১৯

তথৈবান্যোন্যভেদস্য ব্যাবর্ত্তকতয়া তয়োঃ।
বিশেষণবিশেষ্যস্য সংসর্গস্যেতরস্য বা ॥ ৭২০

বাক্যার্থত্বে বিরোধোঽস্তি প্রত্যক্ষাদিকৃতস্ততঃ।
সঙ্গচ্ছতে ন বাক্যার্থস্তদ্‌বিরোধং চ বচ্মি তে ॥ ৭২১

অন্বয়। তদর্থস্য ('তত্ত্বমসি' এই স্থলে তৎপদের অর্থ) পরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্টচিতেঃ (অপ্রত্যক্ষত্বাদিযুক্ত চৈতন্যের) অপি (ও) ত্বমর্থস্য (ত্বং পদের অর্থ) অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচিতেঃ (প্রত্যক্ষত্বাদিযুক্ত চৈতন্যের) অপি (ও), তথা (সেইরূপ) এব (ই) তয়োঃ (তৎ ও ত্বং পদের) অন্যোন্যভেদস্য (পরস্পরের অন্যোন্যাভাবের, পরস্পর ভেদের) ব্যাবর্ত্তকতয়া (নিবর্ত্তকত্বহেতু) বিশেষণবিশেষ্যস্য (একটি বিশেষণ একটি বিশেষ্য এইরূপ) সংসর্গস্য (সম্বন্ধ) বা (কিংবা) ইতরস্য (অপর কাহার) বাক্যার্থত্বে (বাক্যের অর্থত্ব হইলে) প্রত্যক্ষাদিকৃতঃ (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণকৃত) বিরোধঃ (বিরুদ্ধতা) অস্তি (আছে), ততঃ (তজ্জন্য) বাক্যার্থঃ (বাক্যের অর্থ) ন সঙ্গচ্ছতে (সঙ্গত হয় না); তে (তোমাকে) তদ্‌বিরোধং চ (সেই বিরোধিতাও) বচ্মি (বলিতেছি) ॥ ৭১৯—৭২০—৭২১

অনুবাদ। [নীল উৎপল এইস্থলের ন্যায় 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যস্থলে বাক্যার্থ কেন সঙ্গত হয় না, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—] 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যে 'তৎ' পদার্থ পরোক্ষত্বাদিযুক্ত চৈতন্যকে বুঝায়, এবং 'ত্বম্'—পদার্থ অপরোক্ষত্বাদিযুক্ত (প্রত্যক্ষ) চৈতন্যকে বুঝায়, 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই দুইটি পদার্থ যদি পরস্পরের ভেদের (অন্যোন্যাভাবের) ব্যাবর্ত্তক (নিবর্ত্তক) হইয়া বিশেষণবিশেষ্যভাব, সংসর্গ (সম্বন্ধবিশেষ) কিংবা অন্য বাক্যার্থ হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রভৃতির সহিত বিরোধ ঘটে; সুতরাং বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না। কিরূপ বিরোধ ঘটে তাহা তোমাকে বলিতেছি ॥ ৭১৯—৭২০—৭২১

সর্ব্বেশত্বস্বতন্ত্রত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদিভির্গুণৈঃ।
সর্ব্বোত্তমঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ ॥ ৭২২

তৎপদার্থস্ত্বমর্থস্তু কিঞ্চিজ্‌জ্ঞো দুঃখজীবনঃ।
সংসার্য্যয়ং তদ্‌গতিকো জীবঃ প্রাকৃতলক্ষণঃ ॥ ৭২৩

অন্বয়। সর্ব্বেশত্ব-স্বতন্ত্রত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদিভিঃ (সর্ব্বেশ্বরত্ব, অপরাধীনত্ব, সর্ব্বজ্ঞান-বত্ত্ব প্রভৃতি) গুণৈঃ (গুণসমূহের দ্বারা) সর্ব্বোত্তমঃ (সকলের উৎকৃষ্ট) সত্যকামঃ (যথার্থকামনাবান্) সত্যসঙ্কল্পঃ (যথার্থসঙ্কল্পযুক্ত) ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর) তৎপদার্থঃ (তৎপদের বাচ্যার্থ), তু (কিন্তু) কিঞ্চিজ্‌জ্ঞঃ (অল্পজ্ঞ) দুঃখজীবনঃ (দুঃখময় জীবন) তদ্‌গতিকঃ (সংসারে গমনাগমনশীল) প্রাকৃতলক্ষণঃ (অধম-

রূপ) অয়ম্ (এই) সংসারী (সংসারযুক্ত) জীবঃ (দেহাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য, জীব) ত্বমর্থঃ (ত্বংপদের অর্থ) ॥ ১২২—১২৩

অনুবাদ। সর্ব্বেশ্বরত্ব, স্বতন্ত্রত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণসমূহের দ্বারা সকলের উৎকৃষ্ট, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বর তৎপদের বাচ্যার্থ; অল্পজ্ঞ, দুঃখে জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহকারী, সংসারাশ্রয়-যুক্ত, প্রাকৃতরূপ এই সংসারী জীব ত্বংপদের বাচ্যার্থ ॥ ১২২—১২৩

কথমেকত্বমনয়োর্ঘটতে বিপরীতয়োঃ।
প্রত্যক্ষেণ বিরোধোঽয়মুভয়োরুপলভ্যতে ॥ ১২৪

অন্বয়। বিপরীতয়োঃ (বিরুদ্ধ) অনয়োঃ (ঈশ্বর ও জীবের) একত্বম্ (অভিন্নত্ব) কথং (কিরূপে) ঘটতে (সম্ভব হয়)? উভয়োঃ (পরমেশ্বর ও জীবের) অয়ম্ (এই) বিরোধঃ (বিরুদ্ধতা) প্রত্যক্ষেণ (প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা) উপলভ্যতে (জ্ঞাত হওয়া যায়) ॥ ১২৪

অনুবাদ। ঈশ্বর এবং জীব এই দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থের একত্ব কিরূপে সম্ভব হয়? প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা উভয়ের এই বিরোধ বুঝা যাইতেছে ॥ ১২৪

বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্তত্বাৎ পরস্পরবিলক্ষণৌ।
জীবেশৌ বহ্নিতুহিনাবিব শব্দার্থতোঽপি চ ॥ ১২৫
প্রত্যক্ষাদিবিরোধঃ স্যাদিত্যৈক্যে তয়োঃ পরিত্যক্তে।
শ্রুতিবচনবিরোধো ভবতি মহান্ স্মৃতিবচনবিরোধশ্চ ॥ ১২৬

অন্বয়। বহ্নিতুহিনৌ ইব (অগ্নি ও হিমের ন্যায়) বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্তত্বাৎ (বিপরীতধর্ম্মযুক্ত বলিয়া) পরস্পরবিলক্ষণৌ (অন্যোন্য-বিপরীত, পরস্পর পৃথক্) জীবেশৌ (জীব এবং ঈশ্বর) [বর্ত্তেতে=আছেন], শব্দার্থতঃ অপি চ (এবং তৎ এবং ত্বং শব্দের অর্থ দ্বারাও) প্রত্যক্ষাদিবিরোধঃ (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সহিত বিরুদ্ধতা) স্যাৎ (হয়), ইতি (এই নিমিত্ত) তয়োঃ (জীব এবং ঈশ্বরের) ঐক্যে (অভিন্নত্ব) পরিত্যক্তে (ত্যাগ করিলে) মহান্ (অতীব) শ্রুতিবচন-বিরোধঃ (শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধতা) স্মৃতিবচনবিরোধশ্চ (এবং স্মৃতিবাক্যের বিরুদ্ধতা) ভবতি (হয়) ॥ ১২৫—১২৬

অনুবাদ। বিরুদ্ধধর্ম্ম-সমন্বিত বলিয়া অগ্নি ও হিমের ন্যায় জীব ও ঈশ্বর পরস্পর পৃথক্ স্বভাববিশিষ্ট; শব্দার্থ দ্বারাও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিত বিরোধ ঘটে; যদি তাহাদের উভয়ের ঐক্য পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে শ্রুতিবচন-সমূহের সহিত এবং স্মৃতিবচনসমূহের সহিত অত্যন্ত বিরোধ হয় ॥ ১২৫—১২৬

শ্রুত্যাপ্যেকত্বমনয়োস্তাৎপর্য্যেণ নিগদ্যতে।
মুহুস্তত্ত্বমসীত্যস্মাদঙ্গীকার্য্যং শ্রুতের্বচঃ ॥ ১২৭

অন্বয়। শ্রুত্যা (বেদকর্তৃক) অপি (ও) অনয়োঃ (জীব ও ব্রহ্মের) একত্বম্ (অভিন্নত্ব) তাৎপর্য্যেণ (তৎপরত্বরূপে) নিগদ্যতে (কথিত হয়); অস্মাৎ (এইজন্য) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ নয়বার) তত্ত্বমসি (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইতি (এই) শ্রুতেঃ (শ্রুতির) বচঃ (বাক্য) অঙ্গীকার্য্যম্ (স্বীকার করিতে হইবে)॥ ৭২৭

অনুবাদ। শ্রুতিও জীব এবং পরমেশ্বরের একত্ব তাৎপর্য্যরূপে বলিয়াছেন, এই নিমিত্ত পুনঃপুনঃ (নয়বার) কথিত তত্ত্বমসি—এই শ্রুতিবাক্য স্বীকার করা উচিত॥ ৭২৭

বাক্যার্থত্বে বিশিষ্টস্য সংসর্গস্য চ বা পুনঃ।
অযথার্থতয়া সোঽয়ং বাক্যার্থো ন মতঃ শ্রুতেঃ॥ ৭২৮

অন্বয়। বিশিষ্টস্য (বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) সংসর্গস্য (সম্বন্ধবিশেষ) চ বা (কিংবা) বাক্যার্থত্বে (বাক্যের অর্থ হইলে) পুনঃ (বাক্যালঙ্কার) অযথার্থতয়া (ঠিক না হওয়ায়) সঃ (সেই) অয়ম্ (এই) বাক্যার্থঃ (বাক্যের অর্থ) শ্রুতেঃ (বেদের) মতঃ (অভিপ্রেত) ন (নহে)॥ ৭২৮

অনুবাদ। তত্ত্বমসি বাক্যার্থ যদি বিশেষণ-বিশেষ্যভাব কিংবা সংসর্গ হয়, তাহা হইলে যথার্থ বাক্যার্থ হয় না, সেই বাক্যার্থ শ্রুতির অভিমত নহে॥ ৭২৮

অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থঃ শ্রুতিসম্মতঃ।
স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চস্য সন্মাত্রত্বং পুনঃপুনঃ॥ ৭২৯
দর্শয়িত্বা সুষুপ্তৌ তদ্‌ব্রহ্মাভিন্নত্বমাত্মনঃ।
উপপাদ্য সদেকত্বং প্রদর্শয়িতুমিচ্ছয়া॥ ৭৩০
ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিত্যুক্ত্বৈব সদাত্মনোঃ।
ব্রবীতি শ্রুতিরেকত্বং ব্রহ্মণোঽদ্বৈতসিদ্ধয়ে॥ ৭৩১

অন্বয়। অখণ্ডৈকরসত্বেন (অখণ্ড একরূপত্ব—অখণ্ড ব্রহ্মই) বাক্যার্থঃ (তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ) শ্রুতিসম্মতঃ (শ্রুতির অভিপ্রেত), শ্রুতিঃ (উপনিষৎ) স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চস্য (স্থূল এবং সূক্ষ্ম জগতের) পুনঃপুনঃ (বারংবার) সন্মাত্রত্বং (ব্রহ্মরূপত্ব) দর্শয়িত্বা (দেখাইয়া) সুষুপ্তৌ (গভীর নিদ্রাসময়ে) আত্মনঃ (আত্মার) তদ্‌ব্রহ্মাভিন্নত্বং (সেই ব্রহ্মের সহিত একত্ব) উপপাদ্য (প্রমাণিত করিয়া) সদেকত্বং (সতের—ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভিন্নতাকে) প্রদর্শয়িতুং (দেখাইতে) ইচ্ছয়া (ইচ্ছা করিয়া) ইদম্ (এই দৃশ্যমান জগৎ) সর্ব্বং (সমস্ত) ঐতদাত্ম্যম্ (আত্মার স্বরূপ, আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে) ইতি (ইহা) উক্ত্বা (বলিয়া) এব (ই) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) অদ্বৈতসিদ্ধয়ে (অদ্বিতীয়ত্ব-সিদ্ধির জন্য) সদাত্মনোঃ (সৎ—ব্রহ্ম এবং আত্মার) একত্বম্ (ঐক্য) ব্রবীতি (বলিতেছেন)॥ ৭২৯—৭৩০—৭৩১

অনুবাদ। [যদি বিশিষ্ট কিংবা সংসর্গ বাক্যার্থ না হইল, তবে বাক্যার্থ কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—] অখণ্ড একরসত্ব—অখণ্ড একরূপ বস্তুই শ্রুতিসম্মত বাক্যার্থ; [কারণ] শ্রুতি পুনঃপুনঃ স্থূল এবং সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের (জগতের) ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব দেখাইয়া সুষুপ্তিকালে (গভীর নিদ্রাবস্থায়) ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভিন্নত্ব উপপাদন করতঃ ব্রহ্মের একত্ব প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে এই সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থ আত্মাভিন্ন নহে—ইহা বলিয়া ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্ম এবং আত্মার অভিন্নত্ব বলিতেছেন॥ ৭২৯—৭৩০—৭৩১

সতি প্রপঞ্চে জীবে বাদ্বৈতত্বং ব্রহ্মণঃ কুতঃ।
অতস্তয়োরখণ্ডত্বমেকত্বং শ্রুতিসম্মতম্॥ ৭৩২

অন্বয়। প্রপঞ্চে (জগৎ) বা (কিংবা) জীবে (জীবচৈতন্য) সতি (থাকিলে) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) অদ্বৈতত্বম্ (অদ্বিতীয়ত্ব) কুতঃ (কোথায়)? অতঃ (এই নিমিত্ত) তয়োঃ (ব্রহ্ম ও জীবের) অখণ্ডত্বম্ (খণ্ডরহিতত্ব) একত্বম্ (ঐক্য) শ্রুতিসম্মতম্ (বেদের অভিপ্রেত)॥ ৭৩২

অনুবাদ। জগৎ কিংবা জীব বিদ্যমান থাকিলে, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? অতএব জীব ও ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব এবং ঐক্য শ্রুতির অভিপ্রেত॥ ৭৩২

বিরুদ্ধাংশপরিত্যাগাৎ প্রত্যক্ষাদির্ন বাধতে।
অবিরুদ্ধাংশগ্রহণান্ন শ্রুত্যাপি বিরুধ্যতে॥ ৭৩৩

অন্বয়। বিরুদ্ধাংশপরিত্যাগাৎ (তৎপদের অর্থ পরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্য, ত্বংপদের অর্থ অপরোক্ষত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ চৈতন্য; কিন্তু পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করায়) প্রত্যক্ষাদিঃ (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ) ন বাধতে (বাধিত হয় না), অবিরুদ্ধাংশগ্রহণাৎ (চৈতন্যরূপ অবিরোধী ভাগ গ্রহণ করায়) শ্রুত্যা (শ্রুতির দ্বারা) অপি (ও) ন বিরুধ্যতে (বিরুদ্ধ হয় না)॥ ৭৩৩

অনুবাদ। [তত্ত্বমসিস্থলে তৎপদের অর্থ পরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্য, এবং ত্বং-পদের অর্থ অপরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্য; কিন্তু পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব প্রভৃতি—] বিরুদ্ধভাগ পরিত্যাগ করিলে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের বাধা হয় না, অবিরুদ্ধ চৈতন্যাংশ গ্রহণ করিলে শ্রুতিবিরোধও ঘটে না॥ ৭৩৩

লক্ষ্যার্থ-নিরূপণম্।

লক্ষণা হ্যুপগন্তব্যা ততো বাক্যার্থসিদ্ধয়ে।
বাচ্যার্থানুপপত্ত্যৈব লক্ষণাভ্যুপগম্যতে॥ ৭৩৪

অন্বয়। ততঃ (সেই কারণে) বাক্যার্থসিদ্ধয়ে (বাক্যার্থ-নির্ণয়ের জন্য) লক্ষণা (লক্ষণাবৃত্তি, গৌণ অর্থ) উপগন্তব্যা (স্বীকার করিতে হইবে) হি (নিশ্চিত), বাচ্যার্থানুপপত্ত্যা (অভিধালভ্য অর্থের সঙ্গতি না হইলে) এব (ই) লক্ষণা (লক্ষণাবৃত্তি) অভ্যুপগম্যতে (স্বীকৃত হয়)॥ ৭৩৪

অনুবাদ। অতএব বাক্যার্থসিদ্ধির নিমিত্ত লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়; যেখানে বাচ্যার্থ উপপন্ন (সঙ্গত) না হয়, তথায় লক্ষণা স্বীকার করা যায়॥ ৭৩৪

সম্বন্ধানুপপত্ত্যা চ লক্ষণেতি জগুর্ব্বুধাঃ।
গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যাদৌ যা জহল্লক্ষণা মতা॥ ৭৩৫
ন সা তত্ত্বমসীত্যত্র বাক্য এষা প্রবর্ত্ততে।
গঙ্গায়া অপি ঘোষস্যাধারাধেয়ত্বলক্ষণম্॥ ৭৩৬

অন্বয়। বুধাঃ (পণ্ডিতেরা) সম্বন্ধানুপপত্ত্যা (সম্বন্ধের উপপত্তি অর্থাৎ সঙ্গতি না হওয়ায়) চ (বাক্যালঙ্কার) লক্ষণা (লক্ষণাশক্তি) ইতি (ইহা) জগুঃ (বলেন)। গঙ্গায়াং (প্রবাহরূপ ভাগীরথীতে) ঘোষঃ (গোপপল্লী) [বসতি= বাস করে] ইত্যাদৌ (প্রভৃতি স্থলে) যা (যে) জহল্লক্ষণা (ত্যাগলক্ষণা) মতা (অভিমত, স্বীকৃত হয়), তত্ত্বমসি (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইতি, অত্র বাক্যে (এই বাক্যে) সা (সেই) এষা (এই লক্ষণা) ন প্রবর্ত্ততে (প্রবৃত্ত হয় না), গঙ্গায়াঃ (ভাগীরথীর) অপি (ও) ঘোষস্য (গোপ-পল্লীর) আধারাধেয়ত্বলক্ষণম্ (আধার— আশ্রয়, আধেয়ত্ব—আশ্রিতত্বরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ গঙ্গা—আধার, আধেয়— ঘোষ)॥ ৭৩৫—৭৩৬

অনুবাদ। পণ্ডিতেরা সম্বন্ধের অনুপপত্তিকে (সঙ্গতি না হওয়াকে) লক্ষণা বলিয়াছেন। গঙ্গায় ঘোষ বাস করে—এই বাক্যে যে জহল্লক্ষণা (ত্যাগলক্ষণা) উক্ত হইয়াছে, তাহা তত্ত্বমসি বাক্যে সঙ্গত হইতে পারে না; গঙ্গায় ঘোষ বাস করে—এখানে গঙ্গা ও ঘোষের আধার-আধেয়ত্ব (আশ্রয় ও আশ্রিতের) সম্বন্ধ [গঙ্গা—আধার, ঘোষ—আধেয়; তত্ত্বমসি বাক্যে তাহা হয় না]॥ ৭৩৫—৭৩৬

সর্ব্বো বিরুদ্ধবাক্যার্থস্তত্র প্রত্যক্ষতস্ততঃ।
গঙ্গাসম্বন্ধবত্তীরে লক্ষণা সংপ্রবর্ত্ততে॥ ৭৩৭

অন্বয়। তত্র (গঙ্গায়াং ঘোষঃ এই স্থলে) প্রত্যক্ষতঃ (প্রত্যক্ষপ্রমাণ-, বশতঃ) সর্ব্বঃ (সমস্ত) বিরুদ্ধবাক্যার্থঃ (বাক্যার্থের বিরোধ প্রতীত হইতেছে)। ততঃ (তজ্জন্য) গঙ্গাসম্বন্ধবত্তীরে (গঙ্গাসম্বন্ধযুক্ত তটে) লক্ষণা (লক্ষণাশক্তি), সংপ্রবর্ত্ততে (প্রবৃত্ত হয়)॥ ৭৩৭

অনুবাদ। গঙ্গায় ঘোষ বাস করে—এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সমস্ত বাক্যই বিরুদ্ধ মনে হইতেছে; অতএব গঙ্গাসম্বন্ধী তীরে লক্ষণা প্রবৃত্ত হয় (এখানে গঙ্গায়াম্=গঙ্গাতীরে)॥ ৭৩৭

তথা তত্ত্বমসীত্যত্র চৈতন্যৈকত্বলক্ষণে।
বিবক্ষিতে তু বাক্যার্থেঽপরোক্ষত্বাদিলক্ষণঃ ॥ ৭৩৮
বিরুধ্যতে ভাগমাত্রো ন তু সর্ব্বো বিরুধ্যতে।
তস্মাজ্জহল্লক্ষণায়াঃ প্রবৃত্তির্নাত্র যুজ্যতে ॥ ৭৩৯

অন্বয়। তথা (সেইরূপ) তত্ত্বমসি (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইতি অত্র (এই স্থলে) একত্বলক্ষণে (একত্বরূপ) চৈতন্যে (চেতনত্ব) বাক্যার্থে (বাক্যের অর্থ) বিবক্ষিতে (বক্তার অভিপ্রেত হইলে) তু (কিন্তু) অপরোক্ষত্বাদিলক্ষণঃ (প্রত্যক্ষত্বাদিরূপ) ভাগমাত্রঃ (অংশমাত্র) বিরুধ্যতে (বিরুদ্ধ হয়) তু (কিন্তু) সর্ব্বঃ (সর্ব্বাংশ) ন বিরুধ্যতে (বিরুদ্ধ হয় না), তস্মাৎ (তজ্জন্য) অত্র (এখানে—তত্ত্বমসিবাক্যে) জহল্লক্ষণায়াঃ (ত্যাগলক্ষণার) প্রবৃত্তিঃ (প্রবর্ত্তন) ন যুজ্যতে (সঙ্গত হয় না) ॥ ৭৩৮—৭৩৯

অনুবাদ। সেইরূপ তত্ত্বমসি—এই বাক্যে একত্বরূপ চৈতন্যই বাক্যার্থ বিবক্ষিত (বক্তার অভিপ্রেত) হইলে, প্রত্যক্ষত্বরূপ এক অংশ মাত্র বিরুদ্ধ হয়, সর্ব্বাংশে বিরোধ হয় না; অতএব 'তত্ত্বমসি' বাক্যে জহল্লক্ষণা (ত্যাগলক্ষণা) হইতে পারে না ॥ ৭৩৮—৭৩৯

বাচ্যার্থস্য তু সর্ব্বস্য ত্যাগে ন ফলমীক্ষ্যতে।
নালিকেরফলস্যেব কঠিনত্বধিয়া নৃণাম্ ॥ ৭৪০

অন্বয়। নৃণাং (মনুষ্যদিগের) কঠিনত্বধিয়া (শক্তত্ব-বুদ্ধি দ্বারা—অর্থাৎ নারিকেল ফল কঠিন এই মনে করিয়া) নালিকেরফলস্য (নারিকেল ফলের) ইব (ন্যায়) সর্ব্বস্য (সমস্ত) বাচ্যার্থস্য (বাচ্যার্থের) ত্যাগে (পরিত্যাগে) তু (কিন্তু) ফলং (লাভ) ন ঈক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয় না) ॥ ৭৪০

অনুবাদ। যেমন নারিকেল ফল কঠিন এই মনে করিয়া, তাহার সমস্ত অংশ ত্যাগ করায় কোন ফল নাই, সেইরূপ তত্ত্বমসির বাচ্যার্থের সমস্ত ত্যাগ করিয়া কোন ফল নাই ॥ ৭৪০

গঙ্গাপদং যথা স্বার্থং ত্যক্ত্বা লক্ষয়তে তটম্।
তৎপদং ত্বংপদং বাপি ত্যক্ত্বা স্বার্থং তথাখিলম্ ॥ ৭৪১
তদর্থং বা ত্বমর্থং বা যদি লক্ষয়তি স্বয়ম্।
তদা জহল্লক্ষণায়াঃ প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে ॥ ৭৪২
ন শঙ্কনীয়মিত্যার্য্যৈর্জ্ঞাতার্থে ন হি লক্ষণা।
তৎপদং ত্বংপদং বাপি শ্রূয়তে চ প্রতীয়তে ॥ ৭৪৩

অন্বয়। যথা (যেমন) গঙ্গাপদং (গঙ্গায়াং ঘোষঃ —এই স্থলে গঙ্গাপদটি)

স্বার্থং (নিজের অর্থ—গঙ্গাপদের প্রবাহরূপ অর্থকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) তটং (তীরকে) লক্ষয়তে (লক্ষিত করে—লক্ষণা দ্বারা তীর অর্থ বুঝায়), তথা (সেইরূপ) তৎপদং (তত্ত্বমসি-বাক্যে তৎপদ) বা (কিংবা) ত্বংপদম্ (তত্ত্বমসি-বাক্যে ত্বংপদ) অপি (ও) অখিলং (সমস্ত) স্বার্থং (নিজের অর্থ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যদি (যদ্যপি) তদর্থং (তৎপদের অর্থ—পরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্য) বা (কিংবা) ত্বমর্থং (ত্বংপদের অর্থ—অপরোক্ষত্ব-বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ চৈতন্য) বা (কিংবা) স্বয়ং (নিজে) লক্ষয়তি (লক্ষিত করে,—লক্ষণা দ্বারা জানায়), তদা (তাহা হইলে) জহল্লক্ষণায়াঃ (ত্যাগলক্ষণার) প্রবৃত্তিঃ (আরম্ভ) উপপদ্যতে (উপপন্ন বা যুক্তিসিদ্ধ হয়) ইতি (ইহা) আর্য্যৈঃ (শ্রেষ্ঠ লোকগণ কর্তৃক) ন শঙ্কনীয়ং (শঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে); [কারণ] জ্ঞাতার্থে (জ্ঞাত বস্তুতে) লক্ষণা (লক্ষণাবৃত্তি) ন (না) হি (নিশ্চিত) ত্বংপদং (ত্বং—পদ) তৎপদং (তৎপদ) বা (কিংবা) অপি (ও) শ্রূয়তে (শ্রুত হয়) চ (এবং) প্রতীয়তে (জ্ঞাত হয়) ॥ ৭৪১—৭৪২—৭৪৩

অনুবাদ। গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি—এইস্থলে যেমন গঙ্গাপদ নিজের প্রবাহরূপ অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা তীরকে বুঝাইতেছে, সেইরূপ তৎপদ কিংবা ত্বংপদ নিজের সমস্ত অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া যদি তৎপদ-প্রতিপাদ্য অর্থ (বস্তু) কিংবা ত্বংপদ-প্রতিপাদ্য অর্থকে লক্ষিত করে, তাহা হইলে এখানে জহল্লক্ষণা (ত্যাগলক্ষণা) প্রবৃত্ত হইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা করা সাধুগণের উচিত নহে ; কারণ, জ্ঞাতার্থবিষয়ে লক্ষণা হইতে পারে না, তৎপদ এবং ত্বংপদ শ্রুত এবং প্রতীত হইতেছে ॥ ৭৪১—৭৪২—৭৪৩

তদর্থে চ কথং তত্র সংপ্রবর্ত্তেত লক্ষণা।
অত্র শোণো ধাবতীতি বাক্যবন্ন প্রবর্ত্ততে ॥ ৭৪৪
অজহল্লক্ষণা বাপি সা জহল্লক্ষণা যথা।
গুণস্য গমনং লোকে বিরুদ্ধং দ্রব্যমন্তরা ॥ ৭৪৫

অন্বয়। তত্র (তত্ত্বমসিবাক্যস্থলে) তদর্থে (তৎপদ-প্রতিপাদ্য অর্থে—বস্তুতে) কথং (কিরূপে) লক্ষণা (লক্ষণাবৃত্তি) সংপ্রবর্ত্তেত (সম্যক্ প্রবৃত্ত হইবে)? অত্র (এখানে) শোণঃ (রক্তবর্ণ) ধাবতি (দৌড়াইতেছে) ইতি (এই) বাক্যবৎ (বাক্যের ন্যায়) যথা (যেমন) সা (সেই) জহল্লক্ষণা (ত্যাগলক্ষণা) অজহল্লক্ষণা বাপি (কিংবা অত্যাগলক্ষণাও) ন প্রবর্ত্ততে (প্রবৃত্ত হয় না), দ্রব্যং (বস্তু) অন্তরা (বিনা) লোকে (পৃথিবীতে) গুণস্য (গুণের) গমনং (ধাবন) বিরুদ্ধম্ (বিপরীত, অসঙ্গত) ॥ ৭৪৪—৭৪৫

অনুবাদ। তত্ত্বমসিস্থলে—তৎপদ-প্রতিপাদ্য বস্তুতে কিরূপে লক্ষণা প্রবৃত্ত হইতে পারে? যেমন (গঙ্গায়াং ঘোষঃ—ইহার ন্যায়) জহল্লক্ষণা হয় না, সেইরূপ 'এখানে' শোণ (রক্তবর্ণ) ধাবিত হইতেছে—এই বাক্যের ন্যায় অজহল্লক্ষণাও

হইতে পারে না ; দ্রব্য ব্যতীত গুণের গতি লোকে অতীব বিরুদ্ধ (দ্রব্য ব্যতীত গুণ কখনও গমন করিতে পারে না)॥ ৭৪৪—৭৪৫

অতস্তমপরিত্যজ্য তদ্‌গুণাশ্রয়লক্ষণঃ।
লক্ষ্যাদির্লক্ষ্যতে তত্র লক্ষণাসৌ প্রবর্ত্ততে॥ ৭৪৬

অন্বয়। অতঃ (এই নিমিত্ত—গুণের গমন অসম্ভব বলিয়া) তং (গুণকে—রক্তবর্ণ গুণকে) অপরিত্যজ্য (ত্যাগ না করিয়া) তদ্‌গুণাশ্রয়লক্ষণঃ (সেই রক্ত গুণের আধাররূপ অশ্বাদি) লক্ষ্যাদিঃ (লক্ষ্য পদার্থ প্রভৃতি) লক্ষ্যতে (লক্ষিত হইতেছে); তত্র (সেই স্থলে) অসৌ (এই) লক্ষণা (লক্ষণাশক্তি) প্রবর্ত্ততে (প্রবৃত্ত হয়)॥ ৭৪৬

অনুবাদ। অতএব (গুণের গমন বিরুদ্ধ বলিয়া) গুণকে পরিত্যাগ না করিয়া সেই রক্তগুণ গুণের আশ্রয় (অশ্ব প্রভৃতি) কোন লক্ষ্য বস্তুকে লক্ষিত করিতেছে, সেস্থানে লক্ষণা-প্রবৃত্তি হইবে॥ ৭৪৬

বাক্যে তত্ত্বমসীত্যত্র ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধকে।
পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচিতোর্দ্বয়োঃ॥ ৭৪৭
একত্বরূপবাক্যার্থো বিরুদ্ধাংশবিবর্জ্জনাৎ।
ন সিধ্যতি যতস্তস্মান্নাজহল্লক্ষণা মতা॥ ৭৪৮

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু) ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধকে (ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভিন্নত্ব-জ্ঞাপক) তত্ত্বমসি (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইত্যত্র (এই) বাক্যে (পদসমুদায়ে) দ্বয়োঃ (দুইটি) পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচিতোঃ (অপ্রত্যক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্য এবং প্রত্যক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্যের) বিরুদ্ধাংশবিবর্জনাৎ (বিরুদ্ধ ভাগ ত্যাগ করায়) একত্বরূপবাক্যার্থঃ (উভয়ের অভিন্নত্বরূপ বাক্যার্থ) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না), তস্মাৎ (সেইজন্য) অজহল্লক্ষণা (অত্যাগলক্ষণা) ন মতা (অভিমত নহে)॥ ৭৪৭—৭৪৮

অনুবাদ। যেহেতু ব্রহ্ম এবং আত্মার একত্ব-প্রতিপাদক তত্ত্বমসি—এই বাক্যে পরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্য ও অপরোক্ষত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ চৈতন্য—এই উভয়ের বিরুদ্ধভাব (পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব) ত্যাগ করিয়া [উভয়ের] একত্বরূপ বাক্যার্থ সম্পন্ন হয় না, এইজন্য অজহল্লক্ষণা অভিপ্রেত নহে॥ ৭৪৭—৭৪৮

তৎপদং ত্বংপদং বাপি স্বকীয়ার্থবিরোধিনম্‌।
অংশং সম্যক্‌ পরিত্যজ্য স্বাবিরুদ্ধাংশসংযুতম্‌॥ ৭৪৯
তদর্থং বা ত্বমর্থং বা সম্যগ্‌লক্ষয়তঃ স্বয়ম্‌।
ভাগলক্ষণয়া সাধ্যং কিমস্তীতি ন শক্ষ্যতাম্‌॥ ৭৫০

অন্বয়। তৎপদং (তত্ত্বমসি এই বাক্যে তৎ-পদ) ত্বংপদং বাপি (অথবা 'ত্বং' এই পদও) স্বকীয়ার্থবিরোধিনং (নিজ নিজ পদের অর্থের বিরুদ্ধ অর্থাৎ তৎপদের অর্থের এবং ত্বংপদের অর্থের বিরুদ্ধ) অংশং (ভাগকে) সম্যক্ (সমীচীনভাবে) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) তদর্থং (তৎপদের প্রতিপাদ্য অর্থ—পরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্য) বা (অথবা) ত্বমর্থং (ত্বংপদের প্রতিপাদ্য অর্থ—অর্থাৎ অপরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্য) বা (কিংবা) স্বয়ং (নিজে) সম্যক্ (উত্তমরূপে) লক্ষয়তঃ (লক্ষণা করে—লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা বুঝায়) ভাগলক্ষণয়া (ভাগ লক্ষণা দ্বারা) কিং (কি) সাধ্যম্ (ফল) অস্তি (আছে) ইতি (ইহা) ন শঙ্ক্যতাম্ (আশঙ্কা করিও না) ॥ ৭৪৯—৭৫০

অনুবাদ। যদি "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে তৎপদ অথবা ত্বংপদ নিজ নিজ অর্থের বিরোধী অংশকে পরিত্যাগ করিয়া, নিজ নিজ অবিরোধী অংশবিশিষ্ট তৎপদ প্রতিপাদ্য অর্থ কিংবা ত্বংপদ প্রতিপাদ্য অর্থকে সম্যগ্‌রূপে লক্ষিত করে, তাহা হইলে ভাগলক্ষণা দ্বারা কি ফল হইল—ইহা আশঙ্কা করিতে পার না ॥ ৭৪৯—৭৫০

অবিরুদ্ধং পদার্থান্তরাংশং স্বাংশঞ্চ তৎ কথম্।
একং পদং লক্ষণয়া সংলক্ষয়িতুমর্হতি ॥ ৭৫১

অন্বয়। তৎ (সেই) একম্ (এক) পদম্ (পদ) অবিরুদ্ধম্ (অবিরোধী) পদার্থান্তরাংশম্ (অন্য পদার্থের ভাগকে) স্বাংশং (নিজের ভাগকে) কথং (কিরূপে) লক্ষণয়া (লক্ষণা দ্বারা) সংলক্ষয়িতুং (সম্যগ্‌রূপে লক্ষিত করিতে) অর্হতি (পারে) ? ॥ ৭৫১

অনুবাদ। [যদি বল একটি পদেই লক্ষণা করি না কেন, দুইটি পদে লক্ষণার প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—] [তৎ কিংবা ত্বং এই] একটি পদ অবিরোধী অন্য পদার্থের অংশকে এবং নিজের অংশকে লক্ষণা দ্বারা কিরূপে লক্ষিত করিতে পারে ? ॥ ৭৫১

পদান্তরেণ সিদ্ধায়াং পদার্থপ্রমিতৌ স্বতঃ।
তদর্থপ্রত্যয়াপেক্ষা পুনর্লক্ষণয়া কুতঃ ॥ ৭৫২

অন্বয়। পদান্তরেণ [তৎপদ দ্বারা কিংবা ত্বংপদ দ্বারা) স্বতঃ (স্বভাবতঃ) পদার্থপ্রমিতৌ (পদার্থজ্ঞান) সিদ্ধায়াং (সিদ্ধ অর্থাৎ নিরূপিত হইলে) কুতঃ (কি কারণে) পুনঃ (আবার) লক্ষণয়া (লক্ষণা দ্বারা) তদর্থপ্রত্যয়াপেক্ষা (তাহার অর্থজ্ঞানের অপেক্ষা) [বর্ত্ততে=আছে] ? ॥ ৭৫২

অনুবাদ। যদি অন্য পদের দ্বারা অন্য পদার্থের জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া যায়, তাহা হইলে আবার লক্ষণা দ্বারা সেই পদের অর্থজ্ঞানের আবশ্যকতা কিজন্য ? * ॥ ৭৫২

* তাৎপর্য্য—লক্ষণা আপাততঃ তিন প্রকার ;—জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা ও জহদজহল্লক্ষণা। জহৎ-শব্দের অর্থ ত্যাগ, অজহৎ—অত্যাগ, জহদজহৎ—ত্যাগ এবং অত্যাগ। গঙ্গায়াং ঘোষঃ

তস্মাৎ তত্ত্বমসীত্যত্র লক্ষণা ভাগলক্ষণা।
বাক্যার্থসত্ত্ব-খণ্ডৈকরসতাসিদ্ধয়ে মতা ॥ ৭৫৩

অন্বয়। তস্মাৎ (অতএব) তত্ত্বমসি (তুমি ব্রহ্ম) ইত্যত্র (এই স্থলে) বাক্যার্থসত্ত্বাখণ্ডৈকরসতাসিদ্ধয়ে (বাক্যের অর্থ সত্ত্ব—অখণ্ডরূপ একরসতা—একরূপত্বসিদ্ধির নিমিত্ত) [যা—যে] লক্ষণা, [সা—তাহা] ভাগলক্ষণা (জহদ-জহল্লক্ষণা) মতা (শাস্ত্রদর্শিগণের অভিপ্রেত) ॥ ৭৫৩

অনুবাদ। সেইজন্য পণ্ডিতেরা তত্ত্বমসিবাক্যে সত্ত্ব-অখণ্ডরূপ এক বস্তু সিদ্ধির নিমিত্ত ভাগলক্ষণা স্বীকার করেন ॥ ৭৫৩

ভাগং বিরুদ্ধং সন্ত্যজ্যাবিরোধো লক্ষ্যতে যদা।
সা ভাগলক্ষণেত্যাহুর্লক্ষণজ্ঞা বিচক্ষণাঃ ॥ ৭৫৪

অন্বয়। যদা (যখন) বিরুদ্ধং (বিরোধী) ভাগম্ (অংশকে) সন্ত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) অবিরোধঃ (অবিরুদ্ধতা) লক্ষ্যতে (লক্ষিত হয়), লক্ষণজ্ঞাঃ (লক্ষণাবিৎ) বিচক্ষণাঃ (পণ্ডিতগণ) সা (তাহা) ভাগলক্ষণা (জহদজহল্লক্ষণা) ইতি (ইহা) আহুঃ (বলেন) ॥ ৭৫৪

অনুবাদ। যখন বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিয়া অবিরোধ লক্ষিত হয়, তখন লক্ষণাবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে ভাগলক্ষণা বলিয়া থাকেন ॥ ৭৫৪

প্রতিবসতি (গঙ্গায় গোপ-পল্লী বাস করে); এস্থলে গঙ্গাপদের মুখ্য অর্থ—ভগীরথ-খাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহ; কিন্তু জলপ্রবাহে ঘোষের বাস সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া লক্ষণা দ্বারা তীর বুঝাইতেছে। এস্থলে গঙ্গাপদ স্বকীয় অর্থ জলপ্রবাহকে ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া জহল্লক্ষণা বলা হয়। শোণো ধাবতি (রক্তবর্ণ যাইতেছে), এস্থলে গুণের গমন অসম্ভব বলিয়া সেই রক্ত গুণটি নিজকে ত্যাগ না করিয়া তাহার আশ্রয় অশ্ব প্রভৃতি দ্রব্যকে বুঝাইতেছে; এখানে অজহল্লক্ষণা বলা যায়। তত্ত্বমসি স্থলে তৎপদ-প্রতিপাদ্য অর্থ পরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্য, এবং ত্বংপদের অর্থ অপরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্য; কিন্তু এখানে তৎ ও ত্বংপদের একটি অংশ অর্থাৎ পরোক্ষত্ববিশিষ্টত্ব ও অপরোক্ষত্ববিশিষ্টত্ব ত্যক্ত হইয়াছে, অপর অংশ চৈতন্য ঠিক আছে। সুতরাং এখানে কোন অংশ ত্যাগ এবং কোন অংশ অত্যাগ করা হইয়াছে; এইজন্য ইহাকে জহদজহল্লক্ষণা বলে। ইহাকে ভাগলক্ষণা কিংবা ভাগত্যাগলক্ষণাও বলা হইয়া থাকে।

এক্ষণে আপত্তি হইতেছে যে, সর্ব্বত্র একটি পদে লক্ষণা হইয়া থাকে; কিন্তু তত্ত্বমসিবাক্যে তৎ ও ত্বংপদে লক্ষণা করিবার প্রয়োজন কি? কেবলমাত্র তৎপদে লক্ষণা করিয়া, তৎপদের প্রতিপাদ্য অর্থের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া তাহার অবিরুদ্ধভাগযুক্ত ত্বংপদের অর্থকে লক্ষিত করিবে অথবা ত্বংপদে লক্ষণা করিয়া, ত্বংপদ-প্রতিপাদ্য অর্থের বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ করিয়া তাহার অবিরুদ্ধভাগযুক্ত ত্বংপদ-প্রতিপাদ্য অর্থকে লক্ষণা দ্বারা বুঝাইবে। এইরূপ একটি-মাত্র পদে লক্ষণা করিলে যখন চলিতে পারে, তখন দুইটি পদে লক্ষণা করার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ সর্ব্বত্র একটি পদে লক্ষণা পরিদৃষ্ট হয়। তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—একটিমাত্র পদ নিজের অংশ এবং অন্য পদার্থের অংশকে কিরূপে লক্ষিত করিবে? একটি পদ দ্বারা পদার্থজ্ঞান হইলে লক্ষণা ব্যতীতও অর্থপ্রতীতি হইতে পারে; সুতরাং লক্ষণারও প্রয়োজন থাকে না। অতএব দুইটি পদের অংশ ত্যাগ করিয়া একমাত্র চৈতন্যকে বুঝাইবার জন্য দুইটি পদে লক্ষণা স্বীকার করা হইয়াছে।

সোঽয়ং দেবদত্ত ইতি বাক্যং বাক্যার্থ এব বা।
দেবদত্তৈক্যরূপস্ববাক্যার্থানববোধকম্ ॥ ৭৫৫
দেশকালাদিবৈশিষ্ট্যং বিরুদ্ধাংশং নিরস্য চ।
অবিরুদ্ধং দেবদত্তদেহমাত্রং স্বলক্ষণম্ ॥ ৭৫৬
ভাগলক্ষণয়া সম্যগ্‌লক্ষয়ত্যনয়া যথা।
তথা তত্ত্বমসীত্যত্র বাক্যং বাক্যার্থ এব বা ॥ ৭৫৭
পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচিতোর্দ্বয়োঃ।
একত্বরূপবাক্যার্থবিরুদ্ধাংশমুপস্থিতম্ ॥ ৭৫৮
পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণম্।
বুদ্ধ্যাদিস্থূলপর্য্যন্তমাবিদ্যকমনাত্মকম্ ॥ ৭৫৯
পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধাংশং শুদ্ধচৈতন্যলক্ষণম্।
বস্তু কেবলসন্মাত্রং নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
লক্ষয়ত্যনয়া সম্যগ্‌ভাগলক্ষণয়া ততঃ ॥ ৭৬০

অন্বয়। যথা (যেমন) সঃ (সেই) অয়ম্ (এই) দেবদত্তঃ (তন্নামক পুরুষ) ইতি (এই) বাক্যং (পদ-সমুদায়) বা (কিংবা) বাক্যার্থঃ (বাক্যের অর্থ) এব (ই) দেবদত্তৈক্যরূপস্ববাক্যার্থানববোধকং (দেবদত্তের একত্বরূপ নিজবাক্যার্থের অপ্রকাশক) দেশকালাদিবৈশিষ্ট্যং (তদ্দেশ-তৎকাল-বিশিষ্টত্বরূপ) বিরুদ্ধাংশং (বিরোধী অংশকে) নিরস্য চ (নিরসন করিয়াও) অবিরুদ্ধম্ (অবিরোধী) স্বলক্ষণং (ব্যক্তিমাত্র) দেবদত্তদেহমাত্রং (দেবদত্তশরীরমাত্র) অনয়া (এই) ভাগ-লক্ষণয়া (ভাগলক্ষণা দ্বারা) সম্যক্ (ভালরূপে) লক্ষয়তি (লক্ষিত করে), তথা (সেইরূপ) তত্ত্বমসি (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইত্যত্র (এই স্থলে) বাক্যং (পদসমূহ) বা (কিংবা) বাক্যার্থঃ (বাক্যের অর্থ) দ্বয়োঃ (দুইটি) পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচিতোঃ (পরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্য এবং অপরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্যের) উপস্থিতম্ (আগত) একত্বরূপবাক্যার্থ-বিরুদ্ধাংশম্ (অভিন্নতারূপ বাক্যার্থের বিরুদ্ধাংশকে) পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণম্ (অপ্রত্যক্ষত্ব, প্রত্যক্ষত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, অল্পজ্ঞত্বরূপ) বুদ্ধ্যাদি-স্থূলপর্য্যন্তং (বুদ্ধি হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত) আবিদ্যকম্ (অবিদ্যাকল্পিত) অনাত্মকম্ (আত্মভিন্ন বস্তু) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) অবিরুদ্ধাংশম্ (অবিরোধী ভাগ) শুদ্ধচৈতন্যলক্ষণং (বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ) কেবলসন্মাত্রং (কেবল সত্তামাত্র) নির্ব্বিকল্পং (বিকল্পরহিত) নিরঞ্জনং (শুদ্ধ) বস্তু (ব্রহ্ম)

ততঃ (অনন্তর) অনয়া (এই) ভাগলক্ষণয়া (ভাগলক্ষণা দ্বারা) সম্যক্ (ভালরূপে) লক্ষয়তি (লক্ষিত করে)॥ ৭৫৫—৭৫৬—৭৫৭—৭৫৮—৭৫৯—৭৬০

অনুবাদ। 'সেই এই দেবদত্ত'—এই বাক্য কিংবা বাক্যার্থ দেবদত্তের একত্বরূপ নিজ বাক্যার্থের অপ্রকাশক দেশকালাদি-বৈশিষ্ট্যরূপ বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা যেমন অবিরোধী দেবদত্তব্যক্তিমাত্রকে লক্ষিত করে, সেইরূপ 'তত্ত্বমসি' স্থলে বাক্য কিংবা বাক্যার্থ পরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্য এবং অপরোক্ষত্ব-বিশিষ্ট চৈতন্য—এই উভয়ের উপস্থিত বিরুদ্ধভাগ একত্বরূপ বাক্যার্থ এবং পরোক্ষত্ব, অপরোক্ষত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, অল্পজ্ঞত্বরূপ, বুদ্ধি হইতে স্থূল ভূত পর্য্যন্ত অবিদ্যাকল্পিত অনাত্ম বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধ শুদ্ধচৈতন্যরূপ কেবল সৎস্বরূপ নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জন ব্রহ্মকে ভাগলক্ষণা দ্বারা সম্যগ্ রূপে লক্ষিত করিয়া থাকে॥ ৭৫৫—৭৫৬—৭৫৭—৭৫৮—৭৫৯—৭৬০

অখণ্ডার্থঃ।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
নির্ব্বিশেষং নিরাভাসমতাদৃশমনীদৃশম্॥ ৭৬১
অনির্দ্দেশ্যমনাদ্যন্তমনন্তং শান্তমচ্যুতম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং নির্গুণং ব্রহ্ম শিষ্যতে॥ ৭৬২

অন্বয়। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং (সমস্ত উপাধিরহিত) সচ্চিদানন্দম্ (সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) অদ্বয়ম্ (অদ্বিতীয়) নির্ব্বিশেষং (বিশেষশূন্য—একরূপ) নিরাভাসম্ (আভাসরহিত, প্রতিফলনশূন্য) অতাদৃশম্ (সেরূপ নহে) অনীদৃশম্ (এরূপ নহে) অনির্দ্দেশ্যম্ (নির্দ্দেশযোগ্য নহে) অনাদ্যন্তম্ (আদি ও অন্তরহিত) অনন্তং (ব্যাপক) শান্তম্ (স্থির) অচ্যুতম্ (চ্যুত হন না—একরূপে অবস্থিত) অপ্রতর্ক্যম্ (যাহা তর্কের বিষয় নহে) অবিজ্ঞেয়ং (যাহা জ্ঞানের বিষয় নহে) নির্গুণং (গুণশূন্য) ব্রহ্ম (শুদ্ধ পরব্রহ্ম) শিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে)॥ ৭৬১॥৭৬২

অনুবাদ। সমস্ত উপাধিরহিত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়, বিশেষশূন্য, আভাস (প্রতিফলন) বিরহিত, তৎশব্দ বা ইদংশব্দের অবাচ্য, নির্দ্দেশের অযোগ্য, আদি ও বিনাশরহিত, ব্যাপক, শান্ত, অচ্যুত, কূটস্থ, তর্কের অবিষয়, জ্ঞানের অগোচর, নির্গুণ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন॥ ৭৬১—৭৬২

উপাধিবৈশিষ্ট্যকৃতো বিশেষো
ব্রহ্মাত্মনোরেকতয়াধিগত্যা।
উপাধিবৈশিষ্ট্য উদস্যমানে
ন কশ্চিদপ্যস্তি বিরোধ এতয়োঃ॥ ৭৬৩

অন্বয়। [আত্মা ও ব্রহ্মের] উপাধিবৈশিষ্ট্যকৃতঃ (উপাধির বিশিষ্টতাজনিত) বিশেষঃ (ভেদ) [বর্ত্ততে=আছে], ব্রহ্মাত্মনোঃ (ব্রহ্ম ও আত্মার) একতয়া (একত্বরূপে) অধিগত্যা (জ্ঞান দ্বারা) উপাধিবৈশিষ্ট্যে (উপাধিজনিত বিশেষ) উদস্যমানে (নিরাকৃত হইলে) এতয়োঃ (জীব ও ব্রহ্মের) কশ্চিৎ অপি (কোনও) বিরোধঃ (বিরুদ্ধতা) ন অস্তি (নাই) ॥ ৭৬৩

অনুবাদ। জীব ও ব্রহ্মের উপাধিজনিত ভেদ দৃষ্ট হয় ; ব্রহ্ম ও আত্মার একতা-জ্ঞান দ্বারা উপাধি বিলয়প্রাপ্ত হইলে, উভয়ের কোনরূপ ভেদ থাকে না ॥ ৭৬৩

তয়োরুপাধিশ্চ বিশিষ্টতা চ
তদ্ধর্ম্মভাক্ত্বঞ্চ বিলক্ষণত্বম্ ।
ভ্রান্ত্যা কৃতং সর্ব্বমিদং মৃষৈব
স্বপ্নার্থবজ্জাগ্রতি নৈব সত্যম্ ॥ ৭৬৪

অন্বয়। তয়োঃ (তাহাদের—জীব ও ব্রহ্মের) উপাধিঃ (ভেদকধর্ম্ম) চ (এবং) বিশিষ্টতা চ (বৈশিষ্ট্য ও) তদ্ধর্ম্মভাক্ত্বং (তাহার ধর্ম্মভাগিত্ব) চ (এবং) বিলক্ষণত্বং (বৈচিত্র্য—পার্থক্য, বৈপরীত্য) ভ্রান্ত্যা (অজ্ঞান কর্ত্তৃক) কৃতম্ (উৎপাদিত) ইদম্ (এই) সর্ব্বং (সমস্ত) স্বপ্নার্থবৎ (স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায়) মৃষা এব (মিথ্যাই) জাগ্রতি (জাগ্রদবস্থায়) সত্যং (যথার্থ) ন (না) এব (ই) ॥ ৭৬৪

অনুবাদ। জীব ও ব্রহ্মের উপাধি (ভেদক ধর্ম্ম), বৈশিষ্ট্য, সেই সেই ধর্ম্মভাগিত্ব, বিলক্ষণত্ব (পার্থক্য)—এই সমস্ত অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত, সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় এই সমস্তই মিথ্যা [বাধিত হয় বলিয়া] জাগরিত অবস্থায় তাহা সত্য নহে ॥ ৭৬৪

নিদ্রাসূতশরীরধর্ম্মসুখদুঃখাদিপ্রপঞ্চোঽপি বা
জীবেশাদিভিদাপি বা ন চ ঋতং কর্ত্তুং ক্বচিচ্ছক্যতে ।
মায়াকল্পিতদেশকালজগদীশাদিভ্রমস্তাদৃশঃ
কো ভেদোঽস্ত্যনয়োর্দ্বয়োস্তু কতমঃ সত্যোঽন্যতঃ কো
ভবেৎ ॥ ৭৬৫

অন্বয়। নিদ্রাসূতশরীরধর্ম্মসুখদুঃখাদিপ্রপঞ্চঃ (নিদ্রাবস্থায় পুত্র, শরীরের ধর্ম্ম—স্থূলত্ব, কৃশত্ব প্রভৃতি এবং সুখ দুঃখ প্রভৃতি জগৎ) অপি (ও) বা (কিংবা) জীবেশাদিভিদা (জীব ও ঈশ্বরের ভেদ) অপি (ও) বা (কিংবা) ক্বচিৎ (কোথায়) ঋতং চ (সত্যও) কর্ত্তুং (করিতে) ন শক্যতে (পারা যায় না), মায়াকল্পিতদেশকালজগদীশাদিভ্রমঃ (মায়া দ্বারা কল্পিত দেশ, কাল, জগৎ, ঈশ্বর প্রভৃতি ভ্রান্তি) তাদৃশঃ (সেইরূপ—মিথ্যা) তু (কিন্তু) অনয়োঃ (জীব ও ব্রহ্মের) দ্বয়োঃ (দুইটির) কঃ (কি) ভেদঃ (ভিন্নতা) অস্তি (আছে)

অন্যতঃ (অন্য কারণবশতঃ) কতমঃ (কোন্‌টি) কঃ (কি) সত্যঃ (যথার্থ) ভবেৎ (হয়) ? ॥ ৭৬৫

অনুবাদ। নিদ্রাকালে পুত্র, শরীরধর্ম্ম—স্থূলত্বাদি, সুখ দুঃখ প্রভৃতি—প্রপঞ্চ, কিংবা জীব ও ঈশ্বর প্রভৃতির ভেদের সত্যতা সম্পাদন করিতে কে কোথায় সমর্থ হয় ? মায়া দ্বারা কল্পিত দেশ, কাল, জগৎ, ঈশ্বর প্রভৃতি ভ্রান্তি সেইরূপই ; জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আবার কি ? অন্য হেতুবশতঃ কোন্‌টিই বা সত্য হইতে পারে ? ॥ ৭৬৫

ন স্বপ্নজাগরণয়োরুভয়োর্বিশেষঃ
সংদৃশ্যতে ক্বচিদপি ভ্রমজৈর্ব্বিকল্পৈঃ।
যদ্দৃষ্টদর্শনমুখৈরত এব মিথ্যা
স্বপ্নো যথা ননু তথৈব হি জাগরোঽপি ॥ ৭৬৬

অন্বয়। ক্বচিৎ (কোথায়) অপি (ও) যদ্দৃষ্টদর্শনমুখৈঃ (দৃষ্ট-দর্শন ইত্যাদি) ভ্রমজৈঃ (ভ্রমজনিত) বিকল্পৈঃ (বিকল্পসমূহের দ্বারা) উভয়োঃ (উভয়) স্বপ্ন-জাগরণয়োঃ (স্বপ্ন অর্থাৎ নিদ্রা এবং জাগরণের) বিশেষঃ (ভেদ) ন সংদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না) অতএব (এই নিমিত্তই) মিথ্যা (অযথার্থ) ননু (ভোঃ !) যথা (যেমন) স্বপ্নঃ (নিদ্রা) তথা এব (সেইরূপই) জাগরঃ (জাগ্রদবস্থা) অপি (ও) ॥ ৭৬৬

অনুবাদ। দৃষ্টদর্শন ইত্যাদি ভ্রান্তিজনিত বিকল্পসমূহের দ্বারা কোথায়ও স্বপ্ন (নিদ্রা) ও জাগরণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না ; অতএব স্বপ্নের ন্যায় জাগরণও মিথ্যা ॥ ৭৬৬

অবিদ্যাকার্য্যতস্তুল্যৌ দ্বাবপি স্বপ্নজাগরৌ।
দৃষ্টদর্শনদৃশ্যাদিকল্পনোভয়তস্তথা ॥ ৭৬৭

অন্বয়। স্বপ্নজাগরৌ (নিদ্রাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা) দ্বৌ (দুইটি) অপি (ও) অবিদ্যাকার্য্যতঃ (অজ্ঞানের কার্য্য হেতু) তুল্যৌ (সমান—মিথ্যা), উভয়তঃ (উভয়েতে—স্বপ্ন ও জাগরণে) দৃষ্টদর্শনদৃশ্যাদিকল্পনা (দৃষ্ট, দর্শন ও দৃশ্য প্রভৃতির কল্পনা) তথা (সেইরূপ) ॥ ৭৬৭

অনুবাদ। নিদ্রা ও জাগরণ—এই উভয় অবস্থাই অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া তুল্য (মিথ্যা); সেইরূপ নিদ্রা ও জাগরণে দৃষ্ট, দর্শন ও দৃশ্য প্রভৃতি কল্পনাও মিথ্যা ॥ ৭৬৭

অভাব উভয়োঃ সুপ্তৌ সর্ব্বৈরপ্যনুভূয়তে।
ন কশ্চিদনয়োর্ভেদস্তস্মান্মিথ্যাত্বমর্হতঃ ॥ ৭৬৮

অন্বয়। সর্ব্বৈঃ (সমস্ত লোক কর্তৃক) অপি (ও) সুপ্তৌ (গভীর নিদ্রাকালে)

উভয়োঃ (স্বপ্ন ও জাগরণের) অভাবঃ (শূন্যত্ব) অনুভূয়তে (অনুভূত হয়); অনয়োঃ (স্বপ্ন ও জাগরণের) কশ্চিৎ (কোন) ভেদঃ (বিশেষ) ন (নাই); তস্মাৎ (এইজন্য) [স্বপ্ন ও জাগরণ] মিথ্যাত্বম্ (অযথার্থত্ব, মিথ্যাত্ব) অর্হতঃ (প্রাপ্ত হয়)॥ ৭৬৮

অনুবাদ। সকল লোক গভীর নিদ্রাকালে স্বপ্ন ও জাগরণের অভাব অনুভব করিয়া থাকে; উভয়ের কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ নাই; অতএব উভয়ই মিথ্যা॥ ৭৬৮

ভ্রান্ত্যা ব্রহ্মণি ভেদোঽয়ং সজাতীয়াদিলক্ষণঃ।
কালত্রয়েঽপি হে বিদ্বন্! বস্তুতো নৈব কশ্চন॥ ৭৬৯

অন্বয়। হে বিদ্বন্ (হে জ্ঞানিন্)! কালত্রয়ে (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে) অপি (ও) ভ্রান্ত্যা (ভ্রমবশতঃ) অয়ম্ (এই) সজাতীয়াদিলক্ষণঃ (সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতরূপ) কশ্চন (কোন) ভেদঃ (ভিন্নতা, পার্থক্য) বস্তুতঃ (বাস্তবিকপক্ষে) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) ন এব (নাই)॥ ৭৬৯

অনুবাদ। হে বিদ্বন্! তিনকালেও ভ্রান্তিবশতঃ সজাতীয়, বিজাতীয়াদি কোনরূপ ভেদ বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মে নাই॥ ৭৬৯

যত্র নান্যৎ পশ্যতীতি শ্রুতির্দ্বৈতং নিষেধতি।
কল্পিতস্য ভ্রমাদ্ভূম্নি মিথ্যাত্বাবগমায় তৎ॥ ৭৭০

অন্বয়। যত্র (যে অবস্থায়) অন্যৎ (অপর) ন পশ্যতি (না দেখে) ইতি (এই) শ্রুতিঃ (বেদ) ভ্রমাৎ (ভ্রমবশতঃ) ভূম্নি (ব্রহ্মে) কল্পিতস্য (আরোপিত বস্তুর) মিথ্যাত্বাবগমায় (মিথ্যাত্বজ্ঞানের জন্য) তৎ (সেই) দ্বৈতং (ভেদ) নিষেধতি (নিষেধ করিতেছেন)॥ ৭৭০

অনুবাদ। "যে অবস্থায় অন্য কিছু দেখে না"—এই শ্রুতি ভ্রমবশতঃ ব্রহ্মে আরোপিত বস্তুর মিথ্যা বলিয়া জ্ঞানের জন্য দ্বৈত নিষেধ করিতেছেন॥ ৭৭০

যতস্ততো ব্রহ্ম সদাদ্বিতীয়ং
বিকল্পশূন্যং নিরুপাধি নির্ম্মলম্।
নিরন্তরানন্দঘনং নিরীহং
নিরাস্পদং কেবলমেকমেব॥ ৭৭১

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু শ্রুতি সকলের মিথ্যাত্ব বলেন) ততঃ (সেই হেতু) সদা (সর্ব্বদা) অদ্বিতীয়ং (দ্বিতীয়রহিত) বিকল্পশূন্যং (বিকল্পরহিত) নিরুপাধি (উপাধিবিহীন) নির্ম্মলং (স্বচ্ছ) নিরন্তরানন্দঘনং (সর্ব্বদা আনন্দমূর্ত্তি) নিরীহং (নিশ্চেষ্ট) নিরাস্পদম্ (আস্পদরহিত—স্বপ্রতিষ্ঠ) কেবলম্ (কেবলমাত্র) একম্ (অদ্বিতীয়) এব (ই) ব্রহ্ম (শুদ্ধচৈতন্য)॥ ৭৭১

অনুবাদ। [যেহেতু শ্রুতি দ্বৈতের নিষেধ করেন] অতএব সদা অদ্বিতীয়, বিকল্পরহিত, উপাধিশূন্য, শুদ্ধ, সর্ব্বদা আনন্দমূর্ত্তি, নিশ্চেষ্ট, স্বপ্রতিষ্ঠ এবং কেবল-মাত্র একই ব্রহ্ম ॥ ৭৭১

নৈবাস্তি কাচন ভিদা ন গুণপ্রতীতি-
র্নো বাক্প্রবৃত্তিরপি বা ন মনঃপ্রবৃত্তিঃ।
যৎ কেবলং পরমশান্তমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবভাতি সদদ্বিতীয়ম্ ॥ ৭৭২

অন্বয়। [ব্রহ্মণি] কাচন (কোন) ভিদা (ভেদ) ন এব অস্তি (নাই) গুণপ্রতীতিঃ (সুখদুঃখাদি-গুণানুভব) ন (নাই), বাক্প্রবৃত্তিঃ (বাক্যের ব্যাপার) অপি (ও) নো (নাই) বা (কিংবা) মনঃপ্রবৃত্তিঃ (মনের ব্যাপার, চিন্তা) ন (নাই), যৎ (যাহা) কেবলং (শুদ্ধ) পরমশান্তম্ (অত্যন্ত নির্ম্মল) অনন্তম্ (ব্যাপক) আদ্যম্ (সকলের পূর্ব্বে বিদ্যমান) অদ্বিতীয়ং (দ্বিতীয়-রহিত) সৎ (হইয়া) আনন্দমাত্রম্ (সুখমাত্র) অবভাতি (প্রকাশ পায়) ॥ ৭৭২

অনুবাদ। [ব্রহ্মে] কোনরূপ ভেদ নাই, সুখদুঃখাদি গুণের প্রতীতি হয় না; বাক্য কিংবা মনের ব্যাপার যাহাতে নাই, যাহা কেবল অতীত শান্ত, বিভু এবং সকলের পূর্ব্বে বিদ্যমান এইরূপ অদ্বিতীয় আনন্দরূপতাই প্রকাশ পায় ॥ ৭৭২

যদিদং পরমং সত্যং তত্ত্বং সচ্চিৎসুখাত্মকম্।
অজরামরণং নিত্যং সত্যমেতদ্বচো মম ॥ ৭৭৩

অন্বয়। যৎ (যে) ইদম্ (এই) অজরামরণং (জরামরণবিরহিত) সচ্চিৎ-সুখাত্মকং (সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) পরমং (শ্রেষ্ঠ) সত্যং (যথার্থ) তত্ত্বং (বস্তু) [তৎ=তাহা] নিত্যম্ (বৃদ্ধিক্ষয়শূন্য) এতৎ (ইহা) মম (আমার) সত্যং (যথার্থ) বচঃ (বাক্য) ॥ ৭৭৩

অনুবাদ। এই যে জরামরণবিরহিত সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ পরম সত্য বস্তু (ব্রহ্ম), তাঁহাকে নিত্য বলিয়া জানিবে;—ইহা আমার যথার্থ বাক্য ॥ ৭৭৩

ন হি ত্বং দেহোঽসাবসুরপি চ বাপ্যক্ষনিকরো
মনো বা বুদ্ধির্বা ক্বচিদপি তথাহংকৃতিরপি।
ন চৈষাং সংঘাতস্ত্বমু ভবসি বিদ্বন্ শৃণু পরং
যদেতেষাং সাক্ষী স্ফুরণমমলং তত্ত্বমসি হি ॥ ৭৭৪

অন্বয়। অসৌ (এই) দেহঃ (শরীর) ত্বং (তুমি—আত্মা) ন (না) হি (নিশ্চিত) অসুঃ অপি (প্রাণও) চ (এবং) [ন=না] বা (কিংবা)

অক্ষনিকরঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) [ন=না] মনঃ (মন) বা (কিংবা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) বা (কিংবা) ক্বচিৎ অপি (কোথায়ও) তথা (সেইরূপ) অহঙ্কৃতিঃ অপি (অহঙ্কারও)) [ন=না] উ (ভোঃ) বিদ্বন্ (জ্ঞানিন্) ত্বম্ (তুমি), এষাম্ (ইহাদের—দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের) সংঘাতঃ চ (সমষ্টিও) ন ভবসি (হও না) পরং (ভালরূপে) শৃণু (শ্রবণ কর), এতেষাম্ (ইহাদের) অমলং (নির্ম্মল) স্ফুরণং (প্রকাশরূপতা) সাক্ষী (দ্রষ্টা) ত্বং (তুমি) তৎ (সেই ব্রহ্ম) অসি (হও) হি (নিশ্চিত)॥ ৭৭৪

অনুবাদ। হে বিদ্বন্! তুমি (আত্মা) শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, মনঃ, বুদ্ধি কিংবা অহঙ্কার নহ; অথবা এই দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সমষ্টিও তুমি নহ; তুমি শ্রবণ কর, এই সমস্ত বস্তুর নির্ম্মল প্রকাশ সাক্ষিস্বরূপ সেই ব্রহ্মই তুমি॥ ৭৭৪

যজ্জায়তে বস্তু তদেব বর্দ্ধতে
তদেব মৃত্যুং সমুপৈতি কালে।
জন্মৈব তে নাস্তি তথৈব মৃত্যু-
র্নাস্ত্যেব নিত্যস্য বিভোরজস্য॥ ৭৭৫

অন্বয়। যৎ (যে) বস্তু (পদার্থ) জায়তে (জন্মে) তৎ এব (সেই) বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়) তৎ এব (তাহাই) কালে (সময়ে) মৃত্যুং (মরণকে) সমুপৈতি (প্রাপ্ত হয়); বিভোঃ (সর্ব্বব্যাপী) অজস্য (জন্মরহিত) নিত্যস্য (সদা বর্ত্তমান) তে (তোমার) জন্ম এব (উৎপত্তিই) ন অস্তি (নাই) তথা এব (সেইরূপই) মৃত্যুঃ (মরণ) নাস্তি (নাই) এব (নিশ্চিত)॥ ৭৭৫

অনুবাদ। যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তুমি ব্যাপক, জন্মরহিত ও নিত্য; সুতরাং তোমার জন্ম ও মৃত্যু নাই॥ ৭৭৫

য এষ দেহো জনিতঃ স এব
সমেধতে নশ্যতি কর্ম্মযোগাৎ।
ত্বমেতদীয়াস্বখিলাস্ববস্থা-
স্ববস্থিতঃ সাক্ষ্যসি বোধমাত্রম্॥ ৭৭৬

অন্বয়। যঃ (যে) এষঃ (এই) দেহঃ (শরীর) কর্ম্মযোগাৎ (কর্ম্মের সম্বন্ধবশতঃ) জনিতঃ (উৎপাদিত), সঃ এব (সেই দেহই) [কর্ম্মযোগাৎ= কর্ম্মসম্বন্ধবশতঃ] সমেধতে (সম্যগ্‌রূপে বর্দ্ধিত হয়) [এবং] নশ্যতি (নষ্ট হয়)। এতদীয়াসু (এই সকলের) অখিলাসু (সমস্ত) অবস্থাসু (অবস্থাসমূহে) অবস্থিতঃ (বর্ত্তমান) ত্বং (তুমি) বোধমাত্রম্ (জ্ঞানস্বরূপ) সাক্ষী (উদাসীন—দ্রষ্টা) অসি (হও)॥ ৭৭৬

অনুবাদ। কর্ম্মের সম্বন্ধ হেতু এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আবার (কর্ম্ম-যোগে) বর্দ্ধিত এবং নাশপ্রাপ্ত হয়। তুমি এই সমুদায় অবস্থাতে বর্ত্তমান থাকিয়াও জ্ঞানস্বরূপ এবং সাক্ষী ॥ ৭৭৬

যৎ স্বপ্রকাশমখিলাত্মকমাসুষুপ্তে-
রেকাত্মনাঽহমহমিত্যবভাতি নিত্যম্।
বুদ্ধেঃ সমস্তবিকৃতেরবিকারি বোদ্ধৃ
যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি কেবলবোধমাত্রম্ ॥ ৭৭৭

অন্বয়। যৎ (যাহা) আসুষুপ্তেঃ (গভীর নিদ্রা পর্য্যন্ত) স্বপ্রকাশম্ (আপনা হইতে প্রকাশশীল) অখিলাত্মকম্ (চরাচরস্বরূপ) অহম্ (আমি) অহম্ (আমি) ইতি (এইরূপে) নিত্যম্ (সর্ব্বদা) অবভাতি (প্রকাশ পায়), বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি হইতে) [এবং] সমস্তবিকৃতেঃ (সমস্ত বিকার হইতে) অবিকারি (বিকারশূন্য) বোদ্ধৃ (বোধস্বরূপ) যৎ (যে) কেবলবোধমাত্রং (কেবল জ্ঞান-স্বরূপ) ব্রহ্ম (শুদ্ধচৈতন্য) ত্বং (তুমি) তৎ (সেই) অসি (হও) ॥ ৭৭৭

অনুবাদ। যাহা সুষুপ্তিসময় অর্থাৎ গভীর নিদ্রা পর্য্যন্ত স্বয়ং প্রকাশশীল সমস্ত পদার্থস্বরূপ, 'আমি' 'আমি' এইরূপ একভাবে নিত্য প্রকাশিত থাকে, বুদ্ধি ও সমস্ত বিকার হইতে অবিকারী জ্ঞাতা, কেবল জ্ঞানস্বরূপ সেই ব্রহ্মই তুমি ॥ ৭৭৭

স্বাত্মন্যনন্তময়সংবিদি কল্পিতস্য
ব্যোমাদিসর্ব্বজগতঃ প্রদদাতি সত্তাম্।
স্ফূর্ত্তিং স্বকীয়মহসা বিতনোতি সাক্ষাদ্-
যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি কেবলবোধমাত্রম্ ॥ ৭৭৮

অন্বয়। যৎ (যিনি) অনন্তময়সংবিদি (যাঁহার জ্ঞানের বিরাম হয় না, এরূপ) স্বাত্মনি (নিজ আত্মাতে) কল্পিতস্য (আরোপিত) ব্যোমাদি-সর্ব্বজগতঃ (আকাশ প্রভৃতি সমস্ত জগতের) সত্তাং (অস্তিত্ব) প্রদদাতি (প্রদান করেন) স্বকীয়-মহসা (নিজের তেজঃ দ্বারা) স্ফূর্ত্তিং (প্রকাশ) বিতনোতি (বিস্তার করেন), কেবলবোধমাত্রং (কেবল জ্ঞানস্বরূপ) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) তৎ (সেই ব্রহ্ম) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও) ॥ ৭৭৮

অনুবাদ। যিনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, আত্মাতে কল্পিত আকাশ প্রভৃতি সমস্ত জগতের অস্তিত্ব প্রদান করেন, এবং যিনি নিজ তেজঃ দ্বারা প্রকাশ বিস্তার করেন, কেবল জ্ঞানস্বরূপ সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মই তুমি ॥ ৭৭৮

সম্যক্সমাধিনিরতৈর্বিমলান্তরঙ্গে
সাক্ষাদবেক্ষ্য নিজতত্ত্বমপারসৌখ্যম্।

সন্তুষ্যতে পরমহংসকুলৈরজস্রং
যদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি কেবলবোধমাত্রম্ ॥ ৭৭৯

অন্বয়। সমাধিনিরতৈঃ (ধ্যানে রত) পরমহংসকুলৈঃ (পরিব্রাজকগণকর্তৃক) অপারসৌখ্যম্ (অসীমসুখরূপ) নিজতত্ত্বং (স্বস্বরূপ) বিমলান্তরঙ্গে (নির্ম্মল অন্তঃ-করণে) সম্যক্ (সমীচীনরূপে, উত্তমরূপে) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষভাবে) অবেক্ষ্য (দর্শন করিয়া) অজস্রং (সতত) সন্তুষ্যতে (আনন্দিত হন), যৎ (যেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), কেবলবোধমাত্রং (শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ) তৎ (সেই ব্রহ্ম) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও) ॥ ৭৭৯

অনুবাদ। সমাধিপরায়ণ যতিগণ নির্ম্মল অন্তঃকরণে অসীমসুখস্বরূপ যে আত্মতত্ত্বকে সম্যগ্‌রূপে প্রত্যক্ষদর্শন করিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন, সেই কেবলজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই তুমি ॥ ৭৭৯

অন্তর্ব্বহিঃ স্বয়মখণ্ডিতমেকরূপ-
মারোপিতার্থবদুদঞ্চতি মূঢ়বুদ্ধেঃ।
মৃৎস্নাদিবদ্‌বিগতবিক্রিয়মাত্মবেদ্যং
যদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি কেবলবোধমাত্রম্ ॥ ৭৮০

অন্বয়। অন্তঃ (ভিতরে) বহিঃ (বাহিরে) স্বয়ং (নিজে) অখণ্ডিতম্ (অখণ্ড —অংশরহিত) একরূপম্ (অবিকার) মূঢ়বুদ্ধেঃ (অল্পবুদ্ধি লোকের নিকট) আরোপিতার্থবৎ (কল্পিত পদার্থের ন্যায়) উদঞ্চতি (উদ্গত হয়, বোধ হয়) মৃৎস্নাদিবৎ (প্রশস্ত মৃত্তিকার ন্যায়) বিগতবিক্রিয়ম্ (বিকাররহিত) আত্মবেদ্যম্ (আত্মাদ্বারাই অনুভবনীয়) কেবলবোধমাত্রং (শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ) যৎ (যে) ব্রহ্ম (শুদ্ধচৈতন্য) তৎ (তাহা) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও) ॥ ৭৮০

অনুবাদ। যাহা অন্তরে এবং বাহিরে অখণ্ড, একরূপ, কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট কল্পিতপদার্থের ন্যায় প্রতিভাত হয়, উত্তম মৃত্তিকার ন্যায় বিক্রিয়ারহিত, আত্মা দ্বারা অনুভবযোগ্য, কেবলজ্ঞানস্বরূপ সেই ব্রহ্মই তুমি ॥ ৭৮০

শ্রুত্যুক্তমব্যয়মনন্তমনাদিমধ্য-
মব্যক্তমক্ষরমনাশ্রয়মপ্রমেয়ম্।
আনন্দসদ্‌ঘনমনাময়মদ্বিতীয়ম্
যদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি কেবলবোধমাত্রম্ ॥ ৭৮১

অন্বয়। যৎ (যিনি) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) অনন্তম্ (ব্যাপক, অন্তহীন) অনাদিমধ্যম্ (আদি ও মধ্যরহিত) অব্যক্তম্ (ব্যক্ত হইতে ভিন্ন) অক্ষরম্ (সদা একরূপে অবস্থিত) অনাশ্রয়ম্ (যাঁহার আশ্রয় নাই, যিনি সকলের আশ্রয়) অপ্রমেয়ম্ (যিনি প্রমাণগ্রাহ্য নহেন, প্রমাণের অতীত) আনন্দসদ্‌ঘনম্ (সুখ ও

সৎস্বরূপ) অনাময়ম্ (ব্যাধিশূন্য) অদ্বিতীয়ম্ (এক) শ্রুত্যুক্তং (শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন) কেবলবোধমাত্রং (কেবলজ্ঞানস্বরূপ) তৎ (সেই) ব্রহ্ম (শুদ্ধচৈতন্য) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও) ॥ ৭৮১

অনুবাদ। শ্রুতি যাঁহাকে অবিনাশী, অনন্ত, আদিমধ্যশূন্য, অব্যক্ত, অক্ষর (সদা একরূপ), অনাশ্রয় (সকলের আশ্রয়স্বরূপ), অপ্রমেয়, আনন্দ ও সৎস্বরূপ, ব্যাধিশূন্য ও অদ্বিতীয় বলিয়াছেন, সেই কেবলজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই তুমি ॥ ৭৮১

শরীরতদ্‌যোগ-তদীয়ধর্ম্মা-
ত্যারোপণং ভ্রান্তিবশাৎ ত্বদীয়ম্।
ন বস্তুতঃ কিঞ্চিদতস্ত্বজস্ত্বং
মৃত্যোর্ভয়ং ক্বাস্তি তবাসি পূর্ণঃ ॥ ৭৮২

অন্বয়। ভ্রান্তিবশাৎ (ভ্রমপ্রযুক্ত) ত্বদীয়ং (তোমার সম্বন্ধীয়) শরীরতদ্‌-যোগতদীয়ধর্ম্মাত্যারোপণং (দেহ, দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ, এবং দেহের ধর্ম্ম—স্থূলত্ব, কৃশত্বাদির আরোপ হইতেছে), বস্তুতঃ (বাস্তবিকপক্ষে) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন (নাই) অতঃ (এজন্য) ত্বং (তুমি) তু (অবধারণে) অজঃ (জন্মরহিত) তব (তোমার) মৃত্যোঃ (মরণ হইতে) ভয়ং (ভীতি) ক্ব (কোথায়) অস্তি (আছে) [ত্বং=তুমি] পূর্ণঃ (পরিপূর্ণস্বরূপ) অসি (হও) ॥ ৭৮২

অনুবাদ। ভ্রান্তিবশতঃ তোমাতে এই শরীর দেহ ও আত্মার সংযোগ, দেহ-ধর্ম্ম—স্থূলত্ব কৃশত্ব প্রভৃতি আরোপিত হইয়াছে ; বস্তুতঃ এ সমস্ত কিছুই নহে ; অতএব তুমি জন্মরহিত, সুতরাং তোমার মরণভয় কোথায় ? তুমি পরিপূর্ণ-স্বভাব ব্রহ্ম ॥ ৭৮২

যদ্‌যদ্দৃষ্টং ভ্রান্তিমত্যা স্বদৃষ্ট্যা
তত্তৎ সম্যগ্‌বস্তুদৃষ্ট্যা ত্বমেব।
ত্বত্তো নান্যদ্‌বস্তু কিঞ্চিত্তু লোকে
কস্মাদ্‌ভীতিস্তে ভবেদদ্বয়স্য ॥ ৭৮৩

অন্বয়। ভ্রান্তিমত্যা (ভ্রমযুক্ত) স্বদৃষ্ট্যা (নিজের দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা) যদ্ যৎ (যাহা যাহা) দৃষ্টম্ (অবলোকিত হয়) সম্যক্ (উত্তমরূপে) বস্তুদৃষ্ট্যা (বস্তুর জ্ঞানদ্বারা জানিলে) তৎ তৎ (তাহা তাহা) ত্বমেব (তুমিই) ; তু (কিন্তু) লোকে (সংসারে) ত্বত্তঃ (তোমা হইতে) অন্যৎ (অপর) কিঞ্চিৎ (কিছু) বস্তু (পদার্থ) ন (নাই), অদ্বয়স্য (অদ্বিতীয়) তে (তোমার) কস্মাৎ (কোথা হইতে) ভীতিঃ (ভয়) ভবেৎ (হইবে) ? ॥ ৭৮৩

অনুবাদ। নিজের ভ্রান্তজ্ঞান দ্বারা যে যে বস্তু দেখা যায়, সেই সমুদয় বস্তুর সম্যগ্‌রূপে স্বরূপ অবগত হইলে জানিতে পারিবে, সেই সমস্ত তুমি (আত্মা)

ব্যতীত আর কিছুই নহে ; এই সংসারে তুমি (আত্মা) ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই, অতএব তুমি অদ্বিতীয় ; তোমার ভয় কোথা হইতে * আসিবে ॥ ৭৮৩

পশ্যতস্ত্বহমেবেদং সর্ব্বমিত্যাত্মনাখিলম্।
ভয়ং স্যাদ্বিদুষঃ কস্মাৎ স্বস্মান্ন ভয়মিষ্যতে ॥ ৭৮৪

অন্বয়। তু (পরন্তু) ইদম্ (এই) সর্ব্বম্ (সমস্ত) অহমেব (আমিই) ইতি (এইরূপে) আত্মনা (স্বয়ং) অখিলং (সমগ্র) পশ্যতঃ (দর্শনকারী) বিদুষঃ (পণ্ডিতের) কস্মাৎ (কোন্ ব্যক্তি হইতে) ভয়ং (ভীতি) স্যাৎ (হয়) ? স্বস্মাৎ (নিজ হইতে) [কস্যাপি=কাহারও] ভয়ং (ভীতি) ন ইষ্যতে (অভিলষিত হয় না, হইতে পারে না) ॥ ৭৮৪

অনুবাদ। "এই সমস্ত বস্তু আমিই"—এইরূপে সমস্ত বস্তু আত্মস্বরূপে যিনি দর্শন করেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষের ভয় কোথা হইতে আসিবে ? নিজ হইতে নিজের ভয় হইতে পারে না ॥ ৭৮৪

তস্মাৎ ত্বমভয়ং নিত্যং কেবলানন্দলক্ষণম্।
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং ব্রহ্মৈবাসি, সদাদ্বয়ম্ ॥ ৭৮৫

অন্বয়। তস্মাৎ (সেইজন্য—যেহেতু তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই এইজন্য) ত্বম্ (তুমি) অভয়ং (নির্ভয়) নিত্যং (ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত) কেবলানন্দলক্ষণং (নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ) নিষ্কলং (কলারহিত—পূর্ণ) নিষ্ক্রিয় (নির্ব্ব্যাপার, ক্রিয়াশূন্য) শান্তং (নির্ম্মল) সদা (সর্ব্বদা) অদ্বয়ং (দ্বৈতরহিত) ব্রহ্ম (শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ) অসি (হও) ॥ ৭৮৫

অনুবাদ। অতএব তুমি অভয়, নিত্য, কেবলসুখস্বরূপ, পূর্ণ, নির্ব্ব্যাপার (নিষ্ক্রিয়), শান্ত, সর্ব্বদা দ্বৈতরহিত ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত ॥ ৭৮৫

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনং
জ্ঞাতুরভিন্নং জ্ঞানমখণ্ডম্।
জ্ঞেয়াজ্ঞেয়ত্বাদিবিমুক্তং
শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্ ॥ ৭৮৬

অন্বয়। জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনং (জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়-রহিত) জ্ঞাতুঃ (জ্ঞাতা হইতে) অভিন্নন্ (ভেদশূন্য) অখণ্ডম্ (একরূপ) জ্ঞানং (বিজ্ঞানস্বরূপ) জ্ঞেয়াজ্ঞেয়ত্বাদিবিমুক্তং (জ্ঞেয়ত্ব ও অজ্ঞেয়ত্বের বিষয় হইতে বিমুক্ত) শুদ্ধং

---

* তাৎপর্য্য—লোকে দেখা যায়, কেহ একাকী থাকিলে ভয় পায় ; কিন্তু উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে,—যদি একজন ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ না থাকে, তাহা হইলে কে ভয় দেখাইবে এবং ভয় বা কি ? সুতরাং অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞান হইলে, তাহার আর সংসার-ভয় থাকে না।

(স্বচ্ছ) বুদ্ধং (জ্ঞানস্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি (সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম)॥ ৭৮৬

অনুবাদ। তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুরহিত, জ্ঞাতার সহিত অভিন্ন অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞেয়ত্ব-অজ্ঞেয়ত্ব-বিরহিত, শুদ্ধ, বুদ্ধ তুমিই 'তত্ত্বমসি' সেই ব্রহ্মস্বরূপ॥ ৭৮৬

অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিবিকল্পৈ-
রস্পৃষ্টং যত্তদ্দৃশিমাত্রম্।
সত্তামাত্রং সমরসমেকং
শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্॥ ৭৮৭

অন্বয়। অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিবিকল্পৈঃ (অন্তঃকরণবিষয়ে জ্ঞানবত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিকল্পসমূহের দ্বারা) অস্পৃষ্টং (নির্লিপ্ত) যৎ (যে) তৎ (সেই) দৃশিমাত্রং (জ্ঞান-স্বরূপ) সত্তামাত্রং (সৎস্বরূপ) একম্ (অদ্বিতীয়) সমরসম্ (একরূপে অবস্থিত) শুদ্ধং (কেবল) বুদ্ধং (জ্ঞানরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি (সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম)॥ ৭৮৭

অনুবাদ। অন্তঃকরণ বিষয়ে জ্ঞানবত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিকল্প দ্বারা অস্পৃষ্ট, যাহা কেবলজ্ঞানস্বরূপ, সৎস্বভাব, তুল্যরূপ, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ, বোধস্বরূপ তুমিই 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপ॥ ৭৮৭

সর্ব্বাকারং সর্ব্বমসর্ব্বং
সর্ব্বনিষেধাবধিভূতং যৎ।
সত্যং শাশ্বতমেকমনন্তং
শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্॥ ৭৮৮

অন্বয়। যৎ (যাহা) সর্ব্বাকারং (সমস্ত পদার্থ যাহার আকার—সকল পদার্থে যিনি বিরাজমান) সর্ব্বম্ (সর্ব্বাত্মক) অসর্ব্বং (সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্) সর্ব্ব-নিষেধাবধিভূতং (সকল বস্তুর নিষেধের সীমাবিশিষ্ট) সত্যং (সত্যস্বরূপ) শাশ্বতম্ (নিত্য) একম্ (অদ্বিতীয়) অনন্তং (ব্যাপক) শুদ্ধং (কেবল) বুদ্ধং (বোধস্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি (সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম)॥ ৭৮৮

অনুবাদ। যিনি সর্ব্বপদার্থে বিরাজমান, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বপদার্থ হইতে পৃথক, সমস্ত নিষেধের অবধিভূত (সীমাস্বরূপ), সত্যস্বরূপ, নিত্য, অদ্বিতীয়, ব্যাপক, শুদ্ধ, বোধস্বরূপ তুমিই 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম॥ ৭৮৮

নিত্যানন্দাখণ্ডৈকরসং
নিষ্কলমক্রিয়মস্তবিকারম্।

প্রত্যগভিন্নং পরমব্যক্তং
বুদ্ধং শুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্ ॥ ৭৮৯

অন্বয়। নিত্যানন্দাখণ্ডৈকরসং (নিত্যসুখস্বরূপ, অখণ্ড এবং একরূপ) নিষ্কলম্ (অংশরহিত) অক্রিয়ম্ (ক্রিয়ারহিত) অস্তবিকারম্ (বিকারশূন্য) প্রত্যগভিন্নম্ (আত্মা হইতে অভিন্ন) পরমব্যক্তম্ (অতি স্ফুট) [অথবা পরম্= অত্যন্ত, অব্যক্তং=গূঢ়, দুর্জ্ঞেয়] শুদ্ধং (কেবল) বুদ্ধং (বোধস্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি (সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম) ॥ ৭৮৯

অনুবাদ। নিত্যসুখস্বরূপ, অখণ্ড, একরূপ, অংশরহিত, নিষ্ক্রিয়, বিকারশূন্য, আত্মা হইতে অভিন্ন, অতীব স্ফুট [অথবা অতীব দুরবগাহ] শুদ্ধ ও বোধস্বরূপ তুমি 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৭৮৯

ত্বং প্রত্যস্তাশেষবিশেষং
ব্যোমেবান্তর্ব্বহিরপি পূর্ণম্।
ব্রহ্মানন্দং পরমদ্বৈতং
শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্ ॥ ৭৯০

অন্বয়। ত্বং (তুমি) প্রত্যস্তাশেষবিশেষং (যাবতীয় বিশেষকে অর্থাৎ প্রভেদকে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন) ব্যোম ইব (আকাশতুল্য) অন্তঃ (অন্তরে) বহিঃ অপি (বাহিরেও) পূর্ণম্ (পরিপূর্ণ), ব্রহ্মানন্দং (ব্রহ্মানন্দস্বরূপ) পরম্ (অতীব) অদ্বৈতং (দ্বৈতশূন্য) শুদ্ধং (কেবল) বুদ্ধং (জ্ঞানস্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি (সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম) ॥ ৭৯০

অনুবাদ। যাহাতে যাবতীয় বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ অস্তমিত হইয়াছে, যিনি আকাশের ন্যায় ভিতরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ, ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, দ্বৈতরহিত, স্বচ্ছ, জ্ঞানস্বরূপ তুমিই 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ॥ ৭৯০

ব্রহ্মৈবাহমহং ব্রহ্ম নির্গুণং নির্ব্বিকল্পকম্।
ইত্যেবাখণ্ডয়া বৃত্ত্যা তিষ্ঠ ব্রহ্মণি নিষ্ক্রিয়ে॥ ৭৯১

অন্বয়। অহম্ (আমি—আত্মা) ব্রহ্ম এব (অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপই) অহম্ (আমি) নির্গুণং (গুণশূন্য) নির্ব্বিকল্পকম্ (বিকল্পরহিত) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ইতি (এইরূপেই) অখণ্ডয়া (একরূপ) বৃত্ত্যা (চিত্তের বৃত্তি অর্থাৎ পরিণাম দ্বারা) নিষ্ক্রিয়ে (ক্রিয়াশূন্য) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) তিষ্ঠ (অবস্থান কর) ॥ ৭৯১

অনুবাদ। আমি ব্রহ্মই অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নহি, আমি সত্ত্বাদি-গুণবিহীন, নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম—এইরূপে অখণ্ড চিত্তবৃত্তি দ্বারা নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে অবস্থান কর ॥ ৭৯১

অখণ্ডামেবৈতাং ঘটিতপরমানন্দলহরীং
পরিধ্বস্তদ্বৈতপ্রমিতিমমলাং বৃত্তিমনিশম্।
অমুঞ্চানঃ স্বাত্মন্যনুপমসুখে ব্রহ্মণি পরে
রমস্ব প্রারব্ধং ক্ষপয় সুখবৃত্ত্যা ত্বমনয়া॥ ৭৯২

অন্বয়। এতাম্ (এই) অখণ্ডামেব (একরূপই) ঘটিতপরমানন্দলহরীম্ (অতিশয় আনন্দতরঙ্গসংযুক্ত) পরিধ্বস্তদ্বৈতপ্রমিতিং (দ্বৈতজ্ঞানশূন্য) অমলাং (নির্ম্মল) বৃত্তিম্ (চিত্ত-পরিণামকে, চিন্তাকে) অমুঞ্চানঃ (ত্যাগ না করিয়া) ত্বম্ (তুমি) অনুপমসুখে (উপমাবিহীন সুখবিশিষ্ট) স্বাত্মনি (আত্মায়) পরে (পরম) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) অনিশং (নিরন্তর) রমস্ব (ক্রীড়া কর), অনয়া (এইরূপ) সুখবৃত্ত্যা (সুখাকার বৃত্তি অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা) প্রারব্ধং (প্রারব্ধভোগ, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ) ক্ষপয় (নাশ কর)॥ ৭৯২

অনুবাদ। এই অখণ্ড পরমানন্দতরঙ্গযুক্ত, দ্বৈতজ্ঞানশূন্য, নির্ম্মল চিত্ত-বৃত্তিকে ত্যাগ না করিয়া তুমি আত্মার সহিত অভিন্ন পরব্রহ্মে সতত রত হও, এই সুখাকার চিত্তবৃত্তি (চিন্তা) দ্বারা প্রারব্ধ (পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম) নাশ কর॥ ৭৯২

ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদতৎপরেণৈব চেতসা।
সমাধিনিষ্ঠিতো ভূত্বা তিষ্ঠ বিদ্বন্ সদা মুনে॥ ৭৯৩

অন্বয়। মুনে (হে মুনে!) বিদ্বন্ (হে জ্ঞানিন্!) ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদতৎপরেণ (ব্রহ্মানন্দরসের আস্বাদে তৎপর) চেতসা এব (চিত্ত দ্বারাই) সদা (সর্ব্বদা) সমাধিনিষ্ঠিতঃ (সমাহিত-চিত্ত) ভূত্বা (হইয়া) তিষ্ঠ (অবস্থান কর)॥ ৭৯৩

অনুবাদ। হে মুনে! হে বিদ্বন্! ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনে তৎপর চিত্ত দ্বারা সমাধিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান কর॥ ৭৯৩

শিষ্যঃ—

অখণ্ডাখ্যা বৃত্তিরেষা বাক্যার্থশ্রুতিমাত্রতঃ।
শ্রোতুঃ সঞ্জায়তে কিংবা ক্রিয়ান্তরমপেক্ষতে॥ ৭৯৪

অন্বয়। শিষ্যঃ—(ছাত্র)! [আহ=কহিলেন—] শ্রোতুঃ (শ্রোতার) বাক্যার্থশ্রুতিমাত্রতঃ (তত্ত্বমসি বাক্যার্থ শ্রবণমাত্রে) অখণ্ডাখ্যা (অখণ্ডরূপ) এষা (এই) বৃত্তিঃ (চিত্তপরিণাম, চিন্তা) সঞ্জায়তে (জন্মে) কিংবা (অথবা) ক্রিয়ান্তরম্ (অন্যক্রিয়া) অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে)॥ ৭৯৪

অনুবাদ। শিষ্য কহিলেন—তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থশ্রবণমাত্রেই কি শ্রোতার অখণ্ডরূপা চিত্তবৃত্তি হয়? কিংবা অন্য কোন ক্রিয়ার অপেক্ষা করে?॥ ৭৯৪

সমাধিঃ কঃ কতিবিধস্তৎসিদ্ধেঃ কিমু সাধনম্।
সমাধেরন্তরায়াঃ কে সর্ব্বমেতন্নিরূপ্যতাম্॥ ৭৯৫

অন্বয়। সমাধিঃ (সমাধি) কঃ (কি), কতিবিধঃ (কয় প্রকার), তৎসিদ্ধেঃ (সমাধিসিদ্ধির) কিমু (কি) সাধনম্ (উপায়), কে (কাহারা) সমাধেঃ (সমাধির) অন্তরায়াঃ (বিঘ্নকারক), এতৎ (এই) সর্ব্বং (সমস্ত) নিরূপ্যতাম্ (নিরূপণ করুন)॥ ৭৯৫

অনুবাদ। সমাধি কাহাকে বলে, উহা কয়প্রকার, সমাধিসিদ্ধির উপায় কি এবং সমাধির বিঘ্ন বা কি কি, এই সমুদায় নিরূপণ করুন॥ ৭৯৫

অধিকারিনিরূপণম্।

শ্রীগুরুঃ—
মুখ্যগৌণাদিভেদেন বিদ্যন্তেঽত্রাধিকারিণঃ।
তেষাং প্রজ্ঞানুসারেণাখণ্ডা বৃত্তিরুদেষ্যতে॥ ৭৯৬

অন্বয়। শ্রীগুরুঃ (গুরুদেব) [আহ=কহিলেন—] অত্র (এ বিষয়ে—ব্রহ্মবিদ্যায়) মুখ্যগৌণাদিভেদেন (প্রধান ও অপ্রধান-ভেদে) অধিকারিণঃ (অধিকারিগণ) বিদ্যন্তে (আছে); তেষাং (তাহাদের) প্রজ্ঞানুসারেণ (জ্ঞানানুযায়ী) অখণ্ডা (একরূপা) বৃত্তিঃ (চিত্তপরিণাম, চিন্তা) উদেষ্যতে (আবির্ভূত হয়)॥ ৭৯৬

অনুবাদ। গুরুদেব বলিলেন—এ বিষয়ে (ব্রহ্মবিদ্যায়) প্রধান (মুখ্য) ও অপ্রধান (গৌণ) এই দুই প্রকার অধিকারী আছে; তাহাদের জ্ঞানানুসারে অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি আবির্ভূত হয়॥ ৭৯৬

শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরেণ বিহিতৈনৈবেশ্বরং কর্ম্মণা
সন্তোষ্যার্জ্জিততৎপ্রসাদমহিমা জন্মান্তরেষ্বেব যঃ।
নিত্যানিত্যবিবেকতীব্রবিরতিন্যাসাদিভিঃ সাধনৈ-
র্যুক্তঃ স শ্রবণে সতামভিমতো মুখ্যাধিকারী দ্বিজঃ॥ ৭৯৭

অন্বয়। যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরেণ (শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক) বিহিতেন (বেদবিহিত) কর্ম্মণা এব (কর্ম্ম দ্বারাই) ঈশ্বরম্ (ঈশ্বরকে) সন্তোষ্য (সন্তুষ্ট করিয়া) জন্মান্তরেষু এব (পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই) অর্জ্জিততৎপ্রসাদমহিমা (ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা মহিমা অর্জ্জনপূর্ব্বক) নিত্যানিত্যবিবেকতীব্রবিরতিন্যাসাদিভিঃ (নিত্যবস্তু ও অনিত্যবস্তুর বিবেক অতিশয় বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাস প্রভৃতি) সাধনৈঃ (উপায়সমূহের দ্বারা) যুক্তঃ (বিশিষ্ট) সঃ (সেই) দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণ

অথবা ত্রৈবর্ণিক) শ্রবণে (শ্রবণবিষয়ে) মুখ্যাধিকারী (প্রধান অধিকারী) [ইতি=ইহা] সতাং (সাধুদিগের) অভিমতঃ (সম্মত, মত) ॥ ৭৯৭

অনুবাদ। যিনি শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিয়া জন্মান্তরে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিয়া মাহাত্ম্য অর্জ্জন পূর্ব্বক নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক, অতিশয় বৈরাগ্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি উপায় সমন্বিত হন, সেই দ্বিজ শ্রবণে মুখ্যাধিকারী, ইহা সাধুদিগের মত ॥ ৭৯৭

অধ্যারোপাপবাদক্রমমনুসরতা দৈশিকেনাত্র বেত্ত্রা
বাক্যার্থে বোধ্যমানে সতি সপদি সতঃ শুদ্ধবুদ্ধেরমুষ্য।
নিত্যানন্দাদ্বিতীয়ং নিরুপমমমলং যৎ পরং তত্ত্বমেকং
তদ্‌ব্রহ্মৈবাহমস্মীত্যুদয়তি পরমাখণ্ডতাকারবৃত্তিঃ ॥ ৭৯৮

অন্বয়। অত্র (বেদান্তবিষয়ে) অধ্যারোপাপবাদক্রমমনুসরতা (অধ্যারোপের অপবাদ অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি দূর হইয়া, রজ্জুতে যথার্থ জ্ঞান, এইরূপ রীতির অনুসরণকারী) বেত্ত্রা (জ্ঞাতা) দৈশিকেন (উপদেষ্টৃকর্ত্তৃক) বাক্যার্থে (তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ) বোধ্যমানে (জ্ঞায়মান) সতি (হইলে) সপদি (তৎক্ষণাৎ) শুদ্ধবুদ্ধেঃ (কেবল জ্ঞানস্বরূপ) সতঃ (নিত্যস্থ) অমুষ্য (ইহার) নিত্যানন্দাদ্বিতীয়ং (নিত্যানন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়) নিরুপমম্ (উপমারহিত) অমলং (স্বচ্ছ) যৎ (যে) পরম্ (পরম) একম্ (অদ্বিতীয়) তত্ত্বম্ (বস্তু) তৎ (সেই) ব্রহ্ম এব (শুদ্ধচৈতন্যই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ইতি (এই) পরমা (উৎকৃষ্টা) অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ (অখণ্ডাকার চিত্তপরিণাম বা চিন্তা) উদয়তি (উৎপন্ন হয়) ॥ ৭৯৮

অনুবাদ। অধ্যারোপ (রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি) এবং অপবাদ (রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি দূর করিয়া যথার্থ রজ্জুজ্ঞান) রীতি-অবলম্বনকারী জ্ঞানী উপদেশক-কর্ত্তৃক 'তত্ত্বমসি'-বাক্যের অর্থ জ্ঞাত হইলে, তৎক্ষণাৎ নির্ম্মলান্তঃকরণ এই পুরুষের নিত্যসুখস্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপমারহিত, নির্ম্মল, উৎকৃষ্ট, এক বস্তু,—সেই ব্রহ্মই আমি এবংবিধ পরম অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি (চিন্তা) সমুদিত হয় ॥ ৭৯৮

অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ সা চিদাভাসসমন্বিতা।
আত্মাভিন্নং পরং ব্রহ্ম বিষয়ীকৃত্য কেবলম্ ॥ ৭৯৯

অন্বয়। সা (সেই) চিদাভাসসমন্বিতা (চৈতন্যস্ফুরণযুক্ত) অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ (অখণ্ডরূপচিত্তবৃত্তি) কেবলং (শুদ্ধ) আত্মাভিন্নম্ (আত্মা হইতে অপৃথক্) পরং (পরম) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) বিষয়ীকৃত্য (অবলম্বন করিয়া) [বর্ত্ততে=আছে] ॥ ৭৯৯

অনুবাদ। সেই চৈতন্যস্ফুরণযুক্ত অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি (চিন্তা), আত্মা হইতে অপৃথক্ পরব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান থাকে ॥ ৭৯৯

বাধতে তদ্‌গতাজ্ঞানং যদাবরণলক্ষণম্।
অখণ্ডাকারয়া বৃত্ত্যা ত্বজ্ঞানে বাধিতে সতি ॥ ৮০০

অন্বয়। তু (পরন্তু) অখণ্ডাকারয়া (একরূপ) বৃত্ত্যা (চিত্তপরিণাম বা চিন্তা দ্বারা) অজ্ঞানে (অবিদ্যা) বাধিতে (নাশ প্রাপ্ত) সতি (হইলে) যৎ (যে) আবরণ-লক্ষণং (আবরণরূপ) তদ্‌গতাজ্ঞানম্ (অন্তঃকরণগত অবিদ্যা) বাধতে (বাধিত হয়) ॥ ৮০০

অনুবাদ। অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞান বাধিত হইলে অন্তঃকরণস্থ আবরণরূপ যে অজ্ঞান সেও বাধিত হয় ॥ ৮০০

তৎকার্য্যং সকলং তেন সমং ভবতি বাধিতম্।
তন্তুদাহে তু তৎকার্য্যপটদাহো যথা তথা ॥ ৮০১

অন্বয়। যথা (যেমন) তু (পাদপূরণে) তন্তুদাহে (সূত্রদহনে) তৎকার্য্যপট-দাহঃ (তন্তুর কার্য্য অর্থাৎ পরিণাম বা রূপান্তর বস্ত্রের দাহ) [হয়], তথা (সেইরূপ) তেন (সেই অজ্ঞানের) সমং (সহিত) সকলং (সমস্ত) তৎকার্য্যম্ (অবিদ্যার কার্য্য বা ফল) বাধিতং (নাশপ্রাপ্ত) ভবতি (হয়) ॥ ৮০১

অনুবাদ। যেমন সূত্র দগ্ধ হইলে সূত্রের কার্য্য (পরিণাম) পটও দগ্ধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান নষ্ট হইলে, তাহার সহিত যাবতীয় অজ্ঞানের কার্য্য নাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৮০১

তস্য কার্য্যতয়া জীববৃত্তির্ভবতি বাধিতা।
উপপ্রভা যথা সূর্য্যং প্রকাশয়িতুমক্ষমা ॥ ৮০২
তদ্বদেব চিদাভাসচৈতন্যং বৃত্তিসংস্থিতম্।
স্বপ্রকাশং পরং ব্রহ্ম প্রকাশয়িতুমক্ষমম্ ॥ ৮০৩

অন্বয়। তস্য (অজ্ঞানের) কার্য্যতয়া (কার্য্যত্ব হেতু, ফল বলিয়া) জীববৃত্তিঃ (জীবের অবস্থা, ব্যাপার) বাধিতা (বাধাপ্রাপ্ত) ভবতি (হয়), উপপ্রভা (দীপাদি) যথা (যেমন) সূর্য্যং (তপনকে) প্রকাশয়িতুম্ (প্রকাশ করিতে) অক্ষমা (অসমর্থ হয়) তদ্বৎ এব (সেইরূপই) বৃত্তিসংস্থিতং (বৃত্তিরূপে পরিণত) চিদাভাসচৈতন্যং (চিতের স্ফুরণরূপ চৈতন্য) স্বপ্রকাশং (প্রকাশস্বভাব) পরং (পরম) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) প্রকাশয়িতুং (প্রকাশ করিতে) অক্ষমম্ (অসমর্থ) ॥ ৮০২—৮০৩

অনুবাদ। অজ্ঞানের কার্য্য অর্থাৎ ফল বলিয়া [অজ্ঞান বাধিত হইলে] জীবের ব্যাপার বাধিত (বাধাপ্রাপ্ত, নিরস্ত) হয়। দীপাদি উপপ্রভা যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিস্থিত চিদাভাসরূপ চৈতন্য পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না ॥ ৮০২—৮০৩

প্রচণ্ডাতপমধ্যস্থদীপবন্নষ্টদীধিতিঃ।
তত্তেজসাভিভূতং সল্লীনোপাধিতয়া ততঃ ॥ ৮০৪

বিম্বভূতপরব্রহ্মমাত্রং ভবতি কেবলম্।
যথাপনীতে ত্বাদর্শে প্রতিবিম্বমুখং স্বয়ম্ ॥ ৮০৫
মুখমাত্রং ভবেৎ তদ্বদেতচ্চোপাধিসংক্ষয়াৎ।
ঘটাজ্ঞানে যথা বৃত্ত্যা ব্যাপ্তয়া বাধিতে সতি ॥ ৮০৬
ঘটং বিস্ফুরয়ত্যেষ চিদাভাসঃ স্বতেজসা।
ন তথা স্বপ্রভে ব্রহ্মণ্যাভাস উপযুজ্যতে ॥ ৮০৭

অন্বয়। প্রচণ্ডাতপমধ্যস্থদীপবৎ (প্রখর সূর্য্যতাপের মধ্যবর্ত্তী প্রদীপের ন্যায়) নষ্টদীধিতিঃ (প্রভাহীন) [চিদাভাসঃ] তত্তেজসা (ব্রহ্মের প্রকাশের দ্বারা) অভিভূতং (তিরস্কৃত) সৎ (হইয়া) লীনোপাধিতয়া (উপাধি অর্থাৎ ভেদক ধর্ম্ম লয় হইয়া যাওয়ায়) ততঃ (অনন্তর) কেবলং (শুদ্ধ) বিম্বভূতপরব্রহ্মমাত্রং (বিম্বরূপ কেবল পরব্রহ্ম) ভবতি (থাকেন); যথা (যেমন) তু (পাদপূরণে) আদর্শে (আয়না, আরসি) অপনীতে (দূরীকৃত হইলে) স্বয়ং (নিজে) প্রতিবিম্বমুখং (প্রতিবিম্বে স্থিত মুখ) মুখমাত্রং (কেবল মুখস্বরূপ) ভবেৎ (হয়), তদ্বৎ (সেইরূপ) উপাধিসংক্ষয়াৎ (উপাধি নষ্ট হইলে) এতৎ চ (ইহাও) [ভবেৎ=হয়]; যথা (যেমন) ব্যাপ্তয়া (পরিব্যাপ্ত) বৃত্ত্যা (চিত্তের পরিণাম অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা) ঘটাজ্ঞানে (ঘটবিষয়ক অজ্ঞান) বাধিতে (নাশপ্রাপ্ত) সতি (হইলে) এষঃ (এই) চিদাভাসঃ (অন্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিম্ব) স্বতেজসা (নিজের তেজঃ দ্বারা) ঘটং (কুম্ভকে) বিস্ফুরয়তি (প্রকাশিত করে) তথা (সেইরূপ) স্বপ্রভে (স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) আভাসঃ (চিৎপ্রতিবিম্ব) ন উপযুজ্যতে (উপযোগী হয় না) ॥ ৮০৪—৮০৫—৮০৬—৮০৭

অনুবাদ। প্রখর সূর্য্যকিরণের মধ্যবর্ত্তী প্রভাহীন প্রদীপের ন্যায় চিদাভাস ব্রহ্মতেজের দ্বারা অভিভূত হইয়া উপাধির লয় হেতু শুদ্ধ বিম্বস্বরূপ পরব্রহ্মে অবস্থান করে; যেরূপ আদর্শ (আয়না) অপনয়ন করিলে প্রতিবিম্বস্থিত মুখ মুখরূপে অবস্থিত হয়, সেইরূপ উপাধি নষ্ট হইলে, চিদাভাসও পরব্রহ্মরূপে অবস্থিত থাকে; যেমন পরিব্যাপ্ত বৃত্তি (চিন্তা, জ্ঞান) দ্বারা ঘটবিষয়ক অজ্ঞান বাধিত হইলে, চিদাভাস নিজের তেজঃ দ্বারা ঘটকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্মে আভাস (চিৎস্ফুরণ) উপযোগী নহে ॥ ৮০৪—৮০৫—৮০৬—৮০৭

অতএব মতং বৃত্তিব্যাপ্যত্বং বস্তুনঃ সতাম্।
ন ফলব্যাপ্যতা তেন ন বিরোধঃ পরস্পরম্ ॥ ৮০৮
শ্রুত্যোদিতস্ততো ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং বুদ্ধ্যৈব সূক্ষ্ময়া।
প্রজ্ঞামান্দ্যং ভবেদ্‌যেষাং তেষাং ন শ্রুতিমাত্রতঃ।
স্যাদখণ্ডাকারবৃত্তির্বিনা তু মননাদিনা ॥ ৮০৯

অন্বয়। অতঃ এব (এইজন্যই—ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া) বস্তুনঃ (বস্তুর—ব্রহ্মের) বৃত্তিব্যাপ্যত্বং (অন্তঃকরণবৃত্তির কর্ম্মত্ব অর্থাৎ চিন্তনীয়ত্ব) সতাং (সাধুগণের) মতম্ (অভিমত), ফলব্যাপ্যতা (ফলপ্রকাশের কর্ম্মত্ব) ন [অভিমত] (নহে); তেন (তজ্জন্য) শ্রুত্যা (বেদকর্ত্তৃক) উদিতঃ (কথিত) পরস্পরম্ (অন্যোন্য, পরস্পর) বিরোধং (বিরুদ্ধতা) ন (নাই) ততঃ (সেই কারণে) সূক্ষ্ময়া (সূক্ষ্ম) বুদ্ধ্যা এব (বুদ্ধি দ্বারাই) ব্রহ্ম (শুদ্ধচৈতন্য) জ্ঞেয়ং (জানিবে), তু (পরন্তু) যেষাং (যাহাদের) প্রজ্ঞামান্দ্যং (জ্ঞানের অল্পত্ব) তেষাং (তাহাদের) মননাদিনা বিনা (মননাদি ব্যতীত) শ্রুতিমাত্রতঃ (শ্রবণমাত্রেই) অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ (অখণ্ড চৈতন্যরূপে অন্তঃকরণের বৃত্তি) ন স্যাৎ (হয় না) ॥ ৮০৮—৮০৯

অনুবাদ। এইজন্য (ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া) * সাধুগণ ব্রহ্মকে চিত্তবৃত্তির ব্যাপ্য (কর্ম্ম) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; ব্রহ্মের ফলব্যাপ্যত্ব স্বীকার করেন না, অতএব শ্রুতিবাক্যসমূহের পরস্পর বিরোধ হয় না ; তজ্জন্য সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবে। যাহারা জড়বুদ্ধি, তাহাদের মনন ব্যতীত কেবল শ্রবণমাত্রেই অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয় না ॥ ৮০৮—৮০৯

শ্রবণাদি-নিরূপণম্।

শ্রবণান্মননাদ্ধ্যানাৎ তাৎপর্য্যেণ নিরন্তরম্।
বুদ্ধেঃ সূক্ষ্মত্বমায়াতি ততো বস্তূপলভ্যতে ॥ ৮১০

মন্দপ্রজ্ঞাবতাং তস্মাৎ করণীয়ং পুনঃ পুনঃ।
শ্রবণং মননং ধ্যানং সম্যগ্‌বস্তূপলব্ধয়ে ॥ ৮১১

সর্ব্ববেদান্তবাক্যানাং ষড়্‌ভির্লিঙ্গৈঃ সদদ্বয়ে।
পরে ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যনিশ্চয়ং শ্রবণং বিদুঃ ॥ ৮১২

শ্রুতস্যৈবাদ্বিতীয়স্য বস্তুনঃ প্রত্যগাত্মনঃ।
বেদান্তবাক্যানুগুণযুক্তিভিস্ত্বনুচিন্তনম্।
মননং তচ্ছ্রুতার্থস্য সাক্ষাৎকরণকারণম্ ॥ ৮১৩

অন্বয়। নিরন্তরং (সর্ব্বদা) তাৎপর্য্যেণ (তৎপরতার সহিত) শ্রবণাৎ (গুরুমুখ হইতে শ্রবণ হেতু) মননাৎ (শ্রুতির অবিরোধী তর্ক অর্থাৎ মনে মনে আলোচনা

---

* তাৎপর্য্য—ঘটাদি জড়বস্তুগত অজ্ঞান অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা দূরীভূত হয় ; পরে চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং ঘটাদি জড়পদার্থ বৃত্তিব্যাপ্য ও ফল (চৈতন্য—প্রকাশ)-ব্যাপ্য হয়। কিন্তু ব্রহ্ম কেবলমাত্র চিত্তবৃত্তিব্যাপ্য হয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি দ্বারা 'ব্রহ্ম নাস্তি' এবংবিধ অজ্ঞান দূর হয় ; কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া তাহা আর ফলব্যাপ্য অর্থাৎ ফল বা প্রকাশের কর্ম্ম হয় না।

বশতঃ) [এবং] ধ্যানাৎ (নিদিধ্যাসন হেতু) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) সূক্ষ্মত্বং (বস্তুগ্রহণ-সামর্থ্য) আয়াতি (আসে, প্রাপ্ত হয়) ততঃ (তাহার পর) বস্তু (যথার্থতত্ত্ব—ব্রহ্ম) উপলভ্যতে (জানা যায়) তস্মাৎ (তজ্জন্য) সম্যক্ (উত্তমরূপে) বস্তূপলব্ধয়ে (পদার্থ-জ্ঞানের নিমিত্ত—ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত) মন্দপ্রজ্ঞাবতাং (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের) পুনঃপুনঃ (বার বার) শ্রবণং (গুরুমুখ হইতে অধ্যয়ন) মননং (শ্রুতির অবিরোধী তর্ক বা আলোচনা) [এবং] ধ্যানং (নিদিধ্যাসন) করণীয়ং (করা উচিত) [বুধাঃ=পণ্ডিতেরা] ষড়্ভিঃ (ছয়টি) লিঙ্গৈঃ (হেতু দ্বারা) সদদ্বয়ে (সৎস্বরূপ অদ্বিতীয়) পরে (পরম) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) সর্ব্ববেদান্তবাক্যানাং (সমস্ত বেদান্তবাক্যের) তাৎপর্য্যনিশ্চয়ং (তাৎপর্য্য-নির্ণয়কে) শ্রবণং (শ্রবণ) বিদুঃ (জানেন) তু (পরন্তু) শ্রুতস্য (অধীত) অদ্বিতীয়স্য এব (একই) প্রত্যগাত্মনঃ (ব্যাপক আত্মরূপ) বস্তুনঃ (বস্তু—ব্রহ্মের) বেদান্তবাক্যানুগুণযুক্তিভিঃ (শ্রুতিবাক্যের অনুকূল যুক্তি সকলের দ্বারা) অনুচিন্তনং (চিন্তাকে) তচ্ছ্রুতার্থস্য (সেই শ্রুত পদার্থের) সাক্ষাৎকরণকারণং (প্রত্যক্ষ জ্ঞানের হেতু) মননং (মনন) [বিদুঃ= জানেন]॥ ৮১০—৮১১—৮১২—৮১৩

অনুবাদ। অবিরত তৎপরভাবে শ্রবণ, মনন ও ধ্যানবশতঃ বুদ্ধি সূক্ষ্মভাব ধারণ করে, তাহার পর যথার্থ বস্তু উপলব্ধ হয়; অতএব সম্যগ্‌রূপে বস্তুতত্ত্ব উপলব্ধির নিমিত্ত অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের বারংবার শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করা উচিত; উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতাপ্রভৃতি ষড়্বিধ লিঙ্গের দ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে সমস্ত বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য-নির্ণয়কে পণ্ডিতেরা শ্রবণ বলিয়া থাকেন। বেদান্তবাক্যের অনুকূল যুক্তি দ্বারা গুরুমুখ হইতে শ্রুত অদ্বিতীয় ব্যাপক ব্রহ্মের চিন্তা করাকে পণ্ডিতেরা মনন বলিয়া থাকেন। এই মননই শ্রুত পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের হেতু॥ ৮১০—৮১১—৮১২—৮১৩

বিজাতীয়শরীরাদিপ্রত্যয়ত্যাগপূর্ব্বকম্।
সজাতীয়াত্মবৃত্তীনাং প্রবাহকরণং যথা॥ ৮১৪
তৈলধারাবদচ্ছিন্নবৃত্ত্যা তদ্ধ্যানমিষ্যতে।
তাবৎকালং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং শ্রবণং সদা॥ ৮১৫
প্রমাণসংশয়ো যাবৎ স্ববুদ্ধের্ন নিবর্ত্ততে।
প্রমেয়সংশয়ো যাবৎ তাবৎ তু শ্রুতিযুক্তিভিঃ॥ ৮১৬
আত্মযাথার্থ্যনিশ্চিত্যৈ কর্ত্তব্যং মননং মুহুঃ।
বিপরীতাত্মধীর্যাবন্ন বিনশ্যতি চেতসি।
তাবন্নিরন্তরং ধ্যানং কর্ত্তব্যং মোক্ষমিচ্ছতা॥ ৮১৭

অন্বয়। যথা (যেমন) বিজাতীয়শরীরাদিপ্রত্যয়ত্যাগপূর্ব্বকং (বিরুদ্ধ-জাতীয় দেহ প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান ত্যাগ করিয়া) তৈলধারাবৎ (তেলের ধারার

মত) অচ্ছিন্নবৃত্ত্যা (অবিচ্ছেদরূপে) সজাতীয়াত্মবৃত্তীনাং (সমানজাতীয় আত্মাকার বৃত্তিগুলির) প্রবাহকরণম্ (একভাবে চালন) তৎ (তাহাকে) ধ্যানং (ধ্যান, নিদিধ্যাসন) ইষ্যতে (কথিত হয়), যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) স্ববুদ্ধেঃ (স্বকীয় বুদ্ধি হইতে) প্রমাণসংশয়ঃ (প্রমাণ বিষয়ে সন্দেহ) ন নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয় না,) তাবৎকালং (সেই কাল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া) সদা (সর্ব্বদা) প্রযত্নেন (যত্নপূর্ব্বক) শ্রবণং (শ্রবণ) কর্ত্তব্যং (করা উচিত), যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) প্রমেয়সংশয়ঃ (প্রমেয় বিষয়ে সন্দেহ) তাবৎ তু (সেই পর্য্যন্তই) শ্রুতিযুক্তিভিঃ (শ্রবণ ও বেদানুকূল যুক্তিসমূহের দ্বারা) আত্মযাথার্থ্যনিশ্চিত্যৈ (আত্মার যথার্থতা নিশ্চয়ের জন্য) মুহুঃ (পুনঃপুনঃ) মননং (তর্ক, মনে মনে আলোচনা) কর্ত্তব্যং (করা উচিত) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) চেতসি (অন্তঃকরণে) বিপরীতাত্মধীঃ (বিপরীত আত্মজ্ঞান) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয়) তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) মোক্ষং (মুক্তি) ইচ্ছতা (অভিলাষকারী ব্যক্তি) নিরন্তরং (সর্ব্বদা) ধ্যানং (ধ্যান) কর্ত্তব্যম্ (করিবে) ॥ ৮১৪—৮১৫—৮১৬—৮১৭

অনুবাদ। দেহ প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিজাতীয় প্রত্যয় (ধারণা) পরিত্যাগ করিয়া তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে আত্মরূপ সজাতীয় অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহের একভাবে প্রবাহকরণকে (অর্থাৎ একাগ্র চিন্তাকে) ধ্যান বলা হয়। যতকাল পর্য্যন্ত প্রমাণগত সন্দেহ নিবৃত্ত না হয়, ততকাল যত্নসহকারে সর্ব্বদা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত প্রমেয়গত সন্দেহ নিবৃত্ত না হয়, ততকাল শ্রুতি এবং তদনুকূল যুক্তিসমূহের দ্বারা আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ মনন (মনে মনে আলোচনা) করা বিধেয়। যে পর্য্যন্ত চিত্তে বিপরীত আত্মজ্ঞান (দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি) বিনষ্ট না হয়, তদবধি মুমুক্ষু পুরুষের অবিরত ধ্যান করা উচিত ॥ ৮১৪—৮১৫—৮১৬—৮১৭

যাবন্ন তর্কেণ নিরাসিতোঽপি
দৃশ্যপ্রপঞ্চস্ত্বপরোক্ষবোধাৎ।
বিলীয়তে তাবদমুষ্য ভিক্ষো-
র্ধ্যানাদি সম্যক্ করণীয়মেব ॥ ৮১৮

অন্বয়। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) তর্কেণ (মননের দ্বারা) দৃশ্যপ্রপঞ্চঃ (দৃশ্য জগৎ) নিরাসিতঃ অপি (দূরীকৃত হইলেও) তু (কিন্তু) অপরোক্ষবোধাৎ (প্রত্যক্ষজ্ঞান হেতু) ন বিলীয়তে (বিলয়প্রাপ্ত হয় না), তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) অমুষ্য (এই) ভিক্ষোঃ (সন্ন্যাসীর) ধ্যানাদি (ধ্যান প্রভৃতি) সম্যক্ এব (উত্তমরূপেই) করণীয়ম্ (কর্ত্তব্য) ॥ ৮১৮

অনুবাদ। মননের দ্বারা দৃশ্যপ্রপঞ্চ (পরিদৃশ্যমান জগৎ) দূরীকৃত হইলেও, যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা বিলয়প্রাপ্ত না হয়, তদবধি এই সন্ন্যাসীর উত্তমরূপে ধ্যান করা উচিত ॥ ৮১৮

———

সবিকল্পসমাধিঃ।

সবিকল্পো নির্ব্বিকল্প ইতি দ্বেধা নিগদ্যতে।
সমাধিঃ সবিকল্পস্য লক্ষণং বচ্মি তচ্ছৃণু॥ ৮১৯

অন্বয়। সবিকল্পঃ (বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান) নির্ব্বিকল্পঃ (বিকল্পশূন্য) ইতি (এই) দ্বেধা (দুই প্রকার) সমাধিঃ (সমাধান—যোগ) নিগদ্যতে (কথিত হয়); সবিকল্পস্য (সবিকল্প সমাধির) লক্ষণম্ (অন্য বস্তু হইতে ভেদের অনুমাপক লক্ষণ, কাহাকে বলে সেই সংজ্ঞা) বচ্মি (বলিতেছি), তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ) কর॥ ৮১৯

অনুবাদ। পণ্ডিতেরা সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প এই দুই প্রকার সমাধি বলিয়া থাকেন; [তন্মধ্যে] সবিকল্প সমাধির লক্ষণ বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর॥ ৮১৯

জ্ঞাত্রাদ্যবিলয়েনৈব জ্ঞেয়ব্রহ্মণি * কেবলে।
তদাকারাকারিতয়া চিত্তবৃত্তেরবস্থিতিঃ॥ ৮২০

সদ্ভিঃ স এব বিজ্ঞেয়ঃ সমাধিঃ সবিকল্পকঃ।
মৃদ এবাবভানেঽপি মৃন্ময়দ্বিপভানবৎ॥ ৮২১

সন্মাত্রবস্তুভানেঽপি ত্রিপুটী ভাতি সন্ময়ী।
সমাধিরত এবায়ং সবিকল্প ইতীর্য্যতে॥ ৮২২

অন্বয়। জ্ঞাত্রাদ্যবিলয়েন এব (জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিলয় না হইয়াই) কেবলে (শুদ্ধ) জ্ঞেয়ব্রহ্মণি (জ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্মে) তদাকারাকারিতয়া (ব্রহ্মাকারে আকারিত হওয়ায়) চিত্তবৃত্তেঃ (অন্তঃকরণ-পরিণামের অর্থাৎ চিন্তার) অবস্থিতিঃ (অবস্থান) সদ্ভিঃ (সজ্জনগণকর্ত্তৃক) সঃ এব (তাহাই) সবিকল্পকঃ (বিকল্প-যুক্ত) সমাধিঃ (যোগ) বিজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্য), মৃদঃ এব (মৃত্তিকারই) অব-ভানে অপি (প্রকাশেও) মৃন্ময়দ্বিপভানবৎ (মৃত্তিকানির্ম্মিত হস্তীর প্রকাশের ন্যায়) সন্মাত্রবস্তুভানে অপি (নিত্যরূপ পদার্থের জ্ঞান হইলেও) সন্ময়ী (সত্তাযুক্ত) ত্রিপুটী (জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটি) ভাতি (প্রকাশ পায়) অতঃ এব (এই নিমিত্তই) অয়ম্ (এই) সবিকল্পঃ (বিকল্পযুক্ত) সমাধিঃ (যোগ) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৮২০—৮২১—৮২২

অনুবাদ। জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিলয় না হইয়া শুদ্ধ জ্ঞেয় ব্রহ্মে তদাকারে চিত্তবৃত্তির (অর্থাৎ চিন্তার) অবস্থানকে সাধুগণ সবিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন, মৃন্ময় হস্তী দেখিয়া তাহাতে মৃত্তিকার জ্ঞান হইয়াও যেমন মৃন্ময় হস্তীর জ্ঞান হয়, তদ্রূপ সত্তা মাত্র বস্তুর জ্ঞান হইলেও, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় (এই তিনটি) অবভাস-মান (প্রকাশমান) হয়; অতএব পণ্ডিতেরা ইহাকে সবিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন॥ ৮২০—৮২১—৮২২

---

* জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি ইতি বা পাঠঃ।

নির্ব্বিকল্পসমাধিঃ।

জ্ঞাত্রাদিভাবমুৎসৃজ্য জ্ঞেয়মাত্রস্থিতির্দৃঢ়া।
মনসো নির্ব্বিকল্পঃ স্যাৎ সমাধির্যোগসংজ্ঞিতঃ॥ ৮২৩

অন্বয়। জ্ঞাত্রাদিভাবং (জ্ঞাতা জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্ম) উৎসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) মনসঃ (মনের) দৃঢ়া (দৃঢ়রূপে) জ্ঞেয়মাত্রস্থিতিঃ (জ্ঞানের বিষয়মাত্রে অবস্থিতি) যোগসংজ্ঞিতঃ (যোগ এই নাম-বিশিষ্ট) নির্ব্বিকল্পঃ (বিকল্পরহিত) সমাধিঃ (সমাধি) স্যাৎ (হইয়া থাকে)॥ ৮২৩

অনুবাদ। জ্ঞাতৃত্বাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞেয় বস্তুতে মনের দৃঢ় অবস্থানকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে ; ইহারই নাম যোগ॥ ৮২৩

জলে নিক্ষিপ্তলবণং জলমাত্রতয়া স্থিতম্।
পৃথঙ্ন ভাতি কিং ন্বন্তঃ* একমেবাবভাসতে॥ ৮২৪
যথা তথৈব সা বৃত্তি র্ব্রহ্মমাত্রতয়া স্থিতা।
পৃথঙ্ন ভাতি ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়মবভাসতে॥ ৮২৫

অন্বয়। যথা (যেমন) জলে (উদকে) নিক্ষিপ্তলবণং (নিক্ষিপ্ত লবণ) জলমাত্রতয়া (কেবল জলরূপে) স্থিতম্ (অবস্থিত) পৃথক্ (পৃথক্‌ভাবে) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না) কিং নু (প্রশ্নে) [অথবা কিন্তু—পরন্তু] একম্ এব (কেবলই) অন্তঃ (জল) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে), তথা (সেইরূপ) ব্রহ্মমাত্রতয়া (ব্রহ্মস্বরূপত্বরূপে) স্থিতা (অবস্থিত) সা (সেই) বৃত্তিঃ (চিত্ত-পরিণাম, চিন্তা) পৃথক্ (পৃথক্‌ভাবে) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না) অদ্বিতীয়ম্ (একরূপ) ব্রহ্ম এব (শুদ্ধচৈতন্যই) অবভাসতে (প্রকাশ পায়)॥ ৮২৪—৮২৫

অনুবাদ। যেমন জলে লবণ নিক্ষেপ করিলে তাহা জলরূপে অবস্থিত থাকে, পৃথগ্রূপে প্রকাশ পায় না, কিন্তু কেবল জলই অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মমাত্ররূপে অবস্থিত অন্তঃকরণবৃত্তি পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ পায় না, অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৮২৪—৮২৫

জ্ঞাত্রাদিকল্পনাভাবান্মতোঽয়ং নির্ব্বিকল্পকঃ।
বৃত্তেঃ সদ্‌ভাববাধাভ্যামুভয়োর্ভেদ ইষ্যতে॥ ৮২৬

অন্বয়। জ্ঞাত্রাদিকল্পনাভাবাৎ (জ্ঞাতা, জ্ঞান প্রভৃতির কল্পনা না থাকা বশতঃ) অয়ম্ (এই) নির্ব্বিকল্পকঃ (নির্ব্বিকল্প সমাধি) মতঃ (সাধুগণের অভিমত), বৃত্তেঃ (চিত্তবৃত্তির) সদ্‌ভাববাধাভ্যাম্ (স্থিতি ও নাশবশতঃ)

* ক্বিন্ত্বন্ত ইতি বা পাঠঃ।

উভয়োঃ (সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পের) ভেদঃ (বিশেষ, ভিন্নতা) ইষ্যতে (অভি-লষিত হয়)॥ ৮২৬

অনুবাদ। জ্ঞাতা ও জ্ঞান প্রভৃতির কল্পনা না থাকায়, সাধুগণ ইহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন। সবিকল্প সমাধিতে চিত্তবৃত্তি থাকে, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিত্তবৃত্তি থাকে না ইহাই উভয় প্রকার সমাধির ভেদ॥ ৮২৬

সমাধিসুপ্ত্যো র্জ্ঞানঞ্চাজ্ঞানং সুপ্ত্যাত্র নেষ্যতে।
সবিকল্পো নির্ব্বিকল্পঃ সমাধির্দ্বাবিমৌ হৃদি॥ ৮২৭
মুমুক্ষোর্যত্নতঃ কার্য্যৌ বিপরীতনিবৃত্তয়ে।
কৃতেঽস্মিন্ বিপরীতায়া ভাবনায়া নিবর্ত্তনম্।
জ্ঞানস্যাপ্রতিবদ্ধত্বং সদানন্দশ্চ সিধ্যতি॥ ৮২৮

অন্বয়। অত্র (ইহাতে—নির্ব্বিকল্প সমাধিতে) সুপ্ত্যা (সুষুপ্তিদ্বারা) সমাধিসুপ্ত্যোঃ (সমাধি এবং সুষুপ্তির) জ্ঞানং (বোধ) চ (এবং) অজ্ঞানং (জ্ঞানাভাব অথবা অবিদ্যা) ন ইষ্যতে (অভিপ্রেত অর্থাৎ ইষ্ট হয় না), সবিকল্পঃ (বিকল্পযুক্ত) নির্ব্বিকল্পঃ (বিকল্পরহিত) সমাধিঃ (যোগ), ইমৌ (এই) দ্বৌ (দুইটি) বিপরীতনিবৃত্তয়ে (বিরুদ্ধ ভাবনা নিবৃত্তির জন্য) মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকাম পুরুষের) হৃদি (মনে) যত্নতঃ (যত্নসহকারে) কার্য্যৌ (করা উচিত), অস্মিন্ (এই সমাধি) কৃতে (অনুষ্ঠিত হইলে) বিপরীতভাবনায়াঃ (বিরুদ্ধ চিন্তার) নিবর্ত্তনং (নিবৃত্তি) [ভবতি=হয়], জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) অপ্রতিবদ্ধত্বম্ (অপ্রতিবন্ধ, বাধার অভাব) সদা (সর্ব্বদা) আনন্দঃ চ (এবং সুখ) সিধ্যতি (সম্পন্ন হয়)॥ ৮২৭—৮২৮

অনুবাদ। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সাধুগণ সবিকল্প সমাধি ও সুষুপ্তি-গত (গভীর নিদ্রায় উপলব্ধ) জ্ঞান ও অজ্ঞানকে স্বীকার করেন না। মুমুক্ষু পুরুষ বিপরীত ভাবনা নিবৃত্তির জন্য মনোমধ্যে যত্নসহকারে সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প এই দুই প্রকার সমাধির অনুষ্ঠান করিবেন। এই সমাধি অনুষ্ঠিত হইলে বিপরীত ভাবনা নিবৃত্ত হয়, অপ্রতিবন্ধ-জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং নিত্য আনন্দ আবির্ভূত হয়॥ ৮২৭—৮২৮

দৃশ্যানুবিদ্ধসবিকল্পঃ।

দৃশ্যানুবিদ্ধঃ শব্দানুবিদ্ধশ্চেতি দ্বিধা মতঃ॥ ৮২৯
সবিকল্পস্তয়োর্যৎ তল্লক্ষণং বচ্মি তচ্ছৃণু।
কামাদিপ্রত্যয়ৈর্দৃশ্যৈঃ সংসর্গো যত্র দৃশ্যতে॥ ৮৩০

সোঽয়ং দৃশ্যানুবিদ্ধঃ স্যাৎ সমাধিঃ সবিকল্পকঃ।
অহং মমেদমিত্যাদিকামক্রোধাদিবৃত্তয়ঃ ॥ ৮৩১
দৃশ্যন্তে যেন সংদৃষ্টা দৃশ্যাঃ স্যুরহমাদয়ঃ।
কামাদিসর্ব্ববৃত্তীনাং দ্রষ্টারমবিকারিণম্ ॥ ৮৩২
সাক্ষিণং স্বং বিজানীয়াদ্ যস্তাঃ পশ্যতি নিষ্ক্রিয়ঃ।
কামাদীনামহং সাক্ষী দৃশ্যন্তে তে ময়া ততঃ ॥ ৮৩৩
ইতি সাক্ষিতয়াত্মানং জানাত্যাত্মনি সাক্ষিণম্।
দৃশ্যং কামাদি সকলং স্বাত্মন্যেব বিলাপয়েৎ ॥ ৮৩৪

অন্বয়। সবিকল্পঃ (সবিকল্প সমাধি) দৃশ্যানুবিদ্ধঃ (দৃশ্যসম্বদ্ধ) শব্দানুবিদ্ধঃ (শব্দসম্বদ্ধ) চ (এবং) দ্বিধা (দুই প্রকার) মতঃ (অভিমত, স্বীকৃত), তয়োঃ (তাহাদের উভয়ের) যৎ (যাহা) লক্ষণং (চিহ্ন) তৎ (তাহা), বচ্মি (বলিতেছি) শৃণু (শ্রবণ কর), যত্র (যে সমাধিতে) কামাদিপ্রত্যয়ৈঃ (কামাদি-বিষয়ক জ্ঞান) দৃশ্যৈঃ (দৃশ্যসমূহের দ্বারা) সংসর্গঃ (সম্বন্ধ) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) সঃ (সেই) অয়ম্ (এই) দৃশ্যানুবিদ্ধঃ (দৃশ্যসম্বদ্ধ) সবিকল্পকঃ (সবিকল্প) সমাধিঃ (যোগ) স্যাৎ (হয়) অহংমমেত্যাদিকামক্রোধাদিবৃত্তয়ঃ (আমি, আমার—এইরূপ কাম, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিসমূহ) যেন (যৎ কর্ত্তৃক) দৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হয়) অহমাদয়ঃ (আমি আমার প্রভৃতি) দৃশ্যাঃ (দৃশ্যসমূহ) [যেন =যৎকর্ত্তৃক] সংদৃষ্টা (অবলোকিত হয়), কামাদিসর্ব্ববৃত্তীনাং (কাম, ক্রোধ প্রভৃতি যাবতীয় চিত্তের অবস্থার) দ্রষ্টারম্ (দর্শক) অবিকারিণং (বিকারশূন্য) সাক্ষিণম্ (উদাসীন) স্বম্ (আত্মাকে) যঃ (যিনি) বিজানীয়াৎ (জানেন), [যঃ=যিনি] নিষ্ক্রিয়ঃ (নির্ব্ব্যাপার হইয়া) তাঃ (সেই সমস্ত বৃত্তিকে) পশ্যতি (দেখেন), অহম্ (আমি) কামাদীনাং (কাম ক্রোধ প্রভৃতির) সাক্ষী (দ্রষ্টা) ততঃ (অতএব) তে (তাহারা—কাম ক্রোধ প্রভৃতি) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) দৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হইতেছে), ইতি (এইরূপ) সাক্ষিতয়া (দ্রষ্টৃস্বরূপে, সাক্ষিরূপে) আত্মনি (আত্মাতে) আত্মানং (নিজকে) বিজানীয়াৎ (জানিয়া থাকেন), কামাদি (কাম ক্রোধ প্রভৃতি) সকলং (সমস্ত) দৃশ্যং (দর্শনের বিষয়) স্বাত্মনি এব (আত্মাতেই) বিলাপয়েৎ (লয় করিয়া থাকেন) ॥৮২৯—৮৩০—৮৩১—৮৩২—৮৩৩—৮৩৪

অনুবাদ। সবিকল্প সমাধি দুই প্রকার,—দৃশ্যানুবিদ্ধ ও শব্দানুবিদ্ধ; তাহাদের উভয়ের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহাতে কামক্রোধ প্রভৃতি প্রত্যয়-রূপ দৃশ্য পদার্থসমূহের সহিত সম্বদ্ধ হয়, তাহাকে দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলে। যাঁহার দ্বারা অহং মম ইত্যাদি কামক্রোধ প্রভৃতির বৃত্তিগুলি পরিদৃষ্ট হয়—যিনি অহং মম প্রভৃতি দৃশ্য পদার্থসমূহের দ্রষ্টা, সমস্ত কামাদি বৃত্তির দর্শক, বিকার-রহিত সাক্ষী আত্মাকে যিনি জানেন, যিনি নিষ্ক্রিয় থাকিয়া এই সমস্ত বৃত্তি

নিরীক্ষণ করেন, আমি কামক্রোধাদি বৃত্তির সাক্ষী, অতএব সেই সমুদায় আমি দর্শন করি—এইরূপ সাক্ষিভাবে আত্মাতে আত্মাকে যিনি জানেন এবং কামাদি দৃশ্য সমুদায় আত্মাতেই লীন করেন॥ ৮২৯—৮৩০—৮৩১—৮৩২—৮৩৩—৮৩৪

নাহং দেহো নাপ্যসুর্নাক্ষবর্গো
নাহঙ্কারো নো মনো নাপি বুদ্ধিঃ।
অন্তস্তেষাং চাপি তদ্‌বিক্রিয়াণাং
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি॥ ৮৩৫

অন্বয়। অহম্ (আমি) দেহঃ (শরীর) ন (নহি), অসুঃ অপি ন (প্রাণও নহি) অক্ষবর্গঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) ন (নহি), অহঙ্কারঃ (অভিমান) ন (নহি), মনঃ (মন) নো (নহি), বুদ্ধিঃ অপি ন (বুদ্ধিও নহি) [যত্র=যেখানে] তেষাং (দেহ প্রভৃতির) তদ্বিক্রিয়াণাং চ অপি (এবং দেহাদির বিকারেরও) অন্তঃ (অবসান) [সঃ=সেই সাক্ষী] (উদাসীন) নিত্যঃ (সৎস্বরূপ) প্রত্যক্ (ব্যাপক আত্মা) অহম্ এব (আমিই) অস্মি (হই)॥ ৮৩৫

অনুবাদ। আমি দেহ নহি, কিংবা প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি নহি; দেহাদি ও তাহাদের বিকারসমূহের যেখানে অবসান হইয়াছে, সেই সাক্ষিস্বরূপ নিত্য ব্যাপক আত্মাই আমি॥ ৮৩৫

বাচঃ সাক্ষী প্রাণবৃত্তেশ্চ সাক্ষী
বুদ্ধেঃ সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তেশ্চ সাক্ষী।
চক্ষুঃশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাঞ্চ সাক্ষী
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি॥ ৮৩৬

অন্বয়। [যঃ=যিনি] বাচঃ (বাক্যের) সাক্ষী (দ্রষ্টা) প্রাণবৃত্তেঃ চ (এবং প্রাণের ব্যাপারের) সাক্ষী (দ্রষ্টা) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) সাক্ষী (দ্রষ্টা) বুদ্ধিবৃত্তেঃ চ (বুদ্ধিবৃত্তিরও) সাক্ষী (দ্রষ্টা) চক্ষুঃশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাং চ (চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহেরও) সাক্ষী (দ্রষ্টা) [সঃ=সেই] নিত্যঃ (সৎস্বরূপ) সাক্ষী (উদাসীন) প্রত্যক্ এব (ব্যাপক আত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই)॥ ৮৩৬

অনুবাদ। যিনি বাক্যের এবং প্রাণক্রিয়ার সাক্ষী, বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী, যিনি চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সাক্ষী, সেই উদাসীন নিত্য প্রত্যগাত্মাই আমি॥ ৮৩৬

নাহং স্থূলো নাপি সূক্ষ্মো ন দীর্ঘো
নাহং বালো নো যুবা নাপি বৃদ্ধঃ।

নাহং কাণো নাপি মূকো ন ষণ্ডঃ

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৭

অন্বয়। অহম্ (আমি) স্থূলঃ (মোটা) ন (নহি), সূক্ষ্মঃ অপি (সরু ও কৃশও) ন (নহি), দীর্ঘঃ (বিস্তৃত) ন (নহি), অহম্ (আমি) বালঃ (শিশু) ন (নহি), যুবা (তরুণ) নো (নহি), বৃদ্ধঃ অপি (বৃদ্ধও) ন (নহি), অহম্ (আমি) কাণঃ (নেত্রবিহীন) ন (নহি), মূকঃ অপি (বোবাও, বাক্‌শক্তি-বিহীনও) ন (নহি), ষণ্ডঃ (ক্লীব) ন (নহি), সাক্ষী (উদাসীন) নিত্যঃ (সৎ-স্বরূপ) প্রত্যক্ এব (ব্যাপক আত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৩৭

অনুবাদ। আমি স্থূল নহি, সূক্ষ্ম বা দীর্ঘ নহি, বালক, তরুণ কিংবা বৃদ্ধ নহি; আমি নেত্রবিহীন, বোবা কিংবা ক্লীব নহি, সাক্ষিস্বরূপ নিত্য প্রত্যগাত্মাই আমি ॥ ৮৩৭

নাস্ম্যাগন্তা নাপি গন্তা ন হন্তা

নাহং কর্ত্তা ন প্রযোক্তা ন বক্তা।

নাহং ভোক্তা নো সুখী নৈব দুঃখী

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৮

অন্বয়। অহম্ (আমি) আগন্তা (আগমনকারী) ন অস্মি (হই না), গন্তা অপি (গমনকারীও) ন (নহি) হন্তা (হননকর্ত্তা) ন (নহি), কর্ত্তা (কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট) ন (নহি), প্রযোক্তা (প্রয়োগকর্ত্তা) ন (নহি), বক্তা (বক্তৃতা-কারী) ন (নহি), অহম্ (আমি) ভোক্তা (ভোগকারী) ন (নহি), সুখী (সুখবিশিষ্ট) ন (নহি), দুঃখী এব (দুঃখিতও) ন (নহি), সাক্ষী (উদাসীন) নিত্যঃ (সদা বর্ত্তমান) প্রত্যক্ এব (পরমাত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৩৮

অনুবাদ। আমি কোন স্থান হইতে আসি নাই, কিংবা গমনকারীও নহি; হন্তা, কর্ত্তা, প্রযোক্তা, বক্তা, ভোক্তা, সুখী বা দুঃখী আমি নহি; সাক্ষিস্বরূপ নিত্য পরমাত্মাই আমি ॥ ৮৩৮

নাহং যোগী নো বিয়োগী ন রাগী

নাহং ক্রোধী নৈব কামী ন লোভী।

নাহং বদ্ধো নাপি যুক্তো ন মুক্তঃ

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৯

অন্বয়। অহম্ (আমি) যোগী (সমাধিমান্ পুরুষ) ন (নহি), বিয়োগী (যোগবিহীন পুরুষ) ন (নহি) রাগী (অনুরাগবান্ অর্থাৎ আসক্ত পুরুষ) ন (নহি) অম্‌হ (আমি) ক্রোধী (ক্রুদ্ধ) ন (নহি) কামী এব (কামনাবান্‌ও) ন (নহি)

লোভী (লোভযুক্ত) ন (নহি) অহম্ (আমি) বদ্ধঃ (বন্ধনযুক্ত) ন (নহি) যুক্তঃ (কার্য্যে নিযুক্ত) ন (নহি) মুক্তঃ (মুক্তিপ্রাপ্ত) ন (নহি) সাক্ষী (উদাসীন) নিত্যঃ (সদা বিদ্যমান) প্রত্যক্ এব (ব্যাপক আত্মা, পরমাত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই)॥ ৮৩৯

অনুবাদ। আমি যোগী নহি কিংবা বিয়োগীও নহি ; আমি রাগী (আসক্ত), ক্রোধী, কামী, কিংবা লোভীও নহি ; আমি বদ্ধ, কোন কার্য্যে নিযুক্ত কিংবা মুক্ত নহি ; সাক্ষিস্বরূপ নিত্য প্রত্যগাত্মা আমি ॥ ৮৩৯

নান্তঃপ্রজ্ঞো ন বহিঃপ্রজ্ঞকো বা
নৈব প্রজ্ঞো নাপি চাপ্রজ্ঞ এষঃ।
নাহং শ্রোতা নাপি মন্তা ন বোদ্ধা
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৪০

অন্বয়। এষঃ (এই) অহম্ (আমি) অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (অন্তরে সংজ্ঞাযুক্ত) বা (কিংবা) বহিঃপ্রজ্ঞকঃ (বাহিরে সংজ্ঞাযুক্ত) ন (নহি) প্রজ্ঞঃ এব (প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্‌ও) ন (নহি) অপ্রজ্ঞঃ চ (প্রজ্ঞাহীনও) ন (নহি) শ্রোতা (শ্রবণকর্ত্তা) ন (নহি) মন্তা অপি (মননকর্ত্তাও) ন (নহি) বোদ্ধা (জ্ঞাতা) ন (নহি) সাক্ষী (উদাসীন) নিত্যঃ (সদা বর্ত্তমান) প্রত্যক্ এব (বিভু আত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই)॥ ৮৪০

অনুবাদ। আমি অন্তরে সংজ্ঞাবিশিষ্ট কিংবা বাহিরে সংজ্ঞাযুক্ত নহি ; আমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানী বা অজ্ঞ নহি ; আমি শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা নহি ; সাক্ষিস্বরূপ নিত্য প্রত্যগাত্মাই আমি ॥ ৮৪০

ন মেঽস্তি দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিযোগো
ন পুণ্যলেশোঽপি ন পাপলেশঃ।
ক্ষুধাপিপাসাদিষড়ূর্ম্মিদূরঃ
সদা বিমুক্তোঽস্মি চিদেব কেবলঃ ॥ ৮৪১

অন্বয়। মে (আমার) দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিযোগঃ (শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ) ন অস্তি (নাই) পুণ্যলেশঃ অপি (পুণ্যকণাও) ন (নাই) পাপলেশঃ (পাপকণা) ন (নাই) ক্ষুধাপিপাসাদিষড়ূর্ম্মিদূরঃ (যিনি ক্ষুধাপিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু এই ছয়টি দেহধর্ম্ম হইতে দূরে অবস্থিত, অর্থাৎ এই সমস্ত দেহধর্ম্ম যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না) সদা (সর্ব্বদা) বিমুক্তঃ (মুক্ত) কেবলঃ (শুদ্ধ) [সেই] চিৎ এব (জ্ঞানস্বরূপই) [অহং=আমি] অস্মি (হই)॥ ৮৪১

অনুবাদ। আমার দেহ, ইন্দ্রিয়সমূহ কিংবা বুদ্ধির সহিত [কোনরূপ] সম্বন্ধ নাই ; স্বল্পমাত্র পুণ্য বা পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; ক্ষুধা, পিপাসা,

শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু এই ছয়টি শরীরধর্ম্ম হইতে দূরে অবস্থিত মুক্ত, শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই আমি ॥ ৮৪১

অপাণিপাদোঽহমবাগচক্ষু-
রপ্রাণ এবাস্ম্যমনা হ্যবুদ্ধিঃ।
ব্যোমেব পূর্ণোঽস্মি বিনির্ম্মলোঽস্মি
সদৈকরূপোঽস্মি চিদেব কেবলঃ ॥ ৮৪২

অন্বয়। অহম্ (আমি) অপাণিপাদঃ (হস্তপদাদিরহিত) অবাক্ (বাক্‌শক্তিশূন্য) অচক্ষুঃ (চক্ষুর্ব্বিশূন্য) অপ্রাণঃ এব (প্রাণরহিতও) অস্মি (হই) হি (নিশ্চিত) অমনাঃ (মনোরহিত) অবুদ্ধিঃ (বুদ্ধিশূন্য) ব্যোম (আকাশ) ইব (তুল্য) পূর্ণঃ (পরিপূর্ণস্বরূপ) অস্মি (হই) বিনির্ম্মলঃ (স্বচ্ছ) অস্মি (হই) সদা (সর্ব্বদা) একরূপঃ (অবিকারী, একরূপ, কূটস্থ) কেবলঃ (শুদ্ধ) চিৎ এব (জ্ঞানস্বরূপই) অস্মি (আছি) ॥ ৮৪২

অনুবাদ। আমি হস্তপদশূন্য; আমি বাক্য, চক্ষু, প্রাণ, মন বা বুদ্ধি দ্বারা রহিত; আমি আকাশের ন্যায় বিভু, স্বচ্ছ, সদা কূটস্থ শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপে অবস্থিত আছি ॥ ৮৪২

ইতি স্বমাত্মানমবেক্ষমাণঃ
প্রতীতদৃশ্যং প্রবিলাপয়ন্ সদা।
জহাতি বিদ্বান্ বিপরীতভাবং
স্বাভাবিকং ভ্রান্তিবশাৎ প্রতীতম্ ॥ ৮৪৩

অন্বয়। ইতি (এইরূপে—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) স্বম্ (স্বকীয়) আত্মানম্ (আত্মাকে) অবেক্ষমাণঃ (দর্শনকারী) বিদ্বান্ (পণ্ডিত) সদা (সর্ব্বদা) প্রতীতদৃশ্যম্ (অনুভূত ঘটপটাদি দৃশ্যবস্তু) প্রবিলাপয়ন্ (দূর করিয়া, কারণে অন্তর্লীন করিয়া) ভ্রান্তিবশাৎ (ভ্রমহেতু) প্রতীতম্ (অনুভূত) স্বাভাবিকম্ (আবিদ্যক, অবিদ্যাকল্পিত) বিপরীতভাবং (বিরুদ্ধভাব) জহাতি (ত্যাগ করেন) ॥ ৮৪৩

অনুবাদ। বিদ্বান্ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিজের আত্মাকে দর্শন করিয়া সতত অনুভূত ঘটপটাদি দৃশ্যকে কারণে অন্তর্লীন করিয়া (অর্থাৎ বিলুপ্ত করিয়া) ভ্রমবশতঃ অনুভূত স্বাভাবিক বিপরীতভাব (দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি)-কে পরিত্যাগ করেন ॥ ৮৪৩

বিপরীতাত্মতাস্ফূর্ত্তিরেব মুক্তিরিতীর্য্যতে।
সদা সমাহিতস্যৈব সৈষা সিধ্যতি নান্যথা ॥ ৮৪৪

অন্বয়। বিপরীতাত্মতাস্ফূর্ত্তিঃ এব (বিপরীতরূপে আত্মার অপ্রকাশ অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি না হওয়াই) মুক্তিঃ (মোক্ষ) ইতি (ইহা)

ঈর্য্যতে (কথিত হয়) ; সদা (সর্ব্বদা) সমাহিতস্য এব (সমাধিমান্ পুরুষেরই) এষা (এই মুক্তি) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়), অন্যথা ন (অন্য প্রকারে হয় না) ॥ ৮৪৪

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মত্ববুদ্ধি না হওয়াকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন, সর্ব্বদা সমাধিমান্ পুরুষের মুক্তি ঘটিয়া থাকে, অন্যপ্রকারে হয় না ॥ ৮৪৪

ন বেষভাষাভিরমুষ্য মুক্তি-
র্যাকেবলাখণ্ডচিদাত্মনা স্থিতিঃ।
তৎসিদ্ধয়ে স্বাত্মনি সর্ব্বদা স্থিতো
জহ্যাদহন্তাং মমতামুপাধৌ ॥ ৮৪৫

অন্বয়। অমুষ্য (এই পুরুষের) বেষভাষাভিঃ (বেশ ও ভাষা দ্বারা) মুক্তিঃ (মোক্ষ) ন (হয় না) যা (যাহা) কেবলাখণ্ডচিদাত্মনা (শুদ্ধ অখণ্ড—একরূপ—চৈতন্যরূপে) স্থিতিঃ (বিদ্যমানতা) [এব=ই, মুক্তিঃ=মোক্ষ] তৎসিদ্ধয়ে (মুক্তিলাভের নিমিত্ত) স্বাত্মনি (নিজ আত্মাতে) সর্ব্বদা (সকল সময়) স্থিতঃ (অবস্থিত পুরুষ) অহন্তাম্ (আমি স্থূল ইত্যাদি অহংভাব) মমতাম্ (আমার দেহ ইত্যাদি মমত্ব) [এইরূপ] উপাধৌ (উপাধিদ্বয়কে, ভেদক ধর্ম্ম দুইটিকে) জহ্যাৎ (ত্যাগ করিবে) ॥ ৮৪৫

অনুবাদ। বেশ (মুমুক্ষুর পরিচ্ছদ) ও ভাষা (মুমুক্ষুর ন্যায় কথা) দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না ; শুদ্ধ অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে অবস্থান করাকে মুক্তি বলে। পণ্ডিত ব্যক্তি মুক্তিলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা আত্মস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া অহন্তা (আমি আমি ভাব) ও মমতাকে (আমার আমার ভাবকে) বর্জ্জন করিবেন ॥ ৮৪৫

স্বাত্মতত্ত্বং সমালম্ব্য কুর্য্যাৎ প্রকৃতিনাশনম্।
তেনৈব মুক্তো ভবতি নান্যথা কর্ম্মকোটিভিঃ ॥ ৮৪৬

অন্বয়। স্বাত্মতত্ত্বম্ (আত্মার যথার্থস্বরূপকে) সমালম্ব্য (আশ্রয় করিয়া) প্রকৃতিনাশনম্ (অজ্ঞান-বিনাশ) কুর্য্যাৎ (করিবেন), তেন এব (তাহার দ্বারা—অজ্ঞানের নাশ দ্বারাই) মুক্তঃ (মুক্তিযুক্ত) ভবতি (হন) অন্যথা (অন্যপ্রকারে) কর্ম্মকোটিভিঃ (কোটি কোটি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা) ন (হয় না) ॥ ৮৪৬

অনুবাদ। [মানব] আত্মার যথার্থ স্বরূপ অবলম্বন করিয়া (জানিয়া) অবিদ্যার (অজ্ঞানের) বিনাশসাধন করিবেন। একমাত্র আত্ম-জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় ; তদ্ভিন্ন কোটি কোটি কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা মুক্তি হয় না ॥ ৮৪৬

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ।

ইত্যেবৈষা বৈদিকী বাগ্‌ব্রবীতি
ক্লেশক্ষত্যাং জন্মমৃত্যুপ্রহানিম্ ॥ ৮৪৭

অন্বয়। দেবং (ব্রহ্মকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্ব্বপাশাপহানিঃ (সমস্ত বন্ধননাশ হয়) ক্লেশৈঃ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পাঁচটি ক্লেশ) ক্ষীণৈঃ (ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে) জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ (উৎপত্তি ও মরণের অভাব) [হয়] ইতি এব (এইরূপই) বৈদিকী (বেদসম্বন্ধিনী, বেদের) বাক্ (বাক্য, শ্রুতি) ক্লেশক্ষত্যাং (ক্লেশক্ষয় হইলে) জন্মমৃত্যুপ্রহানিং (জন্ম ও মরণের নাশ) ব্রবীতি (বলিয়া থাকেন) ॥ ৮৪৭

অনুবাদ। ব্রহ্মকে জানিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পাঁচটি ক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে উৎপত্তি ও বিনাশ থাকে না—এইরূপ শ্রুতি, ক্লেশক্ষয় হইলে, জন্ম ও মৃত্যুর অভাব হয়,—ইহাই বলিয়া থাকেন ॥ ৮৪৭

ভূয়ো জন্মাদ্যপ্রসক্তির্বিমুক্তিঃ
ক্লেশক্ষত্যাং ভাতি জন্মাদ্যভাবঃ।
ক্লেশক্ষত্যা হেতুরাত্মৈকনিষ্ঠা
তস্মাৎ কার্য্যা হ্যাত্মনিষ্ঠা মুমুক্ষোঃ ॥ ৮৪৮

অন্বয়। ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) জন্মাদ্যপ্রসক্তিঃ (জন্মনাশ প্রভৃতির অপ্রাপ্তি) বিমুক্তিঃ (মুক্তি, মোক্ষ) ক্লেশক্ষত্যাম্ (অবিদ্যাদি পাঁচটি ক্লেশের ক্ষয় হইলে) জন্মাদ্যভাবঃ (জন্ম প্রভৃতির অভাব) ভাতি (প্রকাশ পায়) আত্মৈকনিষ্ঠা (একমাত্র আত্মজ্ঞানপরায়ণতা) ক্লেশক্ষত্যাঃ (ক্লেশনাশের) হেতুঃ (কারণ) তস্মাৎ (সেইজন্য) মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকাম ব্যক্তির) আত্মনিষ্ঠা (আত্মপরায়ণতা) কার্য্যা (কর্ত্তব্য) হি (নিশ্চিত) ॥ ৮৪৮

অনুবাদ। পুনর্ব্বার জন্ম, বিনাশ প্রভৃতির অপ্রাপ্তিকে মোক্ষ বলা যায়। অবিদ্যাদি পাঁচটি ক্লেশের ক্ষয় হইলে জন্ম ও বিনাশ আর থাকে না। একমাত্র আত্মস্বরূপে অবস্থিতি ক্লেশক্ষয়ের কারণ; অতএব মুমুক্ষু পুরুষের আত্মনিষ্ঠ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৮৪৮

ক্লেশাঃ স্যুর্বাসনা এব জন্তোর্জন্মাদিকারণম্।
জ্ঞাননিষ্ঠাগ্নিনা দাহে তাসাং নো জন্মহেতুতা ॥ ৮৪৯

অন্বয়। বাসনাঃ এব (সংস্কারগুলিই) ক্লেশাঃ (ক্লেশ এই সংজ্ঞাযুক্ত) জন্তোঃ (প্রাণীর) জন্মাদিকারণম্ (জন্ম-মৃত্যুর হেতু) স্যুঃ (হয়), জ্ঞাননিষ্ঠাগ্নিনা (জ্ঞানের পরাকাষ্ঠারূপ অগ্নি দ্বারা) তাসাং (সেই বাসনাসমূহের) দাহে (দাহ হইলে) জন্মহেতুতা (জন্মকারণতা) নো [ন=তিষ্ঠতি] (থাকে না) ॥ ৮৪৯

অনুবাদ। বাসনা (সংস্কার)-কে ক্লেশ বলা যায়; তাহাই প্রাণিগণের

জন্মমৃত্যুর হেতু হইয়া থাকে। জ্ঞানের উৎকর্ষরূপ অগ্নি দ্বারা বাসনা সকল দগ্ধ হইলে, তাহারা কিরূপে জন্মের কারণ হইবে? ॥ ৮৪৯

বীজান্যগ্নিপ্রদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সংপদ্যতে পুনঃ ॥ ৮৫০

অন্বয়। অগ্নিপ্রদগ্ধানি (আগুনের দ্বারা দগ্ধ) বীজানি (বীজসমূহ) যথা (যেমন) পুনঃ (আবার) ন রোহন্তি (অঙ্কুরিত হয় না), তথা (সেইরূপ) জ্ঞানদগ্ধৈঃ (জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ) ক্লেশৈঃ (বাসনাসমূহ কর্তৃক) পুনঃ (আবার) আত্মা (স্বস্বরূপ) ন সংপদ্যতে (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৮৫০

অনুবাদ। যেমন বীজ সমুদায় অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে আর অঙ্কুর উৎপাদন করে না, সেইরূপ ক্লেশরাশি জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হইলে আবার আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ৮৫০

তস্মান্মুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যা জ্ঞাননিষ্ঠা প্রযত্নতঃ।
নিঃশেষবাসনাক্ষত্যৈ বিপরীতনিবৃত্তয়ে ॥ ৮৫১

অন্বয়। তস্মাৎ (সেইজন্য) মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকামী পুরুষের) নিঃশেষ-বাসনাক্ষত্যৈ (নিঃশেষরূপে বাসনা দূর করিবার নিমিত্ত) বিপরীতনিবৃত্তয়ে (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধিস্বরূপ বিপরীত ভাবনা নাশের নিমিত্ত) প্রযত্নতঃ (যত্ন-সহকারে) জ্ঞাননিষ্ঠা (জ্ঞানোৎকর্ষ, জ্ঞানবিষয়ে নিষ্ঠা) কর্ত্তব্যা (সম্পাদন করিবে) ॥ ৮৫১

অনুবাদ। সেই কারণে মুমুক্ষু পুরুষ নিঃশেষরূপে বাসনা-হানির নিমিত্ত এবং দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনা নিবৃত্তির নিমিত্ত যত্নসহকারে জ্ঞানের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবেন (বা জ্ঞানে নিষ্ঠা অবলম্বন করিবেন) ॥ ৮৫১

জ্ঞাননিষ্ঠায়াং কর্ম্মানুপযোগঃ।

জ্ঞাননিষ্ঠাতৎপরস্য নৈব কর্ম্মোপযুজ্যতে।
কর্ম্মণো জ্ঞাননিষ্ঠায়া ন বিদ্যতে সহ স্থিতিঃ ॥ ৮৫২

অন্বয়। জ্ঞাননিষ্ঠাতৎপরস্য (জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং জ্ঞানে তৎপর ব্যক্তির) কর্ম্ম (ক্রিয়া) ন উপযুজ্যতে এব (উপযোগী হয়ই না); কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) [চ=এবং] জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ (জ্ঞানোৎকর্ষের, জ্ঞাননিষ্ঠার) সহ (একত্র) স্থিতিঃ (অবস্থান) ন বিদ্যতে (হইতে পারে না) ॥ ৮৫২

অনুবাদ। জ্ঞানোৎকর্ষ-পরায়ণ পুরুষের কর্ম্ম উপযোগী নহে; কর্ম্ম এবং জ্ঞাননিষ্ঠা কখনই একত্র অবস্থান করিতে পারে না ॥ ৮৫২

পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ তয়োর্ভিন্নস্বভাবয়োঃ।
কর্ত্তৃত্বভাবনাপূর্ব্বং কর্ম্ম জ্ঞানং বিলক্ষণম্ ॥ ৮৫৩

অন্বয়। ভিন্নস্বভাবয়োঃ (বিরুদ্ধস্বভাব) তয়োঃ (কর্ম্ম ও জ্ঞানের) পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ (পরস্পর-বৈপরীত্যহেতু, একটি অন্যটির বিরুদ্ধ বলিয়া) [সহস্থিতিঃ =একত্রাবস্থান, ন সিধ্যতি=সিদ্ধ হয় না], কর্ম্ম (ক্রিয়া) কর্ত্তৃত্বভাবনাপূর্ব্বম্ (আমি কর্ত্তা এইরূপ ভাবনাবিশিষ্ট), জ্ঞানং (বোধ) বিলক্ষণম্ (ভিন্ন, কর্ম্মের বিপরীত)। ৮৫৩

অনুবাদ। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্নস্বভাব, সুতরাং তাহাদের পরস্পর বিরোধ থাকায়, সহাবস্থান হইতে পারে না। কারণ, কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বভাবনাযুক্ত, জ্ঞান তাহার বিপরীত (কর্ত্তৃত্বাদিভাবনার উচ্ছেদক)॥ ৮৫৩

দেহাত্মবুদ্ধের্ব্বিচ্ছিত্ত্যৈ জ্ঞানং কর্ম্ম বিবৃদ্ধয়ে।
অজ্ঞানমূলকং কর্ম্ম জ্ঞানং তূভয়নাশকম্ ॥ ৮৫৪

অন্বয়। জ্ঞানং (বোধ) দেহাত্মবুদ্ধেঃ (শরীরে আত্মত্বজ্ঞানের) বিচ্ছিত্ত্যৈ (নাশের নিমিত্ত) কর্ম্ম (যজ্ঞাদিক্রিয়া) বিবৃদ্ধয়ে (দেহাদিতে আত্মত্ববুদ্ধির বৃদ্ধির নিমিত্ত) [হইয়া থাকে]; কর্ম্ম (যজ্ঞাদি ক্রিয়া) অজ্ঞানমূলকম্ (অজ্ঞানসম্ভূত), তু (কিন্তু) জ্ঞানং (বোধ) উভয়নাশকম্ (অজ্ঞান ও তজ্জনিত কর্ম্মের বিনাশক)॥ ৮৫৪

অনুবাদ। [জ্ঞান ও কর্ম্ম কেন একত্র অবস্থান করিতে পারে না, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—জ্ঞান দেহে আত্মবুদ্ধির বিনাশের হেতু, এবং কর্ম্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে; [যেহেতু] কর্ম্মের কারণ অজ্ঞান; কিন্তু জ্ঞান, অজ্ঞান ও তজ্জনিত কর্ম্মেরও নাশক॥ ৮৫৪

জ্ঞানেন কর্ম্মণো যোগঃ কথং সিধ্যতি বৈরিণা।
সহযোগো ন ঘটতে যথা তিমিরতেজসোঃ ॥ ৮৫৫

অন্বয়। বৈরিণা (শত্রু) জ্ঞানেন (জ্ঞানের সহিত) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) যোগঃ (সম্বন্ধ) কথং (কিরূপে) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়), যথা (যেমন) তিমিরতেজসোঃ (অন্ধকার ও আলোকের) সহযোগঃ (একত্রমিলন) ন ঘটতে (সম্ভব হয় না)॥ ৮৫৫

অনুবাদ। যেমন অন্ধকার ও আলোক [নিত্য-বিরোধী বলিয়া] একত্র অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ—জ্ঞান কর্ম্মের শত্রু বলিয়া উভয়ের সম্বন্ধ (একত্র অবস্থান) সম্ভব নহে॥ ৮৫৫

নিমেষোন্মেষয়োর্বাপি তথৈব জ্ঞানকর্ম্মণোঃ।
প্রতীচীং পশ্যতঃ পুংসঃ কুতঃ প্রাচীবিলোকনম্।
প্রত্যক্‌প্রবণচিত্তস্য কুতঃ কর্ম্মণি যোগ্যতা ॥ ৮৫৬

অন্বয়। বা অপি (অথবা) [যথা=যেমন] নিমেষোন্মেষয়োঃ (চক্ষুর নিমীলন ও উন্মীলনের) তথা এব (সেইরূপই) জ্ঞানকর্ম্মণোঃ (জ্ঞান ও কর্ম্মের) [সহযোগঃ=সম্বন্ধ, ন ঘটতে=সম্ভব হয় না]; প্রতীচীং (পশ্চিমদিক্) পশ্যতঃ (অবলোকনকারী) পুংসঃ (পুরুষের) প্রাচীবিলোকনং (পূর্ব্বদিগ্‌দর্শন) কুতঃ (কোথায়), প্রত্যক্‌প্রবণচিত্তস্য (আত্মার প্রতি যাঁহার মন উন্মুখ হইয়াছে, তাঁহার) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) যোগ্যতা (ঔচিত্য) কুতঃ (কোথায়)? ॥ ৮৫৬

অনুবাদ। অথবা যেমন চক্ষুর নিমীলন ও উন্মীলনের এককালে সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মের সহাবস্থান হইতে পারে না। যে পশ্চিম দিক্ দর্শন করে, তাহার (একই সময়ে) পূর্ব্বদিক্ দর্শন কিরূপে সম্ভব হয়? যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে প্রবণ (উন্মুখ) হইয়াছে, তাঁহার আবার কর্ম্মে যোগ্যতা কোথায়? ॥ ৮৫৬

জ্ঞানৈকনিষ্ঠানিরতস্য ভিক্ষো-
নৈবাবকাশোঽস্তি হি কর্ম্মতন্ত্রে।
তদেব কর্ম্মাস্য তদেব সন্ধ্যা
তদেব সর্ব্বং ন ততোঽন্যদস্তি ॥ ৮৫৭

অন্বয়। জ্ঞানৈকনিষ্ঠানিরতস্য (একমাত্র জ্ঞানোৎকর্ষে নিযুক্ত, জ্ঞানে এক-নিষ্ঠতাপরায়ণ) ভিক্ষোঃ (সন্ন্যাসীর) কর্ম্মতন্ত্রে (কর্ম্মের অধীন বিষয়ে অথবা শাস্ত্রে) অবকাশঃ (অবসর) ন অস্তি এব (নাই) হি (নিশ্চিত), অস্য (এই—পুরুষের) তৎ এব (সেই—জ্ঞানই) কর্ম্ম (কর্ত্তব্য কার্য্য), তৎ এব (জ্ঞানই) সন্ধ্যা (সম্যক্ ধ্যান), তৎ এব (জ্ঞানই) সর্ব্বং (সমস্ত), ততঃ (জ্ঞান অপেক্ষা) অন্যৎ (আর) ন অস্তি (নাই) ॥ ৮৫৭

অনুবাদ। জ্ঞানোৎকর্ষ-পরায়ণ সন্ন্যাসীর কর্ম্মশাস্ত্রে অবসর নাই; তাঁহার জ্ঞানই কর্ম্ম, জ্ঞানই সন্ধ্যা (সম্যক্ ধ্যান), জ্ঞানই সমস্ত; তাহা ছাড়া অন্য কিছুই নাই॥ ৮৫৭

বুদ্ধিকল্পিতমালিন্যক্ষালনং স্নানমাত্মনঃ।
তেনৈব শুদ্ধিরেতস্য ন মৃদা ন জলেন চ ॥ ৮৫৮

অন্বয়। বুদ্ধিকল্পিতমালিন্যক্ষালনং (বুদ্ধি দ্বারা কল্পিত আত্মার মলিনতা প্রক্ষালন) আত্মনঃ (আত্মার) স্নানং (স্নান); তেন এব (তাহা দ্বারাই) এতস্য (এই পুরুষের, আত্মার) শুদ্ধিঃ (বিশুদ্ধতা), মৃদা (মৃত্তিকা দ্বারা) ন (নহে), জলেন চ (জলদ্বারাও) ন (নহে) ॥ ৮৫৮

অনুবাদ। বুদ্ধি দ্বারা কল্পিত মলিনতার প্রক্ষালনকে আত্মার স্নান কহে। তাহা দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়, মৃত্তিকা কিংবা জলের দ্বারা হয় না॥ ৮৫৮

স্বস্বরূপে মনঃস্থানমনুষ্ঠানং তদিষ্যতে।
করণত্রয়সাধ্যং যৎ তন্মৃষা তদসত্যতঃ ॥ ৮৫৯

অন্বয়। স্বস্বরূপে (নিজস্বরূপে, অর্থাৎ আত্মায়) যৎ (যে) মনঃস্থানং (মনের স্থিতি) তৎ (তাহা) অনুষ্ঠানম্ (আচরণ) ইষ্যতে (কথিত হয়), যৎ (যাহা) করণত্রয়সাধ্যং (জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন দ্বারা নিষ্পাদ্য) তদসত্যতঃ (তাহার অসত্যত্ববশতঃ) তৎ (তাহা) মৃষা (মিথ্যা) ॥ ৮৫৯

অনুবাদ। পণ্ডিতেরা স্বস্বরূপে (নিজের যথার্থস্বরূপে, অর্থাৎ আত্মায়) মনের স্থিতিকে অনুষ্ঠান বলিয়া থাকেন। যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, তাহা সত্য নহে ; সুতরাং মিথ্যা ॥ ৮৫৯

বিনিষিধ্যাখিলং দৃশ্যং স্বস্বরূপেণ যা স্থিতিঃ।
সা সন্ধ্যা তদনুষ্ঠানং তদ্দানং তদ্ধি ভোজনম্ ॥ ৮৬০

অন্বয়। অখিলং (সমস্ত) দৃশ্যং (ঘটপটাদি বস্তু) বিনিষিধ্য (নিষেধ, অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া) স্বস্বরূপেণ (নিজরূপে, আত্মায়) যা (যে) স্থিতিঃ (প্রতিষ্ঠা), সা (সেই) সন্ধ্যা (সম্যক্ ধ্যান), তৎ (তাহাই) অনুষ্ঠানম্ (অনুষ্ঠান), তৎ (তাহা) দানং (দান), তৎ (তাহা) ভোজনম্ (আহার) হি (নিশ্চিত) ॥ ৮৬০

অনুবাদ। যাবতীয় দৃশ্য পদার্থকে (মিথ্যা বলিয়া) প্রতিষেধ করিয়া নিজস্বরূপে (আত্মার) অবস্থানকে সন্ধ্যা বলে ; তাহাই অনুষ্ঠান, তাহাই দান এবং তাহাকেই আহার বলা যায় ॥ ৮৬০

বিজ্ঞাতপরমার্থানাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মনাং সতাম্।
যতীনাং কিমনুষ্ঠানং স্বানুসন্ধিং বিনা পরম্ ॥ ৮৬১

অন্বয়। বিজ্ঞাতপরমার্থানাং (যাঁহারা ব্রহ্মরূপ পরমতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন তাদৃশ) শুদ্ধসত্ত্বাত্মনাং (বিশুদ্ধসত্ত্বচেতা) সতাং (সাধু) যতীনাং (সন্ন্যাসিগণের) স্বানুসন্ধিম্ (আত্মানুসন্ধান) বিনা (ব্যতীত) অপরম্ (অন্য) কিম্ (কি) অনুষ্ঠানম্ (আচরণ) [অস্তি=আছে] ? ॥ ৮৬১

অনুবাদ। যাঁহারা পরমপদার্থ অবগত হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধসত্ত্ব-গুণে পূর্ণ, এইরূপ সাধু সন্ন্যাসিগণের আত্মানুসন্ধান ছাড়া অন্য কি অনুষ্ঠান থাকিতে পারে ? ॥ ৮৬১

তস্মাৎ ক্রিয়ান্তরং ত্যক্ত্বা জ্ঞাননিষ্ঠাপরো যতিঃ।
তদাত্মনিষ্ঠয়া তিষ্ঠেন্নিশ্চলস্তৎপরায়ণঃ ॥ ৮৬২

অন্বয়। তস্মাৎ (অতএব) ক্রিয়ান্তরম্ (অন্যক্রিয়াকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) জ্ঞাননিষ্ঠাপরঃ (জ্ঞানোৎকর্ষ-পরায়ণ) যতিঃ (সন্ন্যাসী) সদা (সর্ব্বদা) আত্মনিষ্ঠয়া (আত্মতৎপরত্বহেতু, আত্মনিষ্ঠা দ্বারা) নিশ্চলঃ (স্থির) তৎপরায়ণঃ (আত্মপরায়ণ) [সন্=হইয়া]) তিষ্ঠেৎ (থাকিবে) ॥ ৮৬২

অনুবাদ। তজ্জন্য জ্ঞাননিষ্ঠাপরায়ণ সন্ন্যাসী অন্য ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আত্মনিষ্ঠা দ্বারা স্থির ও আত্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন ॥ ৮৬২

কর্ত্তব্যং স্বোচিতং কর্ম্ম যোগমারোঢ়ুমিচ্ছতা।
আরোহণং কুর্ব্বতস্তু কর্ম্ম নারোহণং মতম্॥ ৮৬৩

অন্বয়। যোগং (সমাধিকে) আরোঢ়ুম্ (আরোহণ করিতে) ইচ্ছতা (অভিলাষী পুরুষ কর্ত্তৃক) স্বোচিতং (নিজের উচিত) কর্ম্ম (কার্য্য) কর্ত্তব্যম্ (অনুষ্ঠান করা উচিত); তু (কিন্তু) আরোহণং কুর্ব্বতঃ (যোগে আরোহণ-কারীর, অর্থাৎ যে আরোহণ করিয়াছে তাহার) কর্ম্ম (ক্রিয়া) আরোহণম্ (আরোহণ করা) ন মতম্ (অভিমত নহে)॥ ৮৬৩

অনুবাদ। যিনি যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের যোগ্য কার্য্য করা উচিত; যিনি যোগে আরূঢ়, তাঁহার আর আরোহণ অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত নহে॥ ৮৬৩

যোগং সমারোহতি যো মুমুক্ষুঃ
ক্রিয়ান্তরং তস্য ন যুক্তমীষৎ।
ক্রিয়ান্তরাসক্তমনাঃ পতত্যসৌ
তালদ্রুমারোহণকর্ত্তৃবদ্ ধ্রুবম্॥ ৮৬৪

অন্বয়। যঃ (যে) মুমুক্ষুঃ (মোক্ষলাভে ইচ্ছুক পুরুষ) যোগং (সমাধি) সমারোহতি (আরোহণ করেন), তস্য (তাঁহার) ঈষৎ (অল্প) ক্রিয়ান্তরং (যজ্ঞাদি কর্ম্ম) ন যুক্তম্ (উচিত নহে); অসৌ (ঐ) ক্রিয়ান্তরাসক্তমনাঃ (অন্য ক্রিয়াতে আসক্তচিত্ত) [পুরুষঃ=পুরুষ] তালদ্রুমারোহণকর্ত্তৃবৎ (তালবৃক্ষে আরোহণকারী পুরুষের মত) ধ্রুবং (নিশ্চিত) পততি (পতিত হয়)॥ ৮৬৪

অনুবাদ। যে মুমুক্ষু পুরুষ যোগে সমারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার অল্পও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা উচিত নহে; ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে আসক্তচিত্ত ঐ পুরুষ তালবৃক্ষে আরোহণকারীর ন্যায় পতিত হয়॥ ৮৬৪

যোগারূঢ়স্য সিদ্ধস্য কৃতকৃত্যস্য ধীমতঃ।
নাস্ত্যেব হি বহির্দৃষ্টিঃ কা কথা তত্র কর্ম্মণাম্।
দৃশ্যানুবিদ্ধঃ কথিতঃ সমাধিঃ সবিকল্পকঃ॥ ৮৬৫

অন্বয়। যোগারূঢ়স্য (সমাধিতে সমারূঢ়) সিদ্ধস্য (যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহার) কৃতকৃত্যস্য (যিনি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তাঁহার) ধীমতঃ (বুদ্ধিমানের) বহির্দৃষ্টিঃ (বাহিরে দর্শন) নাস্ত্যেব (নিশ্চয়ই নাই) হি (নিশ্চিত), তত্র (তাহাতে) কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) কা (কি) কথা (কথা, সম্ভাবনা)? দৃশ্যানুবিদ্ধঃ (দৃশ্য-সংবদ্ধ) সমাধিঃ (যোগ) সবিকল্পকঃ (সবিকল্প বলিয়া) কথিতঃ (উক্ত হইয়া থাকে)॥ ৮৬৫

অনুবাদ। যোগে সমারূঢ়, সিদ্ধ, কৃতার্থ, বুদ্ধিমান্ পুরুষের বাহ্যবিষয়ে দৃষ্টি

নাই, কর্ম্মের কথা দূরে থাকুক; দৃশ্যপদার্থ-সম্বন্ধ সমাধিকে সবিকল্প সমাধি বলা যায়॥ ৮৬৫

শুদ্ধোঽহং বুদ্ধোঽহং প্রত্যগ্রূপেণ নিত্যসিদ্ধোঽহম্।
শান্তোঽহমনন্তোঽহং সততপরানন্দসিন্ধুরেবাহম্॥ ৮৬৬

অন্বয়। অহম্ (আমি) শুদ্ধঃ (কেবল, গুণসঙ্গরহিত), অহম্ (আমি) বুদ্ধঃ (জ্ঞানস্বরূপ), প্রত্যগ্রূপেণ (আত্মস্বরূপে) অহম্ (আমি) নিত্যসিদ্ধঃ (সদা সিদ্ধস্বরূপ), অহম্ (আমি) শান্তঃ (নির্ম্মল), অহম্ (আমি) অনন্তঃ (ব্যাপক), অহম্ (আমি) সততপরানন্দসিন্ধুঃ এব (সর্ব্বদা পরমানন্দ-সাগরই) [অস্মি=হই]॥ ৮৬৬

অনুবাদ। আমি শুদ্ধ, আমি জ্ঞানস্বরূপ, আমি আত্মস্বরূপে নিত্যসিদ্ধ, আমি শান্ত, আমি ব্যাপক, আমিই সর্ব্বদা পরমানন্দসাগর [যোগীর এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে]॥ ৮৬৬

আদ্যোঽহমনাদ্যোঽহং বাঙ্মনসা সাধ্যবস্তুমাত্রোঽহম্।
নিগমবচোবেদ্যোঽহমনবদ্যাখণ্ডবোধরূপোঽহম্॥ ৮৬৭

অন্বয়। অহম্ (আমি) আদ্যঃ (সকলের প্রথম) অহম্ (আমি) অনাদ্যঃ (অনাদি, আদিশূন্য) অহম্ (আমি) বাঙ্মনসা (বাক্য ও মনের দ্বারা) সাধ্য-বস্তুমাত্রঃ (নিষ্পাদনীয় পদার্থমাত্র) অহম্ (আমি) নিগমবচোবেদ্যঃ (বেদবাক্য দ্বারা জ্ঞেয়) অহম্ (আমি) অনবদ্যাখণ্ডবোধরূপঃ (অনিন্দনীয় অখণ্ডজ্ঞান-স্বরূপ)॥ ৮৬৭

অনুবাদ। [সমাহিতচিত্ত যোগীর যেরূপ অবস্থা হয়, তাহাই বর্ণিত হই-তেছে—] আমি সকলের আদি, আমি অনাদি, আমি বিশুদ্ধ বাক্য ও মনঃ দ্বারা লভ্য পদার্থ, আমি শ্রুতিবচন (বেদবাক্য) দ্বারা জ্ঞেয় এবং আমিই অনিন্দনীয় অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ॥ ৮৬৭

বিদিতাবিদিতান্যোঽহং মায়াতৎকার্য্যলেশশূন্যোঽহম্।
কেবলদৃগাত্মকোঽহং সংবিন্মাত্রঃ সকৃদ্বিভাতোঽহম্॥ ৮৬৮

অন্বয়। অহম্ (আমি) বিদিতাবিদিতান্যঃ (বিদিত ও অবিদিত হইতে ভিন্ন) অহম্ (আমি) মায়াতৎকার্য্যলেশশূন্যঃ (মায়া এবং মায়ার কার্য্যসম্পর্ক-রহিত) অহম্ (আমি) কেবলদৃগাত্মকঃ (কেবল দ্রষ্টৃস্বরূপ) সংবিন্মাত্রঃ (জ্ঞান-রূপ) অহং (আমি) সকৃদ্বিভাতঃ (একরূপে প্রকাশশীল)॥ ৮৬৮

অনুবাদ। আমি বিদিত ও অবিদিত হইতে ভিন্ন, আমি মায়া ও মায়ার কার্য্যের লেশমাত্র রহিত, আমি কেবল দ্রষ্টৃস্বরূপ এবং জ্ঞানরূপ, আমি একরূপে প্রকাশমান॥ ৮৬৮

অপরোঽহমনপরোঽহং বহিরন্তশ্চাপি পূর্ণ এবাহম্।
অজরোঽহমক্ষরোঽহং নিত্যানন্দোঽহমদ্বিতীয়োঽহম্॥ ৮৬৯

অন্বয়। অহম্ (আমি) অপরঃ (পর-ভিন্ন), অহম্ (আমি) অনপরঃ (অপর-ভিন্ন), অহম্ (আমি) বহিঃ (বাহিরে) অন্তশ্চ (অন্তরেও) পূর্ণঃ এব (পরিপূর্ণ ই) অহম্ (আমি) অজরঃ (জরাবিহীন) অহম্ (আমি) অক্ষরঃ (ক্ষর-রহিত), অহম্ (আমি) নিত্যানন্দঃ (নিত্যসুখস্বরূপ) অহম্ (আমি) অদ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয়শূন্য)॥ ৮৬৯

অনুবাদ। আমি অপর, আমিই অনপর, বাহিরে এবং অন্তরে আমি পূর্ণভাবেই অবস্থিত আছি, আমি অজর, আমি ক্ষরশূন্য, আমি নিত্যসুখস্বরূপ এবং আমিই অদ্বিতীয়॥ ৮৬৯

প্রত্যগভিন্নমখণ্ডং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণং শুদ্ধম্।
শ্রুত্যবগম্যং তথ্যং ব্রহ্মৈবাহং পরং জ্যোতিঃ॥ ৮৭০

অন্বয়। অহম্ (আমি) প্রত্যগভিন্নং (পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহি), অখণ্ডম্ (একরূপ, পূর্ণ) সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণং (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ), শুদ্ধং (কেবল) শ্রুত্যবগম্যম্ (উপনিষদ্ দ্বারা প্রাপ্য, বেদ দ্বারা লভ্য) তথ্যং (যথার্থ) পরম্ (উৎকৃষ্ট) জ্যোতিঃ (প্রকাশস্বরূপ) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) [অস্মি=আছি]॥ ৮৭০

অনুবাদ। আমি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, অখণ্ড, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, কেবল শ্রুতি (উপনিষৎ) দ্বারা লভ্য পরম সত্য, স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মই আমি॥ ৮৭০

এবং সন্মাত্রগ্রাহিণ্যা বৃত্ত্যা তন্মাত্রগ্রাহকৈঃ।
শব্দৈঃ সমর্পিতং বস্তু ভাবয়েন্নিশ্চলো যতিঃ॥ ৮৭১

অন্বয়। যতিঃ (সন্ন্যাসী) এবম্ (এইরূপ, পূর্ব্বোক্তরূপ) সন্মাত্রগ্রাহিণ্যা (ব্রহ্মমাত্রকে গ্রহণ করে এরূপ) বৃত্ত্যা (চিত্তবৃত্তিদ্বারা) নিশ্চলঃ (স্থির) [সন্=হইয়া] তন্মাত্রগ্রাহকৈঃ (সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করে এরূপ) শব্দৈঃ (শব্দসমূহদ্বারা) সমর্পিত (উপস্থাপিত, প্রদত্ত) বস্তু (পদার্থকে) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবেন)॥ ৮৭১

অনুবাদ। সন্ন্যাসী পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মমাত্রগ্রাহিণী চিত্তবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মগ্রাহক শব্দসমূহ দ্বারা অর্পিত সত্য পদার্থকে স্থিরভাবে চিন্তা করিবেন॥ ৮৭১

কামাদিদৃশ্যপ্রবিলাপপূর্ব্বকং
শুদ্ধোঽহমিত্যাদিকশব্দমিশ্রঃ।
দৃশ্যেব নিষ্ঠস্য য এষ ভাবঃ
শব্দানুবিদ্ধঃ কথিতঃ সমাধিঃ॥ ৮৭২

অন্বয়। কামাদিদৃশ্যপ্রবিলাপপূর্ব্বকং (কাম প্রভৃতি দৃশ্য বস্তুর নাশ করিয়া)

অহম্ (আমি) শুদ্ধঃ (কেবল) ইত্যাদিকশব্দমিশ্রঃ (ইত্যাদিরূপ শব্দযুক্ত) দৃশি এব (দ্রষ্টাতেই—আত্মাতেই) নিষ্ঠস্য (অবস্থিত পুরুষের) যঃ এব ভাবঃ (যে অবস্থা বা যে ধর্ম্মই) [ভবতি=হয়] [সঃ=সেই] শব্দানুবিদ্ধঃ (শব্দসম্বদ্ধ) সমাধিঃ (যোগ) কথিতঃ (উক্ত হইয়া থাকে)॥ ৮৭২

অনুবাদ। কাম প্রভৃতি দৃশ্যবস্তুসমূহের লয়-পূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ পুরুষের "আমি শুদ্ধ" এই প্রকার শব্দ-সংবলিত যে অবস্থা দেখা যায়, তাহাকে পণ্ডিতগণ শব্দানুবিদ্ধ সমাধি বলিয়া থাকেন॥ ৮৭২

নির্ব্বিকল্প-সমাধিঃ।

দৃশ্যস্যাপি চ সাক্ষিত্বাৎ সমুল্লেখনমাত্মনি।
নিবর্ত্তকমনোঽবস্থা নির্ব্বিকল্প ইতীর্য্যতে॥ ৮৭৩

অন্বয়। দৃশ্যস্য (দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি দৃশ্যবস্তুর) অপি (ও) চ (পাদপূরণে) সাক্ষিত্বাৎ (দ্রষ্টৃত্বহেতু, দ্রষ্টা বলিয়া) আত্মনি (আত্মাতে) সমুল্লেখনং (কথন, দৃঢ়প্রতিষ্ঠা) নিবর্ত্তকমনোঽবস্থা (নিবৃত্তিজনক মনের দশাকে) নির্ব্বিকল্পঃ (বিকল্পরহিত সমাধি) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৮৭৩

অনুবাদ। দেহ প্রভৃতি দৃশ্য পদার্থের সাক্ষিরূপে আত্মাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা এবং চিত্তের শান্ত অবস্থাকে পণ্ডিতগণ নির্ব্বিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন॥ ৮৭৩

সবিকল্পসমাধিং যো দীর্ঘকালং নিরন্তরম্।
সংস্কারপূর্ব্বকং কুর্য্যান্নির্ব্বিকল্পোঽস্য সিধ্যতি॥ ৮৭৪

অন্বয়। যঃ (যিনি) দীর্ঘকালং (বহুকাল ব্যাপিয়া) নিরন্তরম্ (অনবরত, সর্ব্বদা) সংস্কারপূর্ব্বকং (সংস্কার-সহিত) সবিকল্পসমাধিং (সবিকল্পসমাধিকে) কুর্য্যাৎ (অনুষ্ঠান করেন) অস্য (তাঁহার) নির্ব্বিকল্পঃ (নির্ব্বিকল্প সমাধি) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়)॥ ৮৭৪

অনুবাদ। যিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছেদে (সর্ব্বদা) সংস্কার-সংযুক্ত সবিকল্প সমাধির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারই নির্ব্বিকল্প সমাধি সিদ্ধ হয়॥ ৮৭৪

নির্ব্বিকল্পকসমাধিনিষ্ঠয়া
তিষ্ঠতো ভবতি নিত্যতা ধ্রুবম্।
উদ্ভবাদ্যপগতির্নিরর্গলা
নিত্যনিশ্চলনিরন্তনির্বৃতিঃ॥ ৮৭৫

অন্বয়। নির্ব্বিকল্পকসমাধিনিষ্ঠয়া (নির্ব্বিকল্প যোগে নিষ্ঠার সহিত) তিষ্ঠতঃ (বর্ত্তমান পুরুষের) ধ্রুবং (নিশ্চিত) নিত্যতা (নিত্যত্ব) ভবতি (হয়),

অন্বয়। তত্র (সেই অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মে) অধ্যস্তম্ (আরোপিত, কল্পিত) ইদম্ (এই) নামরূপাত্মকং (নাম ও রূপ-স্বরূপ) জগৎ (প্রপঞ্চ) ভাতি (প্রকাশ পায়), সত্ত্বং (সৎস্বরূপ) চিত্ত্বং (জ্ঞানস্বরূপ) তথা (এবং) আনন্দরূপং (সুখ-স্বরূপ) যৎ (যে) ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মার) ত্রয়ং (তিনটি রূপ), অধ্যস্তজগতঃ (আরোপিত প্রপঞ্চের) ইদম্ (এই) নামরূপং (ঘট এই নাম, ঘট এই রূপ) দ্বয়ং (দুই) রূপং (প্রকার) এতানি (এই সমুদয়) সচ্চিদানন্দনামরূপাণি পঞ্চ (এবং সৎ, চিৎ, আনন্দ এবং নাম ও রূপ পাঁচটি) একীকৃত্য (একত্র মিলিত করিয়া) মূর্খৈঃ (মূঢ়গণ কর্ত্তৃক) ভ্রমাৎ (অজ্ঞানবশতঃ) ইদম্ (ইহা) বিশ্বং (জগৎ) ইতি (ইহা) উচ্যতে (কথিত হয়), যথা (যেমন) শৈত্যং (শীততা) শ্বেতং (ধবলতা) রসং (রস) দ্রাব্যং (দ্রবত্ব) তরঙ্গঃ (ঢেউ) ইতি (এই) নাম চ (নাম) একীকৃত্য (মিলিত করিয়া) অয়ম্ (ইহা) তরঙ্গঃ (ঢেউ) ইতি (ইহা) নির্দ্দিশ্যতে (নির্দ্দিষ্ট হয়), সতঃ (বিদ্যমান) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) আরোপিতে (কল্পিত) নামরূপে (নাম ও রূপকে) উপেক্ষ্য (দূর করিয়া) স্বরূপমাত্রগ্রহণম্ (আত্মস্বরূপ মাত্রবোধ) বাহ্যঃ (বহির্বস্তু-বিষয়ক) সমাধিঃ (সমাধান) আদিমঃ (প্রথম), যতিঃ (সন্ন্যাসী) সচ্চিদানন্দরূপস্য (সৎ, চিৎ ও সুখস্বরূপ) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) নামরূপে (নাম ও রূপকে) পৃথক্ (স্বতন্ত্র, আলাদা) কৃত্বা (করিয়া) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মেতে) বিলাপয়ন্ (বিলয় করা-ইয়া) অধিষ্ঠানং (আশ্রয়স্বরূপ) সচ্চিদানন্দম্ (সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) অদ্বয়ং (দ্বৈতশূন্য) যৎ (যে) পরং (পরম) ব্রহ্ম (আত্মা) তৎ (তাহা) অহম্ এব (আমিই) ইত্যেব (এইরূপই) ধ্রুবং (সত্য) নিশ্চয়াত্মা (দৃঢ়চিত্ত) ভবেৎ (হইবে) ॥ ৮৮০—৮৮১—৮৮২—৮৮৩—৮৮৪—৮৮৫

অনুবাদ। সেই ব্রহ্মে এই নামরূপাত্মক জগৎ প্রতিভাসমান্ (কল্পিত) হয়, সৎস্বরূপত্ব, চিৎস্বরূপত্ব ও আনন্দস্বরূপত্ব—এই তিনটি ব্রহ্মের রূপ, নাম ও রূপ এই দুইটি অধ্যস্ত (কল্পিত) জগতের রূপ, মূর্খেরা সৎ, চিৎ, আনন্দ, নাম ও রূপ এই পাঁচটি এক করিয়া ভ্রমবশতঃ 'বিশ্ব' বলিয়া থাকে, [যেমন] শীতত্ব, শ্বেত, রস, দ্রবত্ব ও তরঙ্গ এই কয়টিকে একত্র করিয়া তরঙ্গ এই নাম কথিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মের আরোপিত নামরূপ উপেক্ষা করিয়া স্বরূপ মাত্র বোধকে বাহ্য সমাধি বলে ; তাহা প্রথম সমাধি বলিয়া কথিত হয়। সন্ন্যাসী সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের নিকট হইতে নাম ও রূপকে পৃথক্ করিয়া ব্রহ্মে বিলীন করিয়া সকলের অধিষ্ঠান-স্বরূপ সচ্চিদানন্দ, অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম আমিই এইরূপ নিশ্চয়চিত্ত হইবে ॥ ৮৮০—৮৮১—৮৮২—৮৮৩—৮৮৪—৮৮৫

ইয়ং ভূর্ন সন্নাপি তোয়ং ন তেজো
ন বায়ু র্ন খং নাপি তৎকার্য্যজাতম্।
যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং
সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৮৬

অন্বয়। ইয়ম্ (এই দৃশ্যমান) ভূঃ (পৃথিবী) সৎ (ব্রহ্ম) ন (নহে) তোয়মপি (জলও) ন (ব্রহ্ম নহে), তেজঃ (অগ্নি) ন (ব্রহ্ম নহে), বায়ুঃ (পবন) ন (ব্রহ্ম নহে), খম্ (আকাশ) ন (ব্রহ্ম নহে), তৎকার্য্যজাতম্ (পৃথিবী প্রভৃতির কার্য্য অর্থাৎ পরিণাম বা বিকার ঘটপটাদিও) ন (ব্রহ্ম নহে) এষামপি (ইহাদিগের) অধিষ্ঠানভূতম্ (অবলম্বনস্বরূপ) যৎ (যে) বিশুদ্ধং (নির্ম্মল, কেবল) একম্ (একমাত্র) সৎ (নিত্যং) পরং (ব্রহ্ম) তৎ (সেই) সৎ এব (ব্রহ্মই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই)॥ ৮৮৬

অনুবাদ। এই দৃশ্যমান পৃথিবী সৎ (ব্রহ্ম) নহে; জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ এবং তাহাদের কার্য্যসমূহও ব্রহ্ম নহে, এই সকলের অধিষ্ঠানভূত বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মস্বরূপই আমি॥ ৮৮৬

ন শব্দো ন রূপং ন চ স্পর্শকো বা
তথা নো রসো নাপি গন্ধো ন চান্যঃ।
যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং
সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি॥ ৮৮৭

অন্বয়। শব্দঃ (আকাশগুণ) ন (ব্রহ্ম নহে), রূপং (তেজের গুণ) ন (ব্রহ্ম নহে) বা (কিংবা) স্পর্শকশ্চ (বায়ুর গুণও) ন (ব্রহ্ম নহে), তথা (সেইরূপ) রসঃ (জলের গুণ) ন (ব্রহ্ম নহে), গন্ধঃ অপি (পৃথিবীর গুণও) ন (ব্রহ্ম নহে), এতেষাম্ (ইহাদের) যৎ (যে) অধিষ্ঠানভূতম্ (আশ্রয়স্বরূপ) বিশুদ্ধং (কেবল) সৎ (নিত্য) একম্ (অদ্বিতীয়) পরম্ (উৎকৃষ্ট) সৎ (ব্রহ্ম) তৎ (তাহা) অহম্ এব (আমিই) অস্মি (হই)॥ ৮৮৭

অনুবাদ। শব্দ, রূপ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ কিংবা অন্য কোন দ্রব্য ব্রহ্ম নহে। ইহাদের অধিষ্ঠানভূত, বিশুদ্ধ, নিত্য পরব্রহ্মস্বরূপই আমি॥ ৮৮৭

ন সদ্দ্রব্যজাতং গুণা ন ক্রিয়া বা
ন জাতির্বিশেষো ন চান্যঃ কদাপি।
যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং
সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি॥ ৮৮৮

অন্বয়। দ্রব্যজাতং (ক্ষিতি প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য) সৎ (ব্রহ্ম) ন (নহে), গুণাঃ (রূপ প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি গুণ) ন (ব্রহ্ম নহে), বা (কিংবা) ক্রিয়া (উৎক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটি ক্রিয়া) ন (ব্রহ্ম নহে) জাতিঃ (ঘটত্বাদি সামান্য) বিশেষঃ (ভেদক অর্থাৎ অন্য হইতে পৃথক্‌কারী ধর্ম্ম) অন্যশ্চ (এবং অপর কোন বস্তু) কদাপি (কখনও) ন (ব্রহ্ম নহে), এষাম্ (এই সমস্ত বস্তুর) অধিষ্ঠানভূতম্ (আশ্রয়স্বরূপ) যৎ (যে) বিশুদ্ধম্ (গুণলেশরহিত) একম্ (অদ্বিতীয়) পরং

(উৎকৃষ্ট) সৎ (সত্তাবৎ—ব্রহ্ম) তৎ (সেই) সৎ এব (ব্রহ্মই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৮৮

অনুবাদ। নয়টি দ্রব্য, * চতুর্ব্বিংশতিগুণ, কিংবা পাঁচটি ক্রিয়া, ঘটত্বাদি জাতি, বিশেষ পদার্থ অথবা অন্য কোন বস্তু কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না; এই সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠানস্বরূপ বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই আমি ॥ ৮৮৮

ন দেহো ন চাক্ষাণি ন প্রাণবায়ু-
র্মনো নাপি বুদ্ধির্ন চিত্তং হ্যহংধীঃ।
যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং
সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৮৯

অন্বয়। দেহঃ (শরীর) ন (ব্রহ্ম নহে) অক্ষাণি চ (ইন্দ্রিয়সমূহও) ন (ব্রহ্ম নহে), প্রাণবায়ুঃ (প্রাণ-নামক বায়ু) ন (নহে), মনঃ অপি (মনও) ন (নহে), বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ) ন (ব্রহ্ম নহে), চিত্ত (স্মরণাত্মক অন্তঃকরণ) [ন=নহে] অহংধীঃ (অহঙ্কার) [ন=নহে], এষাম্ (দেহ-প্রভৃতির) অধিষ্ঠানভূতম্ (আশ্রয়স্বরূপ) বিশুদ্ধং (নির্ম্মল) যৎ (যে) একম্ (অদ্বিতীয়) পরম্ (উৎকৃষ্ট) সৎ (ব্রহ্ম) তৎ (সেই) সৎ এব (ব্রহ্মই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৮৯

অনুবাদ। দেহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার আত্মা নহে; ইহাদের অধিষ্ঠানস্বরূপ শুদ্ধ অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই আমি ॥ ৮৮৯

ন দেশো ন কালো ন দিগ্‌বাপি সৎ স্যা-
ন্ন বস্ত্বন্তরং স্থূলসূক্ষ্মাদিরূপম্।
যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং
সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৯০

---

* তাৎপর্য্য—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, দেহী (জীবাত্মা ওপরমাত্মা) ও মনঃ—এই নয়টি দ্রব্য।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ এই চতুর্বিংশতি গুণ।

উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন—এই পাঁচটি ক্রিয়া।

নিত্য হইয়া অনেক পদার্থে সমবায়-সম্বন্ধে যে থাকে, তাহার নাম জাতি, যেমন ঘটত্ব; ঘটত্ব নিত্য, অনেক ঘটে সমবায়-সম্বন্ধে (নিত্য সম্বন্ধে) বিদ্যমান আছে।

ঘট হইতে দ্ব্যণুক পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের অবয়ব দ্বারা বিভাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরমাণু অবয়বশূন্য, তাহার বিভাগের জন্য বৈশেষিক 'বিশেষ' নামক পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। যে পদার্থ নিত্য দ্রব্যে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে তাহাকে বিশেষ বলে।

অন্বয়। দেশঃ (ভূমিখণ্ড) সৎ (ব্রহ্ম) ন (নহে) কালঃ (অখণ্ড-কাল) ন (নহে), বা (অথবা) দিক্ অপি (পূর্ব্বপশ্চিমাদি দিক্‌ও) ন (নহে) স্থূলসূক্ষ্মাদিরূপং (স্থূল ও সূক্ষ্ম যাহার স্বরূপ এরূপ) বস্ত্বন্তরম্ (অন্য বস্তু) ন (ব্রহ্ম নহে), এষাম্ (ইহাদের) অধিষ্ঠানভূতম্ (আশ্রয়স্বরূপ) যৎ (যে) বিশুদ্ধম্ (স্বচ্ছ) একম্ (অদ্বিতীয়) পরম্ (উৎকৃষ্ট) সৎ (ব্রহ্ম) তৎ (সেই) সৎ এব (ব্রহ্মই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই)॥ ৮৯০

অনুবাদ। দেশ, কাল, দিক্ কিংবা স্থূল অথবা সূক্ষ্মস্বরূপ অন্য কোন বস্তু ব্রহ্ম (আত্মা) নহে, এই সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠানস্বরূপ স্বচ্ছ অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ পর ব্রহ্মই আমি॥ ৮৯০

এতদ্দৃশ্যং নামরূপাত্মকং যো-
হ্যধিষ্ঠানং তদ্ব্রহ্ম সত্যং সদেতি।
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ বা শয়ানোঽপি নিত্যং
কুর্য্যাদ্বিদ্বান্ বাহ্যদৃশ্যানুবিদ্ধম্॥ ৮৯১

অন্বয়। যঃ (যে) বিদ্বান্ (জ্ঞানী) নিত্যং (সর্ব্বদা) গচ্ছন্ (গমন করিতে করিতে) তিষ্ঠন্ (স্থিত হইয়া) বা (কিংবা) শয়ানঃ অপি (শয়ন করিয়াও) বাহ্যদৃশ্যানুবিদ্ধম্ (বাহ্য ঘটপটাদিদৃশ্যসম্বদ্ধ) এতৎ (এই) নাম-রূপাত্মকং (নামরূপময়) দৃশ্যং (জগৎ) তৎ (প্রসিদ্ধ) অধিষ্ঠানম্ (অধিষ্ঠান-ভূত) সত্যং (সত্যস্বরূপ) সৎ (সৎস্বরূপ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) এতি (প্রাপ্ত হ'ন) [তদ্ব্রহ্মাহম্ অস্মি—সেই ব্রহ্মস্বরূপই আমি]॥ ৮৯১

অনুবাদ। যে বিদ্বান্ পুরুষ সর্ব্বদা গমনাবস্থায় কিংবা স্থিত অবস্থায় অথবা শয়ন করিয়াও বাহ্যবস্তুসম্বদ্ধ নামরূপাত্মক দৃশ্য জগৎকে অধিষ্ঠানভূত সত্যস্বরূপ সদাত্মক ব্রহ্মরূপে জানেন সেই ব্রহ্মস্বরূপ আমি॥ ৮৯১

অধ্যস্তনামরূপাদিপ্রবিলাপেন নির্ম্মলম্।
অদ্বৈতং পরমানন্দং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ॥ ৮৯২

অন্বয়। [যতিঃ=সন্ন্যাসী] অধ্যস্তনামরূপাদিপ্রবিলাপেন (আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত নামরূপাদি লোপ করিয়া) নির্ম্মলম্ (শুদ্ধ) অদ্বৈতং (দ্বৈতশূন্য) পরমানন্দম্ (অসীমসুখস্বরূপ) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে)॥ ৮৯২

অনুবাদ। সন্ন্যাসী আরোপিত (কল্পিত) নাম ও রূপ প্রভৃতিকে কারণে বিলীন করিয়া "অদ্বিতীয় পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আমি" ইহা চিন্তা করিবে॥ ৮৯২

নির্ব্বিকারং নিরাকারং নিরঞ্জনমনাময়ম্।
আদ্যন্তরহিতং পূর্ণং ব্রহ্মৈবাহং ন সংশয়ঃ॥ ৮৯৩

অন্বয়। অহম্ (আমি) নির্ব্বিকারং (বিকাররহিত) নিরাকারম্ (আকার-শূন্য) নিরঞ্জনং (মালিন্যরহিত) অনাময়ম্ (রোগরহিত) আদ্যন্তরহিতম্ (উৎপত্তি-নাশশূন্য) পূর্ণং (পরিপূর্ণস্বভাব) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) [অত্র=ইহাতে] সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন (নাই)॥ ৮৯৩

অনুবাদ। আমি বিকাররহিত, নিরাকার, কলঙ্কশূন্য, রোগরহিত, উৎপত্তি-নাশ-হীন পূর্ণ ব্রহ্মই, ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ৮৯৩

নিষ্কলঙ্কং নিরাতঙ্কং ত্রিবিধচ্ছেদবর্জ্জিতম্।
আনন্দমক্ষরং মুক্তং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ॥ ৮৯৪

অন্বয়। অহম্ (আমি) নিষ্কলঙ্কং (শুদ্ধ) নিরাতঙ্কং (নির্ভয়) ত্রিবিধচ্ছেদ-রহিতম্ (দেশ-কাল-পাত্র বা বস্তু—এই তিনপ্রকার পরিচ্ছেদশূন্য) আনন্দম্ (সুখস্বরূপ) অক্ষরম্ (অবিনাশী) মুক্তং (সংসারবন্ধনরহিত) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) অস্মি (হই) ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে)॥ ৮৯৪

অনুবাদ। আমি শুদ্ধস্বভাব, নির্ভয়, দেশ, কাল ও বস্তু এই তিন প্রকার পরিচ্ছেদ (সীমা)-রহিত, আনন্দস্বরূপ, অবিনাশী, মুক্ত ব্রহ্মই, এইরূপ চিন্তা করিবে॥ ৮৯৪

নির্ব্বিশেষং নিরাভাসং নিত্যমুক্তমবিক্রিয়ম্।
প্রজ্ঞানৈকরসং সত্যং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ॥ ৮৯৫

অন্বয়। অহম্ (আমি) নির্ব্বিশেষং (বিশেষশূন্য অর্থাৎ একরূপ) নিরাভাসম্ (আভাসশূন্য) নিত্যমুক্তম্ (সর্ব্বদা বিমুক্ত) অবিক্রিয়ং (বিকাররহিত) প্রজ্ঞা-নৈকরসম্ (একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ) সত্যং (সত্যস্বরূপ) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) অস্মি (হই) ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে)॥ ৮৯৫

অনুবাদ। আমি একরূপ, আভাস-রহিত, সদামুক্ত, বিকাররহিত, একমাত্র জ্ঞানরূপ, সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম ইহা চিন্তা করিবে॥ ৮৯৫

শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বসিদ্ধং পরং প্রত্যগখণ্ডিতম্।
স্বপ্রকাশং পরাকাশং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ॥ ৮৯৬

অন্বয়। অহম্ (আমি) শুদ্ধং (গুণসঙ্গরহিত) তত্ত্বসিদ্ধং (তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিশ্চিত) পরং (শ্রেষ্ঠ) প্রত্যক্ (ব্যাপক) অখণ্ডিতম্ (অখণ্ড, পূর্ণ) স্বপ্রকাশম্ (আপনা হইতে প্রকাশমান) পরাকাশং (মহাকাশ) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) অস্মি (আছি) ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে)॥ ৮৯৬

অনুবাদ। আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞানলভ্য, উৎকৃষ্ট, ব্যাপক, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, মহাকাশস্বরূপ ব্রহ্ম—ইহা চিন্তা করিবে॥ ৮৯৬

সুসূক্ষ্মমস্তিতামাত্রং নির্ব্বিকল্পং মহত্তমম্।
কেবলং পরমাদ্বৈতং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ ॥ ৮৯৭

অন্বয়। অহম্ (আমি) সুসূক্ষ্মম্ (অতীব সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়) অস্তিতামাত্রং (সত্তাস্বরূপ) নির্ব্বিকল্পং (বিকল্পরহিত) মহত্তমম্ (সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ) কেবলং (শুদ্ধ) পরমাদ্বৈতং (পরম অদ্বৈতস্বরূপ) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) অস্মি (হই) ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ৮৯৭

অনুবাদ। আমি অতীব সূক্ষ্মস্বভাব, সত্তাস্বরূপ, বিকল্পশূন্য, অতীব বৃহৎ, শুদ্ধ দ্বৈতলেশশূন্য, ব্রহ্মস্বরূপ—এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ৮৯৭

ইত্যেবং নির্ব্বিকারাদিশব্দমাত্রসমর্পিতম্।
ধ্যায়তঃ কেবলং বস্তু লক্ষ্যে চিত্তং প্রতিষ্ঠতি ॥ ৮৯৮

অন্বয়। ইত্যেবম্ (ইতি-এবং—এইরূপ, পূর্ব্বোক্তরূপ) নির্ব্বিকারাদি-শব্দমাত্রসমর্পিতম্ (নির্ব্বিকার প্রভৃতি শব্দ মাত্র দ্বারা উপস্থাপিত অর্থাৎ জ্ঞাত) কেবলং (শুদ্ধ) বস্তু (পদার্থকে) ধ্যায়তঃ (চিন্তাকারীর) লক্ষ্যে (লক্ষ্যপদার্থ ব্রহ্মে) চিত্তম্ (অন্তঃকরণ) প্রতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠা লাভ করে) ॥ ৮৯৮

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্তরূপ নির্ব্বিকার প্রভৃতি শব্দদ্বারা জ্ঞাত শুদ্ধ পদার্থে (ব্রহ্মে) ধ্যানশীল পুরুষের চিত্ত লক্ষ্যপদার্থে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ॥ ৮৯৮

ব্রহ্মানন্দরসাবেশাদেকীভূয় তদাত্মনা।
বুদ্ধের্যা নিশ্চলাবস্থা * স সমাধিরকল্পকঃ ॥ ৮৯৯

অন্বয়। ব্রহ্মানন্দরসাবেশাৎ (ব্রহ্মসুখরসে আসক্তিবশতঃ) তদাত্মনা (ব্রহ্মস্বরূপে) একীভূয় (এক হইয়া) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) যা (যে) নিশ্চলাবস্থা (স্থির অবস্থা) সঃ (সেই) অকল্পকঃ (নির্ব্বিকল্প) সমাধিঃ (যোগ) ॥ ৮৯৯

অনুবাদ। ব্রহ্মসুখরূপ রসে আসক্তিবশতঃ ব্রহ্মরূপে এক হইয়া বুদ্ধির যে নিশ্চল অবস্থা হয়, তাহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলা যায় ॥ ৮৯৯

উত্থানে বাপ্যনুত্থানেঽপ্যপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সমাধিষট্কং কুর্ব্বীত সর্ব্বদা প্রযতো যতিঃ ॥ ৯০০

অন্বয়। অপ্রমত্তঃ (সাবধান, প্রমাদশূন্য) জিতেন্দ্রিয়ঃ (বশীকৃতেন্দ্রিয়) যতিঃ (সন্ন্যাসী) প্রযতঃ (সংযত) [সন্=হইয়া] উত্থানে অপি (উত্থানেও) বা (অথবা) অনুত্থানে অপি (শয়নেও) সর্ব্বদা (সকল সময়) সমাধি-ষট্কং (ছয় প্রকার সমাধি) কুর্ব্বীত (করিবে) ॥ ৯০০

অনুবাদ। সন্ন্যাসী প্রমাদশূন্য, জিতেন্দ্রিয় ও সংযত হইয়া উত্থানে এবং শয়নেও পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ সমাধির অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৯০০

---

* বৃত্তের্যা নিশ্চলাবস্থা ইতি বা পাঠঃ।

বিপরীতার্থধীর্যাবন্ন নিঃশেষং নিবর্ত্ততে।
স্বরূপস্ফুরণং যাবন্ন প্রসিধ্যত্যনির্গলম্।
তাবৎ সমাধিষট্কেন নয়েৎ কালং নিরন্তরম্॥ ৯০১

অন্বয়। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) বিপরীতার্থধীঃ (দেহ প্রভৃতিতে আত্মজ্ঞান-স্বরূপ বিরুদ্ধ বুদ্ধি) নিঃশেষং (সমূলে) ন নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত না হয়), যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) স্বরূপস্ফুরণম্ (স্বরূপের প্রকাশ) অনির্গলম্ (অবাধে) ন প্রসিধ্যতি (সম্পন্ন না হয়), তাবৎ (ততকাল) সমাধিষট্কেন (ছয়টি সমাধির দ্বারা) নিরন্তরং (সর্ব্বদা) কালং (সময়) নয়েৎ (যাপন করিবে)॥ ৯০১

অনুবাদ। যে পর্য্যন্ত দেহাদিতে আত্মজ্ঞানরূপ বিপরীত বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত না হয়, যে পর্য্যন্ত অবাধে স্বরূপ প্রকাশ না হয়, ততকাল ছয়টি সমাধি দ্বারা কালক্ষেপ করিবে॥ ৯০১

প্রমাদত্যাগঃ।

ন প্রমাদোঽত্র কর্ত্তব্যো বিদুষা মোক্ষমিচ্ছতা।
প্রমাদে জৃম্ভতে মায়া সূর্য্যাপায়ে তমো যথা॥ ৯০২

অন্বয়। মোক্ষং (মুক্তিকে) ইচ্ছতা (ইচ্ছুক) বিদুষা (বিদ্বান্ কর্ত্তৃক) অত্র (সমাধিতে) প্রমাদঃ (অনবধানতা) ন কর্ত্তব্যঃ (করা উচিত নহে); প্রমাদে (অসতর্কতা উপস্থিত হইলে) সূর্য্যাপায়ে (সূর্য্য অস্ত গেলে) তমো যথা (অন্ধকারের ন্যায়) মায়া (অজ্ঞান) জৃম্ভতে (আবির্ভূত হয়, প্রকাশ পায়)॥ ৯০২

অনুবাদ। মুক্তিকামী বিদ্বান্ পুরুষের সমাধিতে প্রমাদ (অসতর্কতা) ত্যাগ করা বিধেয়; [কারণ] যেমন সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে অন্ধকার আবির্ভূত হয়, সেইরূপ প্রমাদ থাকিলে, মায়া প্রকাশিত হয়॥ ৯০২

স্বানুভূতিং পরিত্যজ্য ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণং বুধাঃ।
স্বানুভূতৌ প্রমাদো যঃ স মৃত্যুর্ন যমঃ সতাম্॥ ৯০৩

অন্বয়। বুধাঃ (পণ্ডিতেরা) স্বানুভূতিম্ (আত্মার অনুভবকে) পরিত্যজ্য (ত্যাগ করিয়া) ক্ষণং (অল্পকাল) ন তিষ্ঠন্তি (অবস্থান করেন না); স্বানুভূতৌ (আত্মার অনুভবে) যঃ (যে) প্রমাদঃ (অনবধানতা, অসতর্কতা) সঃ (তাহা) সতাং (সাধুগণের) মৃত্যুঃ (মরণ) ন যমঃ (যম নহে)॥ ৯০৩

অনুবাদ। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আত্মার অনুভব বর্জ্জন করিয়া ক্ষণকাল অবস্থান করেন না; আত্মানুভবে যে প্রমাদ উপস্থিত হয়, তাহা সজ্জনগণের মৃত্যুস্বরূপ, যম (কাল) তাঁহাদিগের মৃত্যু নহে॥ ৯০৩

অস্মিন্ সমাধৌ কুরুতে প্রয়াসং
যস্তস্য নৈবাস্তি পুনর্বিকল্পঃ।
সর্ব্বাত্মভাবোঽপ্যমুনৈব সিধ্যেৎ
সর্ব্বাত্মভাবঃ খলু কেবলত্বম্ ॥ ৯০৪

অন্বয়। যঃ (যিনি) অস্মিন্ (এই) সমাধৌ (সমাধিতে) প্রয়াসং (যত্ন) কুরুতে (করেন), তস্য (তাঁহার) পুনঃ (আবার) বিকল্পঃ (বিরুদ্ধকল্প অর্থাৎ দ্বিধা) ন এব অস্তি (থাকে না, হয় না); অমুনা এব (এই সমাধির দ্বারাই) সর্ব্বাত্মভাবঃ অপি (সর্ব্ব বস্তুতে আত্মজ্ঞানও) সিধ্যেৎ (সম্পন্ন হয়), কেবলত্বং (শুদ্ধস্বরূপতা) সর্ব্বাত্মভাবঃ (সর্ব্ববস্তুতে আত্মবোধ) খলু (নিশ্চিত) ॥ ৯০৪

অনুবাদ। যিনি সমাধিতে যত্ন করেন তাঁহার, আর বিকল্প * আবির্ভূত হয় না, শুধু এই সমাধিদ্বারা সর্ব্বাত্মভাব (সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন) ঘটে; [আত্মার] শুদ্ধ স্বরূপত্বকে সর্ব্বাত্মভাব কহে ॥ ৯০৪

সর্ব্বাত্মভাবো বিদুষো ব্রহ্মবিদ্যাফলং বিদুঃ।
জীবন্মুক্তস্য তস্যৈব স্বানন্দানুভবঃ ফলম্ ॥ ৯০৫

অন্বয়। [পণ্ডিতাঃ=পণ্ডিতেরা] বিদুষঃ (বিদ্বানের) সর্ব্বাত্মভাবঃ (সকল বস্তুতে আত্মবোধ) ব্রহ্মবিদ্যাফলং (ব্রহ্মজ্ঞানের ফল) [ইতি=ইহা] বিদুঃ (জানিয়া থাকেন) তস্য এব (সেই) জীবন্মুক্তস্য (জীবিত থাকিয়া যিনি মুক্ত, তাঁহার) স্বানন্দানুভবঃ (আত্মসুখানুভূতি) ফলম্ (কার্য্য, ফল) ॥ ৯০৫

অনুবাদ। বিদ্বানের সর্ব্বাত্মভাব ব্রহ্মজ্ঞানের ফল, এবং সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের আত্মানন্দানুভবই ফল,—একথা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৯০৫

যোঽহং মমেত্যাখ্যসদাত্মগাহকো
গ্রন্থির্লয়ং যাতি স বাসনাময়ঃ।
সমাধিনা নশ্যতি কর্ম্মবন্ধো
ব্রহ্মাত্মবোধোঽপ্রতিবন্ধ ইষ্যতে ॥ ৯০৬

অন্বয়। যঃ (যে) অহংমমেত্যাখ্যসদাত্মগাহকঃ (আমি দুঃখী, আমার ঐশ্বর্য্য ইত্যাদিরূপ অনাত্মাবলম্বী) বাসনাময়ঃ (সংস্কারযুক্ত) গ্রন্থিঃ (গাঁইট—প্রতিবন্ধক) সঃ (তাহা) লয়ং (লয়কে) যাতি (প্রাপ্ত হয়); সমাধিনা (যোগ দ্বারা) কর্ম্মবন্ধঃ (কর্ম্মের বন্ধন) নশ্যতি (নষ্ট হয়), অপ্রতিবন্ধঃ (অবাধ) ব্রহ্মাত্মবোধঃ (ব্রহ্মভিন্ন আত্মজ্ঞান) ইষ্যতে (অভিলষিত হয়) ॥ ৯০৬

অনুবাদ। 'আমি' 'আমার' ইত্যাদিরূপ অনাত্মাশ্রয়ী যে বাসনাময় গ্রন্থি

---

* এইটি বটে, অথবা এইটি নহে চিত্তের এরূপ অবস্থাকে বিকল্প বলে।

বিদ্যমান আছে, তাহা সমাধি দ্বারা বিলয়প্রাপ্ত হয়; সমাধি দ্বারা কর্ম্মের বন্ধনও নষ্ট হয়, এবং প্রতিবন্ধকরহিত ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়॥ ৯০৬

এষ নিষ্কণ্টকঃ পন্থা মুক্তের্ব্রহ্মাত্মনা স্থিতেঃ।
শুদ্ধাত্মনাং মুমুক্ষূণাং যৎ সদেকত্বদর্শনম্॥ ৯০৭

অন্বয়। শুদ্ধাত্মনাং (বিশুদ্ধচিত্ত) মুমুক্ষূণাং (মুক্তিকামী পুরুষগণের) যৎ (যে) সদেকত্বদর্শনম্ (সৎস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান) এষঃ (ইহা) ব্রহ্মাত্মনা (ব্রহ্মস্বরূপে) স্থিতেঃ (অবস্থানরূপ) মুক্তেঃ (মোক্ষের) নিষ্কণ্টকঃ (অবাধ) পন্থাঃ (উপায়)॥ ৯০৭

অনুবাদ। বিশুদ্ধচিত্ত মুক্তিকামী পুরুষগণের সৎস্বরূপ ব্রহ্মের ও আত্মার একত্বদর্শনই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তির অকণ্টক (বাধাহীন) উপায়॥ ৯০৭

তস্মাত্ত্বং চাপ্যপ্রমত্তঃ সমাধীন্
কৃত্বা গ্রন্থিং সাধু নির্দাহ্য যুক্তঃ
নিত্যং ব্রহ্মানন্দপীযূষসিন্ধৌ
মজ্জন্ ক্রীড়ন্ মোদমানো রমস্ব॥ ৯০৮

অন্বয়। তস্মাৎ (তজ্জন্য, ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদজ্ঞান মুক্তির উপায় বলিয়া) ত্বং চ অপি (তুমিও) অপ্রমত্তঃ (সাবধান, সতর্ক) [সন্=হইয়া] সমাধীন্ (পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার সমাধি) কৃত্বা (করিয়া) সাধু (উত্তমরূপে) গ্রন্থিং (কামাদি গ্রন্থিকে) নির্দাহ্য (পোড়াইয়া) যুক্তঃ (যোগী হইয়া) নিত্যং (সর্ব্বদা) ব্রহ্মানন্দপীযূষসিন্ধৌ (ব্রহ্মসুখরূপ অমৃতসাগরে) মজ্জন্ (মগ্ন হইয়া) ক্রীড়ন্ (ক্রীড়া করিয়া) মোদমানঃ (আনন্দিত হইয়া) রমস্ব (ক্রীড়া কর, রত হও)॥ ৯০৮

অনুবাদ। সেইজন্য তুমিও সাবধানে পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার সমাধির অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক উত্তমরূপে কামক্রোধাদি গ্রন্থি দগ্ধ করিয়া যোগযুক্ত হইয়া, সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া ক্রীড়া কর, আনন্দ লাভ কর এবং নিরত থাক॥ ৯০৮

যোগঃ।

নির্ব্বিকল্পসমাধির্যো বৃত্তির্নৈশ্চল্যলক্ষণা।
তমেব যোগ ইত্যাহুর্যোগশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ॥ ৯০৯

অন্বয়। যঃ (যে) নির্ব্বিকল্পসমাধিঃ (বিকল্পশূন্য যোগ) নৈশ্চল্যলক্ষণা (স্থৈর্য্যরূপ) বৃত্তিঃ (চিত্তের পরিণাম বা অবস্থা), যোগশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ (যোগ-শাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞ পণ্ডিতেরা) তম্ এব (তাহাকেই) যোগ ইতি (যোগ এই সংজ্ঞা) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)॥ ৯০৯

অনুবাদ। চিত্তবৃত্তির স্থিরতাই নির্ব্বিকল্প সমাধি; যোগশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকেই "যোগ" বলিয়া থাকেন ॥ ৯০৯

অষ্টাবঙ্গানি।

অষ্টাবঙ্গানি যোগস্য যমো নিয়ম আসনম্।
প্রাণায়ামস্তথা প্রত্যাহারশ্চাপি চ ধারণা ॥ ৯১০
ধ্যানং সমাধিরিত্যেব নিগদন্তি মনীষিণঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ ॥ ৯১১
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো মুহুর্মুহুঃ।
সজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ ॥ ৯১২
নিয়মো হি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ।
সুখেনৈব ভবেদ্ যস্মিন্নজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্ ॥ ৯১৩

অন্বয়। যমঃ (যম), নিয়মঃ (নিয়ম), আসনম্ (আসন), প্রাণায়ামঃ (প্রাণায়াম) তথা (এবং) প্রত্যাহারঃ চ (প্রত্যাহার) অপি চ (এবং) ধারণা (ধারণা) ধ্যানম্ (চিত্তের একাগ্রতা) ইতি এব (ইহাই) যোগস্য (যোগের) অষ্টৌ (আটটি) অঙ্গানি (অবয়ব) মনীষিণঃ (মহাত্মারা) নিগদন্তি (বলিয়া থাকেন); সর্ব্বং (সমস্ত বস্তু) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ইতি (এইরূপ) বিজ্ঞানাৎ (জানিয়া) ইন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ (ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমন) অয়ম্ (এই) যমঃ (যম) ইতি (ইহা) সংপ্রোক্তঃ (কথিত হয়), [অসৌ যমঃ=এই যম] মুহুর্মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অভ্যসনীয়ঃ (অভ্যাস করা উচিত); সজাতীয়প্রবাহঃ (সমানজাতীয় প্রত্যয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারা) চ (এবং) বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ (বিরুদ্ধজাতীয় প্রত্যয় দূর করা) নিয়মঃ (নিয়ম) [উচ্যতে=কথিত হয়], হি (যেহেতু) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) নিয়মাৎ (নিয়ম হইতে) পরানন্দঃ (পরমসুখ) ক্রিয়তে (লব্ধ হয়), যস্মিন্ (যাহাতে) সুখেন এব (অনায়াসেই) অজস্রং (নিরন্তর) ব্রহ্মচিন্তনং (ব্রহ্মচিন্তা) ভবেৎ (হইয়া থাকে) ॥ ৯১০—৯১১—৯১২—৯১৩

অনুবাদ। মনীষিগণ "যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি" এই আটটিকে যোগের অঙ্গ বলিয়া থাকেন। 'এই সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে'—এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম 'যম' বলিয়া অভিহিত হয়, এই 'যম' পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা উচিত। বিজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহকে পরিত্যাগ ও সজাতীয় বিজ্ঞানধারাকে নিয়ম বলা যায়; পণ্ডিতেরা এই নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়া পরম সুখ অনুভব করেন, যাহাতে অনায়াসে নিরন্তর ব্রহ্ম-চিন্তা আসিয়া থাকে ॥ ৯১০—৯১১—৯১২—৯১৩

আসনং তদ্ বিজানীয়াদিতরসুখনাশনম্।
চিত্তাদিসর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ ॥ ৯১৪

অন্বয়। চিত্তাদিসর্ব্বভাবেষু (চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত পদার্থে) ব্রহ্মত্বেন এব (ব্রহ্মস্বরূপে) ভাবনাৎ (চিন্তনহেতু) [যৎ=যে] ইতরসুখনাশনং (বাহ্য-সুখক্ষয়) তৎ (তাহাকে) আসনম্ (আসন) বিজানীয়াৎ (জানিবে)॥ ৯১৪

অনুবাদ। চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত পদার্থকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিয়া অন্য (বাহ্য) সুখের নাশকে 'আসন' বলিয়া জানিবে ॥ ৯১৪

নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে।
নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচকাখ্যঃ সমীরণঃ ॥ ৯১৫

অন্বয়। [যঃ=যে] সর্ব্ববৃত্তীনাং (চিত্তের সমস্ত বৃত্তির) নিরোধঃ (রোধ), সঃ (তাহা) প্রাণায়ামঃ (প্রাণায়াম) উচ্যতে (কথিত হয়); প্রপঞ্চস্য (জগতের) নিষেধনং (নিষেধ, ব্রহ্মে লয়) রেচকাখ্যঃ (রেচক-নামক) সমীরণঃ (বায়ু) [উচ্যতে=উক্ত হয়]॥ ৯১৫

অনুবাদ। পণ্ডিতেরা চিত্তের সমস্ত বৃত্তির নিরোধকে 'প্রাণায়াম' বলিয়া থাকেন; প্রপঞ্চের (জগতের) নিষেধ (ব্রহ্মে লয়)-কে রেচক নামক বায়ু বলা হয় ॥ ৯১৫

ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকো বায়ুরীরিতঃ।
ততস্তদ্‌বৃত্তিনৈশ্চল্যং কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ ॥ ৯১৬

অন্বয়। [অহম্=আমি] ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) অস্মি (হই) ইতি (এইরূপ) যা (যে) বৃত্তিঃ (চিত্তের অবস্থা) [সঃ=তাহা] পূরকো বায়ুঃ (পূরক নামক বায়ু) ঈরিতঃ (কথিত হয়); ততঃ (অনন্তর) তদ্‌বৃত্তিনৈশ্চল্যম্ (আমি ব্রহ্ম এইরূপ চিন্তার স্থিরতা) [চ=এবং] প্রাণসংযমঃ (প্রাণবায়ুর নিশ্চলতা) কুম্ভকঃ (কুম্ভক) [উচ্যতে=কথিত হয়]॥ ৯১৬

অনুবাদ। 'আমিই ব্রহ্ম'—এইরূপ চিত্তবৃত্তিকে 'পূরক বায়ু' বলে, অনন্তর সেইরূপ বৃত্তির স্থিরতা এবং প্রাণবায়ুর সংযমকে 'কুম্ভক' বলা যায় ॥ ৯১৬

অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং প্রাণপীড়নম্।
বিষয়েষ্বাত্মতাং ত্যক্ত্বা মনসশ্চিতি মজ্জনম্ ॥ ৯১৭
প্রত্যাহারঃ স বিজ্ঞেয়োঽভ্যসনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ।
যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ ॥ ৯১৮
মনসো ধারণঞ্চৈব ধারণা সা পরা মতা।
ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্‌বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ ॥ ৯১৯

ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী।
নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ ॥ ৯২০

বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধি র্ধ্যানসংজ্ঞকঃ।
সমাধৌ ক্রিয়মাণে তু বিঘ্না হ্যায়ান্তি বৈ বলাৎ ॥ ৯২১

অন্বয়। অয়ং চ অপি (এই কুম্ভকই) প্রবুদ্ধানাং (জ্ঞানিগণের, [চ= এবং] অজ্ঞানাং (জ্ঞানহীনগণের) প্রাণপীড়নং (প্রাণবায়ুর নিরোধ) বিষয়েষু (শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহে) আত্মতাম্ (আত্মত্বকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসঃ (মনের) চিতি মজ্জনং (চৈতন্যে—ব্রহ্মে স্থাপন) সঃ (তাহাই) প্রত্যাহারঃ (প্রত্যাহারনামক যোগাঙ্গ) বিজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাত হইবে) (সঃ—সেই প্রত্যাহার) মুমুক্ষুভিঃ (মুক্তিকামী পুরুষগণ কর্ত্তৃক) অভ্যসনীয়ঃ (অভ্যাস করা উচিত) যত্র যত্র (যেখানে যেখানে) মনঃ (মন) যাতি (গমন করে) তত্র (সেইস্থানে) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) দর্শনাৎ (সাক্ষাৎকারহেতু) মনসঃ (মনের) ধারণং চ এব (কোন একস্থানে রক্ষণই) সা (তাহা) পরা (উৎকৃষ্ট) ধারণা (ধারণা) মতা (অভিমত), ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) অস্মি (হই) ইতি (এইরূপ) সদবৃত্ত্যা (উত্তম বৃত্তি দ্বারা) নিরালম্বতয়া (অবলম্বনশূন্যতারূপে) স্থিতিঃ (অবস্থান) ধ্যানশব্দেন (ধ্যান এই নাম দ্বারা) বিখ্যাতা (খ্যাত হয়) [সা= সেই স্থিতি] পরমানন্দদায়িনী (অতিশয় আনন্দ প্রদান করে) নির্ব্বিকারতা (বিকারশূন্যত্বরূপে) ব্রহ্মাকারতয়া (ব্রহ্মাকারস্বরূপ) বৃত্ত্যা (বৃত্তি দ্বারা) পুনঃ (বাক্যালঙ্কার) সম্যক্ (উত্তমরূপে) বৃত্তিবিস্মরণং (বৃত্তির বিস্মৃতি) ধ্যানসংজ্ঞকঃ (ধ্যান-নামক) সমাধিঃ (সমাধি) [উচ্যতে=কথিত হয়] সমাধৌ (সমাধি) ক্রিয়মাণে (অনুষ্ঠিত হইলে) হি (নিশ্চিত) বিঘ্নাঃ (প্রতিবন্ধকসমূহ) বলাৎ (বলপূর্ব্বক) আয়ান্তি (আগমন করে) ॥ ৯১৭—৯১৮—৯১৯—৯২০—৯২১

অনুবাদ। এই কুম্ভকই জ্ঞানী ও অজ্ঞদিগের প্রাণবায়ুর নিরোধক। শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহে আত্মজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক মনের চৈতন্যে স্থাপনকে 'প্রত্যাহার' বলিয়া জানিবে; মুমুক্ষুগণের এই প্রত্যাহার অভ্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য। যে যে স্থানে মনঃ গমন করে, সেই সেই স্থানে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হেতু মনের ধারণ উৎকৃষ্ট 'ধারণা' বলিয়া কথিত হয়। 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ সাধুবৃত্তি দ্বারা মনের আশ্রয়হীনত্বরূপে অবস্থানকে 'ধ্যান' বলা যায়; ইহা পরম আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। বিকাররহিত ব্রহ্মাকার বৃত্তি দ্বারা অন্যবৃত্তির সম্যক্ বিস্মরণকে 'সমাধি' বলে; ইহাকে ধ্যান (ধ্যানের পরাকাষ্ঠা) বলা যায়। সমাধি অনুষ্ঠিত হইলে, বিঘ্নসকল বলপূর্ব্বক উপস্থিত হয় ॥ ৯১৭—৯১৮—৯১৯—৯২০—৯২১

অনুসন্ধানরাহিত্যমালস্যং ভোগলালসম্।
ভয়ং তমশ্চ বিক্ষেপস্তেজঃস্পন্দশ্চ শূন্যতা ॥ ৯২২

অন্বয়। অনুসন্ধানরাহিত্যং (ব্রহ্মান্বেষণের অভাব) আলস্যং (অলসতা)

ভোগলালসং (ভোগেচ্ছা) ভয়ং (ভীতি) তমশ্চ (এবং অজ্ঞান) বিক্ষেপঃ (চিত্তচাঞ্চল্য) তেজঃস্পন্দশ্চ (উত্তাপের দ্বারা স্পন্দন) শূন্যতা (শূন্যত্ব) [এই গুলি যোগবিঘ্ন]॥ ৯২২

অনুবাদ। [ব্রহ্মবিষয়ে] অনুসন্ধানের অভাব, আলস্য, ভোগবাসনা, ভয়, অজ্ঞান, বিক্ষেপ (মনের চঞ্চলতা), তেজের দ্বারা স্পন্দন এবং শূন্যতা—এই কয়টি সমাধির বিঘ্ন॥ ৯২২

এবং যদ্‌বিঘ্নবাহুল্যং ত্যাজ্যং তদ্ ব্রহ্মবিজ্জনৈঃ।
বিঘ্নানেতান্ পরিত্যজ্য প্রমাদরহিতো বশী।
সমাধিনিষ্ঠয়া ব্রহ্ম সাক্ষাদ্‌ভবিতুমর্হসি॥ ৯২৩

অন্বয়। এবম্ (এইরূপ) যৎ (যে) বিঘ্নবাহুল্যং (প্রচুর বিঘ্ন) তৎ (তাহা) ব্রহ্মবিজ্জনৈঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণকর্তৃক) ত্যাজ্যং (পরিত্যাগ করা উচিত)। [ত্বং=তুমি] এতান্ (এই) বিঘ্নান্ (বিঘ্নসকলকে) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) প্রমাদরহিতঃ (অনবধানতাবিহীন, প্রমাদরহিত) বশী (জিতেন্দ্রিয়) [সন্= হইয়া] সমাধিনিষ্ঠয়া (সমাধিতে নিষ্ঠা দ্বারা) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ভবিতুং (হইতে) অর্হসি (যোগ্য হও)॥ ৯২৩

অনুবাদ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের এইরূপ প্রচুর বিঘ্নসকল ত্যাগ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। তুমি (শিষ্য) এই সমুদায় বিঘ্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রমাদবিহীন এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সমাধিতে নিষ্ঠা দ্বারা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে সমর্থ হও॥ ৯২৩

শিষ্যস্য স্বানুভবঃ।

ইতি গুরুবচনাৎ শ্রুতিপ্রমাণাৎ
পরমবগম্য স্বতত্ত্বমাত্মবুদ্ধ্যা।
প্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্মা
ক্বচিদচলাকৃতিরাত্মনিষ্ঠিতোঽভূৎ॥ ৯২৪

অন্বয়। [শিষ্যঃ=বিদ্যার্থী] ইতি (এইরূপ) শ্রুতিপ্রমাণাৎ (বেদ-প্রমাণ, বেদ দ্বারা প্রতিপাদিত) গুরুবচনাৎ (গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া) আত্মবুদ্ধ্যা (নিজ জ্ঞান দ্বারা) পরম্ (উৎকৃষ্ট) স্বতত্ত্বম্ (আত্মস্বরূপ) অবগম্য (জানিয়া) প্রশমিতকরণঃ (শান্তেন্দ্রির, যাহার ইন্দ্রিয়গুলি শান্ত হইয়াছে এরূপ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ, কখনও) অচলাকৃতিঃ (স্থির) [চ=এবং] আত্মনিষ্ঠিতঃ (আত্মপরায়ণ) সমাহিতাত্মা (সমাহিতচিত্ত) অভূৎ (হইয়াছিলেন)॥ ৯২৪

অনুবাদ। শিষ্য এবংপ্রকার শ্রুতি-প্রমাণ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া, সমুদিত আত্মজ্ঞান দ্বারা প্রকৃষ্ট আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, শান্তেন্দ্রিয়, স্থির, আত্মপরায়ণ এবং কখনও সমাহিতচিত্ত হইয়াছিলেন॥ ৯২৪

বহুকালং সমাধায় স্বস্বরূপে চ মানসম্।
উত্থায় পরমানন্দাদ্ গুরুমেত্য পুনর্মুদা ॥ ৯২৫
প্রণামপূর্ব্বকং ধীমান্ সগদ্গদমুবাচ হ।
নমো নমস্তে গুরবে নিত্যানন্দস্বরূপিণে ॥ ৯২৬
মুক্তসঙ্গায় শান্তায় ত্যক্তাহন্তায় তে নমঃ।
দয়াধাম্নে নমো ভূম্নে মহিম্নঃ পারমস্য তে।
নৈবাস্তি যৎকটাক্ষেণ ব্রহ্মৈবাহভবমদ্বয়ম্ ॥ ৯২৭

অন্বয়। ধীমান্ (বুদ্ধিমান্ শিষ্য) বহুকালম্ (অনেক কাল ব্যাপিয়া) স্ব-স্বরূপে চ (আত্মস্বরূপে) মানসং (মন) সমাধায় (সমাহিত করিয়া) পরমানন্দাৎ (অতিশয় সুখবশতঃ) উত্থায় (উঠিয়া) মুদা (হর্ষভরে) পুনঃ (আবার) গুরুম্ (গুরুকে) এত্য (প্রাপ্ত হইয়া) প্রণামপূর্ব্বকং (প্রণিপাত-পুরঃসর) সগদ্গদং (গদ্গদ্কণ্ঠে) উবাচ হ (কহিয়াছিলেন),—নিত্যানন্দস্বরূপিণে (নিত্যসুখস্বরূপ) গুরবে (গুরু) তে (তোমাকে) নমোনমঃ (নমস্কার করি), মুক্তসঙ্গায় (আসক্তি-রহিত) শান্তায় (শমগুণবিশিষ্ট) ত্যক্তাহন্তায় (ত্যক্তাহঙ্কার, অহংভাব পরিত্যাগী) তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার), দয়াধাম্নে (দয়ার আধার) ভূম্নে (ভূমা—ব্রহ্ম উদ্দেশে) নমঃ (নমস্কার), তে (তোমার) অস্য (এই) মহিম্নঃ (মহিমার) পারং (সীমা) ন এব অস্তি (নাই), যৎকটাক্ষেণ (যাঁহার কটাক্ষ দ্বারা) [অহং=আমি] অদ্বয়ম্ (অদ্বৈত) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) অভবম্ (হইয়াছি)॥ ৯২৫—৯২৬—৯২৭

অনুবাদ। বুদ্ধিমান্ শিষ্য বহুকাল আত্মস্বরূপে মন সমাহিত করিয়া উঠিয়া, পরমানন্দবশতঃ পুনরায় হর্ষভরে গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক গদ্গদ্কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি নিত্যানন্দস্বরূপ, গুরু, তোমাকে নমস্কার করি; তুমি আসক্তিশূন্য, শান্ত ও অহঙ্কারশূন্য, তোমাকে প্রণিপাত করি; দয়ার আধার ব্রহ্ম-স্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি, যে গুরুর কৃপা-কটাক্ষ দ্বারা আমি অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি, সেই গুরু তুমি, তোমার মহিমার সীমা নাই॥ ৯২৫—৯২৬—৯২৭

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্।
যন্ময়া পূরিতং বিশ্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা ॥ ৯২৮

অন্বয়। [অহং=আমি] কিং (কি) করোমি (করি), ক্ব (কোথায়) গচ্ছামি (যাই), কিং (কি) গৃহ্ণামি (গ্রহণ করি), কিং (কি) ত্যজামি (ত্যাগ করি)? যৎ (যে কারণে) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) যথা (যেন) মহা-

কল্পাম্বুনা (অতিশয় সঙ্কল্পরূপ জলের দ্বারা) বিশ্বং (জগৎ) পূরিতম্ (পূরিত, পূর্ণকৃত হইয়াছে) ॥ ৯২৮

অনুবাদ। আমি কি করি, কোথায় যাই, কি গ্রহণ করি এবং কোন্ বস্তু ত্যাগ করি? কারণ, আমি যেন এই বিশ্বকে অত্যন্ত সঙ্কল্পরূপ জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছি ॥ ৯২৮

ময়ি সুখবোধপয়োধৌ মহতি ব্রহ্মাণ্ডবুদ্বুদসহস্রম্।

মায়াময়েন মরুতা ভূত্বা ভূত্বা পুনস্তিরোধত্তে ॥ ৯২৯

অন্বয়। মহতি (অতীব) সুখবোধপয়োধৌ (আনন্দজ্ঞান-সমুদ্র) ময়ি (আমাতে) ব্রহ্মাণ্ডবুদ্বুদসহস্রং (ব্রহ্মাণ্ডরূপ সহস্র সহস্র জলবিম্ব) মায়াময়েন (মায়াযুক্ত) মরুতা (বায়ু দ্বারা) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া) পুনঃ (আবার) তিরোধত্তে (বিলীন হইয়া থাকে) ॥ ৯২৯

অনুবাদ। অতীব আনন্দজ্ঞান-সমুদ্রস্বরূপ আমাতে (আত্মাতে) ব্রহ্মাণ্ড-রূপ সহস্র জলবিম্ব মায়াময় বায়ু দ্বারা পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত হইয়া আবার তিরোহিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ মিলাইয়া যায়) ॥ ৯২৯

নিত্যানন্দস্বরূপোঽহমাত্মাহং ত্বদনুগ্রহাৎ।

পূর্ণোঽহমনবদ্যোঽহং কেবলোঽহং চ সদ্গুরো ॥ ৯৩০

অন্বয়। সদ্গুরো (হে সাধু গুরো)! অহম্ (আমি) ত্বদনুগ্রহাৎ (তোমার কৃপায়) নিত্যানন্দস্বরূপঃ (সদা সুখস্বরূপ), অহম্ (আমি) আত্মা (ব্রহ্মস্বরূপ), অহম্ (আমি) পূর্ণঃ (পরিপূর্ণ), অহম্ (আমি) অনবদ্যঃ (অনিন্দনীয়), অহম্ (আমি) কেবলঃ (শুদ্ধ) ॥ ৯৩০

অনুবাদ। হে সদ্গুরো! আমি আপনার অনুগ্রহে নিত্য সুখস্বরূপ, আমি আত্ম (ব্রহ্ম)-স্বরূপ, আমি পূর্ণ, অনিন্দনীয় এবং শুদ্ধস্বভাব ॥ ৯৩০

অকর্ত্তাহমভোক্তাহমবিকারোঽহমক্রিয়ঃ।

আনন্দঘন এবাহমসঙ্গোঽহং সদাশিবঃ ॥ ৯৩১

অন্বয়। অহম্ (আমি) অকর্ত্তা (কর্ত্তৃত্বরহিত), অহম্ (আমি) অভোক্তা (ভোক্তৃত্বরহিত), অহম্ (আমি) অবিকারঃ (বিকাররহিত), [অহম্ =আমি] অক্রিয়ঃ (ক্রিয়ারহিত), অহম্ (আমি) আনন্দঘনঃ এব (সুখ-স্বরূপই), অহম্ (আমি) অসঙ্গঃ (আসক্তিবর্জ্জিত), [অহম্=আমি] সদাশিবঃ (সর্ব্বদা কল্যাণময়) ॥ ৯৩১

অনুবাদ। আমি,—অকর্ত্তা, অভোক্তা, বিকারশূন্য, নিষ্ক্রিয়, সুখস্বরূপ, আসক্তিহীন এবং সদাশিব ॥ ৯৩১

ত্বৎকটাক্ষবরচান্দ্রচন্দ্রিকাপাতধূতভবতাপজশ্রমঃ।

প্রাপ্তবানহমখণ্ডবৈভবানন্দমাত্মপদমক্ষয়ং ক্ষণাৎ ॥ ৯৩২

অন্বয়। ত্বৎকটাক্ষবরচান্দ্রচন্দ্রিকাপাতধূতভবতাপজশ্রমঃ (তোমার কটাক্ষ-রূপ উৎকৃষ্ট জ্যোৎস্নাপাতের দ্বারা সংসারতাপজনিত শ্রান্তি বিদূরিত হইয়াছে যাহার, সেই), অহম্ (আমি) ক্ষণাৎ (ক্ষণমাত্রেই) অখণ্ডবৈভবানন্দম্ (অখণ্ড-ঐশ্বর্য্যসুখরূপ) অক্ষয়ম্ (অবিনাশী) আত্মপদম্ (আত্মস্থিতি, ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্তবান্ (প্রাপ্ত হইয়াছি) ॥ ৯৩২

অনুবাদ। তোমার কটাক্ষরূপ উৎকৃষ্ট জ্যোৎস্নাপাতের দ্বারা আমার সংসার-তাপজনিত শ্রান্তি বিদূরিত হইয়াছে, আমি মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অখণ্ড-ঐশ্বর্য্য-আনন্দরূপ অক্ষয় আত্মপদ (ব্রহ্মত্ব) লাভ করিয়াছি ॥ ৯৩২

ছায়য়া স্পৃষ্টমুষ্ণং বা শীতং বা দুষ্ঠু সুষ্ঠুবা।
ন স্পৃশত্যেব যৎকিঞ্চিৎ পুরুষং তদ্‌বিলক্ষণম্ ॥ ৯৩৩

অন্বয়। ছায়য়া (ছায়া দ্বারা) স্পৃষ্টং (স্পৃষ্ট, কৃতস্পর্শ) উষ্ণং (গরম) বা (কিংবা) শীতং (ঠাণ্ডা) বা (কিংবা) দুষ্ঠু (মন্দ) সুষ্ঠু (ভাল) যৎকিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) তদ্‌বিলক্ষণং (শীতাদির বিপরীত) পুরুষং (পুরুষকে) ন স্পৃশতি এব (স্পর্শ করিতে পারেই না) ॥ ৯৩৩

অনুবাদ। ছায়া দ্বারা স্পৃষ্ট, উষ্ণ, শীত কিংবা ভাল, মন্দ যাহা কিছু তাহার (শীতাদির) বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৯৩৩

ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্ম্মা ন স্পৃশন্তি বিলক্ষণম্।
অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্ম্মাঃ প্রদীপবৎ ॥ ৯৩৪

অন্বয়। গৃহধর্ম্মাঃ (গৃহের ধর্ম্মসমূহ) প্রদীপবৎ (যেমন প্রদীপকে স্পর্শ করিতে পারে না সেইরূপ) সাক্ষ্যধর্ম্মাঃ (যেগুলি সাক্ষীর ধর্ম্ম নহে তাহারা) বিলক্ষণং (বিপরীত) সাক্ষিণং (সাক্ষীকে) ন স্পৃশন্তি (স্পর্শ করে না), অবিকারম্ (বিকারশূন্য) উদাসীনং (কর্ত্তৃত্বাদিরহিত) [আত্মানং=আত্মাকে] ন স্পৃশন্তি (স্পর্শ করে না) ॥ ৯৩৪

অনুবাদ। গৃহের ধর্ম্মসমূহ যেমন প্রদীপকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ যে সমুদায় সাক্ষীর ধর্ম্ম নহে—তাহারা তাহা হইতে ভিন্ন, বিকার-রহিত, উদাসীন সাক্ষীকে স্পর্শ করে না ॥ ৯৩৪

রবের্যথা কর্ম্মণি সাক্ষিভাবো
বহ্নের্যথা বায়সি দাহকত্বম্।
রজ্জোর্যথারোপিতবস্তুসঙ্গ-
স্তথৈব কূটস্থচিদাত্মনো মে ॥ ৯৩৫

অন্বয়। যথা (যেমন) রবেঃ (সূর্য্যের) কর্ম্মণি (ক্রিয়ায়) সাক্ষিভাবঃ (সাক্ষিত্ব), যথা বা (অথবা) বহ্নেঃ (অগ্নির) অয়সি (লৌহে) দাহকত্বং

(দাহকত্ব) যথা (যেরূপ), রজ্জোঃ (দড়ির) আরোপিতবস্তুসঙ্গঃ (কল্পিত সর্পাদিবস্তুর সহিত সম্বন্ধ) কূটস্থচিদাত্মনঃ (কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ) মে (আমার) তথা এব (সেইরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ সঙ্গ নাই) ॥ ৯৩৫

অনুবাদ। সূর্য্যের যেমন কর্ম্মে সাক্ষিতামাত্র, কিংবা অগ্নির যেমন লৌহে দাহজনকতা, অথবা রজ্জুর যেরূপ সর্পাদি কল্পিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ আমার (আত্মার) সেইরূপই সম্বন্ধ ॥ ৯৩৫

ইত্যুক্ত্বা স গুরুং স্তুত্বা প্রশ্রয়েণ কৃতানতিঃ।
মুমুক্ষোরুপকারায় প্রষ্টব্যাংশমপৃচ্ছত ॥ ৯৩৬

অন্বয়। সঃ (সেই শিষ্য) ইতি (ইহা) উক্ত্বা (বলিয়া) গুরুং (গুরুকে) স্তুত্বা (স্তব করিয়া) প্রশ্রয়েণ (বিনয়-সহকারে) কৃতানতিঃ (প্রণামপূর্ব্বক) মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকামীর) উপকারায় (উপকারের জন্য) প্রষ্টব্যাংশম্ (প্রষ্টব্যভাগ, পরে যাহা প্রশ্ন করা হইবে তাহা) অপৃচ্ছত (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) ॥ ৯৩৬

অনুবাদ। শিষ্য এইরূপ বাক্য বলিয়া, গুরুকে স্তুতি করিয়া, বিনয়সহকারে প্রণত হইয়া, মুমুক্ষুর উপকারের জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৯৩৬

জীবন্মুক্তস্য ভগবন্নুভূতেশ্চ লক্ষণম্।
বিদেহমুক্তস্য চ মে কৃপয়া ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ৯৩৭

অন্বয়। ভগবন্ (হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্!) জীবন্মুক্তস্য (জীবিতাবস্থায় মুক্তের) অনুভূতেশ্চ (এবং অনুভবের) বিদেহমুক্তস্য চ (এবং বিদেহমুক্তের, দেহনাশের পর মুক্তের) লক্ষণং (লক্ষণ) মে (আমাকে) কৃপয়া (দয়াপূর্ব্বক) তত্ত্বতঃ (যথার্থভাবে) ব্রূহি (বলুন) ॥ ৯৩৭

অনুবাদ। হে ভগবন্! জীবন্মুক্ত, অনুভবের এবং বিদেহমুক্তের (দেহনাশের পর মুক্তের) লক্ষণ আমাকে কৃপাপূর্ব্বক যথাযথ বিবৃত করুন ॥ ৯৩৭

জ্ঞানভূমিকালক্ষণম্।

শ্রীগুরুঃ—

বক্ষ্যে তুভ্যং জ্ঞানভূমিকায়া লক্ষণমাদিতঃ।
জ্ঞাতে যস্মিংস্ত্বয়া সর্ব্বং জ্ঞাতং স্যাৎ পৃষ্টমদ্য যৎ ॥ ৯৩৮

অন্বয়। শ্রীগুরুঃ (গুরু) [কহিলেন], [অহং=আমি] জ্ঞানভূমিকায়াঃ (জ্ঞান-ভূমিকার) লক্ষণং (লক্ষণ) আদিতঃ (প্রথম হইতে) তুভ্যং (তোমাকে) বক্ষ্যে (বলিব); যস্মিন্ (যাহা) জ্ঞাতে (জ্ঞাত হইলে) ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) অদ্য (আজ) যৎ (যাহা) পৃষ্টং (জিজ্ঞাসিত হইয়াছে) [তৎ=তাহা] সর্ব্বং (সমস্ত) জ্ঞাতং (বিদিত, জানা) স্যাৎ (হইবে) ॥ ৯৩৮

অনুবাদ। গুরু কহিলেন,—তোমাকে জ্ঞানের ভূমিকার (অবস্থার) লক্ষণ প্রথম হইতে বলিব ; যাহা জানিলে, আজ তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা সকলই জানিবে ॥ ৯৩৮

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছা স্যাৎ প্রথমা সমুদীরিতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া তু তৃতীয়া তনুমানসী ॥ ৯৩৯

অন্বয়। শুভেচ্ছা (শুভেচ্ছা-নাম্নী) জ্ঞানভূমিঃ (জ্ঞানের অবস্থা) প্রথমা (আদ্যা) সমুদীরিতা (কথিতা) স্যাৎ (হয়), তু (পাদপূরণে) বিচারণা (বিচারণানাম্নী) দ্বিতীয়া (দ্বিতীয়া ভূমি) তনুমানসী (তনুমানসী-নামিকা) তৃতীয়া (তৃতীয়া ভূমি) ॥ ৯৩৯

অনুবাদ। প্রথমা জ্ঞানভূমি 'শুভেচ্ছা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 'বিচারণা' দ্বিতীয়া জ্ঞানভূমি ; তৃতীয়া 'তনুমানসী' বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯৩৯

সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাৎ ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থাভাবনা ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা স্মৃতা ॥ ৯৪০

অন্বয়। চতুর্থী (চতুর্থী ভূমি) সত্ত্বাপত্তিঃ (সত্ত্বাপত্তি-নামিকা) স্যাৎ (হয়) ততঃ (অনন্তর অর্থাৎ চতুর্থীর পর পঞ্চমী) অসংসক্তিনামিকা (অসংসক্তি-নাম্নী), ষষ্ঠী (ষষ্ঠী) পদার্থাভাবনা (পদার্থাভাবনানাম্নী), সপ্তমী (সপ্তমী ভূমিকা) তুর্য্যগা (তুর্য্যগা-নামিকা) স্মৃতা (কথিত হয়) ॥ ৯৪০

অনুবাদ। চতুর্থী ভূমিকার নাম 'সত্ত্বাপত্তি'। 'অসংসক্তি' পঞ্চমী ভূমিকার নাম, ষষ্ঠী 'পদার্থাভাবনা' এবং 'তুর্য্যগা' ভূমিকা সপ্তমী বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯৪০

শুভেচ্ছা।

স্থিতঃ কিং মূঢ় এবাস্মি প্রেক্ষ্যোঽহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ।
বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছা চোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৯৪১

অন্বয়। শাস্ত্রসজ্জনৈঃ (শাস্ত্রবিষয়ে যাঁহারা সাধু ব্যক্তি, অর্থাৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহাদের কর্ত্তৃক) প্রেক্ষ্যঃ (দর্শনবিষয়ীভূত, দর্শনীয়) অহম্ (আমি) কিং (কি) মূঢ় এব (মোহপ্রাপ্তই) স্থিতঃ (বিদ্যমান আছি) ইতি (এবং-প্রকার) বৈরাগ্যপূর্ব্বং (বৈরাগ্যসহকারে) ইচ্ছা (বাসনা) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) শুভেচ্ছা চ (শুভেচ্ছা নাম্নী যোগভূমিকা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৪১

অনুবাদ। আমি শাস্ত্রদর্শিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া কি মূঢ়ের মত অবস্থান করিতেছি, বৈরাগ্যপূর্ব্বক এইরূপ ইচ্ছাকে পণ্ডিতেরা "শুভেচ্ছা" বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪১

বিচারণা।

শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকম্।
সদাচারপ্রবৃত্তি র্যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা॥ ৯৪২

অন্বয়। শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকং (বেদাদি শাস্ত্র, সাধুগণের সহিত সম্বন্ধ এবং বৈরাগ্যের অভ্যাস-সহকারে) যা (যে) সদাচারপ্রবৃত্তি (সদাচারের ইচ্ছা) সা (তাহা) বিচারণা (বিচারণা-নাম্নী দ্বিতীয়ভূমি) প্রোচ্যতে (কথিত হয়)॥ ৯৪২

অনুবাদ। বেদাদিশাস্ত্রের অনুশীলন, সাধুগণের সহিত একত্রবাস এবং বৈরাগ্যের অভ্যাস-সহকারে যে সদাচারে প্রবৃত্তি জন্মে, পণ্ডিতেরা তাহাকে 'বিচারণা' বলিয়া থাকেন॥ ৯৪২

তনুমানসী।

বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যামিন্দ্রিয়ার্থেষু রক্ততা।
যত্র সা তনুতামেতি প্রোচ্যতে তনুমানসী॥ ৯৪৩

অন্বয়। যত্র (যে অবস্থায়) বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যাং (বিচারণা-নাম্নী দ্বিতীয়-ভূমি ও শুভেচ্ছানাম্নী প্রথম ভূমির দ্বারা) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সমূহে) রক্ততা (অনুরাগ) তনুতাম্ (ক্ষীণতাকে) এতি (প্রাপ্ত হয়) সা (তাহা) তনুমানসী (তনুমানসী-নামিকা তৃতীয়া যোগভূমি) প্রোচ্যতে (কথিত হয়)॥ ৯৪৩

অনুবাদ। যে অবস্থায় বিচারণা ও শুভেচ্ছা-নাম্নী দুইটি যোগভূমির দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে অনুরাগ ক্ষীণভাব ধারণ করে (কমিয়া যায়), তাহাকে পণ্ডিতগণ "তনুমানসী" বলিয়া থাকেন॥ ৯৪৩

সত্ত্বাপত্তিঃ।

ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চিত্তেঽর্থবিরতের্বশাৎ।
সত্ত্বাত্মনি স্থিতে শুদ্ধে সত্ত্বাপত্তিরুদাহৃতা॥ ৯৪৪

অন্বয়। ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাৎ (পূর্ব্বোক্ত শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসী-নামিকা তিনটি ভূমিকার অভ্যাসহেতু) চিত্তে (অন্তঃকরণে) অর্থবিরতের্বশাৎ (বিষয়ের নিবৃত্তি হইলে) শুদ্ধে (কেবল) সত্ত্বাত্মনি (সত্ত্বগুণাধিক চিত্তে) স্থিতে (অবস্থিত হইলে) সত্ত্বাপত্তি (সত্ত্বাপত্তিনামিকা চতুর্থী ভূমিকা) উদাহৃতা (কথিত হয়)॥ ৯৪৪

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত তিনটি ভূমিকার অভ্যাসহেতু চিত্তে বিষয়বাসনা নিবৃত্ত হইলে, শুদ্ধ-সত্ত্বগুণপ্রধান আত্মাতে অবস্থান করাকে পণ্ডিতেরা "সত্ত্বাপত্তি" বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪৪

সংসক্তিনামিকা।

দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসর্গফলা তু যা।
রূঢ়সত্ত্বচমৎকারা প্রোক্তা সংসক্তিনামিকা ॥ ৯৪৫

অন্বয়। তু (পরন্তু) দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাৎ (পূর্ব্বোক্ত চারিটি দশার অভ্যাস-বশতঃ) যা (যে) অসংসর্গফলা (অসংসর্গ যাহার ফল এইরূপ) রূঢ়সত্ত্বচমৎকারা (প্রসিদ্ধ সত্ত্বগুণের চমৎকৃতি—আধিক্যযুক্তা) [সা=তাহা] সংসক্তিনামিকা (সংসক্তিনামিকা চতুর্থী যোগভূমি) প্রোক্তা (কথিত হয়) ॥ ৯৪৫

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত চারিটি ভূমিকার অভ্যাসবশতঃ কাহারও সহিত সংসর্গ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং সত্ত্বগুণের আধিক্য জন্মে, এরূপ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা 'সংসক্তি-নামিকা' ভূমিকা বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪৫

পদার্থাভাবনা।

ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া ভৃশম্।
অভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাবনাৎ ॥ ৯৪৬
পরপ্রযুক্তেন চিরপ্রযত্নেনাববোধনম্।
পদার্থাভাবনা নাম ষষ্ঠী ভবতি ভূমিকা ॥ ৯৪৭

অন্বয়। ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ (পূর্ব্বোক্ত ভূমিকা পাঁচটির অভ্যাসবশতঃ) স্বাত্মারামতয়া (আত্মাতে অনুরক্তি হেতু) অভ্যন্তরাণাম্ (অন্তরস্থিত) [এবং] বাহ্যানাং (বহিঃস্থিত ঘটপটাদি) পদার্থানাং (পদার্থসমূহের) ভৃশম্ (অত্যন্ত) অভাবনাৎ (চিন্তা না করা বশতঃ) পরপ্রযুক্তেন (অপর কর্ত্তৃক প্রেরিত) চিরপ্রযত্নেন (বহুকালের যত্ন দ্বারা) অববোধনং (জ্ঞান) [স=তাহা] পদার্থা-ভাবনা-নাম (পদার্থাভাবনা-নামিকা) ষষ্ঠী (ষষ্ঠী) ভূমিকা (জ্ঞানের অবস্থা) ভবতি (হয়) ॥ ৯৪৬—৯৪৭

অনুবাদ। পাঁচটি ভূমিকার অভ্যাস হেতু আত্মাতে রত (আসক্ত) থাকায় আভ্যন্তর ও বাহ্য পদার্থসমূহের অধিকতররূপে চিন্তা না করিয়া পরপ্রযুক্ত অতিশয় যত্ন দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'পদার্থাভাবনা'-নামিকা ষষ্ঠী জ্ঞানভূমি বলে ॥ ৯৪৬—৯৪৭

তুর্য্যগা।

ষড়্ভূমিকাচিরাভ্যাসাদ্ ভেদস্যানুপলম্ভনাৎ।
যৎ স্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তুর্য্যগা গতিঃ ॥ ৯৪৮

অন্বয়। ষড়্ভূমিকাচিরাভ্যাসাৎ (পূর্ব্বোক্ত ছয়টি ভূমিকার বহুকাল অভ্যাস-বশতঃ) ভেদস্য (দ্বৈতের) অনুপলম্ভনাৎ (উপলব্ধি না থাকায়) যৎ (যে) স্বভাবৈকনিষ্ঠত্বম্ (এক স্বভাবে স্থিতি), সা (তাহা) তুর্য্যগা (তুর্য্যগানাম্নী সপ্তমী) গতিঃ (জ্ঞানভূমি, ভূমিকা) জ্ঞেয়া (জানিবে) ॥ ৯৪৮

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ছয়টি জ্ঞানভূমির বহুকাল ধরিয়া অভ্যাসবশতঃ ভেদের (দ্বৈতের) আর উপলব্ধি না হওয়ায়, একভাবে অবস্থিতিকে পণ্ডিতেরা 'তুর্য্যগা' নাম্নী [সপ্তমী] জ্ঞানভূমি বলেন ॥ ৯৪৮

জাগ্রজ্জাগ্রৎ।

ইদং মমেতি সর্ব্বেষু দৃশ্যভাবেষ্বভাবনা।
জাগ্রজ্জাগ্রদিতি প্রাহুর্মহান্তো ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ৯৪৯

অন্বয়। মহান্তঃ (মহানুভব, শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মবিত্তমাঃ (ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ) সর্ব্বেষু (সমস্ত) দৃশ্যভাবেষু (ঘটপটাদি দৃশ্য বস্তুতে) ইদম্ (এই বস্তু) মম (আমার) ইতি (এইরূপ) অভাবনা (চিন্তা না করা) জাগ্রজ্জাগ্রৎ (জাগ্রজ্জাগ্রৎ) ইতি (ইহা) প্রাহুঃ (বলেন) ॥ ৯৪৯

অনুবাদ। শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদিগণ সমস্ত দৃশ্য পদার্থে 'এই বস্তু আমার' এইরূপ ভাবনা না করাকে 'জাগ্রজ্জাগ্রৎ' বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪৯

জাগ্রৎস্বপ্নঃ।

বিদিত্বা সচ্চিদানন্দে ময়ি দৃশ্যপরম্পরাম্।
নামরূপপরিত্যাগো জাগ্রৎস্বপ্নঃ সমীর্য্যতে ॥ ৯৫০

অন্বয়। সচ্চিদানন্দে (সৎ, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ) ময়ি (আমাতে—আত্মাতে) দৃশ্যপরম্পরাং (দৃশ্যসমূহকে) বিদিত্বা (জানিয়া—কল্পিত জানিয়া) নামরূপপরিত্যাগঃ (নাম ও রূপের ত্যাগ) জাগ্রৎস্বপ্নঃ (জাগ্রৎস্বপ্ন) সমীর্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৫০

অনুবাদ। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে দৃশ্যসমূহকে [কল্পিত] জানিয়া, নাম ও রূপের পরিত্যাগকে পণ্ডিতেরা 'জাগ্রৎস্বপ্ন' বলিয়া থাকেন॥ ৯৫০

জাগ্রৎসুপ্তিঃ।

পরিপূর্ণচিদাকাশে ময়ি বোধাত্মতাং বিনা।
ন কিঞ্চিদন্যদস্তীতি জাগ্রৎসুপ্তিঃ সমীর্য্যতে॥ ৯৫১

অন্বয়। পরিপূর্ণচিদাকাশে (পূর্ণ চৈতন্যরূপ আকাশ, চিদাকাশস্বরূপ) ময়ি (আমাতে—আত্মায়) বোধাত্মতাং (জ্ঞানস্বরূপত্ব) বিনা (ব্যতীত) অন্যৎ (অন্য) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন অস্তি (নাই) ইতি (এইরূপ) জাগ্রৎসুপ্তিঃ (জাগ্রৎসুপ্তি) সমীর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৯৫১

অনুবাদ। পরিপূর্ণ চিদাকাশস্বরূপ আমাতে (আত্মাতে) জ্ঞানস্বরূপতা ছাড়া অন্য কিছুই নাই—এইরূপ ভাবনাকে পণ্ডিতগণ 'জাগ্রৎসুপ্তি' বলিয়া থাকেন॥ ৯৫১

স্বপ্নজাগ্রৎ।

মূলাজ্ঞানবিনাশেন কারণাভাসচেষ্টিতৈঃ।
বন্ধো ন মেঽতিস্বল্পোঽপি স্বপ্নজাগ্রদিতীর্য্যতে॥ ৯৫২

অন্বয়। মূলাজ্ঞানবিনাশেন (মূল অজ্ঞানের নাশ হেতু) কারণাভাসচেষ্টিতৈঃ (প্রকৃত যাহা কারণ নহে অথচ কারণের মত বলিয়া বোধ হয় তাহার চেষ্টা—ব্যাপার দ্বারা) মে (আমার) অতিস্বল্পঃ অপি (অতি সামান্যও) বন্ধঃ (বন্ধন) ন (নাই) ইতি (ইহা) স্বপ্নজাগ্রৎ (স্বপ্নজাগ্রৎ বলিয়া) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৯৫২

অনুবাদ। মূল অজ্ঞানের বিনাশ হেতু কারণাভাসের চেষ্টা (কারণ বলিয়া প্রতীয়মান বস্তুর—ব্যাপার) দ্বারা আমার অণুমাত্রও বন্ধন নাই,—এইরূপ বোধকে পণ্ডিতেরা 'স্বপ্নজাগ্রৎ' বলিয়া থাকেন॥ ৯৫২

স্বপ্নস্বপ্নঃ।

কারণাজ্ঞাননাশাদ্ যদ্দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যতা।
ন কার্য্যমস্তি তজ্জ্ঞানং স্বপ্নস্বপ্নঃ সমীর্য্যতে॥ ৯৫৩

অন্বয়। কারণাজ্ঞাননাশাৎ (কারণরূপ অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যারূপ কারণের নাশবশতঃ) দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যতা (দর্শনকর্ত্তা, দর্শনক্রিয়া এবং দর্শনের বিষয়তা) কার্য্যং (কার্য্য) ন অস্তি (নাই) [ইতি=এইরূপ] যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞান) তৎ (তাহা) স্বপ্নস্বপ্নঃ (স্বপ্নস্বপ্ন) সমীর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৯৫৩

অনুবাদ। কারণস্বরূপ মূল অজ্ঞানের বিনাশ হইলে, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্যত্ব-রূপ কার্য্য অর্থাৎ ফল থাকে না,—এইরূপ জ্ঞানকে পণ্ডিতেরা 'স্বপ্নস্বপ্ন' বলিয়া থাকেন॥ ৯৫৩

স্বপ্নসুপ্তিঃ।

অতিসূক্ষ্মবিমর্শেন স্বধীবৃত্তিরচঞ্চলা।
বিলীয়তে যদা বোধে স্বপ্নসুপ্তিরিতীর্য্যতে॥ ৯৫৪

অন্বয়। যদা (যখন) অতিসূক্ষ্মবিমর্শেন (অত্যন্তসূক্ষ্ম বিচার বা তত্ত্বানু-সন্ধান দ্বারা) অচঞ্চলা (স্থিরা) স্বধীবৃত্তিঃ (নিজের চিত্তবৃত্তি) বোধে (জ্ঞানে) বিলীয়তে (বিলীন হয়) [তদা=তখন] স্বপ্নসুপ্তিঃ (স্বপ্নসুপ্তি) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৯৫৪

অনুবাদ। অতিশয় সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা যখন স্থিরা নিজ চিত্তবৃত্তি জ্ঞানে বিলয়প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতেরা 'স্বপ্নসুপ্তি' বলিয়া থাকেন॥ ৯৫৪

সুপ্তিজাগ্রৎ।

চিন্ময়াকারমতয়ো ধীবৃত্তিপ্রসরৈর্গতঃ।
আনন্দানুভবো বিদ্বন্ সুপ্তিজাগ্রদিতীর্য্যতে॥ ৯৫৫

অন্বয়। বিদ্বন্ (হে জ্ঞানিন্) [যস্য=যাঁহার] চিন্ময়াকারমতয়ঃ (বুদ্ধিবৃত্তি-সমূহ চিন্ময়াকার ধারণ করিয়াছে) ধীবৃত্তিপ্রসরৈঃ (বুদ্ধিবৃত্তির প্রসারের দ্বারা) গতঃ (প্রাপ্ত) আনন্দানুভবঃ (সুখের অনুভূতি) সুপ্তিজাগ্রৎ (সুপ্তিজাগ্রৎ) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৯৫৫

অনুবাদ। হে বিদ্বন্, যাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ চিন্ময়াকার ধারণ করে, যিনি বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা কেবল আনন্দানুভব করেন, সেইরূপ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা 'সুপ্তিজাগ্রৎ' বলিয়া থাকেন॥ ৯৫৫

সুপ্তিস্বপ্নঃ।

বৃত্তৌ চিরানুভূতান্তরানন্দানুভবস্থিতৌ।
সমাত্মতাং যো যাত্যেষ সুপ্তিস্বপ্ন ইতীর্য্যতে ॥ ৯৫৬

অন্বয়। যঃ (যিনি) চিরানুভূতান্তরানন্দানুভবস্থিতৌ (বহুকাল ধরিয়া অনুভূত আত্মানন্দের অনুভব দ্বারা স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ) বৃত্তৌ (চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ চিন্তা হইলে) যঃ (যে পুরুষ) সমাত্মতাম্ (আত্মরূপতা, আত্ম-তুল্যতা) যাতি (প্রাপ্ত হয়) এবঃ (এই আত্মস্বারূপ্য প্রাপ্তি) সুপ্তিস্বপ্নঃ (সুপ্তিস্বপ্ন) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৯৫৬

অনুবাদ। চিরকাল আত্মানন্দের অনুভব দ্বারা যাঁহার চিত্ত-বৃত্তি (মনের ক্রিয়া বা চিন্তা) স্থিরতা লাভ করে, এবং যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, পুরুষের সেইরূপ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা 'সুপ্তিস্বপ্ন' বলিয়া থাকেন॥ ৯৫৬

সুপ্তিসুপ্তিঃ।

দৃশ্যধীবৃত্তিরেতস্য কেবলীভাবভাবনা।
পরং বোধৈকতাবাপ্তিঃ সুপ্তিসুপ্তিরিতীর্য্যতে ॥ ৯৫৭

অন্বয়। এতস্য (এই পুরুষের) [যা=যে] দৃশ্যধীবৃত্তিঃ (দৃশ্য-বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তি) কেবলীভাবভাবনা (কেবলীভাবের অর্থাৎ বিশুদ্ধতার চিন্তা) [চ=ও] পরং (কেবল) বোধৈকতাবাপ্তিঃ (জ্ঞানের সহিত ঐক্য প্রাপ্তি) [সা=তাহা] সুপ্তি-সুপ্তিঃ (সুপ্তিসুপ্তি) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)॥ ৯৫৭

অনুবাদ। এই পুরুষের দৃশ্যবিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তি আত্মার বিশুদ্ধতাকে চিন্তা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের সহিত ঐক্যলাভ করে, এরূপ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা 'সুপ্তিসুপ্তি' বলিয়া থাকেন॥ ৯৫৭

তুর্য্যাখ্যা।

পরব্রহ্মবদাভাতি নির্ব্বিকারৈকরূপিণী।
সর্ব্বাবস্থাসু ধারৈকা তুর্য্যাখ্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৯৫৮

অন্বয়। [যঃ=যিনি] পরব্রহ্মবৎ (পরব্রহ্মের ন্যায়) আভাতি (প্রকাশ পান) [যস্য=যাঁহার] সর্ব্বাবস্থাসু (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অর্থাৎ গভীর নিদ্রা প্রভৃতি সকল অবস্থায়) নির্ব্বিকারৈকরূপিণী (নির্ব্বিকার-স্বরূপা) একা (একরূপ) ধারা

(প্রবাহ) [সা=সেই অবস্থা] তুর্য্যাখ্যা (তুর্য্যাখ্যা) পরিকীর্ত্তিতা (কথিত হয়)॥ ৯৫৮

অনুবাদ। যিনি পরব্রহ্মের ন্যায় প্রকাশ পান, যাঁহার সমস্ত অবস্থাতে নির্ব্বিকারস্বরূপা একাকার বৃত্তি, তাঁহার অবস্থাকে পণ্ডিতেরা 'তুর্য্যাখ্যা' বলিয়া থাকেন॥ ৯৫৮

ইত্যবস্থাসমুল্লাসং বিমৃশন্ মুচ্যতে সুখী।
শুভেচ্ছাত্রিতয়ং ভূমিভেদাভেদযুতং স্মৃতম্॥ ৯৫৯

অন্বয়। [যোগী] ইতি (এইরূপ) অবস্থাসমুল্লাসং (অবস্থার উৎকর্ষ—আনন্দকে) বিমৃশন্ (চিন্তা করিয়া—বিচার করিয়া) সুখী (সুখযুক্ত) মুচ্যতে (মুক্ত হয়েন), শুভেচ্ছাত্রিতয়ং (শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসী এই তিনটি) ভূমিভেদাভেদযুতম্ (অবস্থার ভেদ এবং অভেদযুক্ত) স্মৃতম্ (কথিত হয়)॥ ৯৫৯

অনুবাদ। যোগী এইরূপ জ্ঞানাবস্থার আনন্দকে বিচার করিয়া সুখী হইয়া মুক্তিলাভ করেন। শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসী এই তিনটি ভূমি, 'ভূমিভেদাভেদযুক্ত' বলিয়া কথিত হয়॥ ৯৫৯

যথাবদ্ ভেদবুদ্ধ্যেদং জাগ্রজ্জাগ্রদিতীর্য্যতে।
অদ্বৈতে স্থৈর্য্যমায়াতে দ্বৈতে চ প্রশমং গতে॥ ৯৬০
পশ্যন্তি স্বপ্নবল্লোকং তুর্য্যভূমিসুযোগতঃ।
পঞ্চমীং ভূমিমারুহ্য সুষুপ্তিপদনামিকাম্॥ ৯৬১
শান্তাশেষবিশেষাংশস্তিষ্ঠেদদ্বৈতমাত্রকে।
অন্তর্মুখতয়া নিত্যং ষষ্ঠীং ভূমিমুপাশ্রিতঃ॥ ৯৬২
পরিশান্ততয়া * গাঢ়নিদ্রালুরিব লক্ষ্যতে।
কুর্ব্বন্নভ্যাসমেতস্যাং ভূম্যাং সম্যগ্বিবাসনঃ।
তুর্য্যাবস্থাং সপ্তভূমিং † ক্রমাদাপ্নোতি যোগিরাট্॥ ৯৬৩

অন্বয়। ইদম্ (এই শুভেচ্ছা তিনটি) যথাবৎ (যথাযোগ্য) ভেদবুদ্ধ্যা (ভেদজ্ঞানের দ্বারা) জাগ্রজ্জাগ্রৎ (জাগ্রজ্জাগ্রৎ) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়), [চিত্তে=মনে] অদ্বৈতে (অদ্বৈত ব্রহ্মে) স্থৈর্য্যম্ (স্থিরতা) আয়াতে (প্রাপ্ত হইলে) দ্বৈতে চ (এবং ভেদ) প্রশমম্ (উপশান্তি, নিবৃত্তি) গতে (প্রাপ্ত হইলে) [যোগিনঃ=যোগিগণ] তুর্য্যভূমিসুযোগতঃ (চতুর্থাবস্থার সুবিধাবশতঃ) লোকং (ভুবনকে) স্বপ্নবৎ (স্বপ্নের মত মিথ্যা) পশ্যন্তি (দেখেন) [যোগী] সুষুপ্তিপদনামিকাং (সুষুপ্তিপদনাম্নী) পঞ্চমীং (পঞ্চমী) ভূমিং (জ্ঞানাবস্থাকে)

---

* 'পরিশ্রান্ততয়া' ইতি বা পাঠঃ। † 'তুর্য্যাবস্থাং সপ্তমীঞ্চ' ইতি পাঠান্তরম্।

আরুহ্য (আরোহণ করিয়া, লাভ করিয়া) শান্তাশেষবিশেষাংশঃ (বহুপ্রকার বিশেষাংশ হইতে নিবৃত্ত হইয়া) অদ্বৈতমাত্রকে (কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মে) তিষ্ঠেৎ (অবস্থান করেন); অন্তর্মুখতয়া (চিত্তের অন্তর্মুখীনতাবশতঃ) নিত্যং (সতত) ষষ্ঠীং (ষষ্ঠী) ভূমিম্ (অবস্থাকে) উপাশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) পরিশান্ততয়া (সমস্ত বিষয় হইতে পরম নিবৃত্তিহেতু) গাঢ়নিদ্রালুরিব (গভীর নিদ্রিতের ন্যায়) লক্ষ্যতে (দৃষ্ট হইয়া থাকে), যোগিরাট্ (যোগিশ্রেষ্ঠ) এতস্যাম্ (এই ষষ্ঠী) ভূম্যাম্ (ভূমিতে) অভ্যাসম্ (অভ্যাস) কুর্ব্বন্ (করিয়া) সম্যক্ (উত্তমরূপে) বিবাসনঃ (বাসনাশূন্য হইয়া) ক্রমাৎ (ক্রমে ক্রমে) তুর্য্যাবস্থাং (চতুর্থাবস্থা—মোক্ষ) সপ্তভূমিম্ (এবং সপ্তমী ভূমিকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৯৬০—৯৬১—৯৬২—৯৬৩

অনুবাদ। এই শুভেচ্ছা প্রভৃতি তিনটি ভূমি ভেদবুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হইলে, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'জাগ্রজ্জাগ্রৎ' বলিয়া থাকেন ; অদ্বৈত ব্রহ্মে চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে এবং দ্বৈত নিবৃত্ত হইলে, যোগিগণ চতুর্থভূমির সুযোগবশতঃ ভুবনকে স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা দর্শন করেন ; যোগী 'সুষুপ্তিপদনাম্নী' পঞ্চমী ভূমিতে আরূঢ় হইয়া, বহুপ্রকার বিশেষাংশ (পঞ্চভূত প্রভৃতি) হইতে নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ অদ্বৈতে অবস্থান করেন ; সতত চিত্তের অন্তর্মুখত্বহেতু ষষ্ঠী ভূমিকে অবলম্বনকারী যোগিবর নিবৃত্তিবশতঃ গাঢ়নিদ্রাতুরের ন্যায় পরিলক্ষিত হন ; যোগিশ্রেষ্ঠ সপ্তমী ভূমিতে অভ্যাস করিয়া সম্যগ্রূপে বাসনা-রহিত হইয়া ক্রমে তুর্য্যাবস্থানাম্নী (মোক্ষরূপ) সপ্তমী ভূমিকে প্রাপ্ত হন ॥ ৯৬০—৯৬১—৯৬২—৯৬৩

———

বিদেহমুক্তিঃ।

বিদেহমুক্তিরেবাত্র তুর্য্যাতীতদশোচ্যতে ॥ ৯৬৪

অন্বয়। অত্র (এইরূপ অবস্থায়) বিদেহমুক্তিঃ এব (দেহনাশের পর মুক্তিই) তুর্য্যাতীতদশা (তুর্য্যাতীতাবস্থা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৬৪

অনুবাদ। পণ্ডিতেরা বিদেহমুক্তিকে তুর্য্যাতীতদশা বলিয়া থাকেন ॥ ৯৬৪

যত্র নাসন্ন সচ্চাপি নাহং নাপ্যনহংকৃতিঃ।
কেবলং ক্ষীণমনন আস্তেঽদ্বৈতেঽতিনির্ভয়ঃ ॥ ৯৬৫
অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে ॥ ৯৬৬
যথাস্থিতমিদং সর্ব্বং ব্যবহারবতোঽপি চ।
অস্তং গতং স্থিতং ব্যোম স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৬৭

অন্বয়। যত্র (যে অবস্থায়) [যোগী] অহম্ (আমি) ন অসৎ (অসৎ

নহে) সৎ চ অপি ন (সৎও নহে) নাপি অনহংকৃতিঃ (অনহঙ্কারও নহে) অদ্বৈতে (অদ্বৈত ব্রহ্মে) অতিনির্ভয়ঃ (অত্যন্ত ভয়হীন) কেবলং (কেবল) ক্ষীণমননঃ (মননশূন্য হইয়া) আস্তে (উপবেশন করেন—থাকেন), অম্বরে (আকাশে) শূন্যকুম্ভ ইব (শূন্য কলসের ন্যায়) অন্তঃশূন্যঃ (অন্তঃকরণে শূন্য) [এবং] বহিঃশূন্যঃ (বাহিরে শূন্য), অর্ণবে (সমুদ্রে) পূর্ণকুম্ভ ইব (জলপূর্ণ-কলসের ন্যায়) অন্তঃপূর্ণঃ (অন্তঃকরণে পরিপূর্ণ) [এবং] বহিঃপূর্ণঃ (বাহিরে পূর্ণ) যথাস্থিতম্ (যেরূপে অবস্থিত) ইদম্ (এই) সর্ব্বং (সমস্ত) ব্যবহারবতঃ অপি চ (ব্যবহারকারীরও) স্থিতম্ (অবস্থিত) ব্যোম (আকাশ) অস্তং গতং (লয়প্রাপ্ত হইয়াছে) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হন)॥ ৯৬৫—৯৬৬—৯৬৭

অনুবাদ। যে অবস্থায় যোগী "আমি সৎ নহি অসৎও নহি, [কিংবা] অনহঙ্কারও নহি," এইরূপ চিন্তা করিয়া কেবল মননবিহীন হইয়া অতি নির্ভীকভাবে অদ্বৈত ব্রহ্মে অবস্থান করেন; যিনি আকাশে শূন্যকুম্ভের ন্যায় অন্তঃশূন্য ও বহিঃশূন্য, সমুদ্রে পূর্ণকুম্ভের ন্যায় অন্তঃপূর্ণ ও বহিঃপূর্ণ; যথাস্থিত এই সমস্ত ব্যবহার করিয়া যাঁহার নিকট আকাশও অস্তগত হইয়াছে, তাঁহাকে "জীবন্মুক্ত" বলা হইয়া থাকে॥ ৯৬৫—৯৬৬—৯৬৭

নোদেতি নাস্তমায়াতি সুখদুঃখে মনঃপ্রভা।
যথাপ্রাপ্তস্থিতির্যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৬৮

অন্বয়। যস্য (যাঁহার) সুখদুঃখে (সুখদুঃখরূপ) মনঃপ্রভা (মনের ধর্ম্ম) ন উদেতি (আবির্ভূত হয় না) ন অস্তমায়াতি (নাশপ্রাপ্ত হয় না) [যস্য= যাঁহার] যথাপ্রাপ্তস্থিতিঃ (যেরূপ প্রাপ্তি, সেইরূপ অবস্থিতি) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৬৮

অনুবাদ। যাঁহার সুখদুঃখরূপ মনের ধর্ম্ম উদিতও হয় না এবং নাশপ্রাপ্তও হয় না, প্রাপ্তি অনুসারে যাঁহার অবস্থিতি (যখন যেমন প্রাপ্তি তখন তাহাতেই অবস্থান) তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন॥ ৯৬৮

যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।
যস্য নির্ব্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৬৯

অন্বয়। সুষুপ্তিস্থঃ (গভীর নিদ্রার অবস্থায় স্থিত) যঃ (যে পুরুষ) জাগর্ত্তি (জাগরণ করেন), যস্য (যাঁহার) জাগ্রৎ (জাগ্রদবস্থা) ন বিদ্যতে (নাই) যস্য (যাঁহার) বোধঃ (জ্ঞান) নির্ব্বাসনঃ (বাসনারহিত) সঃ (সেই ব্যক্তি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৬৯

অনুবাদ। যিনি সুষুপ্তি অর্থাৎ গভীর নিদ্রার অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া জাগরিত থাকেন, যাঁহার জাগ্রদবস্থা নাই, যাঁহার জ্ঞান বাসনাশূন্য, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন॥ ৯৬৯

রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।
যোঽন্তর্ব্যোমবদত্যচ্ছঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৭০

অন্বয়। যঃ (যিনি) রাগদ্বেষভয়াদীনাম্ (অনুরাগ, বিদ্বেষ এবং ভীতি প্রভৃতির) অনুরূপম্ (অনুরূপ—তদধীনরূপে) চরন্ অপি (বিচরণ করিলেও) ব্যোমবৎ (আকাশের ন্যায়) অন্তঃ (অন্তঃকরণে) অত্যচ্ছঃ (অতিশয় নির্ম্মল) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৭০

অনুবাদ। যিনি অনুরাগ, বিদ্বেষ এবং ভীতি প্রভৃতির অনুরূপ (অর্থাৎ এই সকলের অধীন) বিচরণ করিলেও আকাশের ন্যায় অন্তঃকরণে অতিশয় নির্ম্মল তিনি জীবিতাবস্থায় মুক্ত বলিয়া কথিত হন॥ ৯৭০

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতো বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৭১

অন্বয়। কুর্ব্বতঃ (কার্য্যানুষ্ঠানকারীর) বাপি (অথবা) অকুর্ব্বতঃ (কার্য্যানুষ্ঠান-বিহীন) যস্য (যাঁহার) অহঙ্কৃতো ভাবঃ (অহঙ্কার ভাব) ন (নাই), যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণ) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবন্মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৭১

অনুবাদ। কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কিংবা না করিয়াও যাঁহার অহঙ্কার নাই, যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত (দূষিত, বাসনালিপ্ত) হয় না, এইরূপ পুরুষকে 'জীবন্মুক্ত' বলা যায়॥ ৯৭১

যঃ সমস্তার্থজালেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ।
পরার্থেম্বিব পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৭২

অন্বয়। যঃ (যিনি) সমস্তার্থজালেষু (সকল বিষয়জালে) ব্যবহারী অপি (ব্যবহার করিয়াও) শীতলঃ (স্থির) [তিষ্ঠতি=থাকেন], পরার্থেষু ইব (পরপ্রয়োজন সাধনে যেন) পূর্ণাত্মা (পূর্ণমনা, তৎপর) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায়ও মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৭২

অনুবাদ। যিনি সমস্ত বিষয়সমূহে ব্যবহার (কার্য্য) করিয়াও স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি পরপ্রয়োজনসাধনে আত্মা নিয়োজিত করেন, তিনিই 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন॥ ৯৭২

দ্বৈতবর্জ্জিতচিন্মাত্রে পদে পরমপাবনে।
অক্ষুব্ধচিত্তবিশ্রান্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৭৩

অন্বয়। দ্বৈতবর্জ্জিতচিন্মাত্রে (দ্বৈতরহিত চৈতন্যস্বরূপ) পরমপাবনে (অতীব পবিত্র) পদে (স্থানে, গম্যবস্তুতে) [যঃ=যিনি] অক্ষুব্ধচিত্তবিশ্রান্তঃ (নির্ম্মলচিত্তে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ চিত্ত স্থির হওয়ায় যিনি শান্তিলাভ

করিয়াছেন এইরূপ) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (অভিহিত হ'ন)॥ ৯৭৩

অনুবাদ। যিনি চিত্তের স্থিরতাবশতঃ পরম পবিত্র স্থান, দ্বৈতরহিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে বিশ্রামলাভ করিয়াছেন, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া কথিত হ'ন ॥ ৯৭৩

ইদং জগদয়ং সোঽয়ং দৃশ্যজাতমবাস্তবম্।
যস্য চিত্তে ন স্ফুরতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৪

অন্বয়। ইদম্ (এই) জগৎ (পৃথিবী) অয়ম্ (এই পদার্থ) সঃ (সেই) অয়ম্ (এই পদার্থ) [ইতি=এইরূপ] অবাস্তবং (মিথ্যা) দৃশ্যজাতং (পদার্থ-সমূহ) যস্য (যাঁহার) চিত্তে (অন্তঃকরণে) ন স্ফুরতি (প্রকাশ পায় না) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবন্মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৭৪

অনুবাদ। 'ইহা জগৎ, এইটি বস্তু, ইহা সেই বস্তু'—এইরূপ মিথ্যা দৃশ্যসমূহ যাঁহার চিত্তে প্রকাশ পায় না, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন ॥ ৯৭৪

চিদাত্মাহং পরাত্মাহং নির্গুণোঽহং পরাৎপরঃ।
আত্মমাত্রেণ যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৫

অন্বয়। অহম্ (আমি) চিদাত্মা (চৈতন্যস্বরূপ) অহম্ (আমি) পরাত্মা (পরমাত্মা) অহম্ (আমি) নির্গুণঃ (গুণহীন, সত্ত্ব-রজস্তমঃ-শূন্য) পরাৎপরঃ (পর—ব্রহ্মাদি হইতে উৎকৃষ্ট) ইতি (এইরূপ) আত্মমাত্রেণ (আত্মস্বরূপে) যঃ (যিনি) তিষ্ঠেৎ (অবস্থান করেন), সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবন্মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৭৫

অনুবাদ। 'আমি চৈতন্যস্বরূপ, আমি পরমাত্মা, আমি গুণহীন (সত্ত্বরজ-স্তমোহীন) এবং ব্রহ্মা হইতেও উৎকৃষ্ট'—এইরূপে যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া কথিত হ'ন ॥ ৯৭৫

দেহত্রয়াতিরিক্তোঽহং শুদ্ধচৈতন্যমস্ম্যহম্।
ব্রহ্মাহমিতি যস্যান্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৬

অন্বয়। অহম্ (আমি) দেহত্রয়াতিরিক্তঃ (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর হইতে ভিন্ন), অহম্ (আমি) শুদ্ধচৈতন্যম্ (কেবল চৈতন্যস্বরূপ) অস্মি (হই) অহম্ (আমি) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) ইতি (এইরূপ) যস্য (যাঁহার) অন্তঃ (চিত্ত), সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৭৬

অনুবাদ। 'আমি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিনপ্রকার শরীর হইতে ভিন্ন, আমি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, আমি ব্রহ্ম'—যাঁহার চিত্ত এইরূপ ভাব ধারণ করে, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া কথিত হ'ন ॥ ৯৭৬

যস্য দেহাদিকং নাস্তি যস্য ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ।
পরমানন্দপূর্ণো যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৭৭

অন্বয়। যস্য (যাঁহার) দেহাদিকং (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি—অর্থাৎ তাহাতে অভিমান) নাস্তি (নাই), যস্য (যাঁহার) ব্রহ্ম ইতি (আমি ব্রহ্ম এইরূপ) নিশ্চয়ঃ (নিশ্চয় জ্ঞান) যঃ (যিনি) পরমানন্দপূর্ণঃ (পরম সুখদ্বারা পরিপূর্ণ) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৭৭

অনুবাদ। যাঁহার দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে (আমি, আমার ইত্যাদি) অভিমান নাই, যাঁহার নিজেতে ব্রহ্মরূপে নিশ্চয় (নিশ্চিত জ্ঞান) আছে, যিনি পরম সুখদ্বারা পরিপূর্ণ, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া কথিত হ'ন॥ ৯৭৭

অহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ।
চিদহং চিদহঞ্চেতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৭৮

অন্বয়। [যস্য=যাঁহার] অহম্ (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অস্মি (হই), অহম্ (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অস্মি (হই) অহম্ (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ইতি (এইরূপ) নিশ্চয়ঃ (নিশ্চয় জ্ঞান), অহম্ (আমি) চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) অহম্ (আমি) চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) ইতি চ (এইরূপ) [নিশ্চয়ঃ=নিশ্চয় জ্ঞান] সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন)॥ ৯৭৮

অনুবাদ। 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ, আমি ব্রহ্মস্বরূপ, আমি ব্রহ্মস্বরূপ, আমি জ্ঞান-স্বরূপ, আমি জ্ঞানস্বরূপ,'—যাঁহার এইরূপ নিশ্চয় (নিশ্চিত জ্ঞান) আছে, তাঁহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলা যায়॥ ৯৭৮

জীবন্মুক্তিপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে।
বিশত্যদেহমুক্তিত্বং পবনোঽস্পন্দতামিব॥ ৯৭৯

অন্বয়। [জ্ঞানী=জ্ঞানবান্] পবনঃ (বায়ু) অস্পন্দতামিব (স্থিরতার ন্যায়) জীবন্মুক্তিপদং (জীবন্মুক্তি অবস্থাকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) স্বদেহে (নিজের শরীর) কালসাৎকৃতে (কালের আয়ত্ত করিলে, বিনাশপ্রাপ্ত হইলে) অদেহমুক্তিত্বং (বিদেহমুক্তিত্বকে) বিশতি (প্রবেশ করে, প্রাপ্ত হয়)॥ ৯৭৯

অনুবাদ। বায়ু যেমন স্থিরভাব ধারণ করে, সেইরূপ জ্ঞানবান্ 'জীবন্মুক্তিপদ' ত্যাগ করিয়া নিজের দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হইলে 'বিদেহ-মুক্তি' লাভ করে॥ ৯৭৯

ততস্তৎ সংবভূবাসৌ যদ্গিরামপ্যগোচরম্।
যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ॥ ৯৮০

অন্বয়। ততঃ (তাহার পর) যৎ (যাহা) গিরামপি (বাক্যসমূহেরও) অগোচরম্ (অবিষয়, বিষয়ীভূত নহে), যৎ (যাহা) শূন্যবাদিনাং (শূন্যবাদিগণের) শূন্যং (শূন্য), যৎ (যাহা) ব্রহ্মবিদাং চ (এবং ব্রহ্মবাদিগণের) ব্রহ্ম (পরমাত্মা), অসৌ (এই যোগী) তৎ (সেই ব্রহ্ম) সংবভূব (হইয়াছিলেন)॥ ৯৮০

অনুবাদ। তাহার পর সেই যোগী, যাহা বাক্যের (অর্থাৎ ভাষার প্রকাশ করা যায় না), যাহা শূন্যবাদিগণের শূন্য এবং ব্রহ্মবাদিগণের ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯৮০

বিজ্ঞানং বিজ্ঞানবিদাং মলানাঞ্চ মলাত্মকম্।
পুরুষঃ সাংখ্যদৃষ্টীনামীশ্বরো যোগবাদিনাম্ ॥ ৯৮১
শিবঃ শৈবাগমস্থানাং কালঃ কালৈকবাদিনাম্।
যৎ সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তং যৎ সর্ব্বহৃদয়ানুগম্।
যৎ সর্ব্বং সর্ব্বগং বস্তু তৎ তত্ত্বং তদসৌ স্থিতঃ ॥ ৯৮২

অন্বয়। [যৎ=যাহা] বিজ্ঞানবিদাং (বিজ্ঞানবাদিগণের) বিজ্ঞানং (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান), মলানাং চ (এবং মলিনচিত্ত পুরুষদিগের) মলাত্মকম্ (মলস্বরূপ), সাংখ্যদৃষ্টীনাং (সাংখ্যজ্ঞানীদিগের) পুরুষঃ (আত্মা) যোগবাদিনাং (যোগিগণের) ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর), শৈবাগমস্থানাং (শৈবশাস্ত্রস্থিত পুরুষগণের) শিবঃ (মহাদেব) কালৈকবাদিনাং (যাহারা একমাত্র কালই আত্মা এ কথা বলে তাহাদের) কালঃ (কাল, সময়), যৎ (যাহা) সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তং (যাহা সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত), যৎ (যাহা) সর্ব্বহৃদয়ানুগং (সকলের হৃদয়ের অনুকূল, অনুসারী), যৎ (যাহা) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মক), সর্ব্বগং (সর্ব্বত্র বিরাজমান) বস্তু (পদার্থ), তৎ (তাহা), তত্ত্বং (যথার্থ বস্তু); তৎ (সেইরূপে) অসৌ (যোগী) স্থিতঃ (অবস্থিত আছেন) ॥ ৯৮১—৯৮২

অনুবাদ। বিজ্ঞানবাদীরা যাঁহাকে বিজ্ঞান (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) বলিয়া থাকেন, যাহা মলিনচিত্ত ব্যক্তিগণের মলস্বরূপ, যাহা সাংখ্যশাস্ত্রদর্শিগণের মতে 'পুরুষ' বলিয়া কথিত, যাহা যোগিগণের পরমেশ্বর, শৈবশাস্ত্রমতাবলম্বীরা যাঁহাকে শিব বলিয়া থাকেন, কালবাদিগণের মতে যিনি 'কাল' বলিয়া কথিত, যাহা সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, যাহা সকলের হৃদয়ের অনুকূল (হৃদয়স্থিত), যাহা সর্ব্বস্বরূপ এবং সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাহাই যথার্থবস্তু (পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্ম); এই যোগী তখন সেইরূপে অবস্থিত থাকেন ॥ ৯৮১—৯৮২

ব্রহ্মৈবাহং চিদেবাহমেবং বাপি ন চিন্ত্যতে।
চিন্মাত্রেণৈব যস্তিষ্ঠেদ্‌বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৩

অন্বয়। অহম্ (আমি) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মস্বরূপই), অহম্ (আমি) চিদেব (জ্ঞানস্বরূপই) [যেন=যে পুরুষ কর্তৃক] এবং বা অপি (এইরূপও) ন চিন্ত্যতে (চিন্তা করা হয় না); যঃ (যিনি) চিন্মাত্রেণ (চৈতন্যস্বরূপে) তিষ্ঠেৎ (অবস্থান করেন) সঃ (তিনি) বিদেহঃ (দেহশূন্য) মুক্ত এব (বন্ধনরহিতই) ॥ ৯৮৩

অনুবাদ। 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ, আমি জ্ঞানস্বরূপ'—যিনি এইরূপ চিন্তাও করেন না, যিনি কেবল চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনিই বিদেহমুক্ত ॥ ৯৮৩

যস্য প্রপঞ্চভানং ন ব্রহ্মাকারমপীহ ন।
অতীতাতীতভাবো যো বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৪

অন্বয়। ইহ (এই সংসারে) যস্য (যাঁহার) প্রপঞ্চভানং ন (জগদ্‌বিষয়ক জ্ঞান নাই), ব্রহ্মাকারমপি ন (ব্রহ্মাকারেও জ্ঞান নাই), যঃ (যিনি) অতীতাতীতভাবঃ (যাঁহার ধর্ম্ম বা সংস্কার নাই), সঃ (তিনি) বিদেহঃ (দেহরহিত) মুক্তঃ এব (বন্ধনশূন্যই)॥ ৯৮৪

অনুবাদ। যাঁহার জগদ্‌বিষয়ক জ্ঞান নাই, যাঁহার ব্রহ্মাকার বোধ নাই, যাঁহার ধর্ম্ম বা সংস্কার বিলীন হইয়াছে, তিনিই বিদেহ-মুক্ত॥ ৯৮৪

চিত্তবৃত্তেরতীতো যশ্চিত্তবৃত্ত্যাবভাসকঃ।
চিত্তবৃত্তিবিহীনো যো বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৫

অন্বয়। যঃ (যিনি) চিত্তবৃত্তেঃ (অন্তঃকরণবৃত্তির) অতীতঃ (অতিক্রমকারী) যঃ (যিনি) চিত্তবৃত্ত্যা (চিত্তবৃত্তি দ্বারা) অবভাসকঃ (প্রকাশক) যঃ (যিনি) চিত্তবৃত্তিবিহীনঃ (চিত্তবৃত্তিরহিত) সঃ (তিনি) বিদেহঃ (দেহরহিত) মুক্তঃ এব (মুক্তই)॥ ৯৮৫

অনুবাদ। যিনি চিত্তবৃত্তির অতীত, যিনি চিত্তবৃত্তি দ্বারা প্রকাশক হ'ন (অথবা যিনি চিত্তবৃত্তির প্রকাশক), যিনি চিত্তবৃত্তিবিহীন, তিনিই বিদেহ-মুক্ত॥ ৯৮৫

জীবাত্মেতি পরাত্মেতি সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বসঙ্কল্পহীনাত্মা বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৬

অন্বয়। [যঃ=যিনি] জীবাত্মেতি (ইহা জীবাত্মা এইরূপ) পরাত্মেতি (ইহা পরমাত্মা এইরূপ) সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিতঃ (সমস্তচিন্তাবিহীন) সর্ব্বসঙ্কল্পহীনাত্মা (যাঁহার চিত্ত সমস্তসঙ্কল্পবর্জ্জিত) সঃ এব (তিনিই) বিদেহঃ (দেহরহিত) মুক্তঃ (বন্ধনমুক্ত)॥ ৯৮৬

অনুবাদ। যিনি 'ইহা জীবাত্মা, ইহা পরমাত্মা'—এইরূপ চিন্তা-বিহীন, যাঁহার চিত্ত সমস্তসঙ্কল্পশূন্য, তিনিই বিদেহ মুক্ত॥ ৯৮৬

ওঙ্কারবাচ্যহীনাত্মা সর্ব্ববাচ্যবিবর্জ্জিতঃ।
অবস্থাত্রয়হীনাত্মা বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৭

অন্বয়। [যঃ=যিনি] ওঙ্কারবাচ্যহীনাত্মা (যিনি প্রণবের বাচ্য নহেন), সর্ব্ববাচ্যবিবর্জ্জিতঃ (সমস্ত পদার্থের বাচ্যরহিত), অবস্থাত্রয়হীনাত্মা (যিনি জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার অতীত), সঃ এব (তিনিই) বিদেহঃ (দেহরহিত) মুক্তঃ (মুক্ত)॥ ৯৮৭

অনুবাদ। যিনি প্রণবের বাচ্য নহেন, যিনি সমস্ত পদার্থের বাচ্যরহিত,

যিনি জাগ্রৎ (জাগরণ), স্বপ্ন (অগভীর নিদ্রা) ও সুষুপ্তি (গভীর নিদ্রা)—এই তিনটি অবস্থার অতীত, তিনিই বিদেহ মুক্ত ॥ ৯৮৭

অহিনির্ল্ব্য়নীসর্পনির্ম্মোকো জীববর্জ্জিতঃ।
বল্মীকে পতিতস্তিষ্ঠেৎ তং সর্পো নাভিমন্যতে ॥ ৯৮৮
এবং স্থূলঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ শরীরং নাভিমন্যতে।
প্রত্যগ্জ্ঞানশিখিধ্বস্তে মিথ্যাজ্ঞানে সহেতুকে ॥ ৯৮৯

অন্বয়। অহিনির্ব্বয়নী (সর্পত্বক্) সর্পনির্ম্মোকঃ (সাপের খোলস) জীববর্জ্জিতঃ (জীবনরহিত অবস্থায়) বল্মীকে (উইয়ের ঢিপিতে) পতিতঃ (পড়িয়া) তিষ্ঠেৎ (থাকে) সর্পঃ (সাপ) তং (তাহাকে—নির্ম্মোককে, খোলসকে) ন অভিমন্যতে (আমার বলিয়া অভিমান করে না)। [এবং=এইরূপ] সহেতুকে (অবিদ্যারূপ কারণের সহিত বর্ত্তমান) মিথ্যাজ্ঞানে (ভ্রমজ্ঞান) প্রত্যগ্জ্ঞান-শিখিধ্বস্তে (আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা বিনাশিত হইলে) স্থূলং চ (স্থূল, দৃশ্যমান) সূক্ষ্মং চ (লিঙ্গ, সূক্ষ্ম) শরীরং (দেহ) ন অভিমন্যতে (অভিমান করে না)॥ ৯৮৮—৯৮৯

অনুবাদ। [যেমন] সর্পনির্ম্মোক (সাপের খোলস) জীবন-বিহীন অবস্থায় উইয়ের ঢিপিতে পড়িয়া থাকে, সর্প তাহাতে [আমার বলিয়া] অভিমান করে না; সেইরূপ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা অবিদ্যারূপ কারণের সহিত মিথ্যাজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে, জ্ঞানী স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান করেন না ॥ ৯৮৮—৯৮৯

নেতি নেতীত্যরূপত্বাদশরীরো ভবত্যয়ম্।
বিশ্বশ্চ তৈজসশ্চৈব প্রাজ্ঞশ্চেতি চ তে ত্রয়ম্ ॥ ৯৯০
বিরাড্ হিরণ্যগর্ভশ্চ ঈশ্বরশ্চেতি তে ত্রয়ম্।
ব্রহ্মাণ্ডং চৈব পিণ্ডাণ্ডং লোকা ভূরাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ৯৯১
স্বস্বোপাধিলয়াদেব লীয়ন্তে প্রত্যগাত্মনি।
তূষ্ণীমেব ততস্তূষ্ণীং তূষ্ণীং সত্যং ন কিঞ্চন ॥ ৯৯২

অন্বয়। অয়ং (জ্ঞানী) ন ইতি (ইহা আত্মা নহে) ন ইতি (ইহা আত্মা নহে) ইতি (এইরূপ) অপরূপত্বাৎ (রূপশূন্যত্বহেতু) অশরীরঃ (শরীরাভিমানরহিত) ভবতি (হ'ন); বিশ্বশ্চ (দেব, মানব প্রভৃতি) তৈজসশ্চৈব (ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীরোপহিত চৈতন্য) প্রাজ্ঞশ্চ (এবং জীব) ইতি চ তে ত্রয়ম্ (এই তিনটি) বিরাড্ (ব্যষ্টিস্থূলশরীরাভিমানী চৈতন্য) হিরণ্যগর্ভশ্চ (এবং সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরাভিমানী চৈতন্য) ঈশ্বরশ্চ (এবং পরমেশ্বর) ইতি তে ত্রয়ম্ (এইরূপ তাঁহারা তিনজন) ব্রহ্মাণ্ডং চৈব (এবং ব্রহ্মাণ্ড) পিণ্ডাণ্ডং (পিণ্ডাকার অণ্ড) ভূরাদয়ঃ (ভূ প্রভৃতি) লোকাঃ (ভুবনসমূহ) ক্রমাৎ (ক্রমে)

স্বস্বোপাধিলয়াদেব (নিজ নিজ উপাধির লয় হেতু) প্রত্যগাত্মনি (পরমাত্মায়, ব্রহ্মে) লীয়ন্তে (লয়প্রাপ্ত হয়) ততঃ (তদনন্তর) তুষ্ণীমেব (নীরবই) তুষ্ণীং (নীরব) তুষ্ণীং (নীরব) কিঞ্চন (কিছু) সত্যং ন (যথার্থ নহে)॥ ৯৯০—৯৯১—৯৯২

অনুবাদ। 'ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে' এইরূপে জ্ঞানী শরীরাভিমান-শূন্য হ'ন ; বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিনটি এবং বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর এই তিনটি, এবং ব্রহ্মাণ্ড, পিণ্ডাণ্ড ও ভূঃ প্রভৃতি লোক নিজ নিজ উপাধির লয়বশতঃ প্রত্যগাত্মায় লয় প্রাপ্ত হ'ন ; অনন্তর তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা (নীরব হওয়া) উচিত, প্রত্যগাত্মা ব্যতীত কিছুই সত্য নাই॥ ৯৯০—৯৯১—৯৯২

কালভেদং বস্তুভেদং দেশভেদং স্বভেদকম্।
কিঞ্চিদ্ভেদং ন তস্যাস্তি কিঞ্চিদ্ বাপি ন বিদ্যতে॥ ৯৯৩

অন্বয়। তস্য (তাঁহার) কালভেদং (কালের সহিত ভেদ) বস্তুভেদং (বস্তুর সহিত ভেদ) দেশভেদং (দেশের সহিত ভেদ) স্বভেদকং (নিজের ভেদক) কিঞ্চিৎ (কিছু) ভেদং (ভিন্নতা, পার্থক্য) নাস্তি (নাই) কিঞ্চিদ্বাপি (অথবা অন্য কিছু) ন বিদ্যতে (নাই)॥ ৯৯৩

অনুবাদ। সেই বিদেহমুক্ত পুরুষের কালভেদ, বস্তুভেদ, দেশভেদ কিংবা আত্মভেদক কোন বস্তু নাই, অথবা অন্য কোন ভেদ নাই॥ ৯৯৩

জীবেশ্বরেতি বাক্যে চ বেদশাস্ত্রেষ্বহং ত্বিতি।
ইদং চৈতন্যমেবেত্যহং তু চৈতন্যমিত্যপি॥ ৯৯৪
ইতি নিশ্চয়শূন্যো যো বিদেহো মুক্ত এব সঃ।
ব্রহ্মৈব বিদ্যতে সাক্ষাদ্ বস্তুতোঽবস্তুতোঽপি চ॥ ৯৯৫

অন্বয়। অহম্ (আমি) বেদশাস্ত্রেষু (বেদশাস্ত্রে) জীবেশ্বরেতি বাক্যে চ (জীব ঈশ্বর এইরূপ বেদবাক্যে) তু ইতি (এইরূপ) ইদম্ (এই) চৈতন্যমেব (চৈতন্যই) অহম্ (আমি) চৈতন্যমিত্যপি (চৈতন্যও) ইতি (এইরূপ) যঃ (যিনি) নিশ্চয়শূন্যঃ (নিশ্চয়রহিত) সঃ (তিনি) বিদেহঃ (দেহরহিত) মুক্তঃ এব (মুক্ত) বস্তুতঃ (যথার্থতঃ) অবস্তুতঃ অপিচ (অবাস্তবিকরূপেও) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) ব্রহ্মৈব (ব্রহ্মস্বরূপেই বর্ত্তমান আছেন)॥ ৯৯৪—৯৯৫

অনুবাদ। "আমি বেদশাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরনিরূপণবাক্যে চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্যও আমার স্বরূপ" যিনি এইরূপ নিশ্চয়শূন্য, তিনিই বিদেহমুক্ত, বস্তুতঃ অথবা অবস্তুতঃ তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন॥ ৯৯৪—৯৯৫

তদ্বিদ্যাবিষয়ং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানসুখাত্মকম্।
শান্তঞ্চ তদতীতঞ্চ পরং ব্রহ্ম তদুচ্যতে॥ ৯৯৬

অন্বয়। তৎ (সেই প্রসিদ্ধ) সত্যজ্ঞানসুখাত্মকং (সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও

সুখস্বরূপ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) বিদ্যাবিষয়ং (জ্ঞানের বিষয়), শান্তঞ্চ (শান্ত), তদতীতঞ্চ (তাঁহার অতীত); তৎ (তাহা) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ৯৯৬

অনুবাদ। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিদ্যার বিষয় হ'ন; পরব্রহ্ম শান্ত, তদবস্থার অতীত বলিয়া কথিত হ'ন ॥ ৯৯৬

সিদ্ধান্তোঽধ্যাত্মশাস্ত্রাণাং সর্ব্বাপহ্নব এব হি।
নাবিদ্যাস্তীহ নো মায়া শান্তং ব্রহ্মৈব তদ্বিনা ॥ ৯৯৭

অন্বয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রাণাম্ (আত্মাকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান শাস্ত্রসমূহের মধ্যে) সর্ব্বাপহ্নব এব হি (সকল বস্তুর অপলাপই অর্থাৎ কারণে লয়ই) সিদ্ধান্তঃ (মীমাংসিত বিষয়); ইহ (এই সংসারে) শান্তং (নির্ম্মল) তৎ (সেই) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) বিনা (ব্যতিরেকে) অবিদ্যা (অজ্ঞান) নাস্তি (নাই) মায়া (কারণ) নাস্তি (নাই) ॥ ৯৯৭

অনুবাদ। সমস্ত বস্তুর অপহ্নবই (অপলাপই অর্থাৎ কারণে লয় করাই) অধ্যাত্ম শাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্ত; শান্ত, অদ্বৈত ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অবিদ্যা কিংবা মায়া কিছুই নাই ॥ ৯৯৭

প্রিয়েষু স্বেষু সুকৃতমপ্রিয়েষু চ দুষ্কৃতম্।
বিসৃজ্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্মাঽপ্যেতি সনাতনম্ ॥ ৯৯৮

অন্বয়। [জ্ঞানী = জ্ঞানবান্ ব্যক্তি] স্বেষু (স্বকীয়, নিজের) প্রিয়েষু (প্রিয়বস্তুসমূহে) সুকৃতং (পুণ্য) অপ্রিয়েষু চ (এবং অপ্রিয় বস্তুসমূহে) দুষ্কৃতং (পাপকে) বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) ধ্যানযোগেন (ধ্যানযোগদ্বারা) সনাতনং (নিত্য) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অপ্যেতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৯৯৮

অনুবাদ। জ্ঞানী প্রিয়বস্তুসমূহে পুণ্য ও অপ্রিয়বস্তুসমূহে পাপ ত্যাগ করিয়া ধ্যানযোগের দ্বারা সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৯৯৮

যাবদ্যাবচ্চ সদ্বুদ্ধে স্বয়ং সন্ত্যজ্যতেঽখিলম্।
তাবৎ তাবৎ পরানন্দঃ পরমাত্মৈব শিষ্যতে ॥ ৯৯৯

অন্বয়। সদ্বুদ্ধে (হে সুবুদ্ধে) যাবদ্ যাবচ্চ (যত যত) স্বয়ং (নিজে) অখিলং (সমস্ত) সন্ত্যজ্যতে (ত্যাগ করা হয়), তাবৎ তাবৎ (তত তত) পরানন্দঃ (পরমানন্দস্বরূপ) পরমাত্মৈব (পরব্রহ্মই) শিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে) ॥ ৯৯৯

অনুবাদ। হে ধীর! এই সমস্ত প্রপঞ্চ যতদূর ত্যাগ করা যায়, ততই পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে ॥ ৯৯৯

যত্র যত্র মৃতো জ্ঞানী পরমাক্ষরবিৎ সদা।
পরে ব্রহ্মণি লীয়েত ন তস্যোৎক্রান্তিরিষ্যতে ॥ ১০০০

অন্বয়। পরমাক্ষরবিৎ (পরব্রহ্মবিৎ) জ্ঞানী (জ্ঞানবান্) যত্র যত্র (যে যে স্থানে) মৃতঃ [সন্] (মরিয়া) সদা (সর্ব্বদা) পরে ব্রহ্মণি (পরব্রহ্মে) লীয়েত (লীন হ'ন)। [পণ্ডিতৈঃ=পণ্ডিতগণ] তস্য (তাঁহার) উৎক্রান্তিঃ (উৎক্রমণ, লোকান্তরগমন) ন ইষ্যতে (ইচ্ছা অর্থাৎ স্বীকার করেন না)॥ ১০০০

অনুবাদ। পরব্রহ্মবিৎ পুরুষ যেখানে মরুন না কেন, সর্ব্বদা পরব্রহ্মেই লয়প্রাপ্ত হ'ন। পণ্ডিতেরা তাদৃশ পুরুষের উৎক্রমণ (লোকান্তরগমন) স্বীকার করেন না॥ ১০০০

যদ্‌যৎ স্বাভিমতং বস্তু তৎ ত্যজন্ মোক্ষমশ্নুতে।
অসঙ্কল্পেন শস্ত্রেণ ছিন্নং চিত্তমিদং যদা॥ ১০০১
সর্ব্বং সর্ব্বগতং শান্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০০২
জ্ঞাতজ্ঞেয়ঃ সংপ্রণম্য সদ্‌গুরোশ্চরণাম্বুজম্।
স তেন সমনুজ্ঞাতো যযৌ নির্ম্মুক্তবন্ধনঃ॥ ১০০৩

অন্বয়। [জ্ঞানী=জ্ঞানবান্ ব্যক্তি] যদ্ যৎ (যে যে) স্বাভিমতম্ (নিজের অভিপ্রেত) বস্তু (পদার্থ) তৎ (তাহাকে) ত্যজন্ (ত্যাগ করিয়া) মোক্ষম্ (মুক্তিকে) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন); যদা (যখন) অসঙ্কল্পেন (সঙ্কল্পহীনত্ব-রূপ) শস্ত্রেণ (অস্ত্রদ্বারা) ইদম্ (এই) চিত্তং (মনঃ) ছিন্নং (বিনাশপ্রাপ্ত হয়), তদা (তখন) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মক) সর্ব্বগতং (সর্ব্বগত) শান্তং (শান্ত) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) সম্পদ্যতে (হ'ন), তু (কিন্তু) শিষ্যঃ (ছাত্র) ইতি (এইরূপ) গুরোঃ (গুরুর) বাক্যং (কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) ছিন্নসংশয়ঃ (সন্দেহবিহীন) [অভূৎ=হইলেন] জ্ঞাতজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্য বিষয় যিনি জানিয়াছেন) সঃ (তিনি=শিষ্য) সদ্‌গুরোঃ (উৎকৃষ্টগুরুর) চরণাম্বুজং (পাদপদ্মকে) সংপ্রণম্য (সম্যগ্‌রূপে প্রণাম করিয়া) নির্ম্মুক্তবন্ধনঃ (বন্ধনবিহীন) যযৌ (হইলেন)॥ ১০০১—১০০২—১০০৩

অনুবাদ। জ্ঞানী নিজের অভিপ্রেত বস্তুকে ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করেন; যখন অসঙ্কল্পরূপ শস্ত্রদ্বারা এই চিত্ত ছিন্ন (বিনষ্ট) হয়, তখন জ্ঞানী সর্ব্বাত্মক সর্ব্বব্যাপী শান্ত ব্রহ্ম প্রাপ্ত হ'ন, শিষ্য গুরুর এবংপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন এবং জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হইয়া, গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া বন্ধনশূন্য হইলেন॥ ১০০১—১০০২—১০০৩

গুরুরেষ সদানন্দসিন্ধৌ নির্মগ্নমানসঃ।
পাবয়ন্ বসুধাং সর্ব্বাং বিচচার নিরুত্তরঃ॥ ১০০৪

অন্বয়। এষঃ (এই) গুরুঃ (উপদেশক) সদানন্দসিন্ধৌ (সর্ব্বদা আনন্দ-সমুদ্রে) নিমগ্নমানসঃ (চিত্তকে মগ্ন করিয়া) সর্ব্বাং (সমস্ত) বসুধাং (পৃথিবীকে)

পাবয়ন্ (পবিত্র করিয়া) নিরুত্তরঃ [সন্] (উত্তর না দিয়া) বিচচার (ইচ্ছামত বিচরণ করিতে লাগিলেন)॥ ১০০৪

অনুবাদ। গুরুদেব পরমানন্দসমুদ্রে নিমগ্নচিত্ত হইয়া, সমস্ত পৃথিবীতল পবিত্র করিয়া উত্তর প্রদান না করিয়া, যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০০৪

ইত্যাচার্য্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেনাত্মলক্ষণম্।
নিরূপিতং মুমুক্ষূণাং সুখবোধোপপত্তয়ে ॥ ১০০৫

অন্বয়। ইতি (এইরূপ, পূর্ব্বোক্তরূপ) আচার্য্যস্য (আচার্য্যের, গুরুর) শিষ্যস্য [চ] (এবং শিষ্যের) সংবাদেন (কথোপকথন দ্বারা) মুমুক্ষূণাং (মুক্তিকামদিগের) সুখবোধোপপত্তয়ে (সুখে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত) আত্মলক্ষণম্ (আত্মার লক্ষণ) নিরূপিতম্ (নির্ণীত হইল)॥ ১০০৫

অনুবাদ। এইপ্রকার আচার্য্য এবং শিষ্যের কথোপকথনের দ্বারা মুমুক্ষুগণের অনায়াসে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আত্মার স্বরূপ নিরূপিত হইল ॥ ১০০৫

সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহনামকঃ।
গ্রন্থোঽয়ং হৃদয়গ্রন্থিবিচ্ছিত্ত্যৈ রচিতঃ সতাম্ ॥ ১০০৬

অন্বয়। অয়ম্ (এই) সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহনামকঃ (সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহনামক) গ্রন্থঃ (পুস্তক) সতাং (সাধুদিগের) হৃদয়গ্রন্থিবিচ্ছিত্ত্যৈ (অন্তঃকরণের কামাদি গ্রন্থিসমূহের নাশের জন্য) রচিতঃ (বিরচিত হইল)॥ ১০০৬

অনুবাদ। সাধুগণের হৃদয়ের কামক্রোধাদি গ্রন্থিসমূহের বিনাশের নিমিত্ত "সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ"-নামধেয় গ্রন্থ বিরচিত হইল ॥ ১০০৬

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ

সম্পূর্ণঃ॥

ধর্ম্মগ্রন্থ বিভাগ

কাশীদাসী মহাভারত
রাজ সংস্করণ ২০·০০

কাশীদাসী মহাভারত
সাধারণ সংস্করণ ১৬·০০

বিশুদ্ধ মহাভারত ১০·০০

কৃত্তিবাসী রামায়ণ
রাজ সংস্করণ ১৬·০০
ঐ সাধারণ সংস্করণ ১২·০০

কৃত্তিবাসী রামায়ণ
সুলভ সংস্করণ ৮·০০

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
রাজ সংস্করণ ১৬·০০

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
সুলভ সংস্করণ ১২·০০

শ্রীমদ্ভাগবত
রাজ সংস্করণ ২০·০০
ঐ সাধারণ সংস্করণ ১৬·০০

শ্রীমদ্ভাগবত
সুলভ সংস্করণ ১২·০০

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ
রাজ সংস্করণ ১৬·০০

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ
সুলভ সংস্করণ ১২·০০

শ্রীচৈতন্যভাগবত
রাজ সংস্করণ ১৫·০০

শ্রীচৈতন্যভাগবত
সুলভ সংস্করণ ১০·০০

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস (চিত্রে)
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

গীতা (প্রমথ)

গীতা (বোর্ড বাঁধাই) ১·৭০

গীতা
(কাগজে বাঁধাই) ১·৫০

গীতা
(পদ্য ছন্দে) ১·০০

গীতা মধুকরী
বড় ৫·০০, ছোট ২·০০

চণ্ডী (বোর্ড বাঁধাই) ১·৭০
" (কাগজে ") ১·৫০

চণ্ডী-রত্নামৃত ১·০০

রামকৃষ্ণ উপদেশামৃত ·৫০

বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি
বড় ৩·০০, ছোট ·২৫

বিশুদ্ধ আহ্নিক-কৃত্যম্ ৩·০০

ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি ১·০০

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীচরিত্র ·৭৫

লক্ষ্মীর পাঁচালী ·২৫

শনির পাঁচালী ·২৫

সত্যনারায়ণ পাঁচালী ·২৫

ইত্যাদি—ইত্যাদি

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯